যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সম্পূজ্য মুনয়োঽব্রুবন্।
বর্ণাশ্রমেতরণাং নো ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ ॥ ১
মিথিলাস্থঃ স যোগীন্দ্রঃ ক্ষণং ধ্যাত্বাব্রবীন্মুনীন্।
যস্মিন্ দেশে মৃগঃ কৃষ্ণস্তস্মিন্ ধর্ম্মান্নিবোধত ॥ ২
পুরাণন্যায়মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ ॥ ৩
মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥ ৪
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগোতমৌ।
শাতাতপো বসিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ ॥ ৫
দেশকাল উপায়েন দ্রব্যং শ্রদ্ধাসমন্বিতম্।
পাত্রে প্রদীয়তে যত্তৎ সকলং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ৬
শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতম্ ॥ ৭
ইজ্যাচারদমাহিংসা দানং স্বাধ্যায়কর্ম্ম চ।
অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্ ॥ ৮
চত্বারো বেদধর্ম্মজ্ঞাঃ পর্ষৎ ত্রৈবিদ্যমেব বা।
সা ব্রূতে যং স ধর্ম্মঃ স্যাদেকো বাধ্যাত্মবিত্তমঃ ৯
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা বর্ণাস্ত্বাদ্যাস্ত্রয়ো দ্বিজাঃ।
নিষেকাদিশ্মশানান্তাস্তেষাং বৈ মন্ত্রতঃ ক্রিয়াঃ ॥ ১০
গর্ভাধানমৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎ পুরা।
ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তঃ প্রসবে জাতকর্ম্ম চ ॥ ১১
অহন্যেকাদশে নাম চতুর্থে মাসি নিষ্ক্রমঃ।
ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি চূড়া কার্য্যা যথাকুলম্ ॥ ১২
এবমেনঃ শমং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবম্।
তূষ্ণীমেতাঃ ক্রিয়াঃ স্ত্রীণাং বিবাহস্তু সমন্ত্রকঃ ॥ ১৩

প্রথম অধ্যায়।

মুনিগণ (সামশ্রবা প্রভৃতি), যোগিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যকে বিশেষরূপ অর্চ্চনা করিয়া বলিলেন,—চারি বর্ণ, চারি আশ্রম এবং অনুলোম-প্রতিলোমজাত অপরাপর জাতি সকলের ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বলুন। মিথিলানগরীস্থ সেই যোগীন্দ্র যাজ্ঞবল্ক্য, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সেই মুনিগণকে বলিলেন,—যেদেশে কৃষ্ণসার-মৃগ ব্যক্তিবিশেষের পালিত না হইয়া বিচরণ করে, তাহাতেই বক্ষ্যমাণ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, ইহা জানিবে। পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দ, এই ছয় প্রকার) এবং চারি বেদ,—এই চৌদ্দটী, পুরুষার্থ-সাধন জ্ঞান এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণ। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ এবং বসিষ্ঠ, ইঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত দেশে পুণ্যকালে শাস্ত্রোক্ত ইতিকর্ত্তব্যতার অনুষ্ঠান করিয়া, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপযুক্ত পাত্রে যে ধনাদি প্রদান করা যায়, তাহা এবং শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য যাগ-যজ্ঞাদি ধর্ম্মপ্রাপ্তির অসাধারণ উপায়। শ্রুতিস্মৃতি, মহাজনের আচার, আপনার প্রীতি এবং সম্যক্ সংকল্প-জনিত শাস্ত্রবিরুদ্ধ কামনা, ইহাই ধর্ম্মজ্ঞানের মূল। যাগযজ্ঞ, আচার, দম, অহিংসা, দান এবং স্বাধ্যায়, এই সকল কর্ম্ম অপেক্ষা, চিত্তনিরোধ দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। ১—৮। সন্দেহ হইলে তাহার নিরাকরণ এইরূপে হইবে; যথা,—বেদ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ চারিজন ব্রাহ্মণ অথবা ত্রৈবিদ্যমণ্ডলীর নাম সভা। সেই সভা অথবা অধ্যাত্মজ্ঞানিদিগের মধ্যে অতি নিপুণ, বেদ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ এক ব্যক্তি যাহা কহিবেন, তাহাই ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র, এই চারিপ্রকার বর্ণ; তাহার মধ্যে প্রথমোক্ত বর্ণত্রয়—দ্বিজ। সেই দ্বিজগণেরই গর্ভাধান হইতে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সকল ক্রিয়াকলাপ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হইয়া থাকে। বক্ষ্যমাণ ঋতুকালে গর্ভাধান, গর্ভ-স্পন্দনের পূর্ব্বে পুংসবন, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন, বালক গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেই জাতকর্ম্ম, একাদশ দিনে অর্থাৎ অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে নামকরণ, জন্মের পর চতুর্থ মাসে নিষ্ক্রমণ, ষষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশন এবং কুলাচারানুসারে অর্থাৎ কাহারও এক বৎসরে কাহারও তিন বৎসরে,—এই দুই মুখ্যকালে বা পাঁচ বৎসর প্রভৃতি গৌণকালে, চূড়াকরণ হইয়া থাকে। এই সমস্ত কার্য্য করিলে শুক্রশোণিত-সম্ভূত পাপরাশি দূরীভূত হয়। এই সকল সংস্কার-কার্য্য স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে মন্ত্রহীন; কেবল তাহাদিগের

গর্ভাষ্টমেহষ্টমে বাব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনায়ম্ ।
রাজ্ঞামেকাদশে সৈকে বিশামেকে যথাকুলম্ ॥ ১৪
উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং মহাব্যাহৃতিপূর্ব্বকম্ ।
বেদমধ্যাপয়েদেনং শৌচাচারাংশ্চ শিক্ষয়েৎ ॥ ১৫
দিবা সন্ধ্যাসু কর্ণস্থব্রহ্মসূত্র উদঙ্মুখঃ ।
কুর্য্যান্মূত্রপুরীষে তু রাত্রৌ চেদ্দক্ষিণামুখঃ ॥ ১৬
গৃহীতশিশ্নশ্চোত্থায় মৃদ্ভিরপুদ্ধৃতৈর্জ্জলৈঃ ।
গন্ধলেপক্ষয়করং কুর্য্যাচ্ছৌচমতন্দ্রিতঃ ॥ ১৭
অন্তর্জানুঃ শুচৌ দেশে উপবিষ্ট উদঙ্মুখঃ ।
প্রাগ্বা ব্রাহ্মেণ তীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপস্পৃশেৎ ॥ ১৮
কনিষ্ঠাদেশিন্যঙ্গুষ্ঠমূলান্যগ্রং করস্য চ ।
প্রজাপতিপিতৃব্রহ্মদেবতীর্থান্যনুক্রমাৎ ॥ ১৯
ত্রিঃ প্রাশ্যাপো দ্বিরুন্মৃজ্য খান্যদ্ভিঃ সমুপস্পৃশেৎ ।
অদ্ভিস্তু প্রকৃতিস্থাভির্হীনাভিঃ ফেনবুদ্বুদৈঃ ॥ ২০
হৃৎকণ্ঠতালুগাভিস্তু যথাসঙ্খ্যং দ্বিজাতয়ঃ ।
শুধ্যেরন্ স্ত্রী চ শূদ্রশ্চ সকৃৎস্পৃষ্টাভিরন্ততঃ ॥ ২১
স্নানমব্দৈবতৈর্ম্মন্ত্রৈর্ম্মার্জ্জনং প্রাণসংযমঃ ।
সূর্য্যস্য চাপ্যুপস্থানং গায়ত্র্যাঃ প্রত্যহং জপঃ ॥ ২২
গায়ত্রীং শিরসা সার্দ্ধং জপেদ্ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্ ।
প্রতিপ্রণবসংযুক্তাং ত্রিরয়ং প্রাণসংযমঃ ॥ ২৩
প্রাণানায়ম্য সম্প্রোক্ষ্য ত্র্যচেনাব্দৈবতেন তু ।
জপন্নাসীত সাবিত্রীং প্রত্যগা তারকোদয়াৎ ॥ ২৪
সন্ধ্যাং প্রাক্প্রাতরেবেহ তিষ্ঠেদা সূর্য্যদর্শনাৎ ।
অগ্নিকার্য্যং ততঃ কুর্য্যাৎ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি ॥ ২৫
ততোহভিবাদয়েদ্বৃদ্ধানসাবহমিতি ব্রুবন্ ।

বিবাহ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক করিবে। ব্রাহ্মণকুমারের গর্ভাষ্টমে অথবা প্রকৃত অষ্টম বর্ষে, ক্ষত্রিয়দিগের গর্ভৈকাদশে এবং বৈশ্যদিগের গর্ভদ্বাদশে উপনয়ন হওয়া বিধি। তবে বৈশ্যের উপনয়ন কুলাচারানুসারে হইবে, ইহা কেহ কেহ বলেন। নিজ নিজ গৃহোক্ত বিধি অনুসারে উপনীত করিবার পর, গুরু, শিষ্যকে মহাব্যাহৃতি (ভূঃ ইত্যাদি) উচ্চারণ করিয়া বেদাধ্যাপনা করিবেন, এবং উক্ত শিষ্যকে শৌচ ও আচার শিক্ষা করাইবেন। দক্ষিণকর্ণে যজ্ঞোপবীত স্থাপনপূর্ব্বক, দিবা, প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে উত্তরমুখ এবং যদি রাত্রি হয় ত দাক্ষিণাভিমুখ হইয়া মূত্রবিষ্ঠা ত্যাগ করিবে। অনন্তর শিশ্নগ্রহণপূর্ব্বক উত্থান করিয়া মৃত্তিকা এবং উদ্ধৃত জল দ্বারা এইরূপ শৌচ করিবে, যাহাতে বিণ্মূত্রের লেপ বা গন্ধ কিছুমাত্র না থাকে।* পবিত্র স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক উত্তরমুখ বা পূর্ব্বমুখ হইয়া, হস্ত উভয়জানুর অন্তরালে রাখিয়া, দ্বিজগণ ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন করিবেন। (১) কনিষ্ঠমূল, (২) তর্জ্জনীমূল, (৩) অঙ্গুষ্ঠমূল এবং (৪) করতলের অগ্রভাগ অর্থাৎ অঙ্গুলাগ্র এই কয় স্থানের নাম যথাক্রমে (১) প্রজাপতিতীর্থ, (২) পিতৃতীর্থ, (৩) ব্রহ্মতীর্থ এবং (৪) দেবতীর্থ। তিনবার জলপানান্তে (অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা) দুইবার (মুখে) মার্জ্জন করিয়া, উর্দ্ধদেহগত ছিদ্র সকল অর্থাৎ নাসিকাদি জল দ্বারা স্পর্শ করিবে। অবিকৃত, ফেনবুদ্বুদরহিত, শূদ্রকর্ত্তৃক অনাহৃত জল, (পানসময়ে) বক্ষঃ (১) কণ্ঠ (২) তালু (৩) পর্য্যন্ত গমন করিলে, ব্রাহ্মণ (১), ক্ষত্রিয় (২) ও বৈশ্য (৩) গণ যথাক্রমে শুদ্ধ হইবেন। ওষ্ঠপ্রান্তে একবার মাত্র স্পৃষ্ট হইলেই স্ত্রীলোক এবং শূদ্রগণ শুদ্ধ হইবে। ৯—২১। প্রাতঃস্নান, জলদৈবত মন্ত্র অর্থাৎ আপোহিষ্ঠা প্রভৃতি মন্ত্র দ্বারা মার্জ্জন, প্রাণায়াম, সূর্য্যোপস্থান এবং প্রত্যহ গায়ত্রী জপ করিবে। প্রণবযুক্ত এক একটী ব্যাহৃতি যথাক্রমে পূর্ব্বে যোজনা করিয়া শিরঃ অর্থাৎ "আপোজ্যোতিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রের সহিত তিনবার গায়ত্রী জপ করিবে (জপ করিবার সময় মুখ-নাসিকাদি হইতে নিয়মমত বায়ুনির্গম হইবে না; রেচক পূরক এবং কুম্ভক করিয়া থাকিবে)। ইহাই প্রাণায়াম। এইরূপ প্রাণায়াম করিয়া আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্র দ্বারা আপনাকে প্রোক্ষিত করিবে এবং সায়ংকালে পশ্চিমাস্য হইয়া নক্ষত্রদর্শন পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিতে থাকিবে; অর্থাৎ যাবৎ নক্ষত্রদর্শন না হয়, তাবৎ প্রাতঃসন্ধ্যার বিহিত কাল। প্রাতঃকালে সূর্য্যদর্শন পর্য্যন্ত পূর্ব্বাস্য হইয়া এরূপ করিতে থাকিবে, অর্থাৎ যাবৎ সূর্য্যোদয় না হয়, তাবৎ প্রাতঃসন্ধ্যার বিহিতকাল। সন্ধ্যোপসনানন্তর প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সায়ংসন্ধ্যার নিজ নিজ গৃহোক্ত বিধি অনুসারে অগ্নিতে সমিধ্ আদি আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর "আমি অমুক" এইরূপে নিজ নাম উল্লেখ করিয়া গুরু প্রভৃতি বন্ধুবর্গকে অভিবাদন করিবে এবং অধ্যয়নসিদ্ধির

* স্মৃত্যন্তরে হস্তমৃত্তিকা দিবার কার্য্যে যেরূপ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতে গন্ধলেপনাদি দূর না হইলে ততক্ষণ ঐরূপ শৌচ করিতে হইবে, যতক্ষণ গন্ধলেপ না যায়;—ইহা জানাইবার জন্যই "গন্ধলেপ" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে।

গুরুঞ্চৈবাপ্যুপাসীত স্বাধ্যায়ার্থং সমাহিতঃ ॥ ২৬
আহূতশ্চাপ্যধীয়ীত লব্ধঞ্চাস্মৈ নিবেদয়েৎ।
হিতঞ্চাস্যাচরেন্নিত্যং মনোবাক্‌কায়কর্ম্মভিঃ ॥ ২৭
কৃতজ্ঞাদ্রোহিমেধাবিশুচিকল্যাণসূচকাঃ।
অধ্যাপ্যা ধর্ম্মতঃ সাধুশক্তাপ্তজ্ঞানবিত্তদাঃ ॥ ২৮
দণ্ডাজিনোপবীতানি মেখলাঞ্চৈব ধারয়েৎ।
ব্রাহ্মণেষু চরেদ্ভৈক্ষমনিন্দ্যেষাত্মবৃত্তয়ে ॥ ২৯
আদিমধ্যাবসানেষু ভবচ্ছব্দোপলক্ষিতা।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভৈক্ষচর্য্যা যথাক্রমম্ ॥ ৩০
কৃতাগ্নিকার্য্যো ভুঞ্জীত বাগ্‌যতো গুর্ব্বনুজ্ঞয়া।
আপোশনক্রিয়াপূর্ব্বং সৎকৃত্যান্নমকুৎসয়ন্ ॥ ৩১
ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতো নৈকমন্নমদ্যাদনাপদি।

নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে গুরুর পরিচর্য্যা করিবে। গুরু, অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলে পর অধ্যয়ন করিবে; ভিক্ষাদি করিয়া যাহা পাইবে, তৎসমস্ত গুরুকে অর্পণ করিবে; মনঃ, বাক্য, শরীর এবং কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার হিতাচরণ করিবে। কৃতজ্ঞ, অদ্রোহী, মেধাবী, শুচি, আধি-ব্যাধিরহিত, অসূয়াশূন্য, সচ্চরিত্র, সেবাকুশল, বন্ধু, বিদ্যাদাতা এবং ধনদাতা এই সকল ব্যক্তি ধর্ম্মতঃ অধ্যাপনীয়। (এই অধ্যয়নের সময়) দণ্ড, অজিন যজ্ঞোপবীত ও মেখলা ধারণ করিবে এবং স্বীয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অনিন্দনীয় ব্রাহ্মণবাটীতে ভিক্ষা করিবে। ব্রাহ্মণ (১), ক্ষত্রিয় (২) এবং বৈশ্য (৩) যথাক্রমে আদি (১), মধ্য (২) এবং অন্তেতে ভবৎ-শব্দ প্রয়োগ করিয়া ভিক্ষা করিবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বলিবে,—"ভবতি! ভিক্ষাং দেহি" ক্ষত্রিয় বলিবে,—"ভিক্ষাং ভবতি! দেহি", বৈশ্য বলিবে,—"ভিক্ষাং দেহি ভবতি!" ২২—৩০। অগ্নি-কার্য্য করিবার পর, গুরুর অনুমতি অনুসারে মৌনী হইয়া ভোজন করিবে। ভোক্তব্য বস্তুর নিন্দা করিবে না, প্রত্যুত "এইরূপ অন্ন প্রতিদিন হউক" ইত্যাদি রূপে পূজা করিবে এবং ভোজনের পূর্ব্বে আপোশন অর্থাৎ গণ্ডূষ করিতে হইবে। * দ্বিজ, ব্রহ্মচারী অবস্থায়, বিশেষ পীড়াদি ব্যতীত, একস্থানাহৃত অন্ন

*পূর্ব্বোক্ত সময়ে অগ্নিকার্য্য না হইলে, এই সময় উক্ত কার্য্য করিতে হইবে, ইহা বুঝাইবার জন্য পুন-র্ব্বার কৃতাগ্নিকার্য্য" (অর্থাৎ অগ্নিকার্য্য করিবার পর) এই কথাটীর উল্লেখ হইয়াছে।

ব্রাহ্মণঃ কামমশ্নীয়াচ্ছ্রাদ্ধে ব্রতমপীড়য়ন্ ॥ ৩২
মধুমাংসাঞ্জনোচ্ছিষ্টশুক্তস্ত্রীপ্রাণিহিংসনম্।
ভাস্করালোকনাশ্লীলপরিবাদাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৩
স গুরুর্যঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা বেদমস্মৈ প্রযচ্ছতি।
উপনীয় দদদ্বেদমাচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ ॥ ৩৪
একদেশমুপাধ্যায় ঋত্বিগ্‌ যজ্ঞকৃদুচ্যতে।
এতে মান্যা যথাপূর্ব্বমেভ্যো মাতা গরীয়সী ॥ ৩৫
প্রতিবেদং ব্রহ্মচর্য্যং দ্বাদশাব্দানি পঞ্চ বা।
গ্রহণান্তিকমিত্যেকে কেশান্তশ্চৈব ষোড়শে ॥ ৩৬
আ ষোড়শাদ্দ্বাবিংশাচ্চতুর্বিংশাচ্চ বৎসরাৎ।

ভোজন করিবে না এবং ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ (ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শ্রাদ্ধে ভোজন করিতে অধিকারী নহে, এই জন্য স্বতন্ত্রভাবে ব্রাহ্মণদের উল্লেখ) শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া, যাহাতে ব্রতভঙ্গ না হয়, এরূপ দ্রব্য ইচ্ছানু-সারে ভোজন করিতে পারিবে। ব্রহ্মচারী দ্বিজ মধু অর্থাৎ মৌ, মাংস, অঞ্জন, গুরুভিন্ন অপরের উচ্ছিষ্ট, নিষ্ঠুর বাক্য, স্ত্রী-সম্ভোগ, জীবহিংসা উদয়াস্ত সময়ে সূর্য্যদর্শন, অশ্লীল অর্থাৎ মিথ্যা বাক্য বা জুগুপ্সিত বাক্য এবং পরিবাদ অর্থাৎ সত্য হউক মিথ্যা হউক, পরের দোষ উল্লেখ করা,—ইত্যাদি বিষয় পরি-ত্যাগ করিবে। যিনি গর্ভাধান হইতে উপনয়ন পর্য্যন্ত সকল সংস্কার করিয়া বেদ অধ্যাপন করেন, তিনি গুরু। যিনি কেবল উপনয়ন দিয়া বেদ-শিক্ষা দেন, তাঁহাকে আচার্য্য বলা যায়। যিনি বেদের একদেশ শিক্ষা দেন, তিনি উপাধ্যায় এবং যিনি যজ্ঞ করেন, তাঁহাকে ঋত্বিক্ বলা যায়। গুরু, আচার্য্য, উপাধ্যায় এবং ঋত্বিক্ এই কয় মান্যের মধ্যে যদ-পেক্ষা পূর্ব্বে যাঁহার উল্লেখ হইয়াছে, তদপেক্ষা তিনি অধিক মান্য; অর্থাৎ গুরু সর্ব্বাপেক্ষা মান্য; আচার্য্য তাহা হইতে কিঞ্চিন্ন্যুন ইত্যাদি; কিন্তু জননী ইহাঁদিগের অপেক্ষাও অধিকতর মাননীয়া। এক এক বেদ অধ্যয়নে দ্বাদশবর্ষ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিবে, ইহাতে অসমর্থ হইলে পাঁচ বৎসর। কেহ কেহ বলেন,—মাত্র বেদগ্রহণ সময়ে ব্রহ্মচর্য্য করিলেই চলিবে। গর্ভষোড়শবর্ষে কেশমুণ্ডন অর্থাৎ "গোদা-নাখ্য কর্ম্ম" করিবে * (পূর্ব্বে গর্ভাষ্টমাদি উল্লেখ করিয়া ব্রাহ্মণাদির উপনয়নের মুখ্যকাল উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত হইতেছে যে, কতদিন পর্য্যন্ত উপনয়ন সংস্কার হইতে পারে।) ব্রাহ্মণ

* ষোড়শবর্ষে কেশমুণ্ডন ব্রাহ্মণের পক্ষে, ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে সম্ভবত বিবেচনা করিয়া লইবে।

ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং কাল ঔপনায়নিকঃ পরঃ ॥ ৩৭
অত ঊর্দ্ধং পতন্ত্যেতে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমাদৃতে ক্রতোঃ ॥৩৮
মাতুর্যদগ্রে জায়ন্তে দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনাৎ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশস্তস্মাদেতে দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৯
যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব শুভানাঞ্চৈব কর্ম্মণাম্।
বেদ এব দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ ॥ ৪০
মধুনা পয়সা চৈব স দেবাংস্তর্পয়েদ্দ্বিজঃ।
পিতৃংশ্চ মধুসর্পির্ভ্যামৃচোঽধীতে তু যোঽন্বহম্ ॥ ৪১
যজূংষি শক্তিতোঽধীতে যোঽন্বহং স ঘৃতামৃতৈঃ।
প্রীণাতি দেবানাজ্যেন মধুনা চ পিতৄংস্তথা ॥ ৪২
স তু সোমঘৃতৈর্দ্দেবাংস্তর্পয়েদ্‌যোঽন্বহং পঠেৎ।
সামানি তৃপ্তিং কুর্য্যাচ্চ পিতৄণাং মধুসর্পিষা ॥ ৪৩
মেদসা তর্পয়েদ্দেবানথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পঠন্।
পিতৄংশ্চ মধুসর্পির্ভ্যামন্বহং শক্তিতো দ্বিজঃ ॥ ৪৪
বাকোবাক্যং পুরাণঞ্চ নারাশংসীশ্চ গাথিকাঃ।
ইতিহাসাংস্তথা বিদ্যাং যোঽধীতে শক্তিতোঽন্বহম্ ॥৪৫
মাংসক্ষীরৌদনমধুতর্পণং স দিবৌকসাম্।
করোতি তৃপ্তিঞ্চ তথা পিতৄণাং মধুসর্পিষা ॥ ৪৬
তে তৃপ্তাস্তর্পয়ন্ত্যেনং সর্ব্বকামফলৈঃ শুভৈঃ।
যং যং ক্রতুমধীয়েত তস্য তস্যাপ্নুয়াৎ ফলম্ ॥ ৪৭
ত্রির্বিত্তপূর্ণপৃথিবীদানস্য ফলমশ্নুতে।
তপসশ্চ পরস্যেহ নিত্যং স্বাধ্যায়বান্ দ্বিজঃ ॥ ৪৮
নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী তু বসেদাচার্য্যসন্নিধৌ
তদভাবেঽস্য তনয়ে পত্ন্যাং বৈশ্বানরেঽপি বা ॥ ৪৯
অনেন বিধিনা দেহং সাধয়ন্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি ন চেহ জায়তে পুনঃ ॥ ৫০
গুরবে তু বরং দত্ত্বা স্নায়ীত তদনুজ্ঞয়া।
বেদং ব্রতানি বা পারং নীত্বাপ্যুভয়মেব বা ॥ ৫১
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীম্ ॥ ৫২

(১), ক্ষত্রিয় (২) এবং বৈশ্যের (৩) যথাক্রমে ষোড়শ (১), দ্বাবিংশ (২) এবং চতুর্ব্বিংশ বর্ষ (৩) পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল। এ পর্য্যন্ত উপনয়ন না হইলে, তদুত্তর ইহারা যাবৎ ব্রাত্যস্তোম যাগ না করে, তাবৎ দ্বিজোচিত সকল ধর্ম্মেই অনধিকারী, গায়ত্রী-উপদেশের অযোগ্য এবং সংস্কার-হীন হয়। যে হেতু প্রথম উৎপত্তি জনক-জননী হইতে এবং দ্বিতীয় উৎপত্তি মৌঞ্জীবন্ধন হইতে; অতএব এই সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ দ্বিজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যজ্ঞ, তপস্যা এবং উপনয়নাদি শুভকার্য্যবোধক বলিয়া একমাত্র বেদই দ্বিজগণের মুক্তিজনক। ৩১—৪০। যিনি প্রত্যহ ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করেন, সেই দ্বিজ, মধু ও দুগ্ধদ্বারা দেবগণের এবং ঘৃত ও মধু দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন করেন। যিনি প্রত্যহ যথাশক্তি যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি ঘৃত ও অমৃত দ্বারা দেবগণের এবং ঘৃত ও মধু দ্বারা পিতৃগণের প্রীতি-সাধন করেন। যিনি প্রত্যহ সামবেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি সোমরস ও ঘৃত দ্বারা দেবগণের এবং মধু ঘৃত দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করেন। অর্থাৎ ইহা অধ্যয়ন করিলে, দেবগণ ও পিতৃগণ অতিশয় তৃপ্ত হন। আর প্রত্যহ যথাশক্তি অথর্ব্ববেদ-পাঠী দ্বিজ, মেদোদ্বারা দেবগণকে এবং মধু ঘৃত দ্বারা পিতৃগণকে তৃপ্ত করেন। যিনি প্রত্যহ যথাশক্তি বাকোবাক্য অর্থাৎ প্রশ্নোত্তর-রূপ বেদবাক্য, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, রুদ্রদৈবত্য মন্ত্র, যজ্ঞগাথাদি গাথা, ভারতাদি ইতিহাস এবং বারুণী প্রভৃতি বিদ্যা অধ্যয়ন করেন, তিনি মাংস, ক্ষীর, ওদন ও মধু দ্বারা দেবগণকে তৃপ্ত করেন, এবং ঘৃতমধু দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন করেন। দেবগণ ও পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া, অধ্যয়নকারীকে মঙ্গলজনক অভিলষিত সমস্ত ফল প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত করেন আর যিনি যে যে যজ্ঞপ্রতিপাদক বেদৈকদেশ অধ্যয়ন করিবেন, তিনি সেই সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হইবেন এবং এইরূপ নিত্য স্বাধ্যায়শীল দ্বিজ তিন বার ধনপূর্ণ পৃথিবীদানের আর উত্তম তপস্যার ফল প্রাপ্ত হন। (সামান্য ব্রহ্মচর্য্য দ্বিজমাত্রের কর্ত্তব্য, নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী, আচার্য্যসান্নিধানে, আচার্য্যের অভাব আচার্য্যপুত্রের নিকটে, তদভাবে আচার্য্য-পত্নী-সমীপে এবং তিনি না থাকিলে অগ্নিহোত্রীয় অগ্নির নিকটে যাবজ্জীবন বাস করিবেন। জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী, উক্তবিধি-অবলম্বনে থাকিয়া ক্রমে দেহ-ত্যাগ করিলে মুক্তি লাভ করেন; ইহ সংসারে তাঁহার আর জঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ৪১—৫০। বেদাধ্যয়ন এবং ব্রহ্মচর্য্য (এই একটী একটী) কিংবা বেদাধ্যয়ন এবং ব্রহ্মচর্য্য উভয়ই সমাপন করিয়া গুরুদক্ষিণা দিবে, পশ্চাৎ গুরুর অনুমতি-ক্রমে স্নান করিবে। অস্খলিতব্রহ্মচর্য্য দ্বিজাতি, নপুংসকত্বাদিদোষশূন্যা, অনন্যপূর্ব্বা (পূর্ব্বে পাত্রান্তরের সহিত যাহার বিবাহ দিবার স্থিরতা পর্য্যন্ত

অরোগিণীং ভ্রাতৃমতীমসমানার্ষগোত্রজাম্ ।
পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা ॥ ৫৩
দশপূরুষবিখ্যাতাচ্ছ্রোত্রিয়াণাং মহাকুলাৎ ।
স্ফীতাদপি ন সঞ্চারিরোগদোষসমন্বিতাৎ ॥ ৫৪
এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ো বরঃ ।
যত্নাৎ পরীক্ষিতঃ পুংস্ত্বে যুবা ধীমান্ জনপ্রিয়ঃ ॥ ৫৫
যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদ্দারোপসংগ্রহঃ ।
ন তন্মম মতং যস্মাত্তত্রাত্মা জায়তে স্বয়ম্ ॥ ৫৬

হয় নাই এবং অপরের উপভুক্তা নহে, তাহাকে অনন্যপূর্ব্বা কহে), কান্তিমতী, অসপিণ্ডা (পিতৃবন্ধু হইতে অধস্তন পর্য্যন্ত সপ্তম এবং মাতৃবন্ধু হইতে অধস্তন পঞ্চম পর্য্যন্ত, সপিণ্ড কহে; তদ্ভিন্ন), বয়ঃ-কনিষ্ঠা, অরোগিণী (অর্থাৎ যাহার দুশ্চিকিৎস্য রোগ নাই), ভ্রাতৃযুক্তা, অসমান-প্রবরা, অসগোত্রা এবং মাতৃপক্ষ হইতে পঞ্চম পুরুষের ও পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তম পুরুষের পরবর্ত্তিনী একটী সুলক্ষণা কন্যাকে বিবাহ করিবে। মাতৃপক্ষের পাঁচ পুরুষ এবং পিতৃপক্ষের পাঁচ পুরুষ এই দশ পুরুষের বিদ্যাদি গুণে অতি সুবিখ্যাত পুত্রপৌত্র-দাস-দাসী-ধন-ধান্যাদি-সমৃদ্ধ শ্রোত্রিয়দিগের অর্থাৎ বেদাদি-শাস্ত্রা-ধ্যায়ীদিগের মহাকুল হইতে বিবাহ করা নিয়ম বটে, কিন্তু কুষ্ঠপ্রভৃতি সঞ্চারী রোগ, কিংবা হীন-ক্রিয়ত্বাদি দোষ থাকিলে ঐ কুল হইতেও কন্যা বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। (পুরুষসম্বন্ধে) এই সকল গুণযুক্ত এবং দোষবর্জ্জিত, সবর্ণ * শ্রোত্রিয়, পুংস্ত্ববিষয়ে বিশেষ যত্নসহকারে পরীক্ষিত, অস্থবির, বুদ্ধিমান্ এবং জনপ্রিয় ব্যক্তি, বরপাত্র হইবার উপযুক্ত। দ্বিজাতিগণ, শূদ্রজাতীয় কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবেন বলিয়া যে একটী কথা আছে, তাহা আমার সম্মত নহে, যেহেতু তাহাতে অর্থাৎ ভার্য্যাতে স্বয়ং আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে

* সবর্ণ অর্থে উৎকৃষ্ট বর্ণ বা সমান বর্ণ।

‡ দ্বিজ পুত্রার্থী হইয়া শূদ্রাকেও বিবাহ করিবে না। তবে পুত্রোৎপত্তির পর ভার্য্যাবিয়োগ হইলে, কেবলমাত্র রতিকাম হইয়া শূদ্রাকেও বিবাহ করিতে পারিবে, ইহাই বচনের তাৎপর্য্য। এইরূপ বিবাহিত স্ত্রীতেও পুত্র জন্মিতে পারে বলিয়া শূদ্রাগর্ভ-সম্ভূত দ্বিজপুত্রের ধর্মাধিকারের কথা উল্লিখিত হইবে। নিম্নবর্ণোদ্ভব কন্যার সহিত উচ্চবর্ণীয় পুরুষের বিবাহ, পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল; এক্ষণে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

তিস্রো বর্ণানুপূর্ব্ব্যেণ দ্বে তথৈকা যথাক্রমম্ ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভার্য্যা স্বা শূদ্রজন্মনঃ ॥ ৫৭
ব্রাহ্মো বিবাহ আহূয় দীয়তে শক্ত্যলঙ্কৃতা ।
তজ্জঃ পুনাত্যুভয়তঃ পুরুষানেকবিংশতিম্ ॥ ৫৮
যজ্ঞস্থায়র্ত্বিজে দৈব আদায়ার্ষস্তু গোদ্বয়ম্ ।
চতুর্দ্দশঃ প্রথমজঃ পুনাত্যুত্তরজশ্চ ষট্ ॥ ৫৯
ইত্যুক্ত্বা চরতাং ধর্ম্মং সহ যা দীয়তেঽর্থিনে ।
স কায়ঃ পাবয়েত্তজ্জঃ ষট্‌ষড় বংশ্যান্ সহাত্মনা ॥ ৬০
আসুরো দ্রবিণাদানাদ্গান্ধর্ব্বঃ সময়ান্মিথঃ
রাক্ষসো যুদ্ধহরণাৎ পৈশাচঃ কন্যাকাচ্ছলাৎ ॥ ৬১
পাণিগ্রাহ্যঃ সবর্ণাসু গৃহ্নীয়াৎ ক্ষত্রিয়া শরম্ ।

যথাক্রমে, ব্রাহ্মণ (১) ক্ষত্রিয় (২) এবং বৈশ্য-দিগের (৩) বর্ণের ক্রমিকত্ব অনুসারে তিনটী (১) দুইটী (২) এবং একটীমাত্র (৩) ভার্য্যা হইবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা; ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা; বৈশ্যের একমাত্র বৈশ্যাই ভার্য্যা; আর শূদ্রজাতীয়ের স্বজাতীয়াই ভার্য্যা হইবে। বরকে আহ্বান করিয়া তাহাকে যথাশক্তি অলঙ্কৃত কন্যা সম্প্রদান, যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহাই ব্রাহ্ম-বিবাহ। সেই ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিতা পত্নীর গর্ভ-জাত সন্তান দশজন পূর্ব্ব, দশজন পর এবং আত্মা এই পূর্ব্বাপর একবিংশতি পুরুষকে পবিত্র করে। যজ্ঞস্থ ঋত্বিক্‌কে (দক্ষিণারূপে) যথাশক্তি অলঙ্কৃত কন্যা সম্প্রদান, যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহা দৈব-বিবাহ; গো-মিথুন-গ্রহণপূর্ব্বক কন্যাদান দ্বারা নিষ্পন্ন বিবাহ আর্ষবিবাহ। এই উভয় বিবাহের মধ্যে প্রথমোক্ত বিবাহে বিবাহিত পত্নীর গর্ভজাত সন্তান, পূর্ব্বাপর চতুর্দ্দশ পুরুষ এবং শেষোক্ত পত্নীর গর্ভজাত পুত্র, পূর্ব্বাপর ছয়পুরুষ পবিত্র করে। "তোমরা দুইজনে একত্র ধর্ম্ম আচরণ কর" এই কথা (কন্যা ও জামাতার প্রতি) বলিয়া, প্রার্থি-বরকে কন্যা প্রদান, যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহা প্রাজাপত্য। এই প্রাজাপত্যবিবাহে বিবাহিত পত্নীর গর্ভোৎপন্ন পুত্র, ছয়জন পূর্ব্ববংশ্য ছয়জন পরবংশ্য এবং আত্মা ইহাদিগকে পবিত্র করে।৫১—৬০। শুল্কগ্রহণপূর্ব্বক কন্যাদান যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহার নাম আসুরবিবাহ। পরস্পর, অনুরাগপ্রযুক্ত শপথপূর্ব্বক বিবাহের নাম গান্ধর্ব্ববিবাহ; সংগ্রামে অপহরণপূর্ব্বক বিবাহের নাম রাক্ষসবিবাহ; ছলক্রমে অর্থাৎ কন্যার নিদ্রাদি অবস্থায় হরণপূর্ব্বক বিবাহের নাম পৈশাচবিবাহ। সবর্ণবিবাহে পাণি-

বৈশ্যা প্রতোদমাদদ্যাদ্বেদনে ত্বগ্রজন্মনঃ ॥ ৬২
পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো জননী তথা।
কন্যাপ্রদঃ পূর্ব্বনাশে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ ॥ ৬৩
অপ্রযচ্ছন সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যামৃতাবৃতৌ।
গম্যন্ত্বভাবে দাতৃণাং কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ংবরম্ ॥ ৬৪
সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যা হরংস্তাং চৌরদণ্ডভাক্।
দত্তামপি হরেৎ পূর্ব্বাচ্ছ্রেয়াংশ্চেদ্বর আব্রজেৎ ॥ ৬৫
অনাখ্যায় দদদ্দোষং দণ্ড্য উত্তমসাহসম্।
অদুষ্টাঞ্চ ত্যজন্ কন্যাং দূষয়ংশ্চ মৃষাশতম্ ॥ ৬৬
অক্ষতা বা ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ।
স্বৈরিণী যা পতিং হিত্বা সবর্ণং কামতঃ শ্রয়েৎ ॥ ৬৭
অপুত্রাং গুর্ব্বানুজ্ঞাতো দেবরঃ পুত্রকাম্যয়া।
সপিণ্ডো বা সগোত্রো বা ঘৃতাভ্যক্ত ঋতাবিয়াৎ ॥ ৬৮
আ গর্ভসম্ভবাদ্গচ্ছেৎ পতিতস্ত্বন্যথা ভবেৎ।
অনেন বিধিনা জাতঃ ক্ষেত্রজঃ স ভবেৎ সুতঃ ॥ ৬৯
হৃতাধিকারাং মলিনাং পিণ্ডমাত্রোপজীবিনীম্।
পরিভূতামধঃশয্যাং বাসয়েদ্ব্যভিচারিণীম্ ॥ ৭০
সোমঃ শৌচং দদৌ তাসাং গন্ধর্ব্বাশ্চ শুভং গিরম্।
পাবকঃ সর্ব্বমেধ্যত্বং মেধ্যা বৈ যোষিতো হ্যতঃ ॥ ৭১
ব্যভিচারাদৃতৌ শুদ্ধির্গর্ভে ত্যাগো বিধীয়তে।
গর্ভভর্তৃবধাদৌ চ তথা মহতি পাতকে ॥ ৭২
সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ংবদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা ॥ ৭৩
অধিবিন্না তু ভর্ত্তব্যা মহদেনোহন্যথা ভবেৎ।
যত্রানুকূল্যং দম্পত্যোস্ত্রিবর্গস্তত্র বর্দ্ধতে ॥ ৭৪
মৃতে জীবতি বা পত্যৌ যা নান্যমুপগচ্ছতি।

গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। আর উৎকৃষ্ট বর্ণের সহিত হীনবর্ণার বিবাহস্থলে, ক্ষত্রিয়া শর গ্রহণ করিবে, বৈশ্যা প্রতোদ গ্রহণ করিবে। পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য এবং জননী, ক্রমোপন্যস্ত এই কয় ব্যক্তির মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্বের অভাব হইলে, উন্মাদাদি দোষ-রহিত পরপর ব্যক্তি, কন্যাদানে অধিকারী। অর্থাৎ পিতার অভাবে পিতামহ; তদভাবে ভ্রাতা ইত্যাদি। অধিকারী ব্যক্তি কন্যাদান না করিলে ঐ অদত্তা কন্যার প্রতিঋতুকে ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইবে আর দানাধিকারীর অভাব হইলে কন্যা স্বয়ং উপযুক্ত পাত্রে আত্মসমর্পণ করিবে। বাক্য দ্বারাই হউক, আর মন দ্বারাই হউক, যে কন্যা একবার প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাকে হরণ করিলে অর্থাৎ অপরকে দিলে ঐ কন্যাদাতা চৌরের যে দণ্ড বিহিত আছে, সেই দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। কিন্তু যদি প্রথম বর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর মিলে, তাহা হইলে বাগ্দত্তাদি কন্যা উৎকৃষ্ট বরকেই সম্প্রদান করিবে। কন্যাকর্ত্তা দুষ্ট কন্যার দোষোল্লেখ না করিয়া দান করিলে, তাহার উত্তমসাহস দণ্ড হইবে। বস্তুতঃ অদুষ্ট কন্যা গ্রহণ করিয়া পরিত্যাগ করিলেও ঐ দণ্ড। আর যে ব্যক্তি ঐ কন্যার মিথ্যা দোষ-খ্যাপন করে, তাহার শতগুণ দণ্ড হইবে। পুনঃ-সংস্কৃতা অক্ষতা এবং ক্ষতার নাম পুনর্ভূ। যে স্ত্রী স্বীয় পতিকে পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন সবর্ণ পুরুষকে আশ্রয় করে, তাহার নাম স্বৈরিণী (এই ত্রিবিধ স্ত্রী অন্যপূর্ব্বা)। দেবর, তদভাবে সপিণ্ড, তদভাবে সগোত্র পুরুষ ঘৃতলিপ্ত হইয়া অজাত-পুত্রা স্ত্রীতে, উহার পিত্রাদির অনুমতিক্রমে, পুত্রোৎপাদন-মানসে ঋতুকালে গমন করিবে। যতদিন গর্ভ না হয়, ততদিন উক্ত নিয়মে গমন করিবে; ইহার পর নিয়ম ব্যতিক্রম করিয়া গমন করিলে পতিত হইবে। এই বিধি অনুসারে উৎপন্ন পুত্র, পূর্ব্বপরিণেতার ক্ষেত্রজ পুত্র হইবে। ভৃত্য-ভরণাদি-অধিকার হইতে চ্যুত করিবে, অলঙ্কারাদি পরিধান করিতে দিবে না, যাহাতে মাত্র জীবন থাকে—এইরূপ আহার করিতে দিবে, অনবরত ধিক্কার দিবে এবং ভূতলে শয়ন করাইবে, এইরূপে ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে অকার্য্যে বিরক্ত করিবার জন্য নিজ গৃহেই রাখিবে। ৬৯—৭০। স্ত্রীদিগকে, চন্দ্র শৌচ প্রদান করিয়াছেন; গন্ধর্ব্ব মধুরভাষিতা দিয়াছেন এবং পাবক সমস্ত বস্তু অপেক্ষা পবিত্র করিয়াছেন; অতএব স্ত্রীগণ পবিত্র। মানস-ব্যভিচার হইলে, রজোদর্শন দ্বারা তাহার শুদ্ধি হইবে। আর যদি হীনবর্ণের সংসর্গে গর্ভ হয়, ভ্রূণহত্যা, স্বামি-হত্যা, মহাপাতক বা শিষ্য-সংসর্গাদি করে, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়। পূর্ব্ব-পরিণীতা ভার্য্যা সুরাপায়িণী, দীর্ঘরোগগ্রস্তা, ধূর্ত্তা, বন্ধ্যা, অর্থনাশিনী, অপ্রিয়ভাষিণী, স্ত্রীপ্রসবিণী (মেয়ে-বিউনী), অথবা পুরুষদ্বেষিণী হইলে অর্থাৎ এই অষ্টবিধ স্ত্রীলোকের মধ্যে একবিধ হইলেই দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবে। অধিবিন্ন-স্ত্রীকে, অর্থাৎ যে স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছে—সেই স্ত্রীকে পূর্ব্ববৎ ভরণ পোষণ করিবে; অন্যথা অতিশয় পাপ হইবে। যেখানে স্বামি-স্ত্রীর পরস্পর আনুকূল্য থাকে, সেখানে ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গের বৃদ্ধি হয়। যে স্ত্রী,

সেহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি মোদতে চোময়া সহ ॥ ৭৫
আজ্ঞাসম্পাদিনীং দক্ষাং বীরসূং প্রিয়বাদিনীম্।
ত্যজন্ দাপ্যস্তৃতীয়াংশমদ্রব্যো ভরণং স্ত্রিয়াঃ ॥ ৭৬
স্ত্রীভির্ভর্ত্তৃবচঃ কার্য্যমেষ ধর্ম্মঃ পরঃস্ত্রিয়াঃ।
আ শুদ্ধেঃ সম্প্রতীক্ষ্যো হি মহাপাতকদূষিতঃ ॥ ৭৭
লোকানন্ত্যং দিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রকৈঃ।
যস্মাত্তস্মাৎ স্ত্রিয়ঃ সেব্যা ভর্ত্তব্যাশ্চ সুরক্ষিতাঃ ॥ ৭৮
ষোড়শর্ত্তুনিশাঃ স্ত্রীণাং তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ।
ব্রহ্মচার্য্যেব পর্ব্বাণ্যাদ্যাশ্চতস্রশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৭৯
এবং গচ্ছন্ স্ত্রিয়ং ক্ষামাং মঘাং মূলঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
শস্ত ইন্দৌ সকৃৎ পুত্রং লক্ষণ্যং জনয়েৎ পুমান্ ॥৮০
যথাকামী ভবেদ্বাপি স্ত্রীণাং বরমনুস্মরন্।

স্বদারনিরতশ্চৈব স্ত্রিয়ো রক্ষ্যা যতঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮১
ভর্ত্তৃভ্রাতৃপিতৃজ্ঞাতিশ্বশ্রূশ্বশুরদেবরৈঃ।
বন্ধুভিশ্চ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ ॥ ৮২
সংযতোপস্করা দক্ষা হৃষ্টা ব্যয়পরাঙ্মুখী।
কুর্য্যাচ্ছ্বশুরয়োঃ পাদবন্দনং ভর্ত্তৃতৎপরা ॥ ৮৩
ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনম্।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা ॥ ৮৪
রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বিন্নাং পতিঃ পুত্রাস্তু বার্দ্ধকে।
অভাবে জ্ঞাতয়স্তেষাং স্বাতন্ত্র্যং ন ক্বচিৎ স্ত্রিয়াঃ ॥ ৮৫
পিতৃমাতৃসুতভ্রাতৃশ্বশ্রূশ্বশুরমাতুলৈঃ।
হীনা ন স্যাদ্বিনা ভর্ত্রা গর্হণীয়ান্যথা ভবেৎ ॥ ৮৬
পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখম্ ॥ ৮৭
সত্যামন্যাং সবর্ণায়াং ধর্ম্মকার্য্যং ন কারয়েৎ।
সবর্ণাসু বিধৌ ধর্ম্মে জ্যেষ্ঠয়া ন বিনেতরাঃ ॥ ৮৮

স্বামী বর্ত্তমানে বা অবর্ত্তমানে, অপরপুরুষে আসক্ত না হয়, সে, ইহলোকে যশস্বিনী হয় এবং (পরলোকে) উমার সহিত ক্রীড়া করিতে পায়। আজ্ঞাবর্ত্তিনী কার্য্যদক্ষা, পুত্রবতী এবং মিষ্টভাষিণী স্ত্রী থাকিতে পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে, রাজা ঐ স্ত্রীকে স্বামিধনের তৃতীয়াংশের একাংশ দেওয়াইবেন। স্বামী নির্দ্ধন হইলে, গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র দেওয়াইবেন। স্ত্রী স্বামীর বাক্যপালন করিবে; কারণ ইহাই স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। কিন্তু স্বামী মহাপাতকী হইলে, শুদ্ধিকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে। যেহেতু, পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র দ্বারা ইহলোকে বংশবিস্তার হয় এবং অগ্নিহোত্রাদির দ্বারা স্বর্গ লাভ হয়। অতএব সন্তানার্থ স্ত্রীসম্ভোগ করিবে এবং ধর্ম্মার্থ তাহাদিগকে উত্তমরূপে রক্ষা করিবে। * স্ত্রীদিগের ঋতুকাল ষোড়শ অহোরাত্র। তাহার মধ্যে যুগ্ম অর্থাৎ চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম ইত্যাদি অহোরাত্রীয় রাত্রিকালে স্ত্রীসংসর্গ করিবে। ইহাতে ব্রহ্মচর্য্য-চ্যুতি ঘটিবে না। পরন্তু চতুর্দ্দশী অষ্টমী অমাবস্যা পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই সকল পর্ব্ব এবং ঋতুর প্রথম চারি অহোরাত্র বর্জ্জন করিবে। এইরূপে পুরুষ মঘা মূলা বর্জ্জন করিয়া চন্দ্রাস্তাদি কালে রজস্বলা-ব্রত এবং অল্পাহারাদি দ্বারা কৃশীকৃত পত্নীতে গমন করত লক্ষণাক্রান্ত পুত্র উৎপাদন করিবে।৭১—৮০। "তোমাদিগের কামবিঘ্ন করিলে পাতকী হইবে" স্ত্রীলোকদিগের এই বর স্মরণ করত তাহাদিগের কামানুসারে কামী হইয়া ঋতুভিন্নকালেও গমন করিতে পারিবে এবং নিজ পত্নীর প্রতিই অনুরক্ত হইবে। কারণ স্ত্রীগণের রক্ষা করা অতি আবশ্যক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভর্ত্তা ভ্রাতা, পিতা, জ্ঞাতি, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, দেবর এবং অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবগণ অলঙ্কার বস্ত্র ও ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা স্ত্রীগণকে পরিতুষ্ট করিবেন। স্ত্রীলোক, গৃহোপকরণ বস্তু গুছাইয়া রাখিবে, কাজকর্ম্মে তৎপর হইবে, সর্ব্বদা হাস্যমুখে থাকিবে, অধিক ব্যয় করিবে না, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের চরণবন্দনা করিবে এবং সকল কার্য্যই স্বামীর বশবর্ত্তিনী হইয়া করিবে। স্বামী, বিদেশে যাইলে স্ত্রী, ক্রীড়া, শরীর-সংস্কার, সভাদর্শন, উৎসব-দর্শন, হাস্য-পরিহাস এবং পরগৃহে গমন পরিত্যাগ করিবে। স্ত্রীজাতিকে কন্যাকালে পিতা, বিবাহের পর ভর্ত্তা এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রগণ রক্ষা করিবে! যে সময়ে প্রকৃত রক্ষকের অভাব হইবে, সেই সময়ে বন্ধুবান্ধবগণ রক্ষা করিবেন। কোন সময়েই স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা থাকিবে না। পতিহীনা স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর বা মাতুলের আশ্রয়ে থাকিবে। অন্যথা নিন্দনীয় হইবে। যে স্ত্রী, স্বামীর প্রিয় এবং হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত, উত্তম-আচার-সম্পন্ন এবং জিতেন্দ্রিয়, তিনি ইহকালে যশঃ ও পরকালে সর্ব্বোত্তমা গতি প্রাপ্ত হন। বহুভার্য্য ব্যক্তি সবর্ণা স্ত্রী থাকিতে অপরবর্ণীয় স্ত্রীকে ধর্ম্ম করাইবে না এবং বহুতর সবর্ণা স্ত্রী থাকিলে, তাহার মধ্যে পূর্ব্ব-পরিণীতা স্ত্রী ব্যতীত অপর স্ত্রী

* বংশবিস্তার এবং অগ্নিহোত্রাধিকার; বিবাহের ফল।

দাহয়িত্বাগ্নিহোত্রেণ স্ত্রিয়ং বৃত্তবতীং পতিঃ।
আহরেদ্বিধিবদ্দারানগ্নীংশ্চৈবাবিলম্বয়ন্॥ ৮৯
সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ।
অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ॥ ৯০
বিপ্রান্মূর্দ্ধাবিষিক্তো হি ক্ষত্রিয়াণাং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা॥ ৯১
বৈশ্যশূদ্র্যোস্তু রাজন্যান্মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ।
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ॥ ৯২
ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতো বৈশ্যাদ্বৈদেহকস্তথা।
শূদ্রাজ্জাতস্তু চাণ্ডালঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥ ৯৩
ক্ষত্রিয়া মাগধং বৈশ্যাচ্ছূদ্রাৎ ক্ষত্তারমেব তু।
শূদ্রাদায়োগবং বৈশ্যা জনয়ামাস বৈ সুতম্॥ ৯৪
মাহিষ্যেণ করণ্যাস্তু রথকারঃ প্রজায়তে।
অসৎসন্তস্তু বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ॥ ৯৫
জাত্যুৎকর্ষো যুগে জ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমেঽপি বা।
ব্যত্যয়ে কর্ম্মণাং সাম্যং পূর্ব্ববচ্চোত্তরাধরম্॥ ৯৬
কর্ম্ম স্মার্ত্তং বিবাহাগ্নৌ কুর্ব্বীত প্রত্যহং গৃহী।
দায়কালহৃতেনাপি শ্রৌতং বৈতানিকাগ্নিষু॥ ৯৭
শরীরচিন্তাং নির্ব্বর্ত্ত্য কৃতশৌচবিধির্দ্বিজঃ।
প্রাতঃসন্ধ্যামুপাসীত দন্তধাবনপূর্ব্বকম্॥ ৯৮
হুত্বাগ্নীন্ সূর্য্যদৈবত্যান্ জপেন্মন্ত্রান্ সমাহিতঃ।
বেদার্থানধিগচ্ছেচ্চ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ॥ ৯৯

ধর্ম্মকার্য্যে নিযোজনীয় নহে। স্বামী সচ্চরিত্রা স্ত্রীকে শ্রৌত অগ্নি, তদভাবে স্মার্ত্ত অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া অবিলম্বে, বিধিপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বিবাহ ও অগ্নি আহরণ করিবেন।* পরিণীত-সবর্ণা স্ত্রীতে পরিণেতা সবর্ণ হইতে উৎপন্ন পুত্র, পিতামাতার সবর্ণ হইবে। অনিন্দ্য অর্থাৎ ব্রাহ্ম প্রভৃতি বিবাহে বিবাহিত পত্নীর গর্ভসম্ভূত পুত্রগণ বংশবর্দ্ধন করিয়া থাকে।৮৯—৯০। বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম মূর্দ্ধাবিষিক্ত! বৈশ্যজাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম অম্বষ্ঠ এবং শূদ্রজাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম নিষাদ কিংবা পারশব। ক্ষত্রিয় হইতে, বৈশ্য (১) এবং শূদ্র (২) জাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র যথাক্রমে মাহিষ্য (১) ও উগ্র (২) বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন পুত্রের নাম করণ। এই বিধি বিবাহিত ভার্য্যাবিষয়েই জানিবে। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র হয় তাহার নাম সূত বৈশ্যের ঔরসে যে পুত্র হয় তাহার নাম বৈদেহক শূদ্রের ঔরসে যে পুত্র হয়, তাহার নাম চাণ্ডাল; এই জাতি সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত। ক্ষত্রিয়া বৈশ্য-সংসর্গে "মাগধ" এবং শূদ্র-সংসর্গে "ক্ষত্তা" সংজ্ঞক, আর বৈশ্যা শূদ্রসংসর্গে আয়োগবসংজ্ঞক পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। মাহিষ্যজাতীয় পুরুষের ঔরসে করণজাতীয় স্ত্রীর গর্ভে "রথকার" জন্ম গ্রহণ করে। এইরূপ প্রতিলোম অর্থাৎ হীনজাতীয় পুরুষসংসর্গে উচ্চজাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন (১) ও অনুলোমজ অর্থাৎ উচ্চজাতীয় পুরুষের ঔরসে নীচ জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন ব্যক্তিগণকে (২) যথাক্রমে অসৎ (১) এবং সৎ (২) বলিয়া জানিবে। জাতির উৎকর্ষ অর্থাৎ মূর্দ্ধাবিষিক্তাদি হইতে বিপ্রত্বাদি লাভ কোনস্থলে সপ্তম, কোনস্থলে ষষ্ঠ, কোনস্থলে বা পঞ্চম জন্মে হইতে পারে। আর জীবিকার অপকর্ষে সপ্তম ষষ্ঠ এবং পঞ্চমজন্মে নীচজাতির সাম্য হইবে। অধর অর্থাৎ মূর্দ্ধাভিষিক্তাতে ক্ষত্রিয়াদি কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র এবং উত্তর অর্থাৎ মূর্দ্ধাবিষিক্তাদি জাতীয় স্ত্রীতে ব্রাহ্মণাদি কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র, ইহাদিগের উচ্চনীচতা এবং জাত্যুৎকর্ষ পূর্ব্বোক্তরূপেই জানিবে।* গৃহস্থ ব্যক্তি প্রত্যহ বিবাহাগ্নিতে কিংবা বিভাগকালাহৃত অগ্নিতে, স্মার্ত্তকর্ম্ম এবং আহবনীয়াদি বৈতানিক অগ্নিতে শ্রৌতকর্ম্ম করিবে। শরীরচিন্তা অর্থাৎ বিণ্মূত্রাদি পরিত্যাগ সমাপন করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে শৌচকার্য্য সমাহিত হইলে, দ্বিজ, দন্ত ধাবনপূর্ব্বক প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। আহবনীয়াদি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া একাগ্রচিত্তে সূর্য্যদৈবত্য মন্ত্র সকল জপ করিবে। আর বেদার্থজ্ঞান, বিবিধ শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং অধীতশাস্ত্রের আলো-

* যাহাদিগের পুত্র উৎপন্ন হয় নাই, বা যজ্ঞ করা হয় নাই অথবা যে আশ্রমান্তর-গ্রহণে অনধিকারী, তাহাদিগের পক্ষে এই বিধি।

* ইহার ব্যাখ্যা এই,—ব্রাহ্মণ-বিবাহিত নিষাদীর গর্ভে যে কন্যা হইবে, তাহাকে ব্রাহ্মণে বিবাহ করিল, এইরূপ বরাবর হইলে ব্রাহ্মণোঢ়া ষষ্ঠী নিষাদী-বংশীয়া যে পুত্র প্রসব করিবে, সে ব্রাহ্মণ; এই স্থলে সপ্তম জন্মে জাত্যুৎকর্ষ হইল। এইরূপ ব্রাহ্মণপরিণীতা পঞ্চমী অম্বষ্ঠাবংশীয়া যে পুত্র প্রসব করে, সে ব্রাহ্মণ; এস্থলে ষষ্ঠজন্মে জাত্যুৎকর্ষ। এইরূপ চতুর্থী মূর্দ্ধাবিষিক্তা যে পুত্র প্রসব করিবে, সে ব্রাহ্মণ; এস্থলে পঞ্চমজন্মে জাত্যুৎকর্ষ

উপেয়াদীশ্বরঞ্চৈব যোগক্ষেমার্থসিদ্ধয়ে।
স্নাত্বা দেবান্ পিতৄংশ্চৈব তর্পয়েদর্চ্চয়েত্তথা॥ ১০০
বেদাথর্ব্বপুরাণানি সেতিহাসানি শক্তিতঃ।
জপযজ্ঞপ্রসিদ্ধ্যর্থং বিদ্যাঞ্চাধ্যাত্মিকীং জপেৎ॥ ১০১
বলিকর্ম্মস্বধাহোমস্বাধ্যায়াতিথিসৎক্রিয়াঃ।
ভূতপিত্রমরব্রহ্মমনুষ্যাণাং মহামখাঃ॥ ১০২
দেবেভ্যশ্চ হুতাদন্নাচ্ছেষাদ্ভূতবলিং হরেৎ।
অন্নং ভূমৌ শ্বচাণ্ডালবায়সেভ্যশ্চ নিক্ষিপেৎ॥ ১০৩
অন্নং পিতৃমনুষ্যেভ্যো দেয়মপ্যন্বহং জলম্।
স্বাধ্যায়মন্বহং কুর্য্যান্ন পচেদন্নমাত্মনে॥ ১০৪
বালং সুবাসিনীবৃদ্ধগর্ভিণ্যাতুরকন্যকাঃ।
সম্ভোজ্যাতিথিভৃত্যাংশ্চ দম্পত্যোঃ শেষভোজনম্॥
আপোশনেনোপরিষ্টাদধস্তাদশ্নতা তথা।
অনগ্নমমৃতঞ্চৈব কার্য্যমন্নং দ্বিজন্মনা॥ ১০৬

অতিথিত্বেন বর্ণেভ্যো দেয়ং শক্ত্যানুপূর্ব্বশঃ।
অপ্রণোদ্যোঽতিথিঃ সায়মপি বাগ্ভূতৃণোদকৈঃ॥১০
সৎকৃত্য ভিক্ষবে ভিক্ষা দাতব্যা সব্রতায় চ।
ভোজয়েচ্চাগতান্ কালে সখিসম্বন্ধিবান্ধবান্॥ ১০৮
মহোক্ষং বা মহাজং বা শ্রোত্রিয়ায়োপকল্পয়েৎ।
সৎক্রিয়ান্বাসনং স্বাদু ভোজনং সূনৃতং বচঃ॥ ১০৯
প্রতিসংবৎসরন্ত্বর্ঘ্যাঃ স্নাতকাচার্য্যপার্থিবাঃ।
প্রিয়ো বিবাহ্যশ্চ তথা যজ্ঞং প্রত্যৃত্বিজঃ পুনঃ॥ ১১০
অধ্বনীনোঽতিথির্জ্ঞেয়ঃ শ্রোত্রিয়ো বেদপারগঃ।
মান্যাবেতৌ গৃহস্থস্য ব্রহ্মলোকমভীপ্সতঃ॥ ১১১
পরপাকরুচির্ন স্যাদনিন্দ্যামন্ত্রণাদৃতে।
বাক্পাণিপাদচাপল্যং বর্জ্জয়েচ্চাতিভোজনম্॥ ১১২

চনা করিবে। অনন্তর অলব্ধদ্রব্যের লাভ এবং দ্রব্যের রক্ষার জন্য কোন রাজা বা জমীদারের নিকট উপস্থিত হইবে, তৎপরে স্নান করিয়া দেবঋষি-পিতৃ-তর্পণ এবং দেবার্চ্চনা করিবে। ৯১—১০০। ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব এই চারিবেদ, পুরাণ, ইতিহাস এবং আধ্যাত্মিকা বিদ্যা জপযজ্ঞসিদ্ধির জন্য পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে যথাশক্তি অধ্যয়ন করিবে। বলিকর্ম্ম (১), তর্পণ (২), হোম (৩), অধ্যয়ন অধ্যাপন (৪), ও অতিথিসৎকার (৫) যথাক্রমে (ইহাদিগের নাম) ভূতযজ্ঞ (১), পিতৃযজ্ঞ (২), দেবযজ্ঞ (৩), ব্রহ্মযজ্ঞ (৪) ও মনুষ্যযজ্ঞ (৫)। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ, গৃহস্থের নিত্যকর্ত্তব্য। স্ব স্ব গৃহোক্ত বিধি অনুসারে বৈশ্বদেবের হোম করিবে, অবশিষ্ট অন্ন দ্বারা সর্ব্বভূতোদ্দেশে বলি দিবে। অনন্তর কুক্কুর চাণ্ডাল বায়স ও পতিতদিগকে ভূমিতে অন্ন দিবে। পিতৃলোকে ও মনুষ্য-উদ্দেশে প্রত্যহ অন্ন তদভাবে ফলমূল তদভাবে জল দিবে এবং প্রত্যহ সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিবে, আপনার জন্য ভোজনদ্রব্য প্রস্তুত করিবে না। কিন্তু দেবতার জন্য প্রস্তুত করিবে। বালক, সুবাসিনী অর্থাৎ বিবাহিতা হইয়া, যে পিতৃগৃহে অবস্থিতি করে, বৃদ্ধ, গর্ভিণী, পীড়িত, কুমারী, অতিথি এবং ভৃত্যগণকে ভোজন করাইয়া স্বামি-স্ত্রী অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে। ভোজনের প্রারম্ভে ও অন্তে অপোশন ক্রিয়া দ্বারা ভুজ্যমান অন্নকে অনগ্ন এবং অমৃত করিবেন।

ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিবে; ব্রহ্মচারি-ভিক্ষুককে স্বস্তি-বাচনাদিপূর্ব্বক ভিক্ষা দিবে এবং ভোজনকালে আগত সখি-সম্বন্ধি-বান্ধবদিগকে ভোজন করাইবে। শ্রোত্রিয় গৃহাগত হইলে, তাঁহার প্রীতির জন্য "এ সকল আপনার" ইহা বলিয়া মহোক্ষ অর্থাৎ বৃহৎ বৃষ বা মহাজ অর্থাৎ বৃহৎ ছাগ, সম্মুখে রক্ষা করিবে। উহা শ্রোত্রিয়কে দান বা তাঁহার জন্য হত্যা করিতে হইবে না। তাঁহার স্বাগত-প্রশ্ন আসন দানাদিরূপ সৎকার করিবে। তিনি উপবিষ্ট হইলে আপনি উপবেশন করিবে, তাঁহাকে সুস্বাদু বস্তু ভোজন করাইবে এবং আপনার আগমনে ধন্য হইলাম 'ইত্যাদি' মধুর বাক্য বলিবে। ত্রিবিধ-স্নাতক, আচার্য্য, রাজা, মিত্র এবং জামাতা, মাতুল, শ্বশুরাদি, গৃহে আগত হইলে বৎসরে একবার করিয়া মধুপর্ক দ্বারা পূজনীয় এবং সাগ্নিককে প্রতিযজ্ঞে (যজ্ঞ যদি বৎসরে চারিটী হয়, তাহাতেও) উক্তরূপে পূজা করিবে। পথিক ব্যক্তিকে অতিথি বলিয়া এবং বেদপারগ ব্যক্তিকে শ্রোত্রিয় বলিয়া জানিবে; এই অতিথি ও শ্রোত্রিয় ব্রহ্মলোক গমনেচ্ছু গৃহীর বিশেষ মান্য *। ১০১—১১০। অনিন্দনীয় ব্যক্তির নিমন্ত্রণ ব্যতীত, পরিপক্ক বস্তু ভোজনে অভিলাষী হইবে না। বাক্-চাপল্য, পাণিচাপল্য এবং পদচাপল্যাদি পরিত্যাগ

* পথিক ব্যক্তিকে অতিথি বলিয়া জানিবে। শ্রোত্রিয় অর্থাৎ সর্ব্ববেদাধ্যায়ী এবং বেদপারগ অর্থাৎ একশাখাধ্যায়ী এই দ্বিবিধ অতিথি, ব্রহ্মলোকগমনেচ্ছু গৃহীর মাননীয়। ইহা 'মিতাক্ষরা-সম্মত ব্যাখ্যা।

অতিথিং শ্রোত্রিয়ং তৃপ্তমাসীমান্তমনুব্রজেৎ।
অহঃশেষং সহাসীত শিষ্টৈরিষ্টৈশ্চ বন্ধুভিঃ॥ ১১৩
উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং হুত্বাগ্নীংস্তানুপাস্য চ।
ভৃত্যৈঃ পরিবৃতো ভুক্ত্বা নাতিতৃপ্তোঽথ সংবিশেৎ॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় চিন্তয়েদাত্মনো হিতম্।
ধর্ম্মার্থকামান্ স্বে কালে যথাশক্তি ন হাপয়েৎ॥ ১১৫
বিত্তকর্ম্মবয়োবন্ধুবিত্তৈর্মান্যা যথাক্রমম্।
এতৈঃ প্রভূতৈঃ শূদ্রোঽপি বার্দ্ধকে মানমর্হতি॥ ১১৬
বৃদ্ধভারিনৃপস্নাতস্ত্রীরোগিবরচক্রিণাম্।
পন্থা দেয়ো নৃপস্তেষাং মান্যঃ স্নাতস্য ভূপতেঃ॥ ১১৭
ইজ্যাধ্যয়নদানানি বৈশ্যস্য ক্ষত্রিয়স্য চ।
প্রতিগ্রহোঽধিকো বিপ্রে যাজনাধ্যাপনে তথা॥ ১১৮
প্রধানং ক্ষত্রিয়ে কর্ম্ম প্রজানাং পরিপালনম্।
কুসীদকৃষিবাণিজ্যং পাশুপাল্যং বিশঃ স্মৃতম্॥ ১১৯
শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা তয়া জীবন্ বণিগ্ ভবেৎ।
শিল্পৈর্ব্বা বিবিধৈর্জীবেদ্দ্বিজাতিহিতমাচরন্॥ ১২০
ভার্য্যারতিঃ শুচির্ভৃত্যভর্ত্তা শ্রাদ্ধক্রিয়ারতঃ।
নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চযজ্ঞান্ ন হাপয়েৎ॥ ১২১
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দানং দয়া দমঃ ক্ষান্তিঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মসাধনম্॥ ১২২
বয়োবুদ্ধ্যর্থবাগ্বেষশ্রুতাভিজনকর্ম্মণাম্।
আচরেৎ সদৃশীং বৃত্তিমজিহ্মামশঠাং যথা॥ ১২৩
ত্রৈবার্ষিকাধিকান্নো যঃ স তু সোমং পিবেদ্দ্বিজঃ।
প্রাক্সৌমিকীঃ ক্রিয়াঃ কুর্য্যাদ্যস্যান্নং বার্ষিকং ভবেৎ॥ ১২৪
প্রতিসংবৎসরং সোমঃ পশুঃ প্রত্যয়নস্তথা।

করিবে। শ্রোত্রিয়-অতিথিকে উত্তম ভোজনাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া সীমান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিবে। ইতিহাসপুরাণাদিবেত্তা, কাব্যকথায় সুচতুর, সন্তোষজনক আলাপে সুনিপুণ বন্ধুদিগের সহিত অবশিষ্ট দিবাভাগ অতিবাহিত করিবে। সায়ংসন্ধ্যোপাসনা, অগ্নিত্রয়ে আহুতি প্রদান এবং ঐ সকল অগ্নির উপাসনান্তে ভৃত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া অনতিতৃপ্তিজনক আহার করিবে; অনন্তর আয়-ব্যয়াদি বিষয়ক চিন্তা করিয়া শয়ন করিবে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অর্থাৎ রাত্রির শেষার্দ্ধের শেষসময়ে জাগরিত হইয়া নিজহিত চিন্তা করিবে এবং যথাকালে শক্ত্যনুসারে ধর্ম্মার্থ-কামের সেবা করিবে। বিত্ত (১) বন্ধু (২) বয়স অর্থাৎ জ্যেষ্ঠতা বা সপ্ততির ঊর্দ্ধ বয়স (৩) কর্ম্ম অর্থাৎ শ্রৌতস্মার্ত্ত ক্রিয়াকলাপ (৪) এবং বিদ্যা (৫) প্রভাবে লোক যথাক্রমে পূর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষা মান্য হইয়া থাকে অর্থাৎ সাধারণের নিকট ধনশালী লোক মান্য; তাহার নিকট ও বন্ধুসম্পন্ন ব্যক্তি মাননীয় ইত্যাদি। এই সকল গুলি বা ইহার অন্যতম কোন একটী অধিকপরিমাণে থাকিলে, মান্য; অতএব অশীতিপর বৃদ্ধ-শূদ্রও সম্মান পাইয়া থাকে *। বৃদ্ধ, ভারবাহী, রাজা, স্নাতক, স্ত্রীলোক, রোগী, বর ও চক্রী অর্থাৎ গাড়োয়ান ইহাদিগকে সাধারণ লোক পথ দিতে বাধ্য। স্নাতক ব্যতীত এই সকল লোকেরও রাজা সম্মাননীয় অর্থাৎ ইহারা রাজাকে পথ দিবে, কিন্তু স্নাতক, রাজারও মান্য। যাগ, অধ্যয়ন এবং দান—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের সাধারণ ধর্ম্ম; অধিকের মধ্যে ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ, যাজন এবং অধ্যাপনা (অর্থাৎ ইহা কেবল ব্রাহ্মণেরই কার্য্য)। প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান কর্ম্ম। কুসীদভোগ (সুদ-খাওয়া), কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য এবং পশুপালন—বৈশ্যের প্রধান কর্ম্ম বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। দ্বিজশুশ্রূষাই শূদ্রের প্রধান কর্ম্ম, কিন্তু তাহা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে দ্বিজাতিগণের শুশ্রূষাধিকার হইতে বিচ্যুত না হইয়া বাণিজ্য করিতে পারিবে; অথবা নানাবিধ শিল্পকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে (পরন্তু সকল সময়েই দ্বিজাতিগণের হিতে নিযুক্ত থাকিবে)। নিজ ভার্য্যায় অনুরক্ত, শৌচাচার-যুক্ত ভৃত্যপালক ও শ্রাদ্ধকার্য্যে তৎপর হইবে। 'নমঃ' এই মন্ত্রমাত্র উচ্চারণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভূতযজ্ঞাদি পঞ্চযজ্ঞ করিবে। ১১১—১২১ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ইন্দ্রিয়সংযম, দান, অন্তঃকরণসংযম, দয়া এবং ক্ষমা ইহা সকলেরই ধর্ম্মসাধন। বয়স, বুদ্ধি, ধন, বাক্য, বেশ, বিদ্যা, বংশ এবং কর্ম্মের অনুরূপ, অথচ কৌটিল্য ও শঠতাবর্জ্জিত বৃত্তি আচরণ করিবে। যাহার ত্রিবর্ষভোগ্য বা তদধিক অন্নসংস্থান আছে, সেই দ্বিজ সোমপান করিবে এবং যাহার বর্ষভোগ্য অন্নসংস্থান আছে, সেই দ্বিজ সোমপানের পূর্ব্বকর্ত্তব্য অগ্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদি ক্রিয়াকলাপ করিবে। * প্রতিবর্ষে সোম-

* মিতাক্ষরাসম্মত ব্যাখা এই;—"এই সমস্ত বা ইহার অন্যতম থাকিলে বৃদ্ধ বয়সে শূদ্রও সম্মানিত হইয়া থাকে।"

* ইহা কাম্য সোমপানাদির বিধান হইল। নিত্য কর্ত্তব্য সোমপানে ধনী দরিদ্র বিচার নাই।

কর্ত্তব্যাগ্রয়ণেষ্টিশ্চ চাতুর্ম্মাস্যানি চৈব হি ॥ ১২৫
এষামসম্ভবে কুর্য্যাদিষ্টিং বৈশ্বানরীং দ্বিজঃ।
হীনকল্পং ন কুর্ব্বীত সতি দ্রব্যেঽফলপ্রদম্ ॥ ১২৬
চাণ্ডালো জায়তে যজ্ঞকারণাচ্ছূদ্রভিক্ষিতাৎ।
যজ্ঞার্থং লব্ধমদদন্ভাসঃ কাকোঽপি বা ভবৎ ॥ ১২৭
কুশূলকুম্ভীধান্যো বা ত্রৈহিকোঽশ্বস্তনোঽপি বা।
জীবেষাপি শিলোঞ্ছেন শ্রেয়ানেষাং পরঃ পরঃ ॥ ১২৮
ন স্বাধ্যায়বিরোধ্যর্থমীহেত ন যতস্ততঃ।
ন বিরুদ্ধপ্রসঙ্গেন সন্তোষী চ সদা ভবেৎ ॥ ১২৯

যাগ প্রতিঅয়নে অর্থাৎ প্রতি দক্ষিণায়ন উত্তরায়ণে বা প্রতিবর্ষে পশুযাগ, শস্যোৎপত্তিসময়ে অগ্রয়ণ যাগ এবং প্রতিবর্ষে চাতুর্ম্মাস্য যাগ করিবে *। সোমযাগ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান কোনরূপে অসম্ভব হইলে তত্তৎকালে দ্বিজ বৈশ্বানর যাগ করিবে। দ্রব্য থাকিতে সোম-যাগাদি স্থলে বৈশ্বানর যাগ অর্থাৎ এইরূপ ন্যূনকল্প কার্য্য করিবে না এবং যে কার্য্য ফলপ্রদ অর্থাৎ কাম্য, তাহাও হীনকল্পে করিবে না। শূদ্রের নিকট ভিক্ষা-লব্ধ দ্রব্য দ্বারা যজ্ঞ করিলে পরজন্মে চণ্ডাল হয়। যজ্ঞ করিবার নামে যে দ্রব্য পাইয়াছে, যজ্ঞে তাহা না দিলে, ভাসপক্ষী অথবা কাক হইবে। নিপতিত বা অন্যপরিত্যক্ত শস্যাদির মঞ্জরীগ্রহণের নাম শিল, পরিত্যক্ত কণামাত্র গ্রহণের নাম উঞ্ছ; গৃহী এই উপায়দ্বয়ে কুশূলপরিমিত-ধান্যযুক্ত অর্থাৎ দ্বাদশদিন কুটুম্বভরণোপযুক্ত ধান্যসম্পন্ন, কুম্ভপরিমিত-ধান্যযুক্ত অর্থাৎ ছয়দিন কুটুম্বভরণোপযুক্ত ধান্যাদিসম্পন্ন, তিন দিন কুটুম্ব-ভরণোপযুক্ত ধান্যাদি-সম্পন্ন অথবা অশ্বস্তন (অর্থাৎ যাহার পরদিন খাইবার সংস্থান নাই) হইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবে; এই চতুর্ব্বিধ জীবিকাবলম্বী গৃহিগণের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পরপর প্রশস্ত অর্থাৎ কুশূলপরিমিত-ধান্যসম্পন্ন অপেক্ষা কুম্ভপরিমিতধান্যসম্পন্ন গৃহী প্রশংসার পাত্র ইত্যাদি। অপ্রতিসিদ্ধ ব্যক্তি হইতেও স্বাধ্যায়বিরোধী অর্থগ্রহণ করিবে না। অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তির নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না; বিরুদ্ধ অর্থাৎ অযাজ্যযাজন এবং প্রসঙ্গ অর্থাৎ নৃত্য-গীতাদি, তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিবে না এবং সর্ব্বদা সন্তোষশীল হইবে। ক্ষুধায় কাতর অর্থাৎ বিভাগ-লব্ধ ধন দ্বারা কুটুম্ব-ভরণাদি করিতে অসমর্থ হইলে

রাজান্তেবাসিযাজ্যেভ্যঃ সীদন্নিচ্ছেদ্ধনং ক্ষুধা।
দম্ভিহৈতুকপাষণ্ডবকবৃত্তীংশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ১৩০
শুক্লাম্বরধরো নীচকেশশ্মশ্রুনখঃ শুচিঃ।
ন ভার্য্যাদর্শনেঽশ্নীয়ান্নৈকবাসা ন সংস্থিতঃ ॥ ১৩১
ন সংশয়ং প্রপদ্যেত নাকস্মাদপ্রিয়ং বদেৎ।
নাহিতং নানৃতঞ্চৈব ন স্তেনঃ স্যান্ন বার্দ্ধুষিঃ ॥ ১৩২
দাক্ষায়ণী ব্রহ্মসূত্রী বেণুমান্ সকমণ্ডলুঃ।
কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণং দেবমৃদ্গোবিপ্রবনস্পতীন্ ॥ ১৩৩
ন তু মেহেন্নদীচ্ছায়াবর্ত্মগোষ্ঠাম্বুভস্মসু।
ন প্রত্যর্কাগ্নিগোসোমসন্ধ্যাম্বুস্ত্রীদ্বিজন্মনঃ ॥ ১৩৪
নেক্ষেতার্কং ন নগ্নাং স্ত্রীং ন চ সংস্পৃষ্টমৈথুনাম্।
ন চ মূত্রপুরীষং বা নাশুচী রাহুতারকাঃ ॥ ১৩৫
অয়ং মে বজ্র ইত্যেবং সর্ব্বমন্ত্রমুদীরয়ন।

বিজ্ঞাতকুলশীল রাজা অন্তেবাসী এবং যাজনার্হ ব্যক্তির নিকট হইতে ধনগ্রহণ করিবে। দাম্ভিক অর্থাৎ লোকরঞ্জনের জন্য ধর্ম্মকার্য্যকারী, হৈতুক (কুতার্কিক), পাষণ্ডী অর্থাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ আশ্রমাদি অবলম্বী, বকবৃত্তি অর্থাৎ বঞ্চক ইত্যাদি ব্যক্তিকে বৈদিক লৌকিক—সকল কার্য্যে পরিত্যাগ করিবে। শুক্লাম্বরধারী হইবে। শ্মশ্রু, কেশ ও নখের ক্ষৌর-কর্ম্ম করিবে। বাহ্য-আভ্যন্তর-শৌচযুক্ত এবং স্নানানুলেপন দ্বারা সদ্গন্ধশালী হইবে। ভার্য্যার সম্মুখে অথবা এক বস্ত্র পরিধান করিয়া কিংবা উত্থিত হইয়া ভোজন করিবে না। ১২২—১৩১। প্রাণ-বিপত্তি-সংশয়াবহ কর্ম্ম অর্থাৎ ব্যাঘ্রাদিযুক্ত দেশে গমনাদি করিবে না; হঠাৎ কাহাকেও অপ্রিয়, অহিত কিংবা অনৃত বাক্য বলিবে না। চৌর্য্য করিবে না এবং বার্দ্ধুষী হইবে না অর্থাৎ নিষিদ্ধ বৃদ্ধি গ্রহণ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে না। সুবর্ণকুণ্ডল, যজ্ঞোপবীত, বেণুযষ্টি এবং জলপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ করিবে; (প্রথম দুইটী সর্ব্বদা, শেষ দুইটী সময়-বিশেষে।) দেবপ্রতিমা, উদ্ধৃতমৃত্তিকা, গাভী, ব্রাহ্মণ এবং বনস্পতিকে প্রদক্ষিণ করিবে। নদী, ছায়া, পথ, গোষ্ঠ, জল ও ভস্মাদিতে মূত্র-পুরীষ ত্যাগ করিবে না। অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রের অভিমুখীন হইয়া বা স্ত্রীলোক ও দ্বিজাতির সম্মুখে কিংবা সন্ধ্যা-দ্বয়ে উক্ত কার্য্য করিবে না। (উদয়াস্তময়াদি কালে) সূর্য্য দর্শন করিবে না! নগ্ন বা মৈথুনাসক্ত স্ত্রী দর্শন করিবে না। মূত্র-পুরীষাদি দেখিবে না এবং অশুচি হইয়া গ্রহণ ও নক্ষত্র দর্শন করিবে না। বৃষ্টি-পাত হইতেছে এমত সময়ে "অয়ং মে বজ্রঃ" এই

* এই সকল কর্ম্ম নিত্যকর্ত্তব্য।

বর্ষৎস্বপ্রাবৃতো গচ্ছেৎ স্বপ্যাৎ প্রত্যক্শিরা ন চ ॥ ১৩৬
ষ্ঠীবনাসৃক্শকৃন্মূত্ররেতাংস্যপ্সু ন নিক্ষিপেৎ।
পাদৌ প্রতাপয়েন্নাগ্নৌ ন চৈনমভিলঙ্ঘয়েৎ ॥ ১৩৭
জলং পিবেন্নাঞ্জলিনা শয়ানং ন প্রবোধয়েৎ।
নাক্ষৈঃ ক্রীড়েন্ন ধর্ম্মঘ্নৈর্ব্যাধিতৈর্ব্বা ন সংবিশেৎ ॥ ১৩৮
বিরুদ্ধং বর্জ্জয়েৎ কর্ম্ম প্রেতধূমং নদীতরম্।
কেশভস্মতুষাঙ্গারকপালেষু চ সংস্থিতিম্ ॥ ১৩৯
নাচক্ষীত ধয়ন্তীং গাং নাদ্বারেণ বিশেৎ ক্বচিৎ।
ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াল্লুব্ধস্যোচ্ছাস্ত্রবর্ত্তিনঃ ॥ ১৪০
প্রতিগ্রহে সূনিচক্রিধ্বজিবেশ্যানরাধিপাঃ।
দুষ্টা দশগুণং পূর্ব্বাৎ পূর্ব্বাদেতে যথোত্তরম্ ॥ ১৪১
অধ্যায়ানামুপাকর্ম্ম শ্রাবণ্যাং শ্রবণেন বা।
হস্তেনৌষধিভাবে বা পঞ্চম্যাং শ্রাবণস্য তু ॥ ১৪২
পৌষমাসস্য রোহিণ্যামষ্টকায়ামথাপি বা।
জলান্তে চ্ছন্দসাং কুর্য্যাদুৎসর্গবিধিং বহিঃ ॥ ১৪৩
ত্র্যহং প্রেতেষ্বনধ্যায়ঃ শিষ্যর্ত্বিগ্‌গুরুবন্ধুষু।
উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে স্বশাখাশ্রোত্রিয়ে মৃতে ॥ ১৪৪
সন্ধ্যাগর্জ্জিতনির্ঘাতভূকম্পোল্কানিপাতনে।
সমাপ্য বেদং দ্যুনিশমারণ্যকমধীত্য চ ॥ ১৪৫
পঞ্চদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং রাহুসূতকে।
ঋতুসন্ধিষু ভুক্ত্বা বা শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ ॥ ১৪৬
পশুমণ্ডূকনকুলমার্জ্জারশ্বাহিমূষিকৈঃ।
কৃতেঽন্তরে অহোরাত্রং শক্রপাতে তথোচ্ছ্রয়ে ॥ ১৪৭
শ্বক্রোষ্টুগর্দ্দভোলূকসামবাণার্ত্তনিস্বনে।

সমস্ত মন্ত্র পাঠ করত অনাবৃত হইয়া গমন করিবে এবং পশ্চিম দিকে মস্তক রাখিয়া অথবা নগ্নাদি অবস্থায় শয়ন করিবে না। নিষ্ঠীবন, রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র এবং রেতঃ জলে নিক্ষেপ করিবে না। অগ্নিতে চরণদ্বয় তপ্ত করিবে না এবং অগ্নিকে লঙ্ঘন করিবে না। অঞ্জলি দ্বারা জল পান করিবে না। নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরিত করিরে না। দ্যূত বা ধর্ম্মঘ্ন অর্থাৎ পশুহিংসাদি দ্বারা ক্রীড়া করিবে না এবং রোগীর সহিত একত্র শয়ন করিবে না। জনপদ-বিরুদ্ধ কুলাচারবিরুদ্ধ এবং গ্রাম-বিরুদ্ধ কর্ম্ম, চিতাধূমস্পর্শ, বাহু দ্বারা নদী সন্তরণ, আর কেশ, ভস্ম, তুষ, অঙ্গার, কপাল ও অস্থি-কার্পাসাদিতে অবস্থিতি, এই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। বৎস, গাভীর স্তন্য পান করিতেছে, এমন সময়ে তৎস্বামীকে একথা বলিয়া দিবে না; আপনিও নিবর্ত্তিত করিবে না। কুপথ দ্বারা নগর, গ্রাম, মন্দির ইত্যাদি কোন স্থলেই প্রবেশ করিবে না, কৃপণ ও শাস্ত্রাতিক্রমী রাজার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না। সূনী অর্থাৎ হিংসাপর, তৈলিক, সুরাবিক্রয়ী, বেশ্যা এবং পূর্ব্বোক্ত রাজা এই পঞ্চবিধ ব্যক্তির মধ্যে যথাক্রমে পর পর ব্যক্তি প্রতিগ্রহবিষয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিক দশগুণ দুষ্ট; অর্থাৎ সূনা হইতে তৈলিক, তাহা হইতে সুরাবিক্রয়ী ইত্যাদি। ১৩২—১৪১। ওষধি প্রাদুর্ভূত হইলে, শ্রাবণী পূর্ণিমা শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত অন্য কোন দিন অথবা হস্তা-নক্ষত্রযুক্তা পঞ্চমীতে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিবে। উক্ত সময়ে ওষধি প্রাদুর্ভূত না হইলে ভাদ্র মাসে শ্রবণা-নক্ষত্রযুক্তদিনে বা তন্মাসীয় পূর্ণিমায় আরম্ভ করিবে। পৌষমাসীয় রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত দিনে অথবা অষ্টকা-তিথিতে, গ্রামের বহির্ভাগে জলসমীপে বেদাধ্যয়নের যথাবিধি উৎসর্গ করিবে। শিষ্য, ঋত্বিক্, গুরু, বন্ধু বা স্বশাখাধ্যায়ী শ্রোত্রিয়ের মৃত্যু হইলে, উপাকর্ম্মে ও উৎসর্গে, তিন দিন অনধ্যায়। সন্ধ্যাগর্জ্জন, নির্ঘাত (অর্থাৎ আকাশে উৎপাতসূচক ধ্বনি-বিশেষ) ভূমি-কম্প, উল্কাপাত, বেদের মন্ত্রভাগ কিংবা ব্রাহ্মণ-ভাগের সমাপ্তি এবং উপনিষদ অধ্যয়নে অহোরাত্র অনধ্যায়। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণদিন এবং ঋতুসন্ধির (অর্থাৎ এক ঋতুর অবসানে অন্য ঋতুর আরম্ভ সময়ের) অন্তর্গত প্রতিপদে (অর্থাৎ চৈত্র শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ মাসের প্রতিপদে) * অহোরাত্র অনধ্যায়। একোদ্দিষ্ট ভিন্ন অন্য শ্রাদ্ধিক অন্নভোজন অথবা শ্রাদ্ধিক দ্রব্য প্রতি-গ্রহ দিনেও অহোরাত্র অনধ্যায়। (একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধিক-অন্ন ভোজনাদিতে তিন দিন অনধ্যায়।) গো, মেষ, ছাগ, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দ্দভ এবং মনুষ্য এই সপ্তবিধ গ্রাম্য; মহিষ, বানর, ভল্লূক, সরীসৃপ, রুরু, পৃষত এবং মৃগ এই সপ্তবিধ আরণ্য;—সমষ্টিতে এই চতুর্দ্দশবিধ পশু; মণ্ডূক, নকুল, কুক্কুর, সর্প, বিড়াল, মূষিক ইহাদিগের মধ্যে যে কোন একটী,

* এই স্থানে ঋতুশব্দ ষড়ৃতু-বোধক নহে; গ্রীষ্ম বর্ষা শীত এই প্রধান ঋতুত্রয়বোধক। বচনান্তরের সহিত একবাক্যতা দ্বারা ইহাই বুঝা গেল। এ স্থলে মূলে পুনর্ব্বার অহোরাত্র গ্রহণ, পূর্ব্বোক্ত নির্ঘাতাদি উল্কাপাতান্ত স্থলে আকালিকত্ব-জ্ঞাপনের জন্য। যে সময়ে এই সকল উপস্থিত হয়, পরদিন সেই সময় পর্য্যন্ত স্থায়ী কার্য্যাদির নাম আকালিক।

দেশেহশুচাবাত্মনি চ বিদ্যুৎস্তনিতসংপ্লবে।
ভুক্ত্বার্দ্রপাণিরম্ভোহন্তরর্দ্ধরাত্রেহতিমারুতে॥ ১৪৯
পাংশুবর্ষে দিশাং দাহে সন্ধ্যানীহারভীতিষু।
ধাবতঃ পূতিগন্ধে চ শিষ্টে চ গৃহমাগতে॥ ১৫০
খরোষ্ট্রযানহস্ত্যশ্বনৌবৃক্ষেরিণরোহণে।
সপ্তত্রিংশদনধ্যায়ানেতাংস্তাৎকালিকান্ বিদুঃ॥ ১৫১
দেবর্ত্বিক্‌স্নাতকাচার্য্যরাজ্ঞাং ছায়াং পরস্ত্রিয়াঃ।
নাক্রামেদ্রক্তবিণ্মূত্রষ্ঠীবনোদ্বর্ত্তনাদি চ॥ ১৫২
বিপ্রা হি ক্ষত্রিয়াত্মানো নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন।
অমেধ্যশবশূদ্রান্ত্যশ্মশানপতিতান্তিকে॥ ১৪৮

আ মৃত্যোঃ শ্রিয়মাকাঙ্ক্ষেন্ন কঞ্চিন্মর্ম্মণি স্পৃশেৎ॥ ১৫৩
দূরাদুচ্ছিষ্টবিণ্মূত্রপাদাম্ভাংসি সমুৎসৃজেৎ।
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যক্ নিত্যমাচারমাচরেৎ॥ ১৫৪
গোব্রাহ্মণানলান্নানি নৈবোচ্ছিষ্টানি পদা স্পৃশেৎ।
ন নিন্দাতাড়নে কুর্য্যাৎ সুতং শিষ্যঞ্চ তাড়য়েৎ॥ ১৫৫
কর্ম্মণা মনসা বাচা যত্নাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ।
অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্মমপ্যাচরেন্ন তু॥ ১৫৬
মাতৃপিত্রতিথিভ্রাতৃজামিসম্বন্ধিমাতুলৈঃ।
বৃদ্ধবালাতুরাচার্য্যবৈদ্যসংশ্রিতবান্ধবৈঃ॥ ১৫৭
ঋত্বিক্ পুরোহিতাপত্যভার্য্যাদাসসনাভিভিঃ।
বিবাদং বর্জ্জয়িত্বা তু সর্ব্বান্ লোকান্ জয়েদ্গৃহী॥
পঞ্চ পিণ্ডাননুদ্ধৃত্য ন স্নায়াৎ পরবারিষু।
স্নায়ান্নদীদেবখাতগর্ত্তপ্রস্রবণেষু চ॥ ১৫৯

অধ্যয়নপর ছাত্র এবং অধ্যাপনপর গুরু এই উভয়ের মধ্য দিয়া গমন করিলে এবং শত্রুধ্বজের পতন ও উত্থানদিনে অহোরাত্র অনধ্যায়। কুক্কুর, শৃগাল, গর্দ্দভ বা পেচক শব্দ করিলে (১।২।৩।৪) সামগান হইলে (৫), বাণের (অর্থাৎ শরসম্পাতের কিংবা বীণাদির) শব্দ অথবা আর্ত্তনাদ হইলে (৬। ৭) অপবিত্র, শব, শূদ্র, অন্ত্য (অর্থাৎ চণ্ডালাদি নীচজাতি,) শ্মশান এবং পতিত ব্যক্তির সন্নিধানে (৮—১৩), অশুচিদেশে (১৪) আপনার অশুচি অবস্থায় (১৫) বর্ষাসময়ে (অথচ সন্ধ্যাভিন্ন কালান্তরে) পুনঃপুনঃ বিদ্যুৎ বা পুনঃপুনঃ মেঘনির্ঘোষ হইলে (১৬।১৭) ভোজন করিবার পর হস্ত আর্দ্র থাকিতে (১৮), জলমধ্যে (১৯), অর্দ্ধরাত্রে (২০) প্রবল বায়ু বহিলে (২১), ঔৎপাতিক ধূলিবর্ষে (২২), দিগ্দাহে (২৩), সায়ং ও প্রাতঃসন্ধ্যাকালে ঝটিকা হইলে (২৫), রাজা বা চোরাদির ভয় উপস্থিত হইলে (২৬), ধাবন করিতে করিতে (২৭), দুর্গন্ধ বা মদ্যাদিগন্ধ পাইলে (২৮), শিষ্ট ব্যক্তি গৃহে আগমন করিলে (২৯), গর্দ্দভ, উষ্ট্র, রথ, হস্তী, অশ্ব, নৌকা, বৃক্ষ, ঈরিণ (অর্থাৎ উষর বা মরুভূমি) এই সকল স্থানে অবস্থিতি করিবার সময় (৩০—৩৭) অধ্যয়ন করিবে না। (অর্থাৎ কুক্কুর-শব্দাদি অনধ্যায়ের নিমিত্ত।) ঋষিগণ, এই সপ্তত্রিংশৎ প্রকার নিমিত্তাধীন অনধ্যায়কে, তাৎকালিক (অর্থাৎ নিমিত্ত যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী) বলিয়া মানিয়া থাকেন (শয়নাদি আরও কতকগুলি অনধ্যায়ের নিমিত্ত আছে)। ১৪২—১৫১। দেবপ্রতিমা, ঋত্বিক্, স্নাতক, আচার্য্য, পরস্ত্রীর ছায়া এবং রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র, নিষ্ঠীবন, উদ্বর্ত্তম (অর্থাৎ যে সকল হরিদ্রাদি, গাত্রে মাখা হইয়াছিল তাহা) ইত্যাদি (অর্থাৎ স্নানজলাদি) কতকগুলি দ্রব্য ইহাতে দণ্ডায়মান হইবে না এবং ইহা লঙ্ঘন করিবে না। বিপ্র (অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ) সর্প, রাজা এবং আপনাকে কদাপি অবজ্ঞা করিবে না। মৃত্যু পর্য্যন্ত সম্পত্তির আকাঙ্ক্ষা করিবে। কাহারও মনে ব্যথা দিবে না। উচ্ছিষ্ট, বিষ্ঠা, মূত্র এবং পাদোদক (অর্থাৎ যে জল দ্বারা পাদপ্রক্ষালন করা হইয়াছে তাহা) গৃহ হইতে দূরে পরিত্যাগ করিবে। শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত আচার, নিত্য সম্পূর্ণরূপে আচরণ করিবে। গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি এবং অন্ন, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় স্পর্শ করিবে না, আর পাদ দ্বারা উহাদিগকে কখনই স্পর্শ করিবে না। কাহারও নিন্দা বা তাড়না করিবে না। তবে শিক্ষার্থ পুত্র এবং শিষ্যকে সামান্যরূপ তাড়না করিবে। বাক্য, মন ও কর্ম্ম দ্বারা, যত্নসহকারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে; কিন্তু শাস্ত্রবিহিত কার্য্যও লোকগর্হিত হইলে তাহা করিবে না। (যথা মধুপর্কে গোবধাদি), কারণ, তাহা (লোকসম্মত অগ্নিষ্টোমাদির ন্যায়) স্বর্গসাধন নহে। জননী, জনক, অতিথি, বৈমাত্রেয় ও সহোদর ভ্রাতা, সধবা স্ত্রী, সম্বন্ধী (অর্থাৎ বৈবাহিক, শ্বশুর শ্যালকাদি), মাতুল, বৃদ্ধ, বালক, আতুর, আচার্য্য, বৈদ্য, আশ্রিত, বান্ধব (অর্থাৎ পিতৃপক্ষীয় ও মাতৃপক্ষীয় বন্ধু), ঋত্বিক্, পুরোহিত, পুত্র, কন্যা, ভার্য্যা, দাস এবং সনাভি (অর্থাৎ সহোদরা ভগিনী কিংবা জ্ঞাতিগণ), ইহাদিগের সহিত গৃহস্থ ব্যক্তি,— বিবাদ-বিসংবাদ পরিত্যাগ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলে, প্রাজাপত্যাদি সমস্ত লোক প্রাপ্ত হন। পঞ্চপিণ্ড উদ্ধৃত না করিয়া, পরকীয় জলাশয়ে স্নান করিবে না। নদী, দেবনির্ম্মিত খাত,

পরশয্যাসনোদ্যানগৃহযানানি বর্জ্জয়েৎ।
অদত্তান্যগ্নিহীনস্য নান্নমদ্যাদনাপদি ॥ ১৬০
কদর্য্যবদ্ধচৌরাণাং ক্লীবরঙ্গাবতারিণাম্।
বৈণাভিশস্তবার্দ্ধুষিগণিকাগণদীক্ষিণাম্ ॥ ১৬১
চিকিৎসকাতুরক্রুদ্ধপুংশ্চলামত্তবিদ্বিষাম্।
ক্রূরোগ্রপতিতব্রাত্যদাম্ভিকোচ্ছিষ্টভোজিনাম্ ॥ ১৬২
অবীরাস্ত্রীস্বর্ণকারস্ত্রীজিতগ্রামযাজিনাম্।
শস্ত্রবিক্রয়িকর্ম্মারতুন্নবায়শ্বজীবিনাম্ ॥ ১৬৩
নৃশংসরাজরজককৃতঘ্নবধজীবিনাম্।
চৈলধাবসুরাজীবিসহোপপতিবেশ্মনাম্ ॥ ১৬৪
পিশুনানৃতিনোশ্চৈব তথা চাক্রিকবন্দিনাম্।
এষামন্নং ন ভোক্তব্যং সোমবিক্রয়িণস্তথা ॥ ১৬৫
অনর্চ্চিতং বৃথামাংসং কেশকীটসমন্বিতম্।
শুক্তং পর্য্যুষিতোচ্ছিষ্টং শ্বস্পৃষ্টং পতিতেক্ষিতম্ ॥ ১৬৬
উদক্যাস্পৃষ্টসঙ্ঘুষ্টং পর্য্যায়ান্নঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
গোঘ্রাতং শকুনোচ্ছিষ্টং পদা স্পৃষ্টঞ্চ কামতঃ ॥ ১৬৭
শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
ভোজ্যান্না নাপিতশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥ ১৬৮
অন্নং পর্য্যুষিতং ভোজ্যং স্নেহাক্তং চিরসংস্থিতম্।
অস্নেহা অপি গোধূমযবগোরসবিক্রিয়াঃ ॥ ১৬৯

হ্রদ এবং প্রস্রবণে করিবে (তাহাতে পঞ্চপিণ্ড উদ্ধার করিতে হইবে না)। শয্যা, আসন, উদ্যান, গৃহ এবং রথাদি যান এই সকল বস্তু পরকীয় হইলে, অনুমতি ব্যতীত তাহা উপভোগ করিবে না। অগ্নিহীন ব্যক্তির (অর্থাৎ যাহাদিগের শ্রৌতস্মার্ত্ত অগ্নিতে অধিকার নাই, তাহাদিগের—শূদ্রাদির, অথবা ঐ অগ্নিরহিত ব্রাহ্মণের) অন্ন, আপৎকাল ব্যতিরেকে ভোজন করিবে না। কদর্য্য (অর্থাৎ কৃপণ), নিগড়াদিবদ্ধ, চৌর, ক্লীব, রঙ্গাবতারী (অর্থাৎ নটচারণাদি), বৈণ (অর্থাৎ বেণুজীবি—ডোম), অভিশস্ত (অর্থাৎ পাতিত্যজনক দুষ্কার্য্যকারী বলিয়া যাহার অপবাদ রটিয়াছে), বার্দ্ধুষী বেশ্যাগণ (অর্থাৎ বহুলোক), দীক্ষী (অর্থাৎ অগ্নীষোমীয় যজ্ঞের পূর্ব্বে যজ্ঞদীক্ষিত),* চিকিৎসাজীবী, আতুর, ক্রুদ্ধ, ব্যভিচারিণী স্ত্রী, মত্ত, শত্রু,ক্রূর, উগ্রকর্ম্মা (অর্থাৎ দারুণকর্ম্মা), পতিত, ব্রাত্য, দাম্ভিক (অর্থাৎ লোকরঞ্জনার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী), নিষিদ্ধ-উচ্ছিষ্ট-ভোক্তা, পতিপুত্ররহিতা স্ত্রী, সুবর্ণকার, স্ত্রীজিত, গ্রামযাজী (অর্থাৎ বহুযাজী), লৌহবিক্রয়ী, লৌহ-কার,তক্ষাদি তন্তুবায়, শ্বজীবী, নৃশংস (অর্থাৎ নির্দ্দয়), রাজা, রজক (অর্থাৎ বস্ত্রের রঙ করে যে) কৃতঘ্ন, বধজীবী (অর্থাৎ প্রাণিবধ দ্বারা জীবনধারণ করে যে), চেলনির্ণেজক (অর্থাৎ বস্ত্রের মলাপনয়নকারী), মদ্যবিক্রয়জীবী, সহোপপতি-বেশ্ম (অর্থাৎ যাহার বাড়ীতে উপপতি যাওয়া আসা করে, পিশুন (অর্থাৎ পরদোষ-প্রকাশক), মিথ্যাবাদী, চাক্রিক (অর্থাৎ তৈলিক), বন্দী (অর্থাৎ স্তাবক) এবং সোমরসবিক্রেতা, ইহাদিগের অন্ন ভোজন করা নিষিদ্ধ। (অগ্নিহীনের অন্ন অভোজ্য, এই বিধান দ্বারা শূদ্রান্ন-ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে কিন্তু) দাস, গোপালক, কুলমিত্র (অর্থাৎ যাহার পূর্ব্বপুরুষ হইতে আপনাদিগের মিত্রতা চলিতেছে), অর্দ্ধসীরী (অর্থাৎ যাহার সহিত একজমীতে আধাআধি করিয়া চাষ দেওয়া হয়), নাপিত এবং যে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করে, শূদ্রজাতীর মধ্যে কেবল ইহাদিগের অন্ন ভোজ্য *। ১৫০—১৬৫।

ইতি স্নাতক ব্রত প্রকরণ।

এক্ষণে জাতিধর্ম্ম কথিত হইতেছে। অনর্চ্চিত (অর্থাৎ মাননীয় ব্যক্তিকে উপযুক্ত-সম্মান সহকারে যাহা প্রদত্ত হয় নাই), বৃথামাংস (অর্থাৎ দেবপূজাদির নিমিত্ত যাহা পাক হয় নাই), কেশযুক্ত, কীটযুক্ত, শুক্ত (অর্থাৎ যাহা বস্তুতঃ মধুর হইলেও দধ্যাদি-সংযোগে অম্ল হয়), পর্য্যুষিত (একরাত্রি-অন্তরিত) উচ্ছিষ্ট, কুক্কুরস্পৃষ্ট, পতিতদৃষ্ট, রজস্বলাস্পৃষ্ট, সংঘুষ্ট (অর্থাৎ 'এ অন্ন কে খাইবে' এইরূপ ঘোষণা দ্বারা যাহা প্রদত্ত হয়), পর্য্যায়ান্ন (বস্তুতঃ একের অন্ন, অপরের বলিয়া প্রদত্ত হইলে উহাকে পর্য্যায়ান্ন কহে) গো-আঘ্রাত, পক্ষীর উচ্ছিষ্ট, জ্ঞানপূর্ব্বক পদদ্বারা স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিবে না। পর্য্যুষিত অদনীয় বস্তু ঘৃতাদি-স্নেহযুক্ত হইয়া বহুদিন থাকিলেও তাহা ভোজ্য। বহুদিনের পর্য্যুষিত গোধূমচূর্ণ-পিষ্টক, যবচূর্ণপিষ্টক ও দুগ্ধবিকার (অর্থাৎ শুষ্ক ক্ষীরাদি), স্নেহাক্ত না হইলেও (যদি বিস্বাদ না হয়) ভোজ্য।

* মনু, ৪ অধ্যায়, ২০৯।২১০ শ্লোকে গণান্ন এবং দীক্ষিতান্ন অভোজ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হওয়ায় মূলস্থ "গণদীক্ষাণাং" কথাটির এই অর্থ করিলাম। মিতাক্ষরায় গণদীক্ষী শব্দে বহুযাজী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এইজন্য ইহাতে বক্ষ্যমাণ গ্রামযাজী-শব্দে গ্রামের শান্তিকর্ত্তা কিংবা বহুব্যক্তির উপনয়নদাতা এই অর্থ করিতে হইয়াছে; নচেৎ ব্যর্থোক্তি হয়।

* এ বিধিও এক্ষণে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

সন্ধিন্যনির্দ্দশাবৎসগোঃ পয়ঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।
ঔষ্ট্রমৈকশফং স্ত্রৈণমারণ্যকমথাবিকম্॥ ১৭০
দেবতার্থং হবিঃ শিগ্রুং লোহিতান ব্রশ্চনাংস্তথা।
অনুপাকৃতমাংসানি বিড্জানি কবকানি চ॥ ১৭১
ক্রব্যাদপক্ষিদাত্যূহশুকপ্রতুদটিট্টিভান্।
সারসৈকশফান্ হংসান্ সর্ব্বাংশ্চ গ্রামবাসিনঃ॥ ১৭২
কোযষ্টিপ্লবচক্রাহ্ববলাকাবকবিষ্কিরান্।
বৃথাকৃসরসংযাবপায়সাপূপশস্কুলীঃ॥ ১৭৩
কলবিঙ্কং সকাকোলং কুররং রজ্জুদালকম্
জালপাদান্ খঞ্জরীটানজ্ঞাতাংশ্চ মৃগদ্বিজান্॥ ১৭৪
চাষাংশ্চ রক্তপাদাংশ্চ সৌনং বল্লূরমেব চ।
মৎস্যাংশ্চ কামতো জগ্ধ্বা সোপবাসস্ত্র্যহং বসেৎ॥ ১৭৫

পলাণ্ডুং বিড্বরাহঞ্চ ছত্রাকং গ্রামকুক্কুটম্।
লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব জগ্ধ্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥ ১৭৬
ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ সেধাগোধাকচ্ছপশল্লকাঃ।
শশশ্চ মৎস্যেষ্বপি হি সিংহতুণ্ডকরোহিতাঃ॥ ১৭৭
তথা পাঠীনরাজীবসশল্কাশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
অতঃ শৃণুত মাংসস্য বিধিং ভক্ষণবর্জ্জনে॥ ১৭৮
প্রাণাত্যয়ে তথা শ্রাদ্ধে প্রোক্ষিতং দ্বিজকাম্যয়া
দেবান্ পিতৄন্ সমভ্যর্চ্চ্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্॥
বসেৎ স নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ।
সম্মিতানি দুরাচারো যো হন্ত্যবিধিনা পশূন্॥ ১৮০

সন্ধিনী (অর্থাৎ যে বৃষসংসৃষ্টা, কিংবা একবেলা অতিক্রম করিয়া যাহাকে দোহন করা হয়, অথবা অন্য বৎস দ্বারা স্তন্যপান করাইয়া যাহার দোহন করিতে হয়), অনির্দ্দশাহা (অর্থাৎ যাহার প্রসবের পর দশদিন অতিবাহিত হয় নাই) এবং বৎস-হীনা গাভীর দুগ্ধ, আর উষ্ট্র, একশফ (অর্থাৎ বড়বাদি), অজাব্যতীত সকল দ্বিস্তনী স্ত্রী, মহিষীব্যতীত সকল আরণ্য এবং মেষ, ইহাদিগের দুগ্ধ ও শকৃন্মূত্র ব্যবহার করিবে না। দেবপূজার্থ প্রস্তুত হবিঃ (দেবপূজার পূর্ব্বে) শোভাঞ্জন, রক্তবর্ণবৃক্ষ-নির্যাস, ছেদনজাত-বৃক্ষ-নির্যাস, যজ্ঞে অদত্ত পশুর মাংস, বিষ্ঠাস্থানে উৎপন্ন, অপানদেশ দ্বারা উদর-নিস্সৃত বীজ হইতে উৎপন্ন, কবচ (অর্থাৎ পাতালফোঁড়) মাংসাসী পক্ষী; দাত্যূহ অর্থাৎ (চাতক); শুক, প্রতুদ (অর্থাৎ শ্যেনাদি), টিট্টিভ, সারস, একশফ (অর্থাৎ অশ্বাদি), হংস, পারাবতাদি সকল গ্রাম্যপক্ষী, ক্রৌঞ্চ, জলকুক্কুট, চক্রবাক, বলাকা, বক, বিষ্কির (অর্থাৎ চকোরাদি), দেবোদ্দেশ ব্যতিরেকে প্রস্তুত কৃসর (অর্থাৎ তিলমুদ্গ সিদ্ধ ওদন), সংযাব (অর্থাৎ ক্ষীর-গুড়-ঘৃতাদি দ্বারা নির্ম্মিত), পায়স, অপূপ (অর্থাৎ স্নেহপক্ব গোধূমবিকার), শস্কুলী (অর্থাৎ স্নেহপক্ব গোধুমবিকার), কলবিঙ্ক, দ্রোণকাক, কুরর, বৃক্ষকুট্টক, জালপাদ (অর্থাৎ যে সকল পক্ষীর পাদ জালাকৃতি; অজালপদ হংসও আছে, এই জন্য পূর্ব্বে হংসের পুনরুল্লেখ আছে) খঞ্জন, অজ্ঞাতজাতি মৃগপক্ষী, চাষ, কলহংসাদি রক্তপাদ (এই সকল পক্ষী) এবং সৌন (অর্থাৎ বধস্থানসম্ভূত মাংস), শুষ্কমাংস ও মৎস্য (ভোজন করিবে না)। যদি জ্ঞানপূর্ব্বক, ভোজন করে ত তিন দিন উপবাস করিয়া থাকিবে।* পলাণ্ডু, গ্রাম্যশূকর, ছত্রাক, গ্রাম্যকুক্কুট, লশুন এবং গৃঞ্জন (অর্থাৎ গাঁজর) জ্ঞানপূর্ব্বক সকৃৎ ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। পঞ্চনখের মধ্যে শ্বাবিৎ, গোধা, কচ্ছপ, শল্লকী এবং শশ, আর মৎস্যের মধ্যে সিংহাস্য, রোহিত, পাঠীন, রাজীব এবং সশল্ক (চিংড়ি প্রভৃতি মৎস্য) দ্বিজগণের ভক্ষ্য, ইহা দ্বিজাতিধর্ম্ম; এক্ষণে যাজ্ঞবল্ক্য চাতুর্ব্বর্ণ্য-সাধারণ ধর্ম্ম বলিতেছেন। হে মুনিগণ! অতঃপর মাংসভক্ষণ ও মাংসবর্জ্জন বিষয়ে বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর। মাংসভক্ষণ অভাবে প্রাণত্যাগের সম্ভাবনা হইলে (১), শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া (২), প্রোক্ষিত (অর্থাৎ প্রোক্ষণনামক শ্রৌত-সংস্কার-সংস্কৃত যাগার্থ পশুর হুতাবশিষ্ট মাংস) (৩) এবং ব্রাহ্মণ দেব বা পিতৃগণকে অর্পণ করিয়া তদবশিষ্ট (৪—৬) মাংস ভোজন করিলে দোষী হইবে না। যে দুরাচার, অবিধিপূর্ব্বক (অর্থাৎ যজ্ঞাদি উদ্দেশ ব্যতীত) পশুহত্যা করে, সে সেই পশুর গাত্রে যতগুলি রোম থাকে, ততদিন ঘোর নরকে বাস করে। "প্রোক্ষিতাদি ব্যতীত মাংস ভোজন করিব না" এইরূপ সঙ্কল্পপূর্ব্বক মাংসভোজন পরিত্যাগ করিলে, অভিলষিত সকল বিষয় নির্ব্বিঘ্নে প্রাপ্ত হয়; বর্ষে বর্ষে

* এই প্রায়শ্চিত্ত-বিধায়ক বচন অন্য স্মৃত্যুক্ত বচনের সহিত বিরুদ্ধ হইলে, জ্ঞানপূর্ব্বক, অজ্ঞানপূর্ব্বক, আপদে, নিরাপদে, বহুবার ভোজন, সকৃৎভোজন, সম্পূর্ণ ভোজন, অসম্পূর্ণ ভোজন, ইত্যাদি অবস্থা ভেদে মীমাংসা করিতে হইবে। আর এ স্থলের পুনরুক্তি প্রায়শ্চিত্তের আধিক্য-সূচনাদির জন্য।

সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি বাজিমেধফলং তথা।
গৃহেঽপি নিবসন্ বিপ্রো মুনির্ম্মাংসস্য বর্জ্জনাৎ ॥ ১৮১
সৌবর্ণরাজতাব্জানামূর্দ্ধপাত্রগ্রহাশ্মনাম্।
শাকরজ্জুমূলফলবাসোবিদলচর্ম্মণাম্ ॥ ১৮২
পাত্রাণাং চমসানাঞ্চ বারিণা শুদ্ধিরিষ্যতে।
চরুস্রুক্স্রুবসস্নেহপাত্রাণ্যুষ্ণেন বারিণা ॥ ১৮৩
স্ফ্যশূর্পাজিনধান্যানাং মুষলোদূখলানসাম্।
প্রোক্ষণং সংহতানাঞ্চ বহূনাঞ্চৈব বাসসাম্ ॥ ১৮৪
তক্ষণং দারুশৃঙ্গাস্থ্নাং গোবালৈঃ ফলসম্ভুবাম্।
মার্জ্জনং যজ্ঞপাত্রাণাং পাণিনা যজ্ঞকর্ম্মণি ॥ ১৮৫
সোষৈরুদকগোমূত্রৈঃ শুধ্যত্যাবিককৌশিকম্।
সশ্রীফলৈরংশুপট্টং সারিষ্টৈঃ কুতপস্তথা ॥ ১৮৬

অশ্বমেধফল লাভ করে এবং সেই মাংসত্যাগী ব্রাহ্মণাদি যে কোন বর্ণ, গৃহস্থ হইলেও সকলের নিকট মুনির ন্যায় মান্য হইবে। ১৬৬—১৮১।

ইতি ভক্ষ্যাভক্ষ্য প্রকরণ।

সুবর্ণময় রজতময় পাত্র, অব্জ (অর্থাৎ শঙ্খ মুক্তাদি), যজ্ঞীয় উলূখলাদি, ঊর্দ্ধপাত্র, ষোড়শি প্রভৃতি গ্রহ, অশ্ম (অর্থাৎ মণিপ্রস্তর), শাক, রজ্জু, মূল, ফল, বস্ত্র, বিদল, চর্ম্ম প্রভৃতি, প্রোক্ষণীপাত্র প্রভৃতি পাত্র এবং চমস (গোদোহনপাত্র-বিশেষ) এই সকল বস্তু, (মাত্র উচ্ছিষ্টস্পৃষ্ট হইলে) কেবল জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে। চরুস্থালী, স্রুক্, স্রুব ও প্রাশিত্র-হরণাদি সস্নেহ পাত্র, স্ফ্য (অর্থাৎ বজ্রনামক যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ), শূর্প, যজ্ঞীয় অজিন, ধান্য, মুষল, উলূখল, এবং শকট এই সকল বস্তুর উষ্ণবারি দ্বারা শুদ্ধি (গৃহীতের পুনর্গ্রহণ অপবিত্রাধিক্যে শৌচ-নির্ণয়ের জন্য) * শয্যা প্রভৃতি সংহত দ্রব্য এবং রাশীকৃত ধান্য, বস্ত্র ও শাকাদির—প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি; দারুময়, শৃঙ্গময় ও অস্থিময় পাত্রের তক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি; বিল্ব-অলাবু-নারিকেলাদি-ফল-সম্ভূত পাত্র, গোলাঙ্গুল-কেশ দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই শুদ্ধ হইবে; এবং যথোক্তরূপে শোধিত যজ্ঞীয় পাত্রগণকে যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে, দক্ষিণ করতল বা কুশাদি দ্বারা ঘর্ষণে শুদ্ধ করিয়া লইবে (ইহা সংস্কারার্থ)। মেষলোমজাত এবং কৌশিকবস্ত্র—ক্ষার

* কুল্লুকভট্টের মতে, চরুস্থালী প্রভৃতি স্নেহযুক্ত হইলেই উষ্ণবারি দ্বারা তাহার শুদ্ধি, নচেৎ কেবল জল দ্বারা নিঃস্নেহ উলূখলাদির শুদ্ধি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এ বচনে সস্নেহের শুদ্ধি উক্ত হইতেছে।

সগৌরসর্ষপৈঃ ক্ষৌমং পুনঃপাকান্মহীময়ম্।
কারুহস্তঃ শুচিঃ পণ্যং ভৈক্ষং যোষিন্মুখস্তথা ॥ ১৮৭
ভূশুদ্ধির্ম্মার্জ্জনাদ্দাহাৎ কালাদ্গোক্রমণাত্তথা।
সেকাদুল্লেখনাল্লেপাদ্গৃহং মার্জ্জনলেপনাৎ ॥ ১৮৮
গোঘ্রাতেঽন্নে তথা কীটমক্ষিকাকেশদূষিতে।
সলিলং ভস্ম মৃদ্বারি প্রক্ষেপ্তব্যং বিশুদ্ধয়ে ॥ ১৮৯
ত্রপুসীসকতাম্রাণাং ক্ষারাম্লোদকবারিভিঃ।
ভস্মাদ্ভিঃ কাংস্যলোহানাং শুদ্ধিঃ প্লাবো দ্রবস্য চ ॥১৯০
অমেধ্যাক্তস্য মৃত্তোয়ৈঃ শুদ্ধির্গন্ধাপকর্ষণাৎ।
বাক্‌শস্তমম্বুনির্ণিক্তমজ্ঞাতঞ্চ সদা শুচি ॥ ১৯১

মৃত্তিকা, গোমূত্র এবং জল দ্বারা—বল্কলতন্তুনির্ম্মিত অংশুপট্ট—বিল্বফল, গোমূত্র এবং জল দ্বারা,—পার্ব্বতীয়-ছাগ-রোমনির্ম্মিত কম্বল—অরিষ্ট, গোমূত্র এবং জল দ্বারা প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হইবে। (অশুচি দ্রব্য লাগিয়া থাকিলে এইরূপ শুদ্ধি।) ক্ষৌমবস্ত্র—গৌরসর্ষপ, গোমূত্র এবং জল দ্বারা,—মৃন্ময়পাত্র (বিশেষ অশুচি না হইলে) পুনঃপাক দ্বারা শুদ্ধ হইবে। শিল্পগণের হস্ত, বিপণিস্থ যবব্রীহ্যাদি বিক্রেয় দ্রব্য, ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য এবং স্ত্রীমুখ সর্ব্বদা পবিত্র। মার্জ্জন, দাহন, কাল, (অর্থাৎ যতদিনে সেই অপবিত্র বস্তুর চিহ্ন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়।) গোপ্রচার, সেক (অর্থাৎ গোময়াদি-জল-সেক বা বৃষ্টি), উল্লেখন (অর্থাৎ তক্ষণ বা খনন) এবং গোময়াদি দ্বারা লেপন, অপবিত্রতার ন্যূনাধিক্য অনুসারে) এতৎ সমস্ত বা ইহার মধ্যে যে কোন একটী দ্বারা অশুচি ভূভাগ শুদ্ধ হইবে। (গৃহের মার্জ্জন ও লেপন প্রত্যহ কর্ত্তব্য ইহা বুঝাইবার জন্য ইহা উক্ত হইল।) ভক্ষণীয় বস্তু—গোঘ্রাত, কেশদূষিত কীটদূষিত বা মক্ষিকা-দূষিত হইলে শুদ্ধির জন্য তাহাতে ভস্ম বা মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিবে। ত্রপু, সীসক এবং তাম্র-পিত্তলাদি (অপবিত্রতানুসারে) ক্ষারজল, অম্লজল এবং কেবল জল দ্বারা, আর কাংস্য, লৌহ, ভস্ম জল দ্বারা, প্রস্থাধিক ঘৃতাদি দ্রব্য অধিক ঘৃতাদির সহিত মিশ্রণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। (তৎপরিমিত বা তন্ন্যূন ঘৃতাদি দ্রব্য ছাঁকিয়া লইলে শুদ্ধ হইবে।) মৃত্তিকা ও জল দ্বারা গন্ধলেপ দূর করিলে, মূত্র-পুরীষাদি-অপবিত্র-দ্রব্য-লিপ্ত সুবর্ণ-রজতাদি শুদ্ধ হইবে। বাক্‌শস্ত (অর্থাৎ "ইহা শুচি" এইরূপ কথা দ্বারা প্রশংসিত) অথবা যথাসম্ভব প্রক্ষালিত, সলিল-প্রোক্ষিত, অবিজ্ঞাত বস্তু (অর্থাৎ শুচি কি অশুচি বলিয়া যাহা

শুচি গোতৃপ্তিকৃত্তোয়ং প্রকৃতিস্থং মহীগতম্।
তথা মাংসং শ্বচাণ্ডালক্রব্যাদাদিনিপাতিতম্॥ ১৯২
রশ্মিরগ্নী রজশ্ছায়া গৌরশ্বো বসুধানিলঃ।
বিপ্রুষো মক্ষিকা স্পর্শে বৎসঃ প্রস্রবণে শুচিঃ॥১৯৩
অজাশ্বং মুখতো মেধ্যং ন গোর্ন নরজামলাঃ।
পন্থানশ্চ বিশুধ্যন্তি সোমসূর্য্যাংশুমারুতৈঃ॥ ১৯৪
মুখজা বিপ্রুষো মেধ্যাস্তথাচমনবিন্দবঃ।
শ্মশ্রু চাস্যগতং দন্তসক্তং মুক্ত্বা ততঃ শুচিঃ॥ ১৯৫
স্নাত্বা পীত্বা ক্ষুতে সুপ্তে ভুক্তে রথ্যোপসর্পণে।
আচান্তঃ পুনরাচামেদ্বাসো বিপরিধায় চ॥ ১৯৬
রথ্যাকর্দ্দমতোয়ানি স্পৃষ্টান্যন্ত্যশ্ববায়সৈঃ।

স্রাত হয় নাই) সর্ব্বদাই শুচি। * ১৮২—১৯১। গো-তৃপ্তিকৃৎ (অর্থাৎ যাহা পান করিলে গোরুর তৃপ্তি জন্মিতে পারে), প্রকৃতিস্থ এবং মহীগত (অর্থাৎ অশুদ্ধ ভূমিতে স্থিত হইলেও) জল শুচি অর্থাৎ আচমনাদি-যোগ্য। আর কুক্কুর, চাণ্ডাল, ব্যাঘ্র-রাক্ষসাদি মাংসাশী প্রাণী এবং পুক্কসাদি, ইহারা যে মাংস নিপাতিত করে, তাহা পবিত্র। সূর্য্যাদির কিরণ, অগ্নি, অজাদিসংস্পৃষ্ট ব্যতীত অন্য ধূলী, ছায়া, গো, অশ্ব, পৃথিবী, বায়ু, হিমকণা ও মক্ষিকা এই সকল বস্তু, চাণ্ডালাদিস্পৃষ্ট হইলেও স্পর্শকালে শুদ্ধ এবং বৎস, প্রস্রবণ (অর্থাৎ পানজনক ব্যাপার দ্বারা স্তন লইতে দুগ্ধাকর্ষণ) কালে শুচি (বালকের আচরণও পবিত্র)। অজ এবং অশ্বের মুখ পবিত্র; গোরুর মুখ পবিত্র নহে। বসা প্রভৃতি শারীর মল অপবিত্র। চন্দ্র-সূর্য্যের রশ্মি ও বায়ু দ্বারা পথ সকল পরিশুদ্ধ হয়। মুখচ্যুত বিন্দু, আচমনাবশিষ্ট জলকণা এবং মুখমধ্য-প্রবিষ্ট শ্মশ্রু, অপবিত্র নহে। অপবিচ্যুতি দন্তলগ্ন বস্তুও দন্তবৎ পবিত্র। পূর্ব্বে আচমন করিয়া থাকিলেও স্নান, পান, ক্ষবণ (হাঁচি), নিদ্রা, ভোজন, রথোপসর্পণ (অর্থাৎ পথবেড়ান) এবং বস্ত্র পরিধানের পর (আর রোদন অধ্যয়নাদির পর) পুনরাচমন করা

* বহুসম্মত ব্যাখ্যা এই,—বাক্‌শস্ত (অর্থাৎ শৌচাশৌচ সন্দেহ হইলে, প্রামাণিক ব্যক্তি কর্ত্তৃক "শুচি" বলিয়া কথিত) অম্বুনির্ণিক্ত (অর্থাৎ অনুক্তশুদ্ধি দ্রব্য এবং সন্দেহস্থলে বাক্‌শস্ত না হইলে, যথাসম্ভব প্রক্ষালিত বা প্রোক্ষিত) এবং অবিজ্ঞাত (অর্থাৎ যে দ্রব্যের প্রতি অশুচি বলিয়া একেবারে সংশয় হয় নাই) এই সকল বস্তু সর্ব্বদাই শুচি।

মারুতেনৈব শুধ্যন্তি পক্কেষ্টকচিতানি চ॥ ১৯৭
তপস্তপ্ত্বাসৃজদ্‌ব্রহ্মা ব্রাহ্মণান্ বেদগুপ্তয়ে।
তৃপ্ত্যর্থং পিতৃদেবানাং ধর্ম্মসংরক্ষণায় চ॥ ১৯৮
সর্ব্বস্য প্রভবো বিপ্রাঃ শ্রুতাধ্যয়নশালিনঃ।
তেভ্যঃ ক্রিয়াপরাঃশ্রেষ্ঠাস্তেভ্যোহপ্যধ্যাত্মবিত্তমাঃ॥১৯৯
ন বিদ্যয়া কেবলয়া তপসা বাপি পাত্রতা।
যত্র বৃত্তমিমে চোভে তদ্ধি পাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ২০০
গোভূতিলহিরণ্যাদি পাত্রে দাতব্যমর্চ্চিতম্।
নাপাত্রে বিদুষা কিঞ্চিদাত্মনঃ শ্রেয় ইচ্ছতা॥ ২০১
বিদ্যাতপোভ্যাং হীনেন ন তু গ্রাহ্যঃ প্রতিগ্রহঃ।
গৃহ্ণন্ প্রদাতারমধো নয়ত্যাত্মানমেব চ॥ ২০২
দাতব্যং প্রত্যহং পাত্রে নিমিত্তেষু বিশেষতঃ।
যাচিতেনাপি দাতব্যং শ্রদ্ধাপূতঞ্চ শক্তিতঃ॥ ২০৩

কর্ত্তব্য। পথস্থিত পঙ্ক এবং জল, আর পক্কেষ্টকচিত ধবলগৃহাদি—চণ্ডালাদি নীচজাতি, কুক্কুর এবং বায়সে স্পর্শ করিলে, তাহা বায়ু দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ১৯১—১৯৬।

ইতি দ্রব্য-শুদ্ধি প্রকরণ।

ব্রহ্মা বিশুদ্ধ ধ্যানরক্ষা, পিতৃলোক ও দেবলোকের তৃপ্তি এবং ধর্ম্মরক্ষার জন্য, ব্রাহ্মণদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। কর্ম্ম এবং জাতি দ্বারা ব্রাহ্মণগণ সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ উৎকৃষ্ট, তাহার মধ্যে কর্ম্মিগণ প্রধান এবং তাহাদিগের মধ্যেও উত্তম আত্মতত্ত্বজ্ঞগণ শ্রেষ্ঠ। কেবল বিদ্যা, কেবল তপস্যা (কেবল কর্ম্ম, অথবা কেবল জাতি) দ্বারা, সম্পূর্ণ পাত্র হয় না। কিন্তু যাহার (জাতি) কর্ম্ম এবং বিদ্যা-তপস্যা এই উভয় আছে, পূর্ব্বে ঋষিগণ তাহাকেই সম্পূর্ণপাত্র বলিয়াছেন। গো, ভূমি, তিল এবং সুবর্ণাদি বস্তু অর্চ্চনাপূর্ব্বক (অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত উদকদানাদিরূপ ইতিকর্ত্তব্যতাপূর্ব্বক) পাত্রে (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সম্পূর্ণপাত্রে, তদভাবে কেবল বিদ্যাদিসম্পন্ন অসম্পূর্ণ পাত্রে) দান করিবে। কিন্তু আত্মহিতৈষী বিদ্বান্ ব্যক্তি অপাত্রে কিছুই অর্পণ করিবেন না। বিদ্যাহীন বা তপোহীন ব্যক্তি, প্রতিগ্রহ করিবে না। কারণ তাদৃশ ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করিলে, দাতাকে এবং আপনাকে অধোগামী করে। (অপতিত হইয়া) পূর্ব্বোক্ত পাত্রে প্রত্যহ যথাশক্তি যথাবিধি দান করিবে। চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণাদি নিমিত্ত উপস্থিত হইলে ত বিশেষ যত্নপূর্ব্বক দিবে এবং যাচিত হইয়াও

হেমশৃঙ্গী শফৈ রৌপ্যৈঃ সুশীলা বস্ত্রসংযুতা।
সকাংস্যপাত্রা দাতব্যা ক্ষীরিণী গৌঃ সদক্ষিণা॥
দাতাস্যাঃ স্বর্গমাপ্নোতি বৎসরান্ লোমসম্মিতান্।
কপিলা চেত্তারয়তি ভূয়শ্চাসপ্তমং কুলম্॥ ২০৫
সবৎসা রোমতুল্যানি যুগান্যুভয়তোমুখীম্।
দাতাস্যাঃ স্বর্গমাপ্নোতি পূর্ণেন বিধিনা দদৎ॥ ২০৬
যাবদ্বৎসস্য পাদৌ দ্বৌ মুখং যোনৌ চ দৃশ্যতে।
তাবদ্গৌঃ পৃথিবী জ্ঞেয়া যাবদ্গর্ভং ন মুঞ্চতি॥ ২০৭
যথা কথঞ্চিদ্দত্বা গাং ধেনুং বাধেনুমেব বা।
অরোগামপরিক্লিষ্টাং দাতা স্বর্গে মহীয়তে॥ ২০৮
শ্রান্তসংবাহনং রোগপরিচর্য্যা সুরার্চ্চনম্।
পাদশৌচং দ্বিজোচ্ছিষ্টমার্জ্জনং গোপ্রদানবৎ॥ ২০৯
ভূদীপাশ্বান্নবস্ত্রাম্ভস্তিলসর্পিঃ প্রতিশ্রয়ান্।
নৈবেশিকং স্বর্ণধুর্য্যং দত্বা স্বর্গে মহীয়তে॥ ২১০
গৃহধান্যাভয়োপানচ্ছত্রমাল্যানুলেপনম্।
যানং বৃক্ষং প্রিয়ং শয্যা দত্বাত্যন্তং সুখী ভবেৎ॥২১১
সর্ব্বদানময়ং ব্রহ্ম প্রদানেভ্যোঽধিকং যতঃ।
তদ্দদৎ সমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকমবিচ্যুতম্॥ ২১২
প্রতিগ্রহসমর্থোঽপি নাদত্তে যঃ প্রতিগ্রহম্
যে লোকা দানশীলানাং স তানাপ্নোতি পুষ্কলান্॥২১৩
কুশাঃ শাকং পয়ো মৎস্যা গন্ধাঃ পুষ্পং দধি ক্ষিতিঃ।
মাংসং শয্যাসনং ধানাঃ প্রত্যাখ্যেয়ং ন বারি চ॥২১৪
অযাচিতাহৃতং গ্রাহ্যমপি দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ।
অন্যত্র কুলটাষণ্ডপতিতেভ্যস্তথা দ্বিষঃ॥ ২১৫
দেবাতিথ্যর্চ্চনকৃতে গুরুভৃত্যাদিবৃত্তয়ে।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াদাত্মবৃত্ত্যর্থমেব চ॥ ২১৬
অমাবস্যাষ্টকা বৃদ্ধিঃ কৃষ্ণপক্ষোঽয়নদ্বয়ম্।
দ্রব্যং ব্রাহ্মণসম্পত্তির্বিষুবৎসূর্য্যসংক্রমঃ॥ ২১৭

শ্রদ্ধাসহকারে, যথাশক্তি দান করিবে। (তবে অযাচিত হইয়া দান, যাচিত হইয়া দানাপেক্ষা অধিক ফলজনক।) স্বর্ণময়শৃঙ্গ, রৌপ্যময়খুর, বস্ত্র, কাংস্যপাত্র এবং যথাশক্তি দক্ষিণার সহিত সুশীলা দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে। এই গাভীদাতা, প্রদত্তগাভীর যত রোম থাকে, তত বৎসর স্বর্গে বাস করেন, আর ঐ দত্তগাভী যদি কপিলা হয়, তাহা হইলে আপনার উদ্ধার ত হয়ই, অধিকন্তু পিত্রাদি ছয় পুরুষকেও উদ্ধার করে। ১৯৮—২০৫। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে (অর্থাৎ স্বর্ণময় শৃঙ্গাদির সহিত) উভয়তোমুখী গো দান করে, সেই গাভীদাতা, বৎস এবং গাভীর রোম-সমসঙ্খ্যক বর্ষ, স্বর্গে বাস করে। বৎসের সম্মুখস্থিত পদদ্বয় এবং মুখ, যে সময়ে মাতৃগর্ভনিষ্ক্রান্ত হইয়া দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয়, সেই সময় হইতে (প্রসূতি গাভীকে উভয়তোমুখী কহে) যে সময় পর্য্যন্ত বৎস ভূমিষ্ঠ না হয়, তাবৎকাল ঐ গাভীকে পৃথিবী বলিয়া জানিবে; হেমশৃঙ্গাদি হউক বা না হউক ধেনু (অর্থাৎ দুগ্ধদা) কিংবা অধেনু (অর্থাৎ অবন্ধ্যা অথচ তৎকালে দুগ্ধ দিতেছে না) গাভী কোনরূপে দান করিলে দাতা স্বর্গে আদৃত হন; যদি দত্ত গাভিটী কেবল রুগ্না এবং বিশেষ দুর্ব্বল না হয়। শ্রান্তের শ্রমাপনোদন, রোগীর পরিচর্য্যা, দেব-দেবীর পূজা, উপযুক্ত ব্যক্তির পাদপ্রক্ষালন এবং উচ্ছিষ্টমার্জ্জন, গোদানের তুল্য। ফলদায়িনী ভূমি, দেবালয়, অন্ন, বস্ত্র, জল, তিল, ঘৃত, প্রবাসীদিগের আশ্রয়, নৈবশিক (অর্থাৎ কন্যা), সুবর্ণ এবং ভার-বাহী বলীবর্দ্দ প্রদান করিলে স্বর্গলোকে আদৃত হয়। গৃহ, ধান্য, অভয, পাদুকা, ছত্র, মাল্য, কুঙ্কুমাদি অনুলেপন, রথাদি যান, আম্রাদিবৃক্ষ, প্রিয়বস্তু (অর্থাৎ যাহার যে বস্তু প্রিয়, তাহাকে সেই বস্তু, এমন কি ধর্ম্মাদি পর্য্যন্ত) এবং শয্যা দান করিলে অতিশয় সুখ ভোগ করে। যেহেতু বেদ সর্ব্বধর্ম্মময়; অতএব ঐ বেদদান সর্ব্বদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহা দান করিলে অক্ষয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। যিনি প্রতিগ্রহসমর্থ (অর্থাৎ সম্পূর্ণ পাত্র) হইয়াও প্রতিগ্রহ করেন না; যে সকল স্থান নিরন্তর দানকর্ত্তাদিগের প্রাপ্য, তিনি সেই সমস্ত স্থান প্রাপ্ত হন। কুশ, শাক, দুগ্ধ, মৎস্য, গন্ধ, পুষ্প, দধি, পৃথিবী, মাংস, শয্যা, আসন, এবং ভৃষ্টযব এই সকল বস্তু কেহ দান করিতে আসিলে তাহা ফিরাইয়া দিবে না। কারণ, প্রার্থনা ব্যতিরেকে আনীত বস্তু, দুষ্কার্য্যকারীর নিকট হইতেও গ্রহণ করা যায়। কেবল কুলটা, নপুংসক, পতিত ও শত্রুর নিকট গ্রহণ করা যায় না। দেবতা ও অতিথির পূজা, মাতা-পিতা প্রভৃতি গুরুজনের ও ভার্য্যাপুত্রাদি পোষ্যবর্গের পোষণ এবং নিজের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য, পতিতাদি অত্যন্ত কুৎসিত ব্যক্তি ভিন্ন সকলের নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করিতে পারিবে॥ ২০৬—২১৫॥ ইতি দান-প্রকরণ।

অমাবস্যা, অষ্টকা, বৃদ্ধি (গর্ভাধানাদি), অপরপক্ষ, দক্ষিণায়ন-সংক্রান্তি, উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি, কৃষ্ণসার-মাংসাদিপ্রাপ্তিকাল, বক্ষ্যমাণ-ব্রাহ্মণসম্পত্তিলাভ-কাল, মেষসংক্রান্তি, তুলাসংক্রান্তি, সামান্য-

ব্যতীপাতো গজচ্ছায়া গ্রহণং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
শ্রাদ্ধং প্রতি রুচিশ্চৈব শ্রাদ্ধকালাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ২১৮
অগ্র্যাঃ সর্ব্বেষু বেদেষু শ্রোত্রিয়ো ব্রহ্মবিদ্‌যুবা।
বেদার্থবিজ্জ্যেষ্ঠসামা ত্রিমধুস্ত্রিসুপর্ণকঃ॥ ২১৯
ঋত্বিক্‌স্বস্রীয়জামাতৃযাজ্যশ্বশুরমাতুলাঃ।
ত্রিণাচিকেতদৌহিত্রশিষ্যসম্বন্ধিবান্ধবাঃ॥ ২২০
কর্ম্মনিষ্ঠাস্তপোনিষ্ঠাঃ পঞ্চাগ্নিব্রহ্মচারিণঃ।
পিতৃমাতৃপরাশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ শ্রাদ্ধসম্পদঃ॥ ২২১

সংক্রান্তি, ব্যতীপাতযোগ, গজচ্ছায়া, (চন্দ্র মঘা-নক্ষত্রে, সূর্য্য হস্তানক্ষত্রে থাকিতে ত্রয়োদশী তিথি হইলে গজচ্ছায়া হইয়া থাকে), চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ এবং যে সময়ে শ্রাদ্ধ করিতে বিশেষ ইচ্ছা হয়, এই সকল কাল শ্রাদ্ধকাল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। চতুর্ব্বেদাধ্যয়নক্ষম (১), শ্রোত্রিয় (২), ব্রহ্মজ্ঞ (৩), দেবার্থবিৎ (অর্থাৎ মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকবেদের অর্থজ্ঞ) (৪), জ্যেষ্ঠসামা (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠসাম—সামবিশেষ; যে ব্যক্তি যথোচিত ব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক উহা অধ্যয়ন করে) (৫), ত্রিমধু (অর্থাৎ ত্রিমধু—ঋগ্বেদের একদেশ; যিনি যথোচিত ব্রতচর্য্যা-সহকারে উহা অধ্যয়ন করেন) (৬), ত্রিসুপর্ণ, (অর্থাৎ ত্রিসুপর্ণ—ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদের একদেশ; যিনি যথোচিত ব্রতচর্য্যা-সহকারে উহা অধ্যয়ন করেন (৭) স্বস্রীয় (৮), ঋত্বিক্ (৯), জামাতা (১০), যাজ্য (১১), শ্বশুর (১২), মাতুল (১৩), ত্রিণাচিকেত (অর্থাৎ ত্রিণাচিকেত—যজুর্ব্বেদৈক দেশ; যিনি যথোচিত ব্রতচর্য্যা সহকারে উহা অধ্যয়ন করেন) (১৪), দৌহিত্র (১৫), শিষ্য (১৬) সম্বন্ধী (বৈবাহিক শ্যালকাদি (১৭), বান্ধব (১৮), কর্ম্মনিষ্ঠ (১৯), তপোনিষ্ঠ (২০), পঞ্চাগ্নি (অর্থাৎ অগ্নিহোত্রী) (২১), উপকুর্ব্বাণক এবং নৈষ্ঠিক এই দ্বিবিধ ব্রহ্মচারী (২২) মাতা-পিতৃ-সেবানিরত (২৩), এই সকল ম ্যম-বয়স্ক ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের সম্পত্তি। (এই ব্রাহ্মণ-সমাগমই-ব্রাহ্মণ-সম্পত্তি নামে অভিহিত হইয়াছে) *। ২১৬—২২১। কুষ্ঠাদি রোগাক্রান্ত,

* এই ত্রয়োবিংশতি প্রকার ব্রাহ্মণের মধ্যে, ১—৭। ১৪। ২১ ও ২২ সংখ্যোক্ত ব্রাহ্মণগণ প্রধান। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন যে, প্রথমোক্ত চতুর্ব্বেদাধ্যয়নক্ষম, শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মজ্ঞ শব্দ, বিশেষ বিশেষ প্ররিচায়ক নহে, কিন্তু বেদার্থবিৎ, জ্যেষ্ঠসামা ইত্যাদি শব্দই বিশেষ ব্রাহ্মণের পরিচায়ক; আর পূর্ব্বোক্ত তিনটি শব্দ ইহাদিগের একরূপ বিশেষণ।

রোগী হীনাতিরিক্তাঙ্গঃ কাণঃ পৌনর্ভবস্তথা।
অবকীর্ণী কুণ্ডগোলৌ কুনখী শ্যাবদন্তকঃ॥ ২২২
ভৃতকাধ্যাপকঃ ক্লীবঃ কন্যাদূষ্যভিশস্তকঃ।
মিত্রধ্রুক্ পিশুনঃ সোমবিক্রয়ী চ বিনিন্দকঃ॥ ২২৩
মাতৃপিতৃগুরুত্যাগী কুণ্ডাশী বৃষলাত্মজঃ।
পরপূর্ব্বাপতিঃ স্তেনঃ কর্ম্মদুষ্টাশ্চ নিন্দিতাঃ॥ ২২৪
নিমন্ত্রয়ীত পূর্ব্বেদ্যুর্ব্রাহ্মণানাত্মবাঞ্ছুচিঃ।
তৈশ্চাপি সংযতৈর্ভাব্যং মনোবাক্‌কায়কর্ম্মভিঃ॥২২৫
অপরাহ্ণে সমভ্যর্চ্চ্য স্বাগতেনাগতাংস্তু তান্।
পবিত্রপাণিরাচান্তানাসনেষূপবেশয়েৎ॥ ২২৬

হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, একনেত্রহীন, পুনর্ভূপুত্র, অবকীর্ণী (ব্রহ্মচর্য্য অবস্থাতে তদবস্থা-নিষিদ্ধ কর্ম্ম করায় যাহার ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইয়াছে), কুণ্ড (উপপতির ঔরসে সধবা স্ত্রীর গর্ভজাত), গোলক (ঐরূপে বিধবা স্ত্রীর গর্ভজাত), কুনখী, শ্যাবদন্ত (স্বভাবতঃ কৃষ্ণদন্ত), ভৃতকাধ্যাপক (অর্থাৎ যে বেতন গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা করে), ভৃতকাধ্যেতা (অর্থাৎ বেতন দিয়া যে অধ্যয়ন করে), ক্লীব, কন্যাদূষী (অর্থাৎ সত্য হউক, মিথ্যা হউক, যে ব্যক্তি অবিবাহিতা নারীর দোষ প্রকাশ করে), অভিশস্ত, মিত্রদ্রোহী, পিশুন, সোমবিক্রয়ী, পরিবিন্দক (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কৃতবিবাহ বা জ্যেষ্ঠ অনাহিতাগ্নি থাকিতে কৃতাধান, কনিষ্ঠ,—পরিবিন্দক; সেই জ্যেষ্ঠ, পরিবিত্তি; তাদৃশ পাত্রকে কন্যাদাতা এবং যাজক এই সকলগুলিও পরিবিন্দক শব্দের লক্ষিত অর্থ), যে ব্যক্তি, উপযুক্ত কারণ ব্যতীত মাতা পিতা এবং গুরুকে ও ভার্য্যা-পুত্রকে ত্যাগ করে, কুণ্ড-গোলকের অন্নভোজী, অধার্ম্মিকের পুত্র, পুনর্ভূপতি, চৌর, শাস্ত্রবিরুদ্ধ-কর্ম্মকারী এবং কিতবাদি, শ্রাদ্ধকার্য্যের নিন্দনীয়। * শ্রাদ্ধচিকীর্ষু ব্যক্তি পূর্ব্বদিন পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবেন এবং জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্রভাবে থাকিবেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণও বাক্য, মন, কায় ও কর্ম্মদ্বারা সংযত হইবেন। অপরাহ্ণ সময়ে আহ্বান করিয়া আনিবে; সমাগত ব্রাহ্মণগণকে

* যদি শ্রাদ্ধকালে চতুর্ব্বেদাধ্যয়নক্ষম ইত্যাদি ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায় ত এই-সকল দোষশূন্য ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধীয় পাত্র হইতে পারিবে, ইহা জ্ঞাপনের জন্য এই সকল দোষের কথা উক্ত হইল।

যুগ্মান্ দৈবে যথাশক্তি পিত্র্যেঽযুগ্মাংস্তথৈব চ।
পরিশ্রিতে শুচৌ দেশে দক্ষিণাপ্রবনে তথা॥ ২২৭
দ্বৌ দৈবে প্রাক্ ত্রয়ঃ পিত্র্যে উদগেকৈকমেব বা।
মাতামহানামপ্যেবং তন্ত্রং বা বৈশ্বদেবিকম্॥ ২২৮
পাণিপ্রক্ষালনং দত্ত্বা বিষ্টরার্থং কুশানপি।
আবাহয়েদনুজ্ঞাতো বিশ্বেদেবা স ইত্যৃচা॥ ২২৯
যবৈরন্ববকীর্য্যাথ ভাজনে সপবিত্রকে।
শন্নো দেব্যা পয়ঃ ক্ষিপ্ত্বা যবোঽসীতি যবাংস্তথা॥ ২৩০
যা দিব্যা ইতি মন্ত্রেণ হস্তেষ্বর্ঘ্যং বিনিক্ষিপেৎ।
দত্ত্বোদকং গন্ধমাল্যং ধূপং বাসঃ সদীপকম্॥ ২৩১

স্বাগত প্রশ্ন দ্বারা আদৃত করিবে; অনন্তর কৃত-পাদপ্রক্ষালন, কৃতাচমন, কুশহস্ত ঐ সকল ব্রাহ্মণ-গণকে, স্বয় কুশহস্ত হইয়া উপবেশন করাইবে। উত্তমরূপে আচ্ছাদিত গোময়াদিলিপ্ত দক্ষিণাপ্রবন (অর্থাৎ দক্ষিণদিকে ঈষৎ নিম্ন) স্থানে, দৈব অর্থাৎ (আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধে) যথাশক্তি সমব্রাহ্মণ এবং পৈত্র্যে (অর্থাৎ পার্ব্বণশ্রাদ্ধে) অযুগ্ম ব্রাহ্মণ উপবেশন করা-ইবে। পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের মধ্যে (পিত্রাদি--শ্রাদ্ধাঙ্গী-ভূত) দেবপক্ষে দুইজন ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বমুখ করিয়া এবং পিতৃপক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণকে উত্তরমুখ করিয়া বসাইবে অথবা অশক্ত হইলে একটী একটী করিয়া উভয়পক্ষে দুইটীমাত্র ব্রহ্মণ বসাইবে। পার্ব্বণাঙ্গীভূত মাতামহাদিশ্রাদ্ধেও ঐরূপ (অর্থাৎ মাতামহাদিশ্রাদ্ধাঙ্গভূত দেবপক্ষে দুইজন ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বমুখ করিয়া এবং মাতামহাদিপক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণকে উত্তরমুখ করিয়া বসাইবে। অশক্ত হইলে এক এক জন করিয়া দুইজন মাত্র) অথবা বিশ্বদৈবিক (অর্থাৎ দেব পক্ষ) সমুদায়ে একে-বারে করিলেই চলিবে (পিত্রাদি শ্রাদ্ধাঙ্গীভূত বৈশ্বদৈবিক একবার এবং মাতামহাদি শ্রাদ্ধাঙ্গী-ভূত বৈশ্বদৈবিক আর একবার, এরূপ না করিলেও চলিবে)। অনন্তর ব্রাহ্মণদিগকে হস্ত-প্রক্ষালনজল এবং আসনার্থ কুশসমূহ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অনুমতিক্রমে "বিশ্বে দেবা স আগত" ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র দ্বারা বিশ্ব দেবগণের আবাহন করিবে। ব্রাহ্মণসমীপে প্রদক্ষিণ ক্রমে ভূমিতে যব নিক্ষেপ করিয়া কুশদ্বয়যুক্ত তৈজসাদিপাত্রে, "শন্নো দেবী ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা জল দিবে; অনন্তর যবোঽসি যবয়া" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যব নিক্ষেপ করিবে এবং গন্ধপুষ্পাদিও দিবে, ব্রাহ্মণগণের কুশ ও অর্ঘ্যপাত্রযুক্ত করতলে "যা দিব্যা" ইত্যাদি মন্ত্র

তথাচ্ছাদনদানঞ্চ করশৌচার্থমম্বু চ।
অপসব্যং ততঃ কৃত্বা পিতৃণামপ্রদক্ষিণম্।
দ্বিগুণাংস্তু কুশান্ দত্ত্বা হ্যুশন্তস্ত্বেত্যৃচা পিতৃন্॥ ২৩২
অবাহ্য তদনুজ্ঞাতো জপেদায়ান্তু নস্ততঃ।
যবার্থাস্তু তিলৈঃ কার্য্যাঃ কুর্য্যাদর্ঘ্যাদি পূর্ব্ববৎ॥ ২৩৩
দত্ত্বার্ঘ্যং সংস্রবাংস্তেষাং পাত্রে কৃত্বা বিধানতঃ।
পিতৃভ্যঃ স্থানমসীতি ন্যুব্জং পাত্রং করোত্যধঃ॥২৩৪
অগ্নৌ করিষ্যন্নাদায় পৃচ্ছত্যন্নং ঘৃতপ্লুতম্।
কুরুষ্বেত্যভ্যনুজ্ঞাতো হুত্বাগ্নৌ পিতৃযজ্ঞবৎ॥ ২৩৫
হুতশেষং প্রদদ্যাত্তু ভাজনেষু সমাহিতঃ।
যথালাভোপপন্নেষু রৌপ্যেষু তু বিশেষতঃ॥ ২৩৬
দত্ত্বান্নং পৃথিবী পাত্রমিতি পাত্রাভিমন্ত্রণম্।
কৃত্বেদং বিষ্ণুরিত্যন্নে দ্বিজাঙ্গুষ্ঠং নিবেশয়েৎ॥ ২৩৭

দ্বারা অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে। অনন্তর করশৌচার্থ জল প্রদানপূর্ব্বক, গন্ধ পুষ্প মালা ধূপ দীপ প্রদান করিবে এবং আচ্ছাদন দান করিয়া করশৌচার্থ জল দিবে। এ সমস্ত কার্য্যের পর বিকৃতোপবীত হইয়া বামভাগে পিত্রাদি পুরুষত্রয়ের দ্বিগুণাবর্জ্জিত কুশ-মুষ্টি প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণগণের অনুমতিক্রমে, "উশন্তস্ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পিতৃগণের আবাহন করিবে, তৎপরে "আয়ান্তু নঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা উপাসনা করিবে। ব্রাহ্মণদিগের চতুষ্পার্শ্বে "অপ-হতা" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তিলক্ষেপ করিবে। পূর্ব্বে যত যবসাধ্য কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্তই তিলদ্বারা করিবে অর্ঘ্যপাত্র হইতে আসনাচ্ছা-দনান্ত সকল কর্ম্ম পূর্ব্ববৎ করিবে। ২২২—২৩৩। অর্ঘ্যদানের পর তাহার সংস্রব (অর্থাৎ ব্রাহ্মণহস্ত-গলিত অর্ঘ্যোদক) পিতৃপাত্রে গ্রহণ করিয়া যথাবিধি (অর্থাৎ প্রপিতামহ-পাত্রে আবৃত করিয়া কুশাস্ত-রিত ভূমিতে) "পিতৃভ্যঃ স্থানমসি" এই মন্ত্রে ঐ পাত্র উল্টাইয়া অধোমুখে রাখিবে। অনন্তর অগ্নিতে আহুতি দিবার নিমিত্ত ঘৃতাক্ত অন্ন (অর্থাৎ শাকাদি রহিত) গ্রহণ করিয়া "অগ্নৌকরণমহং করিষ্যে" এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে; "কুরুষ্ব" এইরূপ তাঁহাদিগের অনুমতি পাইলে, পিতৃযজ্ঞবৎ অর্থাৎ "সোমায় পিতৃমতে স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে, (নিরগ্নি ব্যক্তি, জলা-দিতে) আহুতি দিয়া সমাহিতচিত্তে হুতা শিষ্ট অন্ন মৃন্ময়পাত্র ব্যতীত যথা-লব্ধ পাত্রে, বিশেষতঃ রৌপ্যপাত্রে স্থাপন করিবে। অন্নস্থাপনের পর "পৃথিবী তে পাত্রং দ্যৌঃ পিধানং" ইত্যাদি মন্ত্র

সব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং মধুবাতা ইতি ত্র্যচম্।
জপ্ত্বা যথাসুখং বাচ্যং ভুঞ্জীরংস্তেঽপি বাগ্যতাঃ॥২৩৮
অন্নমিষ্টং হবিষ্যঞ্চ দদ্যাদক্রোধনোঽত্বরঃ।
আ তৃপ্তেস্তু পবিত্রাণি জপ্ত্বা পূর্ব্বজপস্তথা॥ ২৩৯
অন্নমাদায় তৃপ্তাঃ স্থ শেষং চৈবানুমন্ত্র্য চ।
তদন্নং বিকিরেদ্ভূমৌ দদ্যাচ্চাপঃ সকৃৎ সকৃৎ॥ ২৪০
সর্ব্বমন্নমুপাদায় সতিলং দক্ষিণামুখঃ।
উচ্ছিষ্টসন্নিধৌ পিণ্ডান্ প্রদদ্যাৎ পিতৃযজ্ঞবৎ॥ ২৫১
মাতামহানামপ্যেবং দদ্যাদাচমনং ততঃ॥
স্বস্তি বাচ্যং ততঃ কুর্য্যাদক্ষয্যোদকমেব চ॥ ২৪২

দত্ত্বা তু দক্ষিণাং শক্ত্যা স্বধাকারমুদাহরেৎ।
বাচ্যতামিত্যনুজ্ঞাতঃ প্রকৃতেভ্যঃ স্বধোচ্যতাম্॥ ২৪৩
ব্রূয়ুরস্তু স্বধেত্যেবং ভূমৌ সিঞ্চেত্ততো জলম্।
বিশ্বেদেবাশ্চ প্রীয়ন্তাং বিপ্রৈশ্চোক্ত ইদং জপেৎ॥২৪৪
দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি॥ ২৪৫
অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি।
যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন॥ ২৪৬
ইত্যুক্ত্বা তু প্রিয়া বাচঃ প্রণিপত্য বিসর্জ্জয়েৎ।
বাজেবাজে ইতি প্রীতঃ পিতৃপূর্ব্বং বিসর্জ্জনম্॥ ২৪৬
যস্মিংস্তে সংস্রবাঃ পূর্ব্বমর্ঘ্যপাত্রে নিবেশিতাঃ।
পিতৃপাত্রং তদুত্তানং কৃত্বা বিপ্রান্ বিসর্জ্জয়েৎ॥ ২৪৮
প্রদক্ষিণমনুব্রজ্য ভুঞ্জীত পিতৃসেবিতম্।

দ্বারা পাত্রাভিমন্ত্রণ করিয়া 'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠান্তে অন্নোপরি ব্রাহ্মণের অঙ্গুষ্ঠ নিবেশিত করিবে। "ইদং বিষ্ণু" ইহার পূর্ব্বে দৈবে ও পিত্র্যে যথাক্রমে "বিষ্ণো হব্যং রক্ষস্ব" এবং "বিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব" বলিবে। ব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রী ও "মধুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া "যথা সুখং জুষধ্বং" বলিবে। ব্রাহ্মণগণও মৌনাবলম্বী হইয়া ভোজন করিবেন। ক্রোধ ও ত্বরা শূন্য হইয়া অভিলষিত হবিষ্য অন্ন, ব্রাহ্মণদিগের তৃপ্তি হওয়া অবধি প্রদান করিবে। পুরুষসূক্ত, পাবমানী প্রভৃতি মন্ত্র এবং ব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রী প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর সকল অন্ন গ্রহণ করিয়া "তৃপ্তাঃস্থ" এই কথা ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিবে। "তৃপ্ত হইয়াছি" এইরূপ উত্তর পাইয়া এবং অবশিষ্ট দ্রব্য খাইতে অনুমতি পাইয়া উচ্ছিষ্ট-সমীপে কুশান্তরিত ভূমিতে তিলোদক প্রক্ষেপপূর্ব্বক সেই অন্ন প্রক্ষেপ করিবে; পরে গণ্ডূষার্থ ব্রাহ্মণদিগের হস্তে একবার জল দিবে। ২৩৩—২৪০। পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ-কল্পাতিদেশে চরুপাক হইলে হুতাবশিষ্ট চরুর সহিত সকল অন্নগ্রহণ করিয়া অগ্নিসমীপে পিণ্ড প্রদান করিবে, তদভাবে ব্রাহ্মণার্থ কৃত অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক উহা তিলমিশ্র করিয়া উচ্ছিষ্টসমীপে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞকল্পাতিদেশে পিণ্ডরূপে দান করিবে এবং তৎকালে দক্ষিণমুখ হইবে। মাতামহাদি তিন পুরুষের শ্রাদ্ধও ঐরূপ (অর্থাৎ বৈশ্বদেবাবাহনাদি পিণ্ডদান পর্য্যন্ত) করিবে। পরে ব্রাহ্মণদিগকে আচমন করিতে দিয়া স্বস্তিবাচন ও অক্ষয্যোদক করিবে অর্থাৎ "অক্ষয্যমস্তু" তবে এই কার্য্যফল অক্ষয় হউক বলিয়া ব্রাহ্মণদিগের হস্তে জল দিবে এবং ব্রাহ্মণেরা বলিবেন, "অক্ষয্যমস্তু", (অক্ষয় হউক)। অনন্তর যথাশক্তি দক্ষিণাদান করিয়া "স্বধাং বাচয়িষ্যে" এই প্রশ্নের পর "বাচ্যতাং" এইরূপে স্বধাবাচনে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত অর্থাৎ পিত্রাদির "স্বধা", বলুন (পিতৃভ্যঃ স্বধোচ্যতাং পিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাম্) ইত্যাদিরূপে স্বধাকার উচ্চারণ করিবে। ব্রাহ্মণগণও "অস্তু স্বধা" এই কথা বলিলে ভূমিতে জল সেচন করিবে; পরে বলিবে,—"বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাম্" "বিশ্বেদেবগণ প্রীত হউন" "প্রীয়ন্তাম্" আচ্ছা প্রীত হউন,—ব্রাহ্মণেরা এই কথা বলিলে উচ্যমান মন্ত্র পাঠ করিবে; যথা,—"দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্ বহু-দেয়ঞ্চ নোঽস্তু; (অর্থাৎ আমাদিগের বংশে দাতৃসংখ্যা-বৃদ্ধি হউক, বেদজ্ঞান অধিক হউক এবং বংশ বিস্তৃত হউক। যেন শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে শ্রদ্ধা বিদূরিত না হয় এবং দেয় বস্তু আমাদিগের যেন প্রচুর হয়।) এই সকল প্রার্থনা-মন্ত্র-পাঠান্তে ব্রাহ্মণদিগকে নানাবিধ প্রিয়বাক্য বলিয়া প্রণামপূর্ব্বক "বাজে বাজে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অগ্রে পিতৃব্রাহ্মণ, পরে পিতামহ-ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ক্রমানুসারে তাঁহাদিগকে প্রীতমনে বিদায় দিতে হইবে। পূর্ব্বে যে পিতৃঅর্ঘ্যপাত্রে সংস্রব জল স্থাপিত হইয়াছিল (২৩৪ শ্লোকে ইহার বিধি উল্লেখ হইয়াছে।) সেই পিতৃ-পাত্র খুলিয়া উত্তান করিয়া দিবার পর বিদায় দিবে। অনন্তর সীমান্ত পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদিগের অনুগমন করিয়া উহাদিগের নিকট প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুমতি পাইলে, পিতৃদত্তাবশিষ্ট অন্ন, বন্ধুগণের সহিত একত্র হইয়া ভোজন করিবে এবং সেই অহো-

ব্রহ্মচারী ভবেত্তাত্র রজনীং ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥ ২৪৯
এবং প্রদক্ষিণং কৃত্বা বৃদ্ধৌ নান্দীমুখান্ পিতৄন্।
যজেত দধিকর্কন্ধুমিশ্রান্ পিণ্ডান্ যবৈঃ ক্রিয়া ॥ ২৫০
একোদ্দিষ্টং দৈবহীনমেকার্ঘ্যৈকপবিত্রকম্
আবাহনাগ্নৌকরণরহিতং হ্যপসব্যবৎ ॥ ২৫১
উপতিষ্ঠতামিত্যক্ষয্যস্থানে বিপ্রবিসর্জনে।
অভিরম্যতামিতি বদেদ্ব্রূয়ুস্তেঽভিরতাঃ স্ম হ ॥২৫২
গন্ধোদকতিলৈর্যুক্তং কুর্য্যাৎ পাত্রচতুষ্টয়ম্।
অর্ঘ্যার্থং পিতৃপাত্রেষু প্রেতপাত্রং প্রসেচয়েৎ ॥ ২৫৩
যে সমানা ইতি দ্বাভ্যাং শেষং পূর্ব্ববদাচরেৎ।
এতৎসপিণ্ডীকরণমেকোদ্দিষ্টং স্ত্রিয়া অপি ॥ ২৫৪

অর্ব্বাক্ সপিণ্ডীকরণং যস্য সংবৎসরাদ্ভবেৎ।
তস্যাপ্যন্নং সোদকুম্ভং দদ্যাৎ সংবৎসরং দ্বিজে ॥২৫৫
মৃতাহনি তু কর্ত্তব্যং প্রতিমাসন্তু বৎসরম্।
প্রতিসংবৎসরঞ্চৈব আদ্যমেকাদশেঽহনি ॥ ২৫৬
পিণ্ডাংস্তু গোঽজবিপ্রেভ্যো দদ্যাদগ্নৌ জলেঽপি বা।
প্রক্ষিপেৎ সৎসু বিপ্রেষু দ্বিজোচ্ছিষ্টং ন মার্জ্জয়েৎ ॥২৫৭
হবিষ্যান্নেন বৈ মাসঃ পায়সেন তু বৎসরম্
মাৎস্যহারিণকৌরভ্রশাকুনচ্ছাগপার্ষতৈঃ ॥ ২৫৮
ঐণরৌরববারাহশাশৈর্মাংসৈর্যথাক্রমম্।
মাসবৃদ্ধ্যা হি তৃপ্যন্তি দত্তৈরিহ পিতামহাঃ ॥ ২৫৯
খড়্গামিষং মহাশল্কং মধু মুন্যন্নমেব চ।
লোহামিষং মহাশাকং মাংসং বার্দ্ধ্রীণসস্য চ ॥ ২৬০

রাত্র ভোক্তৃ-ব্রাহ্মণদিগের সহিত ব্রহ্মচর্য্য করিবে, দান-প্রতিগ্রহাদি করিবে না। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে পার্ব্বণ-বিধি অনুসারে পিতৃগণের পূজা করিবে; প্রভেদের মধ্যে এই যে, তখন অবিকৃতোপবীত ও প্রদক্ষিণ প্রচার হইবে ও (অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত যেমন সর্ব্বদা থাকে, সেই ভাবে থাকিবে এবং মুখ-পবিত্র আসন পরিবর্ত্তনাদি প্রদক্ষিণক্রমে হইবে) পিতৃ-'নান্দীমুখ' বিশেষণে বিশেষিত করিবে। এই পূজাতে দধি কর্কন্ধুমিশ্র পিণ্ড দিবে এবং তিলের পরিবর্ত্তে যব দ্বারা সমস্ত কার্য্য হইবে। একদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে এক ব্যক্তিমাত্রই উদ্দিষ্ট হইবে; দৈবপক্ষে আবাহন এবং অগ্নিতে আহুতি প্রদান থাকিবে না; অর্ঘ্য ও পবিত্র একটী মাত্র থাকিবে এবং এই শ্রাদ্ধ বিকৃতোপবীত হইয়া করিবে। ২৪১—২৫১। আর এই শ্রাদ্ধে অক্ষয্যোদক করণের পরিবর্ত্তে "উপতিষ্ঠতাম্" ও ব্রাহ্মণ বিদায় কালে "বাজে বাজে" মন্ত্রের পরিবর্ত্তে "অভিরম্যতাম্" বলিবে এবং ব্রাহ্মণেরাও "অভিরতাঃ স্মঃ" বলিবেন। অপর সমস্ত পূর্ব্ববৎ। অর্ঘ্যের জন্য গন্ধ-জল-তিলযুক্ত চারিটী পাত্র করিবে। তন্মধ্যে প্রেতার্ঘ্য-পাত্রস্থ জল চারি ভাগ করিয়া, তিনভাগ জল "যে সমানা" এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করত পিতৃপাত্রত্রয়ে (অর্থাৎ পিতৃসপিণ্ডীকরণ স্থলে পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের পাত্রে ইত্যাদি যথাসম্ভব) সেচন করিবে এবং অন্যান্য অবশিষ্ট কার্য্য (অর্থাৎ বিশ্বদেব-আবহনাদি বিসর্জ্জনান্ত কার্য্য পার্ব্বণবৎ এবং অবশিষ্ট প্রেতার্ঘ্য-পাত্রস্থ জল দ্বারা প্রেতস্থানীয় ব্রাহ্মণ-হস্তে অর্ঘ্য দিয়া প্রেতশ্রাদ্ধ একোদ্দিষ্টবৎ সমাপ্ত করিবে) এই অর্থাৎ একোদ্দিষ্টত্ব ও পার্ব্বণত্ব উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত-সপিণ্ডীকরণ এবং একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ স্ত্রীলোকেও করিবে। * বৃদ্ধি শ্রাদ্ধের উপস্থিতি, কুলাচার (বা সংবৎসর মধ্যে অধিকারীর প্রাণ নাশের অবধারণ) এই সকল কারণবশতঃ এক বৎসরের মধ্যে যাহার সপিণ্ডীকরণ হইবে, তদুদ্দেশেও পূর্ণ সংবৎসর প্রত্যহ ব্রাহ্মণকে জলপূর্ণ কুম্ভ এবং অন্ন প্রদান করিবে। মৃত্যুর পর সেই বৎসরের মাসে মাসে মৃততিথিতে ও প্রতি বৎসর মৃত্যুমাসের মৃততিথিতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। আর আদ্য একোদ্দিষ্ট অশৌচান্ত-দ্বিতীয়দিনে কর্ত্তব্য। পিণ্ড সকলকে গো, অজ, যাচক ব্রাহ্মণ, অগ্নি, অথবা জলে নিক্ষেপ করিবে। ভোক্তৃব্রাহ্মণগণ ভোজনাসনে উপবিষ্ট থাকিলে উচ্ছিষ্ট মার্জ্জনা করিবে না। পিতৃগণ, শ্রাদ্ধকালে প্রদত্ত হবিষ্যান্ন অর্থাৎ তিল-ব্রীহ্যাদি দ্বারা একমাস, পায়স দ্বারা এক বৎসর, আর ভক্ষ্য মৎস্য, তাম্রবর্ণ মৃগ, মেষ, ভক্ষ্যপক্ষী, ছাগ, চিত্রমৃগ, কৃষ্ণসার, রুরু, বন্যশূকর এবং শশ, ইহাদিগের মাংস দ্বারা যথাক্রমে এক এক মাস অধিক কাল তৃপ্ত হইবেন। (অর্থাৎ হবিষ্যাদি দ্বারা এক মাস, ভক্ষ্য মাংসে দুই মাস, তাম্রবর্ণ মৃগ মাংসে তিনমাস ইত্যাদি)। শ্রাদ্ধে প্রদত্ত গণ্ডার মাংস, মহাশল্ক (মৎস্য বিশেষ), ক্ষৌদ্র, মধু, নীবারাদি মুন্যন্ন, রক্তচ্ছাগ মাংস, কালশাক, বার্দ্ধ্রীণসের (অর্থাৎ বৃদ্ধ শ্বেতছাগের) মাংস, গয়াতে যাহা কিছু প্রদত্ত

* মিতাক্ষরাসম্মত ব্যাখ্যা এই সপিণ্ডীকরণ ও একোদ্দিষ্ট (অর্থাৎ সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্বকর্ত্তব্য পঞ্চদশ শ্রাদ্ধ এবং মৃতাহনিমিত্তক শ্রাদ্ধ) মাতারও করিবে; এই বচন দ্বারা পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধে যে মাতৃপক্ষ নাই, ইহা বোধিত হইল।

যদ্দদাতি গয়াস্থশ্চ সর্ব্বমানন্ত্যমুচ্যতে।
তথা বর্ষাত্রয়োদশ্যাং মঘাসু চ ন সংশয়ঃ ॥ ২৬১
কন্যাং কন্যাবেদিনশ্চ পশূন্ মুখ্যান্ সুতানপি।
দ্যূতং কৃষিঞ্চ বাণিজ্যং দ্বিশফৈকশফাংস্তথা ॥ ২৬২
ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ পুত্রান্ স্বর্ণরূপ্যে সকুপ্যকে।
জ্ঞাতিশ্রৈষ্ঠ্যং সর্ব্বকামানাপ্নোতি শ্রাদ্ধদঃ সদা ॥ ২৬৩
প্রতিপৎপ্রভৃতিষ্বেতান্ বর্জ্জয়িত্বা চতুর্দ্দশীম্।
শস্ত্রেণ তু হতা যে বৈ তেভ্যস্তত্র প্রদীয়তে। ২৬৪
স্বর্গং হ্যপত্যমোজশ্চ শৌর্য্যং ক্ষেত্রং বলং তথা।
পুত্রান্ শ্রৈষ্ঠ্যঞ্চ সৌভাগ্যং সমৃদ্ধিং মুখ্যতাং তথা ॥২৬
অরোগিত্বং যশো বীতশোকতাং পরমাং গতিম্ ॥২৬৬
ধনং বিদ্যাং ভিষক্ সিদ্ধিং কুপ্যং গা অপ্যজাবিকম্।
অশ্বানায়ুশ্চ বিধিবদ্যঃ শ্রাদ্ধং সম্প্রযচ্ছতি ॥ ২৬৭

হয়, তৎসমস্ত এবং ভাদ্রমাসের ত্রয়োদশীতে বিশেষতঃ মঘাযুক্ত ঐ ত্রয়োদশীতে যাহা প্রদত্ত হয় তৎসমুদায়, অনন্ত ফলজনক হইয়া থাকে। ২৫১—২৬১। যিনি একমাত্র চতুর্দ্দশী ত্যাগ করিয়া প্রতি-প্রতিপৎ প্রভৃতি অমাবস্যান্ত চতুর্দ্দশ তিথিতে শ্রাদ্ধ করেন, তিনি যথাক্রমে রূপলক্ষণাদি-সম্পন্ন কন্যা (১), উত্তম জামাতা (২), অজাদি ক্ষুদ্র পশু (৩), সদাচারী পুত্র (৪), দ্যূতে জয় (৫), কৃষিকর্ম্মে ফল (৬), বাণিজ্যে লাভ (৭), গবাদি দ্বি-শফ পশু (৮), অশ্বাদি একশফ পশু (৯), ব্রহ্মতেজোযুক্ত পুত্র (১০), স্বর্ণ রৌপ্য (১১), ত্রপু-সীসাদি ধাতু (১২), স্বজাতি-প্রধানতা (১৩) এবং সর্ব্বাভীষ্ট (১৪), প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ প্রতিপদে শ্রাদ্ধ করায়, উত্তম কন্যা লাভ, দ্বিতীয়াতে শ্রাদ্ধ করায় উত্তম জামাতৃ লাভ ইত্যাদি)। যাহারা শস্ত্রহত, চতুর্দ্দশীতে তাহাদিগের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। যিনি বিশ্বাসী, আদরাতিশয়যুক্ত এবং গর্ব্ব-ঈর্ষ্যাদি-রহিত হইয়া কৃত্তিকা প্রভৃতি ভরণী পর্য্যন্ত সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করেন, তিনি স্বর্গ (১), অপত্য (২), নিজ সামর্থ্যের আতিশয্য (৩), নির্ভীকতা (৪), ফলবৎ ক্ষেত্র (৫), শারীরিক বল (৬), গুণবান্ পুত্র (৭), স্বজাতি-প্রাধান্য (৮), জনপ্রিয়তা (৯), ধনাদি সম্পত্তি (১০), শ্রেষ্ঠতা (১১), মঙ্গল (১২), অপ্রতিহতাজ্ঞতা (১৩), বাণিজ্য, কৃষি, কুসীদ পশু-পালন (১৪), অরোগিতা (১৫), যশঃ (১৬), শোকশূন্যতা (১৭), ব্রহ্মলোক (১৮) সুবর্ণাদি (১৯), বেদজ্ঞান (২০), ভিষক্সিদ্ধি অর্থাৎ ঔষধ-ফল-প্রাপ্তি (২১), ত্রপু-সীসাদিকুপ্য (২২), গো (২৩), ছাগ (২৪), মেষ (২৫) অশ্ব (২৬), এবং আয়ুঃ (২৭) এই সপ্তবিংশতি প্রকার অভিলষিত বস্তু যথাক্রমে প্রাপ্ত হন। বসু,-রুদ্র এবং আদিত্য —পিতা, পিতামহ, এবং প্রপিতামহ শব্দ-বাচ্য, সুতরাং কেবল রাম, শ্যাম, যদু, শ্রাদ্ধের সম্প্রদানীয় দেবতা নহে। মনুষ্যাদিগের পিত্রাদিবাচক বসু প্রভৃতি, শ্রাদ্ধদ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া, মনুষ্যগণের রাম, শ্যাম, যদু, নামক পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহকে পরিতৃপ্ত করেন এবং প্রীত হইয়া শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তিকে আয়ুঃ, প্রজা, ধন, বিদ্যা, স্বর্গ, মোক্ষ, সুখ, এবং রাজ্য ইত্যাদি সকল বিষয় প্রদান করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর, বিনায়ককে কর্ম্ম-বিঘ্নের জন্য এবং গণদিগের আধিপত্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি যাহার উপসর্গ করেন, তাহার লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। সে ব্যক্তি যেন জলে অবগাহন করিতেছে, কাষায়বাসা মুণ্ডিতমুণ্ড ব্যক্তিগণকে দেখিতেছে, আমমাংসাশী মৃগাদিতে আরোহণ করিতেছে এবং চাণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতি, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের সহিত একত্র অবস্থান করিতেছে, দৌড়িতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ইচ্ছামত দৌড়িতে না পারায় পশ্চাদনুগামী শত্রুর করকবলিত হইতেছে, এই সকল স্বপ্ন দেখিতে পায়। আর সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকে, আরব্ধ কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না এবং বিনা কারণে বিষণ্ণ হয়। ২৬২—২৭৪। তাঁহার (বিনা-য়ক) উপসর্গ হইলে রাজকুমার রাজ্য লাভ করিতে পারে না; কুমারী অভিলষিত স্বামী প্রাপ্ত হয় না;

এতৈর্বিতরেণ্যক্তঃ স কামানাপ্নুয়াদ্দিবান্।
আস্তিকঃ শ্রদ্দধানশ্চ ব্যপেতমদমৎসরঃ ॥ ২৬৮
প্রীণয়ন্তি মনুষ্যাণাং পিতৄন্ শ্রাদ্ধেন তর্পিতাঃ ॥ ২৬৯
আয়ুঃ প্রজাং ধনং বিদ্যাং স্বর্গং মোক্ষং সুখানি চ।
প্রযচ্ছন্তি তথা রাজ্যং প্রীতা নৃণাং পিতামহাঃ ॥ ২৭০
বিনায়কঃ কর্ম্মবিঘ্নসিদ্ধ্যর্থং বিনিযোজিতঃ।
গণানামাধিপত্যে চ রুদ্রেণ ব্রহ্মণা তথা ॥ ২৭১
তেনোপসৃষ্টো যস্তস্য লক্ষণানি নিবোধত।
স্বপ্নেঽবগাহতেঽত্যর্থং জলং মুণ্ডাংশ্চ পশ্যতি ॥ ২৭২
কাষায়বাসসশ্চৈব ক্রব্যাদাংশ্চাধিরোহতি।
অন্ত্যজৈর্গর্দ্দভৈরুষ্ট্রৈঃ সহৈকত্রাবতিষ্ঠতে ॥ ২৭৩
ব্রজন্তঞ্চ তথাত্মানং মন্যতেঽনুগতং পরৈঃ।
বিমনা বিফলারম্ভঃ সংসীদত্যনিমিত্ততঃ ॥ ২৭৪
তেনোপসৃষ্টো লভতে ন রাজ্যং রাজনন্দনঃ।
কুমারী ন চ ভর্ত্তারমপত্যং ন চ গর্ভিণী ॥ ২৭৫

আচার্য্যত্বং শ্রোত্রিয়শ্চ ন শিষ্যোঽধ্যয়নং তথা।
বণিগলাভং ন চাপ্নোতি কৃষিঞ্চৈব কৃষীবলঃ ॥ ২৭৬
স্নপনং তস্য কর্ত্তব্যং পুণ্যেঽহ্নি বিধিপূর্ব্বকম্।
গৌরসর্ষপকল্কেন সাজ্যেনোৎসাদিতস্য চ ॥ ২৭৭
সর্ব্বৌষধৈঃ সর্ব্বগন্ধৈঃ প্রলিপ্তশিরসস্তথা
ভদ্রাসনোপবিষ্টস্য স্বস্তিবাচ্যা দ্বিজাঃ শুভাঃ ॥ ২৭৮
অশ্বস্থানাদ্গজস্থানাদ্বল্মীকাৎ সঙ্গমাদ্ধ্রদাৎ।
মৃত্তিকাং রোচনাং গন্ধান্ গুগ্গুলুঞ্চাপ্সু নিক্ষিপেৎ২৭৯
যা আহৃতা এককর্ণৈশ্চতুর্ভিঃ কলশৈর্হ্রদাৎ।
চর্ম্মণ্যানডুহে রক্তে স্থাপ্যং ভদ্রাসনং তথা ॥ ২৮০
সহস্রাক্ষং শতং ধারমৃষিভিঃ পাবনং কৃতম্।
তেন ত্বামভিষিঞ্চামি পাবমান্যঃ পুনন্তু তে ॥ ২৮১
ভগং তে বরুণো রাজা ভগং সূর্য্যো বৃহস্পতিঃ।
ভগমিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ ভগং সপ্তর্ষয়ো দদুঃ ॥ ২৮২
যত্তে কেশেষু দৌর্ভাগ্যং সীমন্তে যচ্চ মূর্দ্ধনি।
ললাটে কর্ণয়োরক্ষোরাপস্তদ্ঘ্নন্তু সর্ব্বদা ॥ ২৮৩
স্নাতস্য সার্ষপং তৈলং স্রুবেণোডুম্বরেণ চ।
জুহুয়ান্মূর্দ্ধনি কুশান্ সব্যেন পরিগৃহ্য চ ॥ ২৮৪
মিতশ্চ সম্মিতশ্চৈব তথা শালকটঙ্কটৌ।
কুষ্মাণ্ডো রাজপুত্রশ্চেত্যন্তে স্বাহাসমন্বিতৈঃ ॥ ২৮৫
নামভির্ব্বলিমন্ত্রৈশ্চ নমস্কারসমন্বিতৈঃ।
দদ্যাচ্চতুষ্পথে সূর্পে কুশানাস্তীর্য্য সর্ব্বতঃ ॥ ২৮৬
কৃতাকৃতাংস্তণ্ডুলাংশ্চ পললৌদনমেব চ।
মৎস্যান্ পক্বাংস্তথৈবামান্ মাংসমেতাবদেব তু ॥ ২৮৭
পুষ্পং চিত্রং সুগন্ধঞ্চ সুরাঞ্চ ত্রিবিধামপি।
মূলকং পূরিকাপূপাংস্তথৈবৈরণ্ডিকাঃ স্রজঃ ॥ ২৮৮
দধ্যন্নং পায়সঞ্চৈব গুড়পিষ্টং সমোদকম্।

গর্ভবতী স্ত্রী অপত্যলাভে বঞ্চিত থাকে; ঋতুমতী স্ত্রীর গর্ভ হয় না। শ্রোত্রিয়—আচার্য্যতা, শিষ্য অধ্যয়ন, বণিক্ লাভ, এবং কর্ষক কৃষিফল প্রাপ্ত হয় না। এই উপসর্গগ্রস্ত বা উপসর্গভীত ব্যক্তিকে শুভদিনে যথাবিধি স্নান করাইবে। (স্নানবিধি যথা) প্রথমে ঘৃতাপ্লুত গৌরসর্ষপের কল্ক, গাত্রে এবং সর্ব্বৌষধি ও সর্ব্বগন্ধ, মস্তকে মাখাইবে। অনন্তর ভদ্রাসনে উপবেশন করাইয়া চারিজন সুব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করিবে। (ভদ্রাসন যথা),—একবর্ণ চারিটি উত্তম নব কুম্ভদ্বারা অশোষ্য হ্রদ বা নদীসঙ্গম হইতে যে জল উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে—অশ্বস্থান, হস্তিস্থান, বল্মীক, নদীসঙ্গমস্থল এবং অশোষ্য হ্রদ, এই সকল স্থান হইতে আনীত পঞ্চবিধ মৃত্তিকা, গোরোচনা, কুঙ্কুমাদি, গন্ধ ও গুগ্গুলু নিক্ষেপ করিবে (এবং সেই জলপূর্ণ চূতাদি-পল্লবশোভিত চন্দনচর্চ্চিত, মালাভূষিত, নববস্ত্রান্বিত, চারিটী কুম্ভ-বেদীর পূর্ব্বাদি চারিদিকে স্থাপিত করিবে)। অনন্তর (পঞ্চবর্ণ চূর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত মণ্ডলে সংস্থাপিত) রক্তবর্ণ বৃষচর্ম্মে স্থাপনীয় (শ্বেতবস্ত্র প্রচ্ছাদিত শ্রীপর্ণী-নির্ম্মিত আসনের নাম) ভদ্রাসন। যে অনন্তশক্তি বহু-প্রবাহ পাবন উদক, মন্বাদি-ঋষিগণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করিতেছি, সেই পবিত্রতাজনক উদক তোমাকে পবিত্র করুন (প্রথম কলসস্থ জল দ্বারা স্নান করাইবার এই মন্ত্র)। বরুণ রাজা তোমাকে কল্যাণ প্রদান করিয়াছেন; সূর্য্য ও বৃহস্পতি শুভ অর্পণ করিয়াছেন; ইন্দ্র এবং বায়ু মঙ্গল দিয়াছেন; সপ্তর্ষিগণ ক্ষেম প্রদান করিয়াছেন (ইহা দ্বিতীয় কলসস্থ জল দ্বারা স্নান করাইবার মন্ত্র)। ২৭৫—২৮২। তোমার কেশে, সীমন্তে মস্তকে, ললাটে, কর্ণদ্বয়ে, এবং নেত্রদ্বয়ে যে দৌর্ভাগ্য আছে, জল, তৎসমস্ত বিদূরিত করুন (ইহা তৃতীয় কলসস্থ জল দ্বারা স্নান করাইবার মন্ত্র এই তিন মন্ত্র পাঠ করিয়া চতুর্থ কলস-জল দ্বারা স্নান করাইবে) আচার্য্য এইরূপে অভিষিক্ত ব্যক্তির মস্তক বামপাণিগৃহীত কুশগুচ্ছে আচ্ছাদিত করিয়া তাহাতে, অন্তে স্বাহাযুক্ত মিত, সংমিত, শাল, কটঙ্কট, কুষ্মাণ্ড এবং রাজপুত্র এই মন্ত্র (অর্থাৎ ওঁ মিতায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্র) উচ্চারণ-পূর্ব্বক উদুম্বরবৃক্ষজাত স্রুব দ্বারা সার্ষপতৈলের আহুতি প্রদান করিবে। (অনন্তর) যজমান স্বয়ং স্থালীপাক-বিধি অনুসারে লৌকিকাগ্নিতে চরুপাক করিয়া ঐসকল মন্ত্রোচ্চারণ করত সেই চরু দ্বারা উক্ত অগ্নিতে হোম করিবে; অন্তে নমঃপদযুক্ত বলিমন্ত্রনাম দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু, সোম, ঈশান, ব্রহ্মা এবং অনন্তের চতুর্থ্যন্ত নাম—(ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা) হুতাবশিষ্ট বলি ইন্দ্রাদিকে অর্পণ করিবে। পরে বিনায়ক এবং বিনায়ক-জননী অম্বিকাকে সকৃৎ অবহত তণ্ডুল, তিলপিষ্ট মিশ্রিত ওদন, পক্ব এবং আম এই উভয়বিধ মৎস্য ও উভয়বিধ মাংস, নানাবর্ণের পুষ্প-কুঙ্কুমাদি সুগন্ধদ্রব্য, গৌড়ী, পৈষ্টী এবং মাধ্বী এই ত্রিবিধ সুরা, মূলক (অর্থাৎ মূলাকার ভক্ষ্যবিশেষ), পুরী, স্নেহপক্ক গোধূমবিকার, পিষ্টাদিময় মাল্য দধিমিশ্রিত অন্ন, পায়স, গুড়পিষ্ট (অর্থাৎ গুড়পিঠা) এবং মোদক এই সকল বস্তু উপহার দিয়া

এতান সর্ব্বানুপাহৃত্য ভূমৌ কৃত্বা ততঃ শিরঃ ॥ ২৮৯
বিনায়কস্য জননীমুপতিষ্ঠেৎ ততোঽম্বিকাম্।
দূর্ব্বাসর্ষপপুষ্পাণাং দত্ত্বার্ঘ্যং পূর্ণমঞ্জলিম্ ॥ ২৯০
রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান কামাংশ্চ দেহি মে ॥২৯১
ততঃ শুক্লাম্বরধরঃ শুক্লগন্ধানুলেপনঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্দদ্যাদ্বস্ত্রযুগ্মং গুরোরপি ॥ ২৯২
এবং বিনায়কং পূজ্য গ্রহাংশ্চৈব বিধানতঃ।
কর্ম্মণাং ফলমাপ্নোতি শ্রিয়ঞ্চাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ॥ ২৯৩
আদিত্যস্য সদা পূজাং তিলকং স্বামিনস্তথা।
মহাগণপতেশ্চৈব কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯৪
শ্রীকামঃ শান্তিকামো বা গ্রহযজ্ঞং সমাচরেৎ।
বৃষ্ট্যায়ুঃপুষ্টিকামো বা তথৈবাভিচরন্নরীন্ ॥ ২৯৫

তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে। অনন্তর শূর্পে কুশ আস্তীর্ণ করিয়া তাহাতে উপহারবিশিষ্ট বলি স্থাপন করিবে এবং ঐ মুক্ত শূর্প (বলিং গৃহ্নন্তু ইত্যাদি মন্ত্রে) সর্ব্বভূতোদ্দেশে চতুষ্পথে স্থাপন করিবে। পরে, বিনায়ক ও বিনায়ক-জননী অম্বিকাকে অর্ঘ্য ও দূর্ব্বা, তথা সর্ষপ এবং পুষ্পের পূর্ণাঞ্জলি প্রদান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিবে ;—হে ভগবতি! আমাকে রূপ দাও, যশ দাও, ভাগ্য দাও, পুত্র দাও, (অধিক কি বলিব) আমাকে সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান কর। (গণেশের নিকট প্রার্থনাকালে "ভগবতী"র পরিবর্ত্তে "ভগবন" বলিতে হইবে) অনন্তর স্নানানন্তর যজমান শুক্লবস্ত্র, শুক্ল মাল্য এবং শুক্ল চন্দনাদি ধারণ করিয়া * ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, গুরুকে বস্ত্রদ্বয় ও দক্ষিণা দিবে। ২৮৩—২৯২। এইরূপে যথাবিধি বিনায়কের পূজা এবং বক্ষ্যমাণরূপে গ্রহগণের পূজা করিলে, নির্ব্বিঘ্নে কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বোত্তম সম্পত্তি লাভ করে। প্রতিদিবস সূর্য্যদেব, কার্ত্তিকেয় এবং মহাগণপতির পূজা করিলে মোক্ষ লাভ করে আর উক্ত দেবগণকে স্বর্ণরৌপ্যাদিময় তিলক প্রদান করিলে অভীষ্টসিদ্ধি হয়। ধন-ধান্যাদি সম্পত্তি, শান্তি, বৃষ্টি, আয়ুঃ অথবা পুষ্টিকামনায়, কিংবা

* শুক্লবস্ত্রাদি ধারণ, স্নানের পরই কর্ত্তব্য। হোম পর্য্যন্ত আচার্য্যের কার্য্য। যজমান উপহার দান ও প্রার্থনা করিলে, আচার্য্য চতুষ্পথে শূর্প স্থাপন করিবেন। তদন্তে ব্রাহ্মণভোজনাদি যজমানের আচরণীয়।

সূর্য্যঃ সোমো মহীপুত্রঃ সোমপুত্রো বৃহস্পতিঃ।
শুক্রঃ শনৈশ্চরো রাহুঃ কেতুশ্চেতি গ্রহাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৯৬
তাম্রকাৎ স্ফটিকাদ্রক্তচন্দনাৎ স্বর্ণকাদুভৌ।
রজতাদয়সঃ সীসাৎ কাংস্যাৎ কার্য্যা গ্রহাঃ ক্রমাৎ ॥২৯৭
স্বৈর্ব্বর্ণৈর্ব্বা পটে লেখ্যা গন্ধৈর্ম্মণ্ডলকেঽথবা।
যথাবর্ণং প্রদেয়ানি বাসাংসি কুসুমানি চ। ২৯৮
গন্ধাশ্চ বলয়শ্চৈব ধূপো দেয়শ্চ গুগ্গুলুঃ।
কর্ত্তব্যা মন্ত্রবন্তশ্চ চরবঃ প্রতিদৈবতম্ ॥ ২৯৯
আকৃষ্ণেন ইমং দেবা অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ।
উদ্বুধ্যস্বেতি চ ঋচো যথাসংখ্যং প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩০০
বৃহস্পতে অতাদর্য্যস্তথৈবান্নাৎ পরিস্রুতঃ।
শন্নো দেবীস্তথাকাণ্ডাৎ কেতুং কৃণ্বন্নিমাঃ ক্রমাৎ ॥ ৩০১
অর্কঃ পলাশঃ খদিরস্ত্বপামার্গোঽথ পিপ্পলঃ।
উডুম্বরঃ শমী দূর্ব্বা কুশাশ্চ সমিধঃ ক্রমাৎ ॥ ৩০২

অভিচার করিবার জন্য গ্রহপূজা করিবে। সূর্য্য, সোম, কুজ (মঙ্গল), সৌম্য (বুধ), বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু ইহাঁরা "গ্রহ" বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন। তাম্র, স্ফটিক ও রক্তচন্দন হইতে (এক একটী), সুবর্ণ হইতে দুইটী, রৌপ্য, লৌহ, সীস ও কাংস্য হইতে (এক একটী) এইরূপ যথাক্রমে নবগ্রহের প্রতিমূর্ত্তি করিবে। (অর্থাৎ তাম্র হইতে রবির, সুবর্ণ হইতে বুধ ও বৃহস্পতির ইত্যাদি।) যথাক্রমে ইহাঁদিগের বর্ণ,—রক্ত, শুক্ল, রক্ত, পীত, পীত, শুক্ল, আনীল, নীল এবং ধূম্র)। তদভাবে, গ্রহদিগের নিজ নিজ বর্ণানুসারে পটে, অথবা রক্তচন্দনাদি গন্ধদ্বারা মণ্ডলে চিত্রিত করিবে এবং ঐ সকল গ্রহকে তাঁহাদিগের নিজ নিজ বর্ণানুরূপ বস্ত্র, পুষ্প ও অর্পণ করিতে হইবে। সকলকেই ধূপ, দীপ, গুগ্‌গুলু ও নৈবেদ্য দিবে। প্রতি দেবতার পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র পাঠ করিয়া চরুপাক করিতে হইবে। আকৃষ্ণেন (১), ইমং দেবাঃ (২) অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ (৩) উদ্বুধ্যস্ব (৪) বৃহস্পতে অত্যদর্য্যঃ (৫), অন্নাৎ পরিস্রুতঃ (৬), শন্নো দেবীঃ (৭), কা[illegible]ৎ কাণ্ডাৎ (৮), কেতুং কৃণ্বন্ (৯), নবগ্রহের এই নয়টী মন্ত্র যথাক্রমে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ২৯৩—৩০১। অর্ক (অর্থাৎ আকন্দ) (১) পলাশ (২), খদির (৩) অপামার্গ (অর্থাৎ আপাঙ্) (৪), অশ্বত্থ (৫) উডুম্বর (অর্থাৎ যজ্ঞডুমুর) (৬), শমী (৭), দূর্ব্বা (৮) এবং কুশ (৯), যথাক্রমে নবগ্রহের এই নববিধ সমিধ্।

একৈকস্য ত্বষ্টশতমষ্টাবিংশতিরেব বা।
হোতব্যা মধুসর্পির্ভ্যাং দধ্না ক্ষীরেণ বা যুতা ॥ ৩০৩
গুড়ৌদনং পায়সঞ্চ হবিষ্যং ক্ষীরষাষ্টিকম্।
দধ্যোদনং হবিশ্চূর্ণং মাংসং চিত্রান্নমেব চ ॥ ৩০৪
দদ্যাদ্‌গ্রহক্রমাদেতদ্দ্বিজেভ্যো ভোজনং বুধঃ।
শক্তিতো বা যথালাভং সৎকৃত্য বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৩০৫
ধেনুঃ শঙ্খস্তথানড্বান্ হেমবাসো হয়স্তথা।
কৃষ্ণা গৌরায়সং ছাগ এতা বৈ দক্ষিণাঃ ক্রমাৎ ॥ ৩০৬
যশ্চ যস্য যদা দুঃস্থঃ স তং যত্নেন পূজয়েৎ।
ব্রহ্মণৈষাং বরো দত্তঃ পূজিতাঃ পূজয়িষ্যথ ॥ ৩০৭
গ্রহাধীনা নরেন্দ্রাণামুচ্ছ্রায়াঃ পতনানি চ।
ভাবাভাবৌ চ জগতস্তস্মাৎ পূজ্যতমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩০৮
মহোৎসাহঃ স্থূললক্ষ্যঃ কৃতজ্ঞো বৃদ্ধসেবকঃ।
বিনীতঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ কুলীনঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ৩০৯
অদীর্ঘসূত্রঃ স্মৃতিমানক্ষুদ্রোঽপরুষস্তথা।
ধার্ম্মিকোঽব্যসনশ্চৈব প্রাজ্ঞঃ শূরো রহস্যবিৎ ॥ ৩১০
স্বরন্ধ্রগোপ্তান্বীক্ষিক্যাং দণ্ডনীত্যাং তথৈব চ।
বিনীতস্ত্বথ বার্ত্তায়াং ত্রয্যাঞ্চৈব নরাধিপঃ ॥ ৩১১
সমন্ত্রিণঃ প্রকুর্ব্বীত প্রাজ্ঞান্ মৌলান্ স্থিরান্ শুচীন্।
তৈঃ সার্দ্ধং চিন্তয়েদ্রাজ্যং বিপ্রেণাথ ততঃ স্বয়ম্ ॥ ৩১২
পুরোহিতঞ্চ কুর্ব্বীত দৈবজ্ঞমুদিতোদিতম্।
দণ্ডনীত্যাশ্চ কুশলমথর্ব্বাঙ্গিরসে তথা ॥ ৩১৩
শ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়াহেতোর্ব্বৃণুয়াদৃত্বিজস্তথা।
যজ্ঞাংশ্চৈব প্রকুর্ব্বীত বিধিবদ্ভূরিদক্ষিণান্ ॥ ৩১৪
ভোগাংশ্চ দদ্যাদ্বিপ্রেভ্যো বসূনি বিবিধানি চ।
অক্ষয়োঽয়ং নিধী রাজ্ঞাং যদ্বিপ্রেষূপপাদিতম্ ॥ ৩১৫
অস্কন্নমব্যয়ঞ্চৈব প্রায়শ্চিত্তৈরদূষিতম্।
অগ্নেঃ সকাশাদ্বিপ্রাগ্নৌ হুতং শ্রেষ্ঠমিহোচ্যতে ॥ ৩১৬
ধর্ম্মেণালব্ধমীহেত লব্ধং যত্নেন পালয়েৎ।

এক একবিধ সমিধ, মধু, ঘৃত, দধি বা ক্ষীরযুক্ত করিয়া আদিত্যাদি নবগ্রহের প্রত্যেক গ্রহ-উদ্দেশে, অষ্টোত্তর শত বা অষ্টাবিংশতিসংখ্যক আহুতি প্রদান করিবে। গুড়মিশ্রিত ওদন (১) পায়স (২) নীবারাদি অন্ন (৩) ক্ষীরমিশ্রিত ষাষ্টিকৌদন (৪) দধিমিশ্রিত ওদন (৫), ঘৃতৌদন (৬), তিল-চূর্ণমিশ্রিত ওদন (৭), ভক্ষ্যমাংসমিশ্রিত ওদন (৮) নানা রকম ওদন (৯), এই নববিধ ভোজ্য যথাক্রমে সূর্য্যাদিপ্রীতি উদ্দেশে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করিতে দিবে অথবা শক্ত্যনুসারে যে ওদন মিলিবে, যথাবিধি সম্মানসহকারে তাহাই দিবে। ধেনু (অর্থাৎ দুগ্ধবতী গাভী), শঙ্খ, বৃষ, সুবর্ণ, বস্ত্র, শুভ্রবর্ণ অশ্ব, কৃষ্ণা গাভী, লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রাদি এবং ছাগ এই নববিধ দ্রব্য যথাক্রমে সূর্য্যাদি নবগ্রহ যাগের দক্ষিণা বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। যে পুরুষের যে সময় যে গ্রহ বিরুদ্ধ হয়, সেই পুরুষ তৎকালে যত্নপূর্ব্বক সেই গ্রহের পূজা করিবে। ব্রহ্মা গ্রহগণকে এই বর দিয়াছিলেন যে, যে তোমাদিগকে পূজা করিবে, তোমরাও তাহার ইষ্টসিদ্ধি ও অনিষ্ট-শান্তি দ্বারা মান রাখিবে। রাজাদিগের উন্নতি ও অবনতি এবং সমস্ত জগতের উৎপত্তি নিরোধ, গ্রহেরই অধীন; অতএব গ্রহ-গণ সকলেরই পূজ্যতম। বিশেষ উৎসাহসম্পন্ন, বহুদর্শী কৃতজ্ঞ বৃদ্ধসেবী, বিনয়ী, গাম্ভীর্য্যযুক্ত সদ্বংশোদ্ভব, সত্যবাদী, পবিত্র, অদীর্ঘসূত্র (অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের আরম্ভে এবং কার্য্যের সমাপনে আলস্যশূন্য), মেধাবী, প্রশস্তমনা, অপুরুষ (অর্থাৎ যিনি পরদোষ কীর্ত্তনে রত নহেন), ধার্ম্মিক, ব্যসনশূন্য, দুর্ব্বোধ-অর্থ-অবধারণে সক্ষম, নির্ভীক, রহস্যবেত্তা (অর্থাৎ গোপনীয়ার্থ-গোপনে চতুর), স্বরন্ধ্রগোপ্তা (অর্থাৎ স্বীয় সপ্তাঙ্গ রাজ্যের মধ্যে কোন স্থানে যদি কোন বিশৃঙ্খলা থাকে, তাহার প্রচ্ছাদনে তৎপর) এবং আন্বীক্ষিকী (অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র), দণ্ডনীতি (অর্থাৎ অর্থশাস্ত্র) বার্ত্তা (অর্থাৎ কৃষি-বাণিজ্যাদি-বিষয়ক শাস্ত্র) ও ত্রয়ী অর্থাৎ (ঋগ, যজুঃ সাম) এই সকল শাস্ত্রে বিশেষ-রূপে শিক্ষিত ব্যক্তি রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। ৩০৩—৩১১। সেই রাজা—হিতাহিত-বিবেচনাশীল, মৌল (অর্থাৎ যাহারা বংশানুক্রমে ঐ রাজবংশের মন্ত্রিত্ব করিয়া আসিতেছে) গম্ভীর-প্রকৃতি এবং পবিত্র ব্যক্তিগণকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিবেন। গ্রহোৎপাত ও তাহার শান্তির উপায়বেত্তা, শাস্ত্রোক্ত ও বিদ্বান্, সদ্বংশীয় অনুষ্ঠানাদিসম্পন্ন এবং দণ্ডনীতি ও অথর্ব্বাঙ্গিরসোক্ত শান্ত্যাদিকর্ম্মে সুনি-পুণ ব্যক্তিকে পৌরোহিত্য-কর্ম্মে ব্রতী করিবেন। শ্রৌত-স্মার্ত্তক্রিয়া করিবার জন্য কতকগুলি ঋত্বিক্ বরণ করিবেন এবং যথাবিধি প্রচুর-দক্ষিণক যজ্ঞ করিবেন। ব্রাহ্মণদিগকে নানাবিধ ভোগসাধন দ্রব্য এবং বিবিধ ধন দান করিবেন; কারণ ব্রাহ্মণকে যাহা অর্পিত হয়, তাহা রাজাদিগের অক্ষয় নিধিস্বরূপ। অগ্নিসাধ্য রাজসূয়াদি অপেক্ষা ব্রাহ্মণা-গ্নিতে আহুতি প্রদান শ্রেষ্ঠ, ইহা কথিত আছে। কারণ এ আহুতিদানে অঙ্গহীনতা নাই, পশুহিংসা

পালিতং বর্দ্ধয়েন্নীত্যা বৃদ্ধং পাত্রেষু নিক্ষিপেৎ ॥ ৩১৭
দত্ত্বা ভূমিং নিবন্ধং বা কৃত্বা লেখ্যঞ্চ কারয়েৎ।
আগামিভদ্রনৃপতিপরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ ॥ ৩১৮
পটে বা তাম্রপট্টে বা স্বমুদ্রোপরিচিহ্নিতম্।
অভিলেখ্যাত্মনো বংশ্যানাত্মানঞ্চ মহীপতিঃ ॥ ৩১৯
প্রতিগ্রহপরীমাণং দানাচ্ছেদোপবর্ণনম্।
স্বহস্তকালসম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্ ॥ ৩২০
রম্যং পশব্যমাজীব্যং জাঙ্গলং দেশমাবসেৎ।
তত্র দুর্গাণি কুর্ব্বীত জনকোষাত্মগুপ্তয়ে ॥ ৩২১
তত্র তত্র চ নিষ্ণাতানধ্যক্ষান্ কুশলান্ শুচীন্।
প্রকুর্য্যাদায়কর্ম্মান্তব্যয়কর্ম্মসু চোদ্যতান্ ॥ ৩২২
নাতঃ পরতরো ধর্ম্মো নৃপাণাং যদুপার্জ্জিতম্।
বিপ্রেভ্যো দীয়তে দ্রব্যং প্রজাভ্যশ্চাভয়ং তথা ॥৩২৩
য আহবেষু বধ্যন্তে ভূম্যর্থমপরাঙ্মুখাঃ।

নাই, এবং প্রায়শ্চিত্তক্লেশ নাই। অলব্ধ বস্তু লাভ করিতে ধর্ম্মানুসারে চেষ্টা করিবে, লব্ধ বস্তু যত্নপূর্ব্বক পালন করিবে; পালিত বস্তু নীতি-শাস্ত্রানুসারে বাড়াইবে; ঐ বর্দ্ধিত বস্তু উপযুক্ত পাত্রে দান করিবে কিংবা ধর্ম্মার্থক সেবায় নিযুক্ত করিবে। রাজা, ভূমিদান বা নিবন্ধ (কোন বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত) করিলে ভাবী সাধু রাজার পরিজ্ঞানার্থ লেখ্য করাইবেন। রাজা কার্পাসাদি পটে বা তাম্রফলকে, নিজবংশ্য পিত্রাদি পুরুষত্রয়ের আপনার ও প্রতিগ্রহীতার নাম, প্রতিগ্রহের (অর্থাৎ নিবন্ধের) পরিমাণ এবং গ্রামক্ষেত্রাদি-প্রদত্ত-ভূমির চতুঃসীমা ও পরিমাণ-নির্দ্দেশ, এই সকল বিষয় লিখিবেন; উক্ত পত্রে আপন হস্তাক্ষর (দস্তখত) থাকিবে, কালের (অর্থাৎ সন মাস তারিখ) উল্লেখ থাকিবে এবং উহা নিজ মুদ্রায় চিহ্নিত করিয়া দৃঢ় শাসন (পাকা-দলিল) করিয়া দিবেন। রাজা,—সুরম্য পশুবৃদ্ধিকর, আজীব্য (অর্থাৎ যেখানে সহজে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়), তরু-গিরিনদী-শোভিত দেশে রাজধানী স্থাপন করিবেন। সেখানে প্রজাবর্গ, সৈন্য-সামন্ত, ধনরত্ন ও আত্মরক্ষার্থে দুর্গ নির্ম্মাণ করিবেন। ৩১২—৩২১। অনন্য-ব্যাপারাসক্ত তত্তদ্বিষয়ে সুচতুর পাত্র এবং আয়-ব্যয়াদিকার্য্যে অনলস ব্যক্তিগণকে তত্তৎ-কার্য্যে (অর্থাৎ যে কার্য্য যাহার উপযুক্ত, ধর্ম্মকার্য্যে ধার্ম্মিকদিগকে ইত্যাদি) অধ্যক্ষ করিবেন। ব্রাহ্মণগণকে যুদ্ধার্জ্জিত দ্রব্য বিতরণ এবং প্রজাগণকে সর্ব্বদা অভয় দান, ইহা হইতে রাজাদিগের

অকূটৈরায়ুধৈর্যান্তি তে স্বর্গং যোগিনো যথা ॥ ৩২৪
পদানি ক্রতুতুল্যানি ভঙ্গেষ্বপি নিবর্ত্তিনাম্।
রাজা সুকৃতমাদত্তে হতানাং বিপলায়িনাম্ ॥ ৩২৫
তবাহং বাদিনং ক্লীবং নির্হেতিং পরসঙ্গতম্।
ন হন্যাদ্বিনিবৃত্তঞ্চ যুদ্ধপ্রেক্ষণকাদিকম্ ॥ ৩২৬
কৃতরক্ষঃ সমুত্থায় পশ্যেদায়ব্যয়ৌ স্বয়ম্।
ব্যবহারাংস্ততো দৃষ্ট্বা স্নাত্বা ভুঞ্জীত কামতঃ ॥ ৩২৭
হিরণ্যং ব্যাপৃতানীতং ভাণ্ডাগারেষু নিক্ষিপেৎ।
পশ্যেচ্চারাংস্ততো দূতান্ প্রেরয়েন্মন্ত্রিসংযুতঃ ॥ ৩২৮
ততঃ স্বৈরবিহারী স্যান্মন্ত্রিভির্ব্বা সমাগতঃ।
বলানাং দর্শনং কৃত্বা সেনান্যা সহ চিন্তয়েৎ ॥ ৩২৯
সন্ধ্যামুপাস্য শৃণুয়াচ্চারাণাং গূঢ়ভাষিতম্।

উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই। যাঁহারা রাজ্যরক্ষার্থ সম্মুখ-রণ করিতে অকূট (অর্থাৎ যাহা বিষাদিলিপ্ত নহে) অস্ত্রাঘাতে নিহত হন, তাঁহারা যোগীদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করেন। নিজ সৈন্য-সামন্ত বিমুখ হইলেও যাঁহারা শত্রুসৈন্য-অভিমুখে অগ্রসর হন, তাঁহারা তৎকালে প্রতিপদক্ষেপে—অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করেন। আর যাহারা পলায়ন করিয়া জীবনরক্ষা করিতে চেষ্টা করে, রাজা তাহাদিগের পুণ্য হরণ করেন। তবাহংবাদী (অর্থাৎ যে ব্যক্তি, "তোমারই আমি" এই কথা বলে), ক্লীব (নপুংসক বা অত্যন্ত ভীরু), নিরস্ত্র, অপরের সহিত যুদ্ধে আসক্ত, যুদ্ধ হইতে বিরত, যুদ্ধদর্শী এবং বাদ্যকর চারণাদি, এই সকল ব্যক্তিকে মারিবে না। আপনার এবং রাজ্যের রক্ষাবিধানপূর্ব্বক প্রত্যহ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বয়ং আয়ব্যয় পরিদর্শন করিবেন। তৎপরে বিচারকার্য্য পরিদর্শনানন্তর স্নান করিয়া ইচ্ছানুসারে ভোজন করিবেন। তত্তৎকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের আনীত হিরণ্যাদি আপনি দেখিয়া কোষাগারে রাখিতে অনুমতি দিবেন। অনন্তর চারগণের (অর্থাৎ গোপনীয়-রূপে পর-রাজ্যাদির বিবরণ জানিবার জন্য প্রেরিত ছদ্মবেশী পুরুষদিগের) সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং মন্ত্রীর সহ একত্র হইয়া দূতগণের (অন্য রাজার নিকট প্রেরিত ব্যক্তিগণের) সকল কথা শুনিবেন ও তাহাদিগকে পুনঃ প্রেরিত করিবেন। অনন্তর একাকী অথবা কলা-কুশল বিশ্বাসী মন্ত্রিবর্গে পরিবৃত হইয়া ইচ্ছামত বিহার করিবেন; পরে বেশ-ভূষা-বিভূষিত হইয়া চতুরঙ্গ সৈন্য পরিদর্শন করিবেন এবং সেনাপতির সহিত তাহাদিগের রক্ষা-

গীতনৃত্যৈশ্চ ভুঞ্জীত পঠেৎ স্বাধ্যায়মেব চ ॥ ৩৩০
সংবিশেৎ তূর্য্যঘোষেণ প্রতিবুধ্যেত্তথৈব চ ।
শাস্ত্রাণি চিন্তয়েদ্ বুদ্ধ্যা সর্ব্বকর্ত্তব্যতাং তথা ॥ ৩৩১
প্রেষয়েচ্চ ততশ্চারান্ স্বেষু চান্যেষু সাদরম্ ।
ঋত্বিক্পুরোহিতাচার্য্যৈরাশীর্ভিরভিনন্দিতঃ ॥ ৩৩১
দৃষ্ট্বা জ্যোতির্ব্বিদো বৈদ্যান্ দদ্যাদ্গাং কাঞ্চনং মহীম্ ।
নৈবেশিকানি চ তথা শ্রোত্রিয়াণাং গৃহাণি চ ॥ ৩৩৩
ব্রাহ্মণেষু ক্ষমী স্নিগ্ধেষজিহ্মঃ ক্রোধনোঽরিষু ।
স্যাদ্রাজা ভৃত্যবর্গেষু প্রজাসু চ যথা পিতা ॥ ৩৩৪
পুণ্যাৎ ষড়্ভাগমাদত্তে ন্যায়েন পরিপালয়ন্ ।
সর্ব্বদানাধিকং যস্মাৎ প্রজানাং পরিপালনম্ ॥ ৩৩৫
চাটুতস্করদুর্ব্বৃত্তমহাসাহসিকাদিভিঃ ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৩৩৬
অরক্ষ্যমাণাঃ কুর্ব্বন্তি যৎ কিঞ্চিৎ কিল্বিষং প্রজাঃ ।
তস্মাচ্চ নৃপতেরর্দ্ধং যস্মাদ্গৃহ্ণাত্যসৌ করান্ ॥ ৩৩৭
যে রাষ্ট্রাধিকৃতাস্তেষাং চারৈর্জ্ঞাত্বা বিচেষ্টিতম্ ।
সাধূন্ সম্পালয়েদ্রাজা বিপরীতাংস্তু ঘাতয়েৎ ॥ ৩৩৮
উৎকোচজীবিনো দ্রব্যহীনান্ কৃত্বা প্রবাসয়েৎ ।
সম্মানদানসৎকারৈঃ শ্রোত্রিয়ান্ বাসয়েৎ সদা ॥ ৩৩৯
অন্যায়েন নৃপো রাষ্ট্রাৎ স্বকোষং যোঽভিবর্দ্ধয়েৎ ।
সোঽচিরাদ্বিগতশ্রীকো নাশমেতি সবান্ধবঃ ॥ ৩৪০
প্রজাপীড়নসন্তাপসমুদ্ভূতো হুতাশনঃ ।
রাজ্ঞঃ কুলং শ্রিয়ং প্রাণান্ নাদগ্ধ্বা বিনিবর্ত্ততে ॥ ৩৪১
য এব ধর্ম্মো নৃপতেঃ স্বরাষ্ট্রপরিপালনে ।
তমেব কৃৎস্নমাপ্নোতি পররাষ্ট্রং বশং নয়ন্ ॥ ৩৪২
যস্মিন্ দেশে য আচারো ব্যবহারঃ কুলস্থিতিঃ ।
তথৈব পরিপাল্যোঽসৌ যদা বশমুপাগতঃ ॥ ৩৪৩
মন্ত্রমূলং যতো রাজ্যমতো মন্ত্রং সুরক্ষিতম্ ।
কুর্য্যাদ্যথাস্য ন বিদুঃ কর্ম্মণামা ফলোদয়াৎ ॥ ৩৪৪

বেক্ষণের উপায়াদি চিন্তা করিবেন। পরে সায়ংকালে সন্ধ্যা উপাসনাপূর্ব্বক পূর্ব্বসাক্ষাৎকৃত চরদিগের নিকট গোপনীয় বিবরণ শুনিবেন; তৎপরে নৃত্যগীতাদি ক্রীড়ায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত করিয়া ভোজন করিবেন; অনন্তর যথাশক্তি স্বাধ্যায় পাঠ করিবেন। অনন্তর শয়ন করিবেন এবং যথাকালে নিদ্রা ত্যাগ করিবেন। এই উভয় সময় তূর্য্যাদিবাদ্যধ্বনি হইবে। নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে শাস্ত্র ও কর্ত্তব্য-কার্য্যের চিন্তা করিবেন। ৩২২—৩৩১। অনন্তর বিশ্বস্ত চরদিগকে দানমানাদি দ্বারা সৎকৃত করিয়া নিজ সামন্তমণ্ডলের এবং অন্য রাজবর্গের নিকট প্রেরণ করিবেন। পরে ঋত্বিক্, পুরোহিত এবং আচার্য্যগণের আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত হইয়া জ্যোতির্ব্বিদ্ ও বৈদ্যগণকে দর্শন করিবেন, তাঁহাদিগকে সুবর্ণ, ভূমি প্রদান করিবেন; পরে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে কন্যালঙ্কারাদি গার্হস্থ্যোপযুক্ত দ্রব্য এবং উত্তম উত্তম গৃহ প্রদান করিবেন। রাজা ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ক্ষমা, ভালবাসার পাত্রে সরলতা, শত্রুর প্রতি ক্রোধ এবং ভৃত্যবর্গ ও প্রজার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করিবেন। (প্রজার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করিবার কারণ এই যে,) ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন করিলে প্রজাকৃত পুণ্যের ষড়্ভাগৈকভাগ গ্রহণ করিতে পান এবং প্রজাপালন, ভূম্যাদি সমস্ত দান হইতে অধিকফলজনক। প্রতারক, তস্কর, দুর্ব্বৃত্ত, দস্যুগণ ইত্যাদি বিবিধ ব্যক্তি বিশেষতঃ কায়স্থগণ দ্বারা নিরন্তর উৎপীড়িত প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবেন।

অরক্ষিত প্রজাগণ যে কিছু অসৎকর্ম্ম করে, তাহার অর্দ্ধভাগী রাজা; কারণ, তিনি রক্ষা করিবেন বলিয়াই প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করেন। রাজা যাহাদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, (জজ মাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি) গোয়েন্দা দ্বারা তাহাদিগের আচরণ জানিয়া, যাহারা সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাঁহাদিগকে সম্মানিত এবং যাহারা অসাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহাদিগকে অপরাধানুসারে দণ্ডিত করিবেন। উৎকোচজীবী (অর্থাৎ ঘুষখোর) দিগকে সর্ব্বস্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া নির্ব্বাসিত করিবেন এবং শ্রোত্রিয়দিগকে সর্ব্বদা দান, মান ও সৎকারের সহিত নিজরাজ্যে বাস করাইবেন। যে রাজা নিজরাজ্য হইতে অন্যায়পূর্ব্বক অর্থসংগ্রহ করিয়া ধনবৃদ্ধি করে, সে অচিরকালের মধ্যে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া সবান্ধবে বিনষ্ট হয়। প্রজা-পীড়নসন্তাপ-সম্ভূত কৃশানু রাজার বংশ, লক্ষ্মী এবং প্রাণ পর্য্যন্ত দগ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না। রাজার ন্যায়ানুসারে স্বরাজ্য-পালনে যে ধর্ম্ম হয়, বক্ষ্যমাণ নীতিক্রমে পররাজ্যগ্রহণ করিলেও সেই ধর্ম্ম লাভ হয়। যে সময়ে পরদেশ নিজবশে আসিবে তখন, ঐ দেশের আচার-ব্যবহার এবং কুলাচার, পূর্ব্ব রাজার অধিকারে যেরূপ ছিল, তদ্রূপই রাখিবেন। ৩৩২—৩৪৩। মন্ত্রণা এইরূপ ভাবে গোপন রাখিবে, যাহাতে মন্ত্রণাকার্য্যের যে পর্য্যন্ত ফলনিষ্পত্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি মন্ত্রণা না জানিতে পারে। কারণ, মন্ত্রণাই রাজ্যস্থিতির মূল। অনন্তরবর্ত্তী

অরিমিত্রমুদাসীনোঽনন্তরস্তৎ পরঃ পরঃ।
ক্রমশো মণ্ডলং চিন্ত্যং সামাদিভিরুপক্রমৈঃ ॥ ৩৪৫
উপায়াঃ সাম দানঞ্চ ভেদো দণ্ডস্তথৈব চ।
সম্যক্ প্রযুক্তাঃ সিধ্যেয়ুর্দণ্ডস্ত্বগতিকা গতিঃ ॥ ৩৪৬
সন্ধিঞ্চ বিগ্রহং যানমাসনং সংশ্রয়ং তথা।
দ্বৈধীভাবং গুণানেতান্ যথাবৎ পরিকল্পয়েৎ ॥ ৩৪৭
যদা শস্যগুণোপেতং পররাষ্ট্রং তদা ব্রজেৎ।
পরশ্চ হীন আত্মা চ হৃষ্টবাহনপুরুষঃ ॥ ৩৪৮
দৈবে পুরুষকারে চ কর্ম্মসিদ্ধির্ব্যবস্থিতা।
তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্ব্বদেহিকম্ ॥ ৩৪৯
কেচিদ্দৈবাৎ স্বভাবাচ্চ কালাৎ পুরুষকারতঃ।
সংযোগে কেচিদিচ্ছন্তি ফলং কুশলবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩৫০
যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।
এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি ॥ ৩৫১
হিরণ্যভূমিলাভেভ্যো মিত্রলব্ধির্বরা যতঃ।
অতো যতেত তৎপ্রাপ্তৌ রক্ষেৎ সত্যং সমাহিতঃ ॥ ৩৫২

স্বাম্যমাত্যো জনো দুর্গং কোষো দণ্ডস্তথৈব চ।
মিত্রাণ্যেতাঃ প্রকৃতয়ো রাজ্যং সপ্তাঙ্গমুচ্যতে ॥ ৩৫৩
তদবাপ্য নৃপো দণ্ডং দুর্ব্বৃত্তেষু নিপাতয়েৎ।
ধর্ম্মো হি দণ্ডরূপেণ ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা ॥ ৩৫৪
স নেতুং ন্যায়তোঽশক্যো লুব্ধেনাকৃতবুদ্ধিনা।
সত্যসন্ধেন শুচিনা সুসহায়েন ধীমতা ॥ ৩৫৫
যথাশাস্ত্রং প্রযুক্তঃ সন্ সদেবাসুরমানুষম্।
জগদানন্দয়েৎ সর্ব্বমন্যথা তু প্রকোপয়েৎ ॥ ৩৫৬
অধর্ম্মদণ্ডনং স্বর্গকীর্ত্তিলোকবিনাশনম্।
সম্যক্ চ দণ্ডনং রাজ্ঞঃ স্বর্গকীর্ত্তিজয়াবহম্ ॥ ৩৫৭
অপি ভ্রাতা সুতোঽর্ঘ্যো বা শ্বশুরো মাতুলোঽপি বা।
নাদণ্ড্যো নাম রাজ্ঞোঽস্তি ধর্ম্মাদ্বিচলিতঃ স্বকাৎ ॥৩৫৮
যো দণ্ড্যান্ দণ্ডয়েদ্রাজা সম্যগ্ বধ্যাংশ্চ ঘাতয়েৎ।
ইষ্টং স্যাৎ ক্রতুভিস্তেন সহস্রশতদক্ষিণৈঃ ॥ ৩৫৯
ইতি সঞ্চিন্ত্য নৃপতিঃ ক্রতুতুল্যফলং পৃথক্।

রাজা—শত্রু, তৎপরবর্ত্তী রাজা—মিত্র, এতদ্ব্যতীত রাজা উদাসীন; সেই অরি মিত্র উদাসীন মণ্ডলের চেষ্টাদি বিশেষরূপে জানিয়া যথাযোগ্য সামাদি উপায় প্রয়োগ করিবেন। সাম (প্রিয়বাক্য-কথন) দান, ভেদ (পরস্পর বিচ্ছেদ করান) এবং দণ্ড (বধাদি), এই চতুর্ব্বিধ উপায় দেশ-কাল-পাত্রাদি অনুসারে সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে, তাহা দ্বারা অভিলষিত ফল সিদ্ধ হইবে। গত্যন্তর না থাকিলেই কিন্তু দণ্ড-উপায় প্রয়োগ করিবে। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশ্রয়, দ্বৈধীভাব, এই ষড়্বিধ গুণ যথাযোগ্য স্থানে প্রয়োগ করিবে। যৎকালে পররাজ্য—শস্যাদি-সম্পন্ন, শত্রু—হীনবল এবং আপনার অশ্ব, গজ, রথ, পদাতি—অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে, তখনই তদ্দেশজয়ের জন্য যাত্রা করিবে। দৈব এবং পুরুষকার এই উভয়ের সাহায্যে ফলসিদ্ধি হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে আবার পূর্ব্বজন্মকৃত অভিব্যক্ত পুরুষকারই দৈব। কেহ দৈব, কেহ স্বভাব, কেহ কাল এবং কেহ পুরুষকারকে ফলসিদ্ধির প্রতি কারণ বলেন। আর কুশলবুদ্ধিগণ এই সকলের মিলনে ফলসিদ্ধি হয়, ইহা বলেন। যেমন একচক্র দ্বারা রথের গতি হইতে পারে না, এইরূপ পুরুষকার ব্যতীত কেবলমাত্র দৈব, ফলসাধক হইতে পারে না। যে হেতু, হিরণ্য এবং ভূমিলাভ অপেক্ষা মিত্রলাভই শ্রেষ্ঠ, অতএব মিত্রলাভের জন্য সবিশেষ যত্ন করিবেন এবং সাবধান হইয়া "সত্য" পালন করিবেন। পূর্ব্বোক্ত-লক্ষণান্বিত রাজা,—অমাত্য, (অর্থাৎ মন্ত্রি-পুরোহিতাদি), ব্রাহ্মণাদি, প্রজা, দুর্গ, কোশাগার, হস্তী অশ্ব রথ পদাতি এই চতুরঙ্গ সৈন্য এবং মিত্র এই সকলই রাজ্যের মূল কারণ; রাজ্য, এই সপ্তাঙ্গসম্পন্ন বলিয়া কথিত হয়। ৩৪৪—৩৫৩। রাজা তাদৃশ রাজ্য পাইয়া দুর্ব্বৃত্তগণকে দণ্ড প্রদান করিবেন; যেহেতু ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে ধর্ম্মকেই দণ্ডরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। লুব্ধ এবং অকৃতবুদ্ধি ব্যক্তি ন্যায়ানুসারে উক্ত দণ্ড পরিচালনে সমর্থ হয় না। কিন্তু সত্যপ্রতিজ্ঞ, শুচি, সুসহায়-সম্পন্ন এবং কৃতবুদ্ধি ব্যক্তি, উহা ন্যায়তঃ পরিচালন করিতে পারেন। সেই দণ্ড, যথাশাস্ত্র প্রযুক্ত হইলে, সুরাসুর-মনুজ-পরিবৃত ভুবনমণ্ডলকে আনন্দিত করে, নচেৎ সকলকেই ক্রোধান্বিত করিয়া তুলে। শাস্ত্র-ব্যতিক্রমে দণ্ডপ্রদান,—স্বর্গ কীর্ত্তি ভূরাদি-সমস্ত-লোক-প্রাপ্তি বিনষ্ট করে এবং শাস্ত্রানুসারে দণ্ডদান,—রাজার স্বর্গ, কীর্ত্তি এবং জয়ের কারণ হয়। সহোদর ভ্রাতা, পুত্র, আচার্য্যাদি পূজ্যতম ব্যক্তি, শ্বশুর কিংবা মাতুল, যিনিই কেন হউন না, স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলে, কেহই রাজার দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না। যে রাজা দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে উপযুক্তরূপে দণ্ডিত করেন, বধ্যব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড আদেশ করেন, তিনি প্রচুর-দক্ষিণ সুসম্পূর্ণ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হন। রাজা এইরূপ অপরাধিগণের প্রতি দণ্ডদান যজ্ঞ-

ব্যবহারান্ স্বয়ং পশ্যেৎ সভ্যৈঃ পরিবৃতোঽন্বহম্ ॥৩৬০
কুলানি জাতীঃ শ্রেণীশ্চ গণান্ জানপদাংস্তথা।
স্বধর্ম্মচলিতান্ রাজা বিনীয় স্থাপয়েৎ পথি ॥ ৪৬১
জালসূর্য্যমরীচিস্থং ত্রসরেণূরজঃস্মৃতম্।
তেঽষ্টৌ লিক্ষার্ষতু তাস্তিস্রো রাজসর্ষপ উচ্যতে ॥৩৬২
গৌরস্তু তে ত্রয়ঃ ষট্ তে যতো মধ্যস্তু তে ত্রয়ঃ।
কৃষ্ণলঃ পঞ্চ তে মাষস্তে সুবর্ণস্তু ষোড়শ ॥ ৩৬৩
পলং সুবর্ণাশ্চত্বারঃ পঞ্চ বাপি প্রকীর্ত্তিতম্।
দ্বে কৃষ্ণলে রূপ্যমাষো ধরণং ষোড়শৈব তে ॥ ৩৬৪
শতমানস্তু দশভির্দ্ধরণৈঃ পলমেব চ।
নিষ্কঃ সুবর্ণাশ্চত্বারঃ কার্ষিকস্তাম্রিকঃ পণঃ ॥ ৩৬৫
সাশীতিঃ পণসাহস্রী দণ্ড উত্তমসাহসঃ।
তদর্দ্ধং মধ্যমঃ প্রোক্তস্তদর্দ্ধমধমঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৬৬
ধিগ্দণ্ডস্ত্বথ বাগ্দণ্ডো ধনদণ্ডো বধস্তথা।
যোজ্যা ব্যস্তাঃ সমস্তা বা অপরাধবশাদিমে ॥ ৩৬৭
জ্ঞাত্বাপরাধং দেশঞ্চ কালং বলমথাপি বা।
বয়ঃ কর্ম্ম চ বিত্তঞ্চ দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতয়েৎ ॥ ৩৬৮

ইতি যাজ্ঞবল্কীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে আচারো
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ফল-প্রাপ্তি এবং বৈপরীত্যে স্বজনাদিনাশ চিন্তা করিয়া প্রত্যহ সভ্যবর্গ-সমভিব্যাহারে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণানুসারে ব্যবহার-কার্য্য স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। কুল, জাতি, শ্রেণী, গণ এবং জানপদগণ, স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে তাহাদিগকে অপরাধানুসারে দণ্ড করিয়া পুনর্ব্বার ধর্ম্মপথে স্থাপিত করিবেন। গবাক্ষছিদ্রাগত সূর্য্যকিরণে উড্ডীয়মান ধূলিকণা ত্রসরেণু বলিয়া স্মৃত হইয়াছে, সেই অষ্টত্রসরেণূ—এক লিক্ষা; তিন লিক্ষাকে এক রাজসর্ষপ বলে; তিন রাজসর্ষপে এক গৌরসর্ষপ, ছয় গৌরসর্ষপে এক মধ্যযব, তিন মধ্যযবে এক কৃষ্ণল, পঞ্চ কৃষ্ণলে এক মাস, ষোড়শ মাষে এক সুবর্ণ, চারি বা পাঁচ সুবর্ণ এক পল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে (ইহা সুবর্ণের পরিমাণ)। পূর্ব্বোক্ত দুই কৃষ্ণলে এক রৌপ্যমাষ, ষোড়শ রূপ্যমাষে এক ধরণ। দশ ধরণে এক পল বা একশতমান। পূর্ব্বোক্ত চারি সুবর্ণে এক রৌপ্যনিষ্ক (ইহা রজতের পরিমাণ)। (সুবর্ণ পর্য্যায়) কর্ষপরিমিত তাম্রে এক পণ। অশীত্যধিক সহস্র পণ উত্তমসাহস দণ্ড; তাহার অর্দ্ধ মধ্যমসাহস এবং তাহারও অর্দ্ধ ভাগ, অধমসাহস বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। ধিক্কারদণ্ড, বাগ্‌যন্ত্রণাদণ্ড, অর্থদণ্ড এবং শারীরিক দণ্ড, অপরাধানুসারে এই সকল গুলি, বা ইহার মধ্যে

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্যবহারান্ নৃপঃ পশ্যেদ্বিদ্বদ্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ ক্রোধলোভবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্না ধর্ম্মজ্ঞাঃ সত্যবাদিনঃ।
রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্যা রিপৌ মিত্রে চ যে সমাঃ ॥ ২
অপশ্যতা কার্য্যবশাদ্ব্যবহারান্ নৃপেণ তু।
সভ্যৈঃ সহ নিযোক্তব্যো ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ॥ ৩
রাগাল্লোভাদ্ভয়াদ্বাপি স্মৃত্যপেতাদিকারিণঃ।
সভ্যাঃ পৃথক্পৃথগ্দণ্ড্যা বিবাদাদ্দ্বিগুণং দমম্ ॥ ৪
স্মৃত্যাচারব্যাপৃতেন মার্গেণাধর্ষিতঃ পরৈঃ।
আবেদয়তি চেদ্রাজ্ঞে ব্যবহারপদং হি তৎ ॥ ৫
প্রত্যর্থিনোঽগ্রতো লেখ্যং যথাবেদিতমর্থিনা।

কোন্ একটী, অপরাধীর প্রতি প্রযোজ্য। অপরাধ, দেশ, কাল, বল, কর্ম্ম এবং ধনাদি বিবেচনা করিয়া, তদনুসারে অপরাধীকে দণ্ড দিবেন।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

নরপতি, ক্রোধ ও লোভশূন্য হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের সহিত ব্যবহার অর্থাৎ মোকদ্দমা, স্বয়ং বিচার করিবেন। মীমাংসা ব্যাকরণাদি এবং বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী এবং যাহারা শত্রু ও মিত্রে পক্ষপাতবর্জ্জিত, রাজা সেই সকল ব্রাহ্মণকে এবং কতকগুলি বণিককে সভাসদ্ করিবেন। অলঙ্ঘনীয় কার্য্য বশতঃ নরপতি স্বয়ং ব্যবহারদর্শনে অশক্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত সভ্যগণের সহিত একজন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ব্যবহার দর্শনে নিযুক্ত করিবেন। পূর্ব্বোক্ত সভ্যগণ স্নেহ, লোভ অথবা ভয় প্রযুক্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা আচারবিরুদ্ধ বিচার করিলে, সেই বিবাদে পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড বিহিত, রাজা তাহাদিগের প্রত্যেকের তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবেন। স্মৃতি ও আচার-বিরুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ব্যবহার-দর্শকের নিকট উৎপীড়নের বিবরণ নিবেদন করে, ত তাহা ব্যবহারের বিষয় হইবে; উক্ত নিবেদন এবং প্রতিবাদি-সমক্ষে লেখনের নাম—ভাষা, পক্ষ কিংবা প্রতিপ্রজ্ঞা। বাদী মোকদ্দমা রুজু করিবার সময়ে যাহা বলিয়াছিল, প্রতিবাদীর সম্মুখে তাহাই লেখ্য, এবং সেই লেখ্যে

সমামাসতদর্দ্ধাহর্নামজাত্যাদিচিহ্নিতম্ ॥ ৬
শ্রুতার্থস্যোত্তরং লেখ্যং পূর্ব্বাবেদকসন্নিধৌ।
ততোঽর্থী লেখয়েৎ সদ্যঃ প্রতিজ্ঞাতার্থসাধনম্ ॥ ৭
তৎসিদ্ধৌ সিদ্ধিমাপ্নোতি বিপরীতমতোঽন্যথা।
চতুষ্পাদ্ব্যবহারোঽয়ং বিবাদেষূপদর্শিতঃ ॥ ৮
অভিযোগমনিস্তীর্য্য নৈনং প্রত্যভিযোজয়েৎ।
অভিযুক্তঞ্চ নান্যেন নোক্তং বিপ্রকৃতং নয়েৎ ॥ ৯
কুর্য্যাৎ প্রত্যভিযোগঞ্চ কলহে সাহসেষু চ।
উভয়োঃ প্রতিভূর্গ্রাহ্যঃ সমর্থঃ কার্য্যনির্ণয়ে ॥ ১০
নিহ্নবে ভাবিতো দদ্যাদ্ধনং রাজ্ঞে চ তৎসমম্।
মিথ্যাভিযোগী দ্বিগুণমভিযোগাদ্ধনং হরেৎ ॥ ১১
সাহসস্তেয়পারুষ্যগোভিশাপাত্যয়ে স্ত্রিয়াম্।
বিবাদয়েৎ সদ্য এব কালোঽন্যত্রেচ্ছয়া স্মৃতঃ ॥ ১২
দেশাদ্দেশান্তরং যাতি সৃক্কণী পরিলেঢ়ি চ।
ললাটং স্বিদ্যতে যস্য মুখং বৈবর্ণ্যমেতি চ ॥ ১৩

(যথাযোগ্য) বৎসর, মাস, পক্ষ, তিথি, বারাদি ও বাদি-প্রতিবাদীর নামজাত্যাদি উল্লেখিত থাকিবে। অপ্রসিদ্ধ (যথা,—আমার আকাশকুসুম গ্রহণ করিয়াছে, দিতেছে না ইত্যাদি), নিরাবাধ (যথা আমার ঘরের দীপালোকের ইহারা কার্য্য করে ইত্যাদি), নিরর্থ (যাহা বোধগম্য হয় না যথা,—কচটতপবচুনরিচ ইত্যাদি), নিষ্প্রয়োজন (যথা,—এই ব্যক্তি আমাদিগের পাড়ায় অধ্যয়ন করে ইত্যাদি), অসাধ্য (যথা,—শ্যাম আমাকে দেখিয়া হাসিয়াছিল ইত্যাদি) এবং বিরুদ্ধ (যথা,—অমুকা মূক আমাকে গালিগালাজ করিয়াছে ইত্যাদি) এ সকল পক্ষ নহে,—পক্ষাভাস; সুতরাং ব্যবহারের বিষয় নহে। ভাষার্থ শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদী যাহা যাহা বলিবে, তৎসমস্ত বাদীর সমক্ষে লেখা ইতে হইবে। অনন্তর বাদী তৎক্ষণাৎ আত্মপক্ষের প্রমাণ লিখাইবে। প্রমাণ ঠিক হইলে জয় লাভ করিবে। অন্যথা বিপরীত ফল; ঋণদানাদিবিবাদে এই চতুষ্পাদ ব্যবহার প্রদর্শিত হইল। ("অর্থী, যাহা নিবেদন করিয়াছে, প্রত্যর্থীর নিকট ঠিক তাহাই লিখিবে" এইরূপে প্রথম ভাষাপাদ ভাষার্থ শ্রবণ করিবার পর প্রতিবাদী যাহা বলিবে, বাদীর সমক্ষে তৎসমস্ত লেখাইতে হইবে" এইরূপে, দ্বিতীয় উত্তরপাদ ;"বাদী—তৎক্ষণাৎ আত্মপক্ষের প্রমাণ লিখাইবে" এইরূপে তৃতীয়ক্রিয়াপাদ এবং "প্রমাণ ঠিক হইলে, জয়লাভ, অন্যথা বিপরীত ফল" 'এইরূপ চতুর্থ সাধ্য সিদ্ধিপাদ' উক্ত হইয়াছে)। যতদিন নিজের প্রতি আরোপিত দোষের একটা মীমাংসা না হয়, ততদিন এবং উহা মীমাংসা হইলেও অপরে যদি বাদীর নামে কোন অভিযোগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে যতদিন ঐ অভিযোগের শেষ না হয়, ততদিন, প্রতিবাদী বাদীর নামে, পাল্টা অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবে না।

আর প্রতিবাদী, ভাষার্থ শ্রবণ করিয়া যে উত্তর দেবে, তাহা যেন পরস্পর বিরুদ্ধ না হয় *। ১—১০। তবে বাক্‌পারুষ্য (অর্থাৎ গালিগালাজ); দণ্ডপারুষ্য (অর্থাৎ মারামারি) এবং সাহস (বিষশস্ত্রাদি দ্বারা প্রাণনাশাদি) এই সকল স্থলে, পাল্টা অভিযোগও উপস্থিত করিতে পারে। মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পর জরিমানার টাকা বা ডিক্রীর টাকা যাহাতে সহজে আদায় হয়, সেই জন্য বিচারক সকল বিবাদেই বাদি-প্রতিবাদী উভয়পক্ষ হইতে উপযুক্ত প্রতিভূ গ্রহণ করিবেন। ১—১০। অভিযুক্ত ব্যক্তি, অভিযোগ অপলাপ করিলে পর, বাদী যদি সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা অপলাপিত অভিযোগ সপ্রমাণ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি, বাদীর কথিত ধন বাদীকে এবং তত্তুল্য ধন রাজদণ্ড দিবে। আর বাদী যদি উহা সপ্রমাণ করিতে না পারে, তাহা হইলে মিথ্যাভিযোগী বাদী নিজ উল্লিখিত ধনের দ্বিগুণ ধন রাজদণ্ড দিবে। সাহস, চৌর্য্য, বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য এবং দোগ্ধ্রী-গো—এই সকল ঘটিত অভিযোগে পাতকাভিযোগে ও কালবিলম্বে প্রাণনাশ বা ধনক্ষতির সম্ভাবনা হইলে,—কুলস্ত্রীর চরিত্রঘটিত এবং দাসীর স্বত্বঘটিত অভিযোগে,—যাহাতে প্রতিবাদী ভাষার্থ শ্রবণের পরই কালবিলম্ব না করিয়া উত্তর দেয়, তাহা করিবেন; অন্য স্থলে বিলম্ব-অবিলম্ব সভ্যাদির ইচ্ছানুসারে, ইহা স্মৃত হইয়াছে। একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, সৃক্কণী লেহন করে, ললাটে ঘর্ম্ম হইতে থাকে, মুখ বিবর্ণ হয়, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ

* কোন ব্যক্তির এক প্রতিবাদীর আরোপিত অপরাধ মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত অপর বাদী তাহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবে না এবং বাদী আপনার কথা আবেদনসময়ে এবং প্রতিবাদীর সম্মুখে লেখন সময়ে, ঠিক রাখিবেন। শেষ... ষষ্ঠশ্লোকের সহিত পুনরুক্তি, বিষয়-ভেদে মীমাংসনীয়। ইহা মিতাক্ষরা-সম্মত ব্যাখ্যা।

পরিশুষ্যৎ স্খলদ্বাক্যো বিরুদ্ধং বহু ভাষতে।
বাক্চক্ষুঃ পূজয়তি নো তথোষ্ঠৌ নির্ভুজত্যপি॥ ১৪
স্বভাবাদ্বিকৃতিং গচ্ছন্ মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ।
অভিযোগে চ সাক্ষ্যে বা দুষ্টঃ স পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ১৫
সন্দিগ্ধার্থং স্বতন্ত্রো যঃ সাধয়েদ্যশ্চ নিষ্পতেৎ।
ন চাহূতো বদেৎ কিঞ্চিদ্ধীনো দণ্ড্যশ্চ স স্মৃতঃ॥ ১৬
সাক্ষিষূভয়তঃ সৎসু সাক্ষিণঃ পূর্ব্ববাদিনঃ।
পূর্ব্বপক্ষেহধরীভূতে ভবন্ত্যুত্তরবাদিনঃ॥ ১৭
সপণশ্চেদ্বিবাদঃ স্যাত্তত্র হীনন্তু দাপয়েৎ
দণ্ডঞ্চ সপণং রাজ্ঞে ধনিনে ধনমেব চ॥ ১৮
ছলং নিরস্য ভূতেন ব্যবহারান্ নয়েন্নৃপঃ।
ভূতমপ্যনুপন্যস্তং হীয়তে ব্যবহারতঃ॥ ১৯
নিহ্নুতে লিখিতং নৈকমেকদেশবিভাবিতঃ।
দাপ্যঃ সর্ব্বং নৃপেণার্থং ন গ্রাহ্যস্ত্বনিবেদিতঃ॥ ২০
স্মৃত্যোর্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ।
অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ॥ ২১
প্রমাণং লিখিতং ভুক্তিঃ সাক্ষিণশ্চেতি কীর্ত্তিতম্।
এষামন্যতমাভাবে দিব্যান্যতমমুচ্যতে॥ ২২

এবং বদ্ধ হইয়া আসে, পূর্ব্বাপর-বিরুদ্ধ বহুতর কথা কহে, সুমিষ্ট কথা কহিতে পারে না, প্রীতিস্নিগ্ধ অবলোকনে অসমর্থ হয়, ওষ্ঠাধর বক্র করে,—এইরূপ যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ (অর্থাৎ অন্য কোন ভয়াদি নিমিত্ত ব্যতীত) বিকৃতভাব প্রাপ্ত হয়, অভিযোগেই হউক, আর সাক্ষ্যেই হউক, সে ব্যক্তি দুষ্ট বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে প্রৌঢ়বাদমাত্র-পরায়ণ হইয়া, অধমর্ণের অস্বীকৃত ধন বিনাপ্রমাণে সিদ্ধ করিতে চেষ্টা পায়, যে অভিযুক্ত হইয়া পলায়ন করে এবং যে অভিযুক্ত, উত্তর লেখনাদির জন্য বিচারকের আহ্বানে সভায় উপস্থিত হইয়া কোন উত্তর না দেয়, তাহারা বিবাদে হীন এবং দণ্ডনীয় হয়। (ভাষার্থ শ্রবণের পর প্রতিবাদী যাহা বলিবে, তৎসমস্ত বাদীর সম্মুখে লেখ্য; অনন্তর বাদী সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা আত্মপক্ষ সপ্রমাণ করিবেন, ইহা অষ্টম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে; এক্ষণে সন্দেহ হইতে পারে যে, প্রতিবাদীর সপ্রমাণ উত্তর-লেখনের পর বাদী, আত্মপক্ষ সমর্থন করিবে না,—বাদীর ভাষার ন্যায় কেবলমাত্র প্রতিবাদীর উত্তর-লেখনের পর, বাদী সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবে? এই সন্দেহ-নিরাকরণার্থ যোগীশ্বর বলিতেছেন,—) উভয়পক্ষের সাক্ষী উপস্থিত থাকিলে, প্রথম বাদীর সাক্ষিগণকে জিজ্ঞাসা করিবে; বাদিপক্ষ দুর্ব্বল হইলে, প্রতিবাদীর সাক্ষিগণকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে।* যদি পণবন্ধপূর্ব্বক (অর্থাৎ "আমি যদি পরাজিত হই, তাহা হইলে এত টাকা হারিব" এইরূপ বাজি রাখিয়া) বিবাদ হয়, তাহা হইলে রাজা পরাজিত ব্যক্তির নিকট হইতে রাজ-সরকারে উচিতমত অর্থ দণ্ড ও পণোল্লিখিত অর্থ এবং জেতাকে সাধিত অর্থ দেওয়াইবেন। বিচারক, বাদি-প্রতিবাদীর প্রমাণাদি কথিত বিষয় নিরাকরণপূর্ব্বক ব্যবহার কার্য্যকে উদ্‌ঘাটিত-সত্যের সহিত যোজিত করিবেন; কারণ প্রকৃত সত্য-বিষয়ও অনুপন্যস্ত থাকিলে ব্যবহারে হীন হইয়া পড়ে। প্রতিবাদী যদি বাদীর লিখিত সমস্ত বস্তুর অপলাপ করে অর্থাৎ ঋণগ্রহণ বিচারে বাদী বলিল,—"আমার ৫০ স্বর্ণমুদ্রা, ৫০ রজতমুদ্রা, উত্তম উত্তম বস্ত্রযুগ্ম গ্রহণ করিয়াছে"; প্রতিবাদী যদি তদুত্তরে বলে,—"আমি কিছুই লই নাই; কিংবা লইয়াছিলাম বটে, কিন্তু সমস্তই পরিশোধ করিয়াছি"; এমত স্থলে যদি অপলাপিত বস্তু সকলের মধ্যে অন্ততঃ একটী বস্তুও প্রতিবাদীর নিকট প্রাপ্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে রাজা, বাদিলিখিত সকল বস্তুই প্রতিবাদীর নিকট হইতে দেওয়াইবেন। কিন্তু বাদী ভাষাকালে যে বস্তুর উল্লেখ করে নাই, অথচ তৎপরে উল্লেখ করিয়াছে, তাহা আর দেওয়া যাইবে না। ১১—২০। স্মৃতিদ্বয়ের বিরোধ উপস্থিত হইলে প্রাচীন আচারদৃষ্টে স্থিরীকৃত ন্যায়ই প্রধান (অর্থাৎ যাহা ন্যায় বলিয়া বোধ হইবে, তাহা করিবে) এবং অর্থশাস্ত্র হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র বলবান্ (অর্থাৎ এতদুভয়ের বিরোধে ধর্ম্মশাস্ত্রই গ্রাহ্য), ইহাই নিয়ম। লিখিত দলিল, ভোগ এবং সাক্ষী,

---

* "এ সম্পত্তি আমার;" "বেশ! এ সম্পত্তি আমার" এইরূপ বিবাদী উভয়-পক্ষের সাক্ষিগণ উপস্থিত থাকিলে যিনি বলিতেছেন,—"এতকাল পূর্ব্বে আমাকে অমুক দান করিয়াছে, এতদিন ভোগ করিয়াছি,"—তাঁহার সাক্ষিগণকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে। অপর ব্যক্তি যদি পূর্ব্বেই বলিয়া থাকেন যে, "পূর্ব্বে এ সম্পত্তি বিবাদীর ছিল, এক্ষণে এই কারণে আমার হইয়াছে," তাহা হইলে এই ব্যক্তির সাক্ষিগণকেই প্রথম জিজ্ঞাসা করিবে। ইহা মিতাক্ষরা-সম্মত ব্যাখ্যা।

সর্ব্বেষ্বথ বিবাদেষু বলবত্যুত্তরা ক্রিয়া।
আধৌ প্রতিগ্রহে ক্রীতে পূর্ব্বা তু বলবত্তরা॥ ২৩
পশ্যতো ব্রুবতো ভূমের্হানির্বিংশতিবার্ষিকী।
পরেণ ভুজ্যমানায়া ধনস্য দশবার্ষিকী॥ ২৪
আধিসীমোপনিক্ষেপজড়বালধনৈর্বিনা।
তথোপনিধিরাজস্ত্রীশ্রোত্রিয়াণাং ধনৈরপি॥ ২৫
আধ্যাদীনাং বিহর্ত্তারং ধনিনে দাপয়েদ্ধনম্।
দণ্ডঞ্চ তৎসমং রাজ্ঞে শক্ত্যপেক্ষমথাপি বা॥ ২৬
আগমোঽভ্যধিকো ভোগাদ্বিনা পূর্ব্বক্রমাগতাৎ।
আগমোঽপি বলং নৈব ভুক্তিস্তোকাপি যত্র নো॥ ২৭
আগমস্তু কৃতো যেন সোঽভিযুক্তস্তমুদ্ধরেৎ।
ন তৎসুতস্তৎসুতো বা ভুক্তিস্তত্র গরীয়সী॥ ২৮
যোঽভিযুক্তঃ পরেতঃ স্যাত্তস্য রিক্থী তমুদ্ধরেৎ।
ন তত্র কারণং ভুক্তিরাগমেন বিনাকৃতা॥ ২৯
আগমেন বিশুদ্ধেন ভোগো যাতি প্রমাণতাম্।
অবিশুদ্ধাগমো ভোগঃ প্রামাণ্যং নৈব গচ্ছতি॥ ৩০
নৃপোণাধিকৃতাঃ পূগাঃ শ্রেণয়োঽথ কুলানি চ।
পূর্ব্বং পূর্ব্বং গুরু জ্ঞেয়ং ব্যবহারবিধৌ নৃণাম্॥ ৩১

প্রমাণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহার একটীও না থাকিলে বক্ষ্যমাণ দিব্যসকলের মধ্যে যে কোন একটী দিব্য প্রমাণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে; বাদি-প্রতিবাদীর উভয়পক্ষ সপ্রমাণ হইলে, অর্থঘটিত সকল বিবাদেই উত্তরপক্ষ জয়ী হইবে (যথা,—বাদী বলিল—"অমুক ব্যক্তি আমার ১০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছে," সেই ব্যক্তি বলিল—"করিয়াছিলাম বটে, পরিশোধ করিয়াছি" এইস্থলে ঋণগ্রহণ এবং প্রতিশোধ উভয় পক্ষ প্রমাণিত হইলে, প্রতিশোধ-পক্ষের জয়)। আধি, প্রতিগ্রহ এবং ক্রয়স্থলে পূর্ব্বপক্ষই জয়ী হইবে (যথা,—শ্যাম নিজের ভদ্রাসন বাটী একজনের নিকট বন্ধক রাগিয়া আর একজনের নিকট বন্ধক রাখিল; পরে উক্ত ব্যক্তি খালাস করিতে না পারায় বাটী দখল করিবার জন্য দুই মহাজনেই বিবাদে প্রবৃত্ত হইল; উভয়পক্ষই সপ্রমাণ হইলে, যে প্রথম বন্ধক রাখিয়াছিল, তাহারই জয় হইবে। আধিশব্দে বন্ধক। প্রতিগ্রহ এবং ক্রয়ের সময়ও ঐরূপ উদাহরণ)। স্বামী, আপনার স্থাবর সম্পত্তি, নিঃসম্বন্ধ অপর লোকে ভোগ করিতেছে দেখিতে পাইয়াও নিবারণ না করিলে, বিংশতি বর্ষ পরে ঐ সম্পত্তিতে আর স্বত্ব থাকিবে না। অস্থাবর সম্পত্তি হইলে দশ-বর্ষ পরে স্বত্ব থাকিবে না। তবে বন্ধকী দ্রব্য, সীমাস্থান, উপনিক্ষেপ (অর্থাৎ সংখ্যা ও নামাদি কীর্ত্তনপূর্ব্বক গচ্ছিত দ্রব্য,) জড় ও বালকের সম্পত্তি, উপনিধি (অর্থাৎ অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যের কথা প্রকাশ না করিয়া যে মুদ্রাঙ্কিত পেটিকাদি গচ্ছিত রাখা হয়, তাহার নাম উপনিধি), রাজস্ব, দাস্যাদি স্ত্রী এবং শ্রোত্রিয়ের ধন পরে ভোগ করিতেছে দেখিতে পাইয়াও নিষেধ না করিলে, ঐসকল সম্পত্তির স্বামী বিংশতিবৎসর বা দ্বাদশবৎসর পরে নিঃস্বত্ব হইবে না। যে ব্যক্তি আধি প্রভৃতি শ্রোত্রিয়ের সম্পত্তি-পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য, তত্তৎস্বামীর বিনানুমতিতে ভোগ করে, বিচারক তাহার নিকট হইতে ঐ সকল বস্তু প্রকৃত স্বামীকে এবং তৎপরিমিত বা তদীয় শক্ত্যনুরূপ অর্থদণ্ড রাজ-সরকারে দেওয়াইবেন। আগম (অর্থাৎ ক্রয়-প্রতিগ্রহাদি), ভোগ হইতে বলবৎ প্রমাণ, কিন্তু পিত্রাদি পুরুষত্রয়-ক্রমাগত ভোগ হইতে বলবৎ প্রমাণ নহে; কারণ, এই ভোগ প্রমাণিত আগম অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ; (সুতরাং বুঝা গেল, প্রথম স্বত্বাধিকারী পুরুষের পক্ষে আগম এবং চতুর্থ পুরুষের পক্ষে ভোগ বলবৎ প্রমাণ।) আর দ্বিতীয় তৃতীয় পুরুষের পক্ষে প্রমাণিত ও আগম প্রমাণ নহে; যদি তাহার সহিত অল্পমাত্রও ভোগ না থাকে (অর্থাৎ একেবারে ভোগ নাই, কেবল আগম আছে, ইহা অপেক্ষা স-ভোগ আগম বলবৎ প্রমাণ)। যে ব্যক্তি, ক্রয়-প্রতিগ্রহাদি করিয়াছে, সেই যদি অভিযুক্ত হয়, তাহা হইলে ক্রয় প্রতিগ্রহাদি সপ্রমাণ করিয়া দিবেন; তাহার পুত্র কি পৌত্র অভিযুক্ত হইলে, সাগম ভোগ প্রমাণিত করিবে, কারণ তাহাদিগের পক্ষে বিশিষ্ট ভোগই বলবৎ প্রমাণ। যে ক্রয়-প্রতিগ্রহাদি-কারী অভিযুক্ত হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হয়, তাহার উত্তরাধিকারী সে আগম প্রমাণিত করিবে। সেই ব্যবহারে আগম সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত না হইলে প্রমাণিত ভোগমাত্র প্রামাণ্য-জনক হইবে না। * আগম যদি বিশুদ্ধ হয়, তবে প্রমাণিত ভোগ প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু আগম বিশুদ্ধ না হইলে প্রমাণিত ভোগও স্বত্বের কারণ হইবে না। ২১—৩০। রাজনিযুক্ত গ্রাম-বাসী বা নগরবাসী সমস্তলোক, নানাজাতীয় জন-সমূহ এবং নিজ নিজ বন্ধু-বান্ধববর্গ,—ব্যবহারার্থী

* ব্যাখ্যান্তর উল্লেখ অনর্থক।

বলোপধিবিনির্ব্বৃত্তান্ ব্যবহারান্ নিবর্ত্তয়েৎ।
স্ত্রীনক্তমন্তরাগারবহিঃশত্রুকৃতাংস্তথা ॥ ৩২
মত্তোন্মত্তার্ত্তব্যসনিবালভীতাদিযোজিতঃ।
অসম্বন্ধকৃতশ্চৈব ব্যবহারো ন সিধ্যতি ॥ ৩৩
প্রনষ্টাধিগতং দেয়ং নৃপেণ ধনিনে ধনম্।
বিভাবয়েন্ন চেল্লিঙ্গৈস্তৎ সমং দণ্ডমর্হতি ॥ ৩৪
রাজা লব্ধা নিধিং দদ্যাদ্দ্বিজেভ্যোঽর্দ্ধং দ্বিজঃ পুনঃ।
বিদ্বানশেষমাদদ্যাৎ স সর্ব্বস্য প্রভুর্যতঃ ॥ ৩৫
ইতরেণ নিধৌ লব্ধে রাজা ষষ্ঠাংশমাহরেৎ।
অনিবেদিতবিজ্ঞাতো দাপ্যস্তং দণ্ডমেব চ ॥ ৩৬

দেয়ং চৌরহৃতং দ্রব্যং রাজ্ঞা জানপদায় তু।
অদদদ্ধি সমাপ্নোতি কিল্বিষং যস্য তস্য তৎ ॥ ৩৭
অশীতিভাগো বৃদ্ধিঃ স্যান্মাসি মাসি সবন্ধকে।
বর্ণক্রমাচ্ছতং দ্বিস্ত্রিশ্চতুঃপঞ্চকমন্যথা ॥ ৩৮
কান্তাগারস্তু দশকং সামুদ্রা বিংশকং শতম্।
দদ্যুর্ব্বা স্বকৃতাং বৃদ্ধিং সর্ব্বে সর্ব্বাসু জাতিষু ॥ ৩৯
সন্ততিস্তু পশুস্ত্রীণাং রসস্যাষ্টগুণা পরা।
বস্ত্রধান্যহিরণ্যানাং চতুস্ত্রিদ্বিগুণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪০

মনুষ্যদিগের ব্যবহারকার্য্যে এই সকলের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব উল্লিখিত ব্যক্তি পর পর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ বন্ধুবর্গ-দৃষ্ট ব্যবহারের পুনর্দ্দর্শনজন্য নানাজাতীয় জনসমূহের নিকট, তাহার দৃষ্ট ব্যবহারের পুনর্দ্দর্শনজন্য গ্রামবাসী বা নগরবাসী সমস্ত লোকের নিকট যাইতে পারিবে—ইত্যাদি; কিন্তু রাজনিযুক্ত লোক দৃষ্ট ব্যবহারের পুনর্দ্দনজন্য গ্রাম বা নগরবাসী-জনসমূহের নিকট যাইবে না—ইত্যাদি। এখন যেমন মুন্সেফ হইতে জজ, জজ হইতে হাইকোর্টে আপিল হয়; কিন্তু হাইকোর্ট হইতে জজের নিকট আপিল হয় না, সেইরূপ; ভাব এই,—শ্রেষ্ঠব্যক্তি-দৃষ্ট ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইবে না। তবে বল বা ভয় নিষ্পন্ন, স্ত্রীকৃত, নিশাকালকৃত, গৃহাভ্যন্তরকৃত, গ্রাম বহির্দ্দেশকৃত এবং শত্রুকৃত, ব্যবহার শ্রেষ্ঠব্যক্তি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেও পরিবর্ত্তিত করিবে। মত্ত, উন্মত্ত, পীড়িত, ব্যসনাসক্ত, বালক, ভীত, নগরাদি-বিরুদ্ধ এবং অনিযুক্ত সম্বন্ধশূন্য ব্যক্তি,—এই সকল লোকে যে ব্যবহার উত্থাপিত করে, তাহা অসিদ্ধ। রাজা শৌল্কিকাদিদ্বারে কাহারও প্রনষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইলে যে উক্ত বস্তুর বিশেষ বিশেষ চিহ্ন বিবৃত করিয়া ঐ বস্তুতে নিজের স্বত্ব জানাইবে, তাহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন। আর যে চিহ্ন বলিতে না পারিয়াও আত্মস্বত্ব জানাইবে, তাহার প্রার্থিত বস্তুর মূল্যপরিমিত অর্থদণ্ড হইবে। রাজা নিধি প্রাপ্ত হইলে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগকে তাহার অর্দ্ধভাগ প্রদান করিবেন; বিদ্বান ব্রাহ্মণ নিধি প্রাপ্ত হইলে তিনি স্বয়ংই সমস্ত ভাগ গ্রহণ করিবেন; যেহেতু তিনিই সমস্তজগতের প্রভু। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরে নিধি প্রাপ্ত হইলে, রাজা তাহাকে ছয়ভাগের একভাগ দিয়া, অবশিষ্ট সকল ভাগ স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। আর রাজাকে নিধিপ্রাপ্তি-সমাচার না জানাইয়া গোপনে সমস্ত লইবার চেষ্টা করিলে, রাজা তাহা জানিতে পারেন ত সমস্ত নিধি গ্রহণ করিবেন, এবং উহার শক্ত্যনুরূপ দণ্ড করিবেন। রাজা চৌরাপহৃত দ্রব্য পাইলে, যাহার বস্তু অপহৃত হইয়াছে, তাহাকে দিবেন। না দিলে যে অপহরণ করিয়াছিল, তাহার অর্থাৎ চৌরের কলুষরাশি প্রাপ্ত হন। সবন্ধক ঋণে, প্রতি মাসে শতকরা অশীতিভাগের একভাগ বৃদ্ধি (অর্থাৎ সুদ); বন্ধকশূন্য ঋণ হইলে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই বর্ণানুসারে যথাক্রমে শতকরা শতভাগের দুইভাগ, তিনভাগ, চারিভাগ এবং পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি (অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে শতপণ ধার দিলে তাহার নিকট প্রতি মাসে দুই পণ, ক্ষত্রিয়কে দিলে, তাহার নিকট তিন পণ ই ্যাদি বৃদ্ধি লইবে। যাহারা বাণিজ্যার্থ কান্তারে গমন করে, তাহারা শতকরা, শতভাগের দশভাগ এবং সমুদ্রগামীরা শতভাগের বিংশতিভাগ সুদ দিবে। অথবা সকলবর্ণ সকলজাতিকে ঋণগ্রহণ-সময়ে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট বৃদ্ধি দিবে।) বহুকাল ঋণ থাকিলে, অথচ মধ্যে মধ্যে সুদ গ্রহণ না করিলে, যতদূর পর্য্যন্ত সুদ বাড়িতে পারে, তাহা বলিতেছেন,—) স্ত্রী-পশু (অর্থাৎ গাভী প্রভৃতি) ধার করিলে তাহার বৎসের মূল্য পর্য্যন্ত সুদ হইলে, আর সুদ বাড়িবে না। রসের (রসের (অর্থাৎ তৈল ঘৃতাদির) সুদ মূলধন অপেক্ষা আটগুণ পর্য্যন্ত বাড়িবে, বস্ত্র ধান্য এবং সুবর্ণের যথাক্রমে দুইগুণ তিনগুণ এবং চারিগুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইবে। (উদাহরণ—শ্যামঘোষ রামঘোষের নিকট পঞ্চমবর্ষীয় গাভী ধার করিয়াছে, তদনুরূপ আর একটী গাভী দ্বারা ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, কিন্তু অনেকদিন গত হইল, ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতেছে না,—রামঘোষ ভদ্রলোক, সুদ চাহিতে পারে নাই, ক্রমে লইলে এত সুদ লইতে পারিত

প্রপন্নং সাধয়ন্নর্থং ন বাচ্যো নৃপতের্ভবেৎ।
সাধ্যমানো নৃপং গচ্ছন্ দণ্ড্যো দাপ্যশ্চ তদ্ধনম্ ॥ ৪১
গ্রহীতা তু ক্রমাদ্দাপ্যো ধনিনামধমর্ণিকঃ।
দত্ত্বা তু ব্রাহ্মণায়ৈব নৃপতেস্তদনন্তরম্ ॥ ৪২
রাজ্ঞাধমর্ণিকো দাপ্যঃ সাধিতাদ্দশকং শতম্।
পঞ্চ পঞ্চ শতং দাপ্যঃ প্রাপ্তার্থোহ্যুত্তমর্ণকঃ ॥ ৪৩
হীনজাতিং পরিক্ষীণমৃণার্থং কর্ম্ম কারয়েৎ।
ব্রাহ্মণস্তু পরিক্ষীণঃ শনৈর্দ্দাপ্যো যথোদয়ম্ ॥ ৪৪

যে, তদ্দ্বারা আর একটী গাভী ক্রয় করা যায়। তাহার পর, শ্যামঘোষ যদি ঋণ পরিশোধ করে ত একটী বৎস বা বৎসমূল্যমাত্র সুদ দিবে, আর অধিক দিতে হইবে না—ইত্যাদি) *। ৩১—৪০। যে অর্থ ঋণ বা কোন অধর্ম্ম-উপায়ে গ্রহণ করিয়াছে, সেই ধনস্বামী গ্রহীতার নিকট হইতে যে কোনরূপে তাহা আদায় করিতে চেষ্টা করিবে,—রাজা নিবারণ করিতে পারিবেন না পরন্তু সেই অবস্থায় গ্রহীতা যদি রাজার নিকট বিচারার্থ গমন করে, তাহা হইলে ঐ গ্রহীতার নিকট হইতে গৃহীত ধন আদায় করিয়া দিবেন এবং উহার শক্ত্যনুরূপ অর্থদণ্ড করিবেন। এক অধমর্ণের সমানজাতীয় অনেক উত্তমর্ণ অভিযোগ উপস্থিত করিলে, রাজা ঐ অধমর্ণ দ্বারা ঋণ-গ্রহণের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে এক এক জন উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করাইবেন। ভিন্নজাতীয় অনেক উত্তমর্ণ অভিযোগ উপস্থিত করিলে, প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ উত্তমর্ণের দ্বিতীয়তঃ ক্ষত্রিয় উত্তমর্ণের ইত্যাদি ক্রমে পরিশোধ করাইবেন। অধমর্ণের নামে নালিশ করিয়া দ্রব্য আদায় করিতে হইলে যত দ্রব্য উত্তমর্ণ পাইবে, তাহার শতকরা শতভাগের দশভাগ রাজা অধমর্ণকে দণ্ড করিবেন। আর উত্তমর্ণ দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষ-সহকারে রাজাকে শতকরা শতভাগের পাঁচভাগ দ্রব্য দিবেন (শতভাগের দশভাগ বা শত ভাগের পাঁচভাগ শব্দের অর্থ, উক্ত দ্রব্যের দশমাংশ এবং বিংশতিতম অংশ, ইহা কেহ কেহ বলেন)। হীনজাতি (অর্থাৎ উত্তমর্ণ হইতে নিকৃষ্ট জাতি এবং সমজাতি ব্যক্তি) নির্দ্ধন হইলে ঋণ-পরিশোধনার্থ রাজা তাহা দ্বারা যথাযোগ্য উত্তমর্ণের

দীয়মানং ন গৃহ্লাতি প্রযুক্তং যঃ স্বকং ধনম্।
মধ্যস্থস্থাপিতং তৎ স্যাদ্বর্দ্ধতে ন ততঃ পরম্ ॥ ৪৫
অবিভক্তৈঃ কুটুম্বার্থে যদৃণঞ্চ কৃতং ভবেৎ।
দদ্যুস্তদৃক্‌থিনঃ প্রেতে প্রোষিতে বা কুটুম্বিনি ॥ ৪৬
ন যোষিৎ পতিপুত্রাভ্যাং ন পুত্রেণ কৃতঃ পিতা।
দদ্যাদৃতে কুটুম্বার্থান্ন পতিঃ স্ত্রীকৃতং তথা ॥ ৪৭
সুরাকামদ্যূতকৃতং দণ্ডশুল্কাবশিষ্টকম্।
বৃথাদানং তথৈবেহ পুত্রো দদ্যান্ন পৈতৃকম্ ॥ ৪৮
গোপশৌণ্ডিকশৈলূষরজকব্যাধযোষিতাম্।
ঋণং দদ্যাৎ পতিস্তেষাং যস্মাদ্‌বৃত্তিস্তদাশ্রয়া ॥ ৪৯
প্রতিপন্নং স্ত্রিয়া দেয়ং পত্যা বা সহ যৎ কৃতম্।
স্বয়ং কৃতং বা সদৃশং নান্যৎ স্ত্রী দাতুমর্হতি ॥ ৫০

কর্ম্ম করাইয়া দিবেন এবং ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট জাতি এবং সমজাতির মধ্যে উত্তম ব্যক্তি) নির্দ্ধন হইলে, উহার আয় অনুসারে ক্রমে পরিশোধ করাইয়া দিবেন। অধমর্ণ ঋণ পরিশোধ করিতে আসিলেও যদি উত্তমর্ণ সুদবৃদ্ধিলোভে উহা গ্রহণ না করে এবং অধমর্ণ ঐ ধন মধ্যস্থের নিকট রাখে, তাহা হইলে ঐ সময় হইতে আর সুদ দিতে হইবে না। পরিবার-ভরণার্থ অবিভক্ত-অবস্থায় যে ঋণ করা যায়, তাহা অভিভাবক কর্ত্তা পরিশোধ করিবেন; তাঁহার মৃত্যু হইলে বা তিনি দীর্ঘপ্রবাসী হইলে, ঐ পরিবারের অন্তর্গত সকল অংশীদার উহা পরিশোধ করিবে। পতিকৃত ঋণ স্ত্রীকে, পুত্রকৃত ঋণ মাতা-পিতাকে এবং স্ত্রীকৃত ঋণ পতিকে পরিশোধ করিতে হইবে না; তবে যদি ঐ ঋণ পরিবার প্রতিপালনার্থ কৃত হয়, তাহা হইলে দিতে হইবে। মদের ঋণ, বেশ্যার জন্য ঋণ, দ্যূতক্রীড়ার্থ কৃত ঋণ, রাজদণ্ড বা শুল্কের অবশিষ্ট ঋণ, এবং বৃথাদানের (অর্থাৎ নটগায়কাদি-উদ্দেশে দানের) ঋণ, পিতৃপিতামহ কৃত হইলেও পুত্রপৌত্রকে পরিশোধ করিতে হইবে না। গোপ, শৌণ্ডিক, শৈলূষ, রজক এবং ব্যাধ এই সকল জাতীয় স্ত্রী, যে ঋণ করিবে, উহাদিগের পতিকে ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে; যেহেতু, উক্ত জাতীয়দিগের জীবিকা স্ত্রীর উপরেই নির্ভর করিতেছে। যে ঋণ পরিশোধে অঙ্গীকার-বদ্ধ হইয়াছে,—তাহা, যে ঋণ স্বামীর সহ একত্রে করিয়াছে, তাহা এবং নিজকৃত যে ঋণ, তাহাই—স্ত্রীলোক পরিশোধ করিতে বাধ্য; তাহাকে অন্য ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না। ৪১—৫০।

* গাভী প্রভৃতি পোষাণি দিলে, পালক, একটী বৎস লইয়া স্বামীকে গাভী প্রত্যর্পণ করিবে। এই ব্যাখ্যা মিতাক্ষরা-সম্মত। অপর সকল অংশের ব্যাখ্যা সমান।

পিতরি প্রোষিতে প্রেতে ব্যসনাভিপ্লুতেঽথবা।
পুত্রপৌত্রৈর্ঋণং দেয়ং নিহ্নবে সাক্ষিভাবিতম্॥ ৫১
ঋক্‌থগ্রাহ ঋণং দাপ্যো যোষিদ্‌গ্রাহস্তথৈব চ।
পুত্রোঽনন্যাশ্রিতদ্রব্যঃ পুত্রহীনস্য ঋক্‌থিনঃ॥ ৫২
ভ্রাতৃণামথ দম্পত্যোঃ পিতুঃ পুত্রস্য চৈব হি।
প্রাতিভাব্যমৃণং সাক্ষ্যমবিভক্তেন তু স্মৃতম্॥ ৫৩
দর্শনে প্রত্যয়ে দানে প্রাতিভাব্যং বিধীয়তে।
আদ্যৌ তু বিতথে দাপ্যাবিতরস্য সুতা অপি॥ ৫৪

দর্শনপ্রতিভূর্যত্র মৃতঃ প্রাত্যয়িকোঽপি বা।
ন তৎপুত্রা ঋণং দদ্যুর্দদ্যুর্দানায় যে স্থিতাঃ॥ ৫৫
বহবঃ স্যুর্যদি স্বাংশৈর্দদ্যুঃ প্রতিভুবো ধনম্।
একচ্ছায়াশ্রিতেষ্বেষু ধনিকস্য যথা রুচিঃ॥ ৫৬
প্রতিভূর্দাপিতো যত্তু প্রকাশং ধনিনো ধনম্।
দ্বিগুণং প্রতিদাতব্যমৃণিকৈস্তস্য তদ্ভবেৎ॥ ৫৭
সন্ততিঃ স্ত্রীপশুষ্বেব ধান্যং ত্রিগুণমেব চ।
বস্ত্রং চতুর্গুণং প্রোক্তং রসশ্চাষ্টগুণস্তথা॥ ৫৮
আধিঃ প্রণশ্যেদ্দ্বিগুণে ধনে যদি ন মোক্ষ্যতে।
কালকালকৃতং নশ্যেৎ ফলভোগ্যো ন নশ্যতি॥ ৫৯

পিতৃপিতামহ—দূরদেশস্থিত, মৃত, কিম্বা দুশ্চিকিৎস্য-রোগাদি ব্যসনে অভিভূত হইলে, পুত্র-পৌত্রগণ ঐ ঋণ পরিশোধ করিবে। যদি অপলাপ করে, তাহা হইলে উত্তমর্ণগণ সাক্ষীদ্বারা প্রমাণ করিয়া দিলে উহা দিতে হইবে। যে ধনাধিকারী (অর্থাৎ যেমন চারিটী পুত্রের মধ্যে উইলসূত্রে একটী পুত্র ধনাধিকারী হয়, সেইরূপ) তাহাকেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। তদভাবে ভার্য্যাগ্রাহী (অর্থাৎ বিবাহিতা অথচ অক্ষতা স্ত্রীকে পূর্ব্ব স্বামীর অবর্ত্তমানে অপরে বিবাহ করিলে শেষবিবাহকর্ত্তা (১); একজনের বিবাহিতা যুবতী পত্নী বিশেষ বিপৎপাতে যদি অপরকে আত্মসমর্পণ করে, তাহা হইলে ঐ আত্মসমর্পণের পাত্র (২); এবং বহুধনসম্পন্না বা অপত্যবতী স্ত্রী যে পরপুরুষকে আশ্রয় করে, সে (৩); এই ত্রিবিধ ভার্য্যাগ্রাহী) তদভাবে অনন্যাশ্রিতদ্রব্য (অর্থাৎ পৈতৃকধনের অধিকারী হইবার উপযুক্ত অথচ পিতার ধনাভাব বশতঃই হউক, অন্য কারণেই হউক, ধনাধিকারে বঞ্চিত) পুত্র ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য। ঋণ-পরিশোধ উত্তমর্ণের নিকটেই করিতে হইবে, তদভাবে তাহার পুত্র-পৌত্রাদির নিকটে; উত্তমর্ণ পুত্রাদিহীন হইলে, যে কেহ তাহার উত্তরাধিকারী থাকিবে, তাহার নিকটে করিবে। (ব্যাখ্যান্তর উল্লেখ নিরর্থক।) ভ্রাতৃগণ, স্বামী-স্ত্রী পিতাপুত্র ইহাদিগের ধন যতদিন অবিভক্ত-অবস্থায় থাকে, ততদিন পরস্পর অনুমতি ব্যতীত ইহাদিগের মধ্যে কেহই প্রতিভূ হইতে পারিবে না, ঋণদান ঋণগ্রহণ বা সাক্ষ্য প্রদান করিতেও পারিবে না। "আপনি ইহাকে ছাড়িয়া দিউন, আবশ্যক মতে ইহাকে দেখাইয়া দিব" এইরূপে দর্শনের,—ইহাকে আপনি ঋণ দান করিতে পারেন, আপনাকে ঠকাইবে না, লোকটা বিশ্বাসী এইরূপে বিশ্বাস করিবার,—"ঐ ব্যক্তি ইহা না দিলে আমি দিব, আপনি স্বচ্ছন্দে ঋণ দিউন" এইরূপে দানের এই ত্রিবিধ (অর্থাৎ জামিন হওয়া) বিহিত আছে। দর্শনের এবং বিশ্বাস করিবার প্রতিভূদিগের কথা ঠিক না হইলে রাজা উত্তমর্ণের প্রদত্ত অর্থ, তাহাদিগের দ্বারা দেওয়াইবেন; কিন্তু ইতিমধ্যে পরলোকপ্রাপ্তি হইলে তাহাদিগের পুত্রদ্বারা আর দেওয়াইতে পারিবেন না এবং যাহার জন্য প্রতিভূ হইয়াছিলেন, সে না দিলে, দানের প্রতিভূ, তদভাবে তৎপুত্রগণ দ্বারা উত্তমর্ণের প্রদত্ত ধন দেওয়াইবেন। দর্শনের এবং বিশ্বাসের প্রতিভূর মৃত্যু হইলে, তৎপুত্রগণ উত্তমর্ণের ঐ ঋণ পরিশোধ না করিলে পাপী হইবে না; কিন্তু দান প্রতিভূর পুত্রগণ ঐ ঋণ পরিশোধ না করিলে পাপী হইবে। যদি অনেক ব্যক্তি অংশ নির্দ্দেশ করিয়া একজনের প্রতিভূ হয়, তাহা হইলে, যে, যেরূপ অংশে প্রতিভূ, সে সেইরূপ দিবে। আর যদি এক ছায়াশ্রিত (অর্থাৎ বিশেষ অংশ নির্দ্দেশ না করিয়া সকলে মিলিয়া অধমর্ণের সদৃশ) হয়, তাহা হইলে প্রতিভূগণ উত্তমর্ণের অভিপ্রায়ানুসারে অর্থ দিতে বাধ্য। প্রতিভূ, সর্ব্বজনসমক্ষে উত্তমর্ণকে যাহা দিবে, অধমর্ণ, প্রতিভূকে তাহার দ্বিগুণ অর্পণ করিবে। তবে স্ত্রী-পশুর অধমর্ণ, স্ত্রী-পশুদায়ী প্রতিভূকে সবৎস স্ত্রী-পশু দিবে; ধান্যের অধমর্ণ, তাহাকে তিনগুণ ধান্য দিবে, বস্ত্রের অধমর্ণ চতুর্গুণ বস্ত্র দিবে এবং রসের অধমর্ণ আটগুণ রস দিবে। ৫১—৫৮।

ইতি প্রতিভূপ্রকরণ।

দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইলেও যদি মোচন না করা হয়, তাহা হইলে, বন্ধকী দ্রব্য নষ্ট হইবে (অর্থাৎ পূর্ব্ব স্বামীর স্বত্ব-বহির্ভূত হইবে)। যে বন্ধক দ্রব্যের

গোপ্যাধিভোগে নো বৃদ্ধিঃ সোপকারেহর্থ হাপিতে।
নষ্টো দেয়ো বিনষ্টশ্চ দৈবরাজকৃতাদৃতে ॥ ৬০
আধেঃ স্বীকরণাৎ সিদ্ধী রক্ষ্যমাণোহপ্যসারতাম্।
যাতশ্চেদন্য আধেয়ো ধনভাগ্‌বা ধনী.ভবেৎ ॥ ৬১
চরিত্রবন্ধককৃতং সবৃদ্ধ্যা দাপয়েদ্ধনম্।
সত্যঙ্কারকৃতং দ্রব্যং দ্বিগুণং প্রতিদাপয়েৎ ॥ ৬২
উপস্থিতস্য মোক্তব্য আধিস্তেনোহন্যথা ভবেৎ।
প্রয়োজকেহসতি ধনং কুলেহন্যস্যাধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৩

তৎকালকৃতমূল্যো বা তত্র তিষ্ঠেদবৃদ্ধিকঃ।
বিনা ধারণকাদ্বাপি বিক্রীণীত সসাক্ষিকম্ ॥ ৬৪
যদা তু দ্বিগুণীভূতমৃণমাধৌ তদা খলু।
মোচ্য আধিস্তদুৎপন্নে প্রবিষ্টে দ্বিগুণে ধনে ॥ ৬৫
ইতি ঋণাদানপ্রকরণম্।
বাসনস্থমনাখ্যায় হস্তেহন্যস্য যদর্পিতম্।
দ্রব্যং তদৌপনিধিকং প্রতিদেয়ং তথৈব তৎ ॥ ৬৬
ন দাপ্যোহপহৃতং তত্তু রাজদৈবিকতস্করৈঃ।
ভ্রেষচেচ্চন্মার্গিতেহদত্তে দাপ্যো দণ্ডঞ্চ তৎসমম্ ॥৬৭

মোচন-সময় নির্দ্ধারিত করা থাকে, তাহা, নির্দ্ধারিত-সময় অতীত হইলেই নষ্ট হইবে। আর যে সব বন্ধক বস্তুর ফল-ভোগ হয় (অর্থাৎ ক্ষেত্রাদি), তাহা কখনই নষ্ট হইবে না। অপ্রকাশ্য আধি ভোগ করিলে এবং প্রয়োজনীয় আধি, ব্যবহারাক্ষম করিয়া দিলে, সুদ পাইবে না। অথবা ব্যবহারাক্ষম হইলে, পূর্ব্ববৎ করিয়া দিবে। আর যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে উক্ত বস্তুর মূল্যাদি দিতে হইবে। কিন্তু দৈবকৃত বা রাজকৃত উপদ্রবে বিনষ্ট হইলে, দিতে হইবে না। উপভোগেই আধিগ্রহণ সপ্রমাণ হয়। আধি যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইলেও যদি অসার হইয়া পড়ে (অর্থাৎ সুদসমেত মূল্যের তুলনায় অল্প বলিয়া বোধ হয়), তাহা হইলে অন্য আধি রাখিবে অথবা ধনীকে কিছু অর্থ দিবে। অধমর্ণ উত্তমর্ণকে নির্ম্মলচরিত্র জানিয়া যদি বহুমূল্য দ্রব্য বন্ধক রাখিয়া অল্প ধন লইয়া আইসে, তাহা হইলে দ্বিগুণ সুদসমেত মূল ধন দিয়া বন্ধক দ্রব্য মোচন করিয়া লইতে পারিবে (নষ্ট হইবে না)। আর যদি এরূপ সত্য করা থাকে যে, "দ্বিগুণ সুদ হইলেও আমি তাহা দিয়া লইব, কিন্তু যেন আধিনাশ না হয়" তাহা হইলেও সত্যমত দ্বিগুণ দিয়া আধি মোচন করিয়া লইবে। অধমর্ণ সুদসমেত মূলধন লইয়া উপস্থিত হইলে, উত্তমর্ণ তাহার বন্ধক বস্তু ছাড়িয়া দিবে; অন্যথা চৌরবৎ দণ্ডনীয় হইবে। উত্তমর্ণ উপস্থিত না থাকিলে, উত্তমর্ণের বিশ্বস্ত লোকের নিকট ঐ ধন দিয়া আধি লইয়া আসিবে। (উত্তমর্ণপক্ষ অধমর্ণ-প্রদত্ত ধন গ্রহণ করিবার উপযুক্ত লোক উপস্থিত না থাকিলে, কিংবা অধমর্ণ আধি বিক্রয় দ্বারা ঋণ-পরিশোধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, কিন্তু উত্তমর্ণ উপস্থিত নাই, তখন কি করা উচিত, তাহা কথিত হইতেছে,—) তৎকালে ঐ আধির যেরূপ মূল্য হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া, যাবৎ উত্তমর্ণ উপস্থিত হইয়া ধন গ্রহণপূর্ব্বক আধি মোচন না করে বা আধিমূল্য দ্বারা নিজদত্ত ঋণের কিয়দংশ পরিশোধিত না করে, তাবৎ উত্তমর্ণের নিকট, যেমন আছে, তেমনি রাখিবে। পরন্তু আর বৃদ্ধি হইবে না। যদি ঋণ-গ্রহণকালে এরূপ সত্য থাকে যে, মূলধন সুদে বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইলে, দ্বিগুণ ধনই গ্রাহ্য, আধিনাশ না হয় এবং মূলধন বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইয়া উঠে, তাহা হইলে তৎকালে অধমর্ণ সন্নিহিত না হইলে, উত্তমর্ণ সাক্ষী রাখিয়া আধি বিক্রয় করিতে পারিবে। যখন বিনা বন্ধক ঋণ বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইবে, তখন ক্ষেত্রাদি বন্ধক রাখিলে তদুৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা যদি উত্তমর্ণের উক্ত ঋণ পরিশোধিত হয়, তাহা হইলে উত্তমর্ণ ঐ আধি ছাড়িয়া দিবেন। "এই আধি হইতে অধিক উৎপন্ন হয়, তোমার লাভ; অল্প উৎপন্ন হয়, তোমার ক্ষতি," উত্তমর্ণের অঙ্গীকার-মতে অধমর্ণের এরূপ কিছু বলা না থাকে এবং দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন হয় ত আধি ছাড়িয়া দিবেন অন্যথা নহে। ৫৯—৬৫।

ইতি ঋণদান প্রকরণ।

বিশেষ বিবরণ না বলিয়া যে সকল বস্তু করগু-পেটিকাদির মধ্যে রাখিয়া অপরের হস্তে ন্যস্ত হয়, তাহার নাম "ঔপনিধিক।" ইহা যাহার নিকট ন্যস্ত করিবে, সে ব্যক্তি ন্যাসকারীকেও তদ্রূপ প্রত্যর্পণ করিবে। রাজা, দৈব বা তস্করের উপ-দ্রবে বিনষ্ট হইলে, প্রত্যর্পণ করিতে হইবে না। কিন্তু যদি ন্যাসকারী উক্ত দ্রব্য প্রার্থনা করিলে না দেয় ও তাহার পরে রাজাদি উপদ্রবে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে, তাহার মূল্য দিতে হইবে এবং রাজা তন্মূল্যপরিমিত অর্থ দণ্ড করিবেন। যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছাক্রমে ঐ দ্রব্য উপভোগ করে বা বাণিজ্য দ্বারা বৃদ্ধি করে

আজীবন স্বেচ্ছয়া দণ্ডো দাপ্যস্তঞ্চাপি সোদয়ম্।
যাচিতান্বাহিতন্যাসনিক্ষেপাদিষ্বয়ং বিধিঃ॥ ৬৮

ইতি নিক্ষেপাদিপ্রকরণম্।

তপস্বিনো দানশীলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।
ধর্ম্মপ্রধানা ঋজবঃ পুত্রবন্তো ধনান্বিতাঃ॥ ৬৯
ত্র্যবরাঃ সাক্ষিণো জ্ঞেয়াঃ শ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়ারতাঃ।
যথাজাতি যথাবর্ণং সর্ব্বে সর্ব্বেষু বা স্মৃতাঃ॥ ৭০
শ্রোত্রিয়াস্তাপসা বৃদ্ধা যে চ প্রব্রজিতাদয়ঃ।
অসাক্ষিণস্তে বচনান্নাত্র হেতুরুদাহৃতঃ॥ ৭১
স্ত্রীবৃদ্ধবালকিতবমত্তোন্মত্তাভিশস্তকাঃ।
রঙ্গাবতারিপাষণ্ডিকূটকৃদ্বিকলেন্দ্রিয়াঃ॥ ৭২
পতিতাপ্তার্থসম্বন্ধিসহায়রিপুতস্করাঃ।
সাহসী দৃষ্টদোষশ্চ নির্দ্ধূতাদ্যাস্ত্বসাক্ষিণঃ॥ ৭৩
উভয়ানুমতঃ সাক্ষী ভবত্যেকোঽপি ধর্ম্মবিৎ॥ ৭৪
সাক্ষিণঃ শ্রাবয়েদ্বাদিপ্রতিবাদিসমীপগান্।
যে চ পাপকৃতাং লোকা মহাপাতকিনাং তথা॥ ৭৫
অগ্নিদানাঞ্চ যে লোকা যে চ স্ত্রীবালঘাতিনাম্।
স তান্ সর্ব্বান্ সমাপ্নোতি যঃ সাক্ষ্যমনৃতং বদেৎ॥ ৭৬
সুকৃতং যত্ত্বয়া কিঞ্চিজ্জন্মান্তরশতৈঃ কৃতম্।
তৎ সর্ব্বং তস্য জানীহি যং পরাজয়সে মৃষা॥ ৭৭
অব্রুবন্ হি নরঃ সাক্ষ্যমৃণং স দশবন্ধকম্।
রাজ্ঞা সর্ব্বং প্রদাপ্যঃ স্যাৎ ষট্চত্বারিংশকেঽহনি॥ ৭৮
ন দদাতি চ যঃ সাক্ষ্যং জানন্নপি নরাধমঃ।
স কূটসাক্ষিণাং পাপৈস্তুল্যো দণ্ডেন চৈব হি॥ ৭৯
দ্বৈধে বহূনাং বচনং সমেষু গুণিনাস্তথা।
গুণিদ্বৈধে তু বচনং গ্রাহ্যং যে গুণবত্তমাঃ॥ ৮০
যস্যোচুঃ সাক্ষিণঃ সত্যাং প্রতিজ্ঞাং স জয়ী ভবেৎ।

তাহার শক্ত্যনুরূপ দণ্ড হইবে। উপভোগ করিলে মাসে শতকরা শতভাগের পাঁচভাগ বৃদ্ধিসমেত, বাণিজ্য করিলে ইহার অতিরিক্ত লভ্যাংশসমেত সমস্ত মূল্য দিতে হইবে। যাচিত (অর্থাৎ বিবাহাদি উৎসবে পরিধান করিবার জন্য অপরের নিকট হইতে যে সকল বস্ত্রালঙ্কারাদি চাহিয়া লওয়া হয়), অন্বাহিত (অর্থাৎ যে দ্রব্য গচ্ছিত অবস্থায় অপরের নিকট গচ্ছিত হয়), ন্যাস অর্থাৎ প্রথমে কোন বস্তু গৃহস্বামীকে দেখাইয়া "গৃহস্বামীর নিকটে দিবে" এই বলিয়া সেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত একব্যক্তির হস্তে অর্পণ করা), নিক্ষেপ (অর্থাৎ সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন ব্যক্তির নিকট কোন বস্তু অর্পণ করা) ইত্যাদি বিষয়েরই এই নিয়ম জানিবে। ৬৬—৬৮।

ইতি নিক্ষেপাদি প্রকরণ।

তপোনিষ্ঠ, দানশীল, সদ্বংশীয়, সত্যবাদী, ধর্ম্ম-প্রধান, সরল-স্বভাব, পুত্রবান্, সম্পত্তিশালী, যথা-সম্ভব শ্রৌত-স্মার্ত্ত নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্ম্মানুষ্ঠায়ী এবং ব্যবহর্ত্তার সজাতি বা সবর্ণ এইরূপ অন্ততঃ তিনজন সাক্ষী দিতে হইবে; সজাতি বা সবর্ণসাক্ষী না মিলিলে, সকল বর্ণীয় ব্যক্তিরই সকল জাতীয় সকল-বর্ণীয় ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পারে, ইহা স্মৃত হইয়াছে (জাতি—মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি, বর্ণ—ব্রাহ্মণাদি)। স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, কিতব (অর্থাৎ দ্যূতকর), শ্রোত্রিয়বৃদ্ধ, তাপস-বৃদ্ধ এবং পরিব্রাজকাদি, ইহারা শাস্ত্রীয় বচনানুসারে সাক্ষিমধ্যে পরিগণিত নহে। কিন্তু এতদ্বিষয়ে কোন কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সুরাদি সেবনে মত্ত, উন্মত্ত, অভিশস্ত, রঙ্গাবতারী, পাষণ্ডী, কূটকারী, বিকলেন্দ্রিয়, পতিত, বন্ধু, অর্থসম্বন্ধী (অর্থাৎ যাহার সহিত বিবাদী-বিষয়ের স্বার্থ-সম্বন্ধ আছে), সহায়, শত্রু, চোর, সাহসী (অর্থাৎ গোঁয়ার), দৃষ্টদোষ, বন্ধুপরিত্যক্ত ইত্যাদি ব্যক্তিগণ সাক্ষী হইবার অযোগ্য। উভয়পক্ষ-সম্মত ধর্ম্মজ্ঞ এক ব্যক্তিও সাক্ষী হইতে পারিবে। স্ত্রীসংগ্রহ, বাক্-পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, চৌর্য্য এবং সাহসে স্ত্রী বালক প্রভৃতি সকলেই সাক্ষী হইতে পারিবে। বাদি-প্রতিবাদীর সমক্ষে সাক্ষীদিগকে এই সকল কথা শুনাইবে,—"যে সকল স্থান উপপাতকী মহাপাতকীদিগের গন্তব্য ও যে সকল স্থান অগ্নিপ্রদ স্ত্রীঘাতী শিশু-ঘাতীদিগের গন্তব্য,—সেই ব্যক্তি সেই সকল স্থানে গমন করে, যে সাক্ষী হইয়া মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে। শত শত জন্মান্তরে যাহা কিছু পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি, তৎসমস্ত তাহার সঞ্চিত বলিয়া জানিবে, যাহাকে নিরর্থক পরাজয় করিতে চেষ্টা পাইতেছে।" ঋণগ্রহণের ব্যবহারে সাক্ষিগণ কোন কথা না বলিলে, রাজা ষট্চত্বারিংশ দিনে সাক্ষীদিগের নিকট সুদসমেত টাকা আদায় করিয়া দিবেন এবং তাহার সহিত সাধিত ধনের শতকরা শতভাগের দশভাগ গ্রহণ করিবেন। যে পাপিষ্ঠ, নরাধম বিবাদবিষয় অবগত থাকিয়াও সাক্ষ্যদান না করে, তাহার পাপ এবং দণ্ড কূটসাক্ষীর তুল্য। ৬৯—৭৯। দুই পক্ষ হইতে সাক্ষ্য প্রদান করিলে বহুলোকে যে কথা বলে, তাহাই গ্রাহ্য; দুই পক্ষে সমান লোক হইলে গুণবান্ ব্যক্তিগণের; দুই পক্ষেই সমান গুণবান্ লোক থাকিলে, যাহারা অধিক গুণবান্ তাহাদিগেরই কথা গ্রাহ্য। সাক্ষিগণ,

অন্যথাবাদিনো যস্য ধ্রুবং তস্য পরাজয়ঃ ॥ ৮১
উক্তেঽপি সাক্ষিভিঃ সাক্ষ্যে যদ্যন্যে গুণবত্তমাঃ ।
দ্বিগুণা বান্যথা ব্রূয়ুঃ কূটাঃ স্যুঃ পূর্ব্বসাক্ষিণঃ ॥ ৮২
পৃথক্ পৃথগ্দণ্ডনীয়াঃ কূটকৃৎসাক্ষিণস্তথা ।
বিবাদাদ্দ্বিগুণং দ্রব্যং বিবাস্যো ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ ॥ ৮৩
যঃ সাক্ষ্যং শ্রাবিতোঽন্যেভ্যো নিহ্নুতে তত্তমোবৃতঃ
স দাপ্যোঽষ্টগুণং দণ্ডং ব্রাহ্মণস্তু বিবাসয়েৎ ॥ ৮৪
বর্ণিনান্তু বধো যত্র তত্র সাক্ষ্যনৃতং বদেৎ ।
তৎপাবনায় নির্ব্বাপ্যশ্চরুঃ সারস্বতো দ্বিজৈঃ ॥ ৮৫

ইতি সাক্ষিপ্রকরণম্ ।

যঃ কশ্চিদর্থো নিষ্ণাতঃ স্বরুচ্যা তু পরস্পরম্ ।
লেখ্যন্তু সাক্ষিমৎ কার্য্যং তস্মিন্ ধনিকপূর্ব্বকম্ । ৮৬
সমামাসতদর্দ্ধাহর্নামজাতিস্বগোত্রকৈঃ ।
সব্রহ্মচারিকাত্মীয়পিতৃনামাদিচিহ্নিতম্ ॥ ৮৭
সমাপ্তেঽর্থে ঋণী নাম স্বহস্তেন নিবেশয়েৎ ।
মতং মেঽমুকপুত্রস্য যদত্রোপরিলেখিতম্ ॥ ৮৮
সাক্ষিণশ্চ স্বহস্তেন পিতৃনামকপূর্ব্বকম্ ।
অত্রাহমমুকঃ সাক্ষী লিখেয়ুরিতি তে সমাঃ ॥ ৮৯
উভয়াভ্যর্থিতেনৈতন্ময়া হ্যমুকসূনুনা ।
লিখিতং হ্যমুকেনেতি লেখকোঽন্তে ততো লিখেৎ ॥ ৯০
বিনাপি সাক্ষিভির্লেখ্যং স্বহস্তলিখিতন্তু যৎ ।
তৎ প্রমাণং স্মৃতং লেখ্যং বলোপধিকৃতাদৃতে ॥ ৯১
ঋণং লেখ্যকৃতং দেয়ং পুরুষৈস্ত্রিভিরেব তু ।
আধিস্তু ভুজ্যতে তাবদ্যাবত্তন্ন প্রদীয়তে ॥ ৯২
দেশান্তরস্থে দুর্লেখ্যে নষ্টোন্মৃষ্টে হৃতে তথা ।
ভিন্নে দগ্ধেঽথবা ছিন্নে লেখ্যমন্যত্তু কারয়েৎ ॥ ৯৩
সন্দিগ্ধলেখ্যশুদ্ধিঃ স্যাৎ স্বহস্তলিখিতাদিভিঃ ।

যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞাকে সত্য বলিয়া প্রকাশ করে, সে জয়ী হয় এবং যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞার [illegible]

সাক্ষী একরূপ বলিয়া গেলেও যদি অন্য পক্ষীয় বা স্বপক্ষীয় অপরাপর অতিশয় গুণবান্ ব্যক্তি কিংবা বহুলোক অন্যরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহা হইলে পূর্ব্বসাক্ষিগণ কূটসাক্ষী হইবে। এই সকল কূটসাক্ষীদিগের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই বিবাদ-পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে, তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবে এবং ব্রাহ্মণ, কূটসাক্ষী হইলে, তাহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। যে ব্যক্তি প্রথমে সাক্ষ্যপ্রদানে অঙ্গীকার করিয়া "যে সকল স্থান উপপাতকী" ইত্যাদি (৭৫—৭৭) বচনোক্ত সাক্ষ্য শ্রবণ করিয়াছে, পরে ভয়-লোভাদি-অভিভূত হইয়া "আমি সাক্ষী হইব না" বলিয়া অপর সাক্ষীর নিকটে নিজের সাক্ষিত্ব অপলাপ করে, তাহাকে ঐ বিবাদে পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড, তদপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক দণ্ড করিবেন এবং ব্রাহ্মণ হইলে তাহাকে নির্ব্বাসিত করিবেন। যে বিবাদে সত্য কথা বলিলে, ব্রহ্মচারীর প্রাণদণ্ড হয়, সেখানে সাক্ষী মিথ্যা কথা বলিতে পারিবে; দ্বিজসাক্ষিগণ প্রত্যেকে তজ্জনিত পাপলেশ-ক্ষয়ার্থ সারস্বতচরু নির্ব্বাপণ করিবে। ৮০—৮৫।

ইতি সাক্ষিপ্রকরণ।

উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ পরস্পর সম্মতিক্রমে বৃদ্ধি সময়াদি-বিষয়ের যে ব্যবস্থা করিবেন, ভবিষ্যতে বিস্মৃত্যাদি-নিবন্ধন তাহার বৈপরীত্য না ঘটে, এই জন্য সেই সকল বিচারঘটিত সাক্ষিযুক্ত লেখ্য-পত্র [illegible]

হইবে এবং ঐ লেখ্য—বর্ষ, মাস, পক্ষ, দিন, নাম, জাতি, গোত্র, সব্রহ্মচারিক (অর্থাৎ মাধ্যন্দিন প্রভৃতি শাখাধ্যয়নপ্রযুক্ত সংজ্ঞাবিশেষ; যথা,—(অমুক মাধ্যন্দিন ইত্যাদি) ও নিজ-পিতৃ-নামাদি দ্বারা চিহ্নিত হওয়া আবশ্যক। অনন্তর তাহাতে ব্যবস্থিত বিষয় লিখিত হইলে, অধমর্ণ, "আমি অমুকের পুত্র অমুক, ইহার উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা আমার সম্মত" এই কয়েকটী কথা স্বহস্তে সন্নিবেশিত করিবে এবং তাহাতে সাক্ষিগণ পিতৃনাম লেখন-পূর্ব্বক ইহা লিখিবে যে, "আমি অমুক, এবিষয়ে সাক্ষী থাকিলাম।" সাক্ষিগণ সংখ্যায় ও গুণে সমান হইবে। অনন্তর "আমি অমুকের পুত্র অমুক ঋণী ও ধনীর প্রার্থনানুসারে ইহা লিখিলাম"—সর্ব্বশেষে লেখক ইহা লিখিবে। সাক্ষী ব্যতীতও স্বহস্তে লিখিত লেখ্য প্রমাণ হইবে, কিন্তু বলাৎকার বা লোভপ্রদর্শন ও ক্রোধাদি প্রকাশ দ্বারা নিষ্পাদিত কৃত হইলে প্রমাণ হইবে না। লেখ্য-লিখিত ঋণও তিনপুরুষের দেয়। আধি ততদিন ভোগ করিতে পারিবে, যতদিন না ঋণ পরিশোধ হয় (অর্থাৎ এ ঋণ পরিশোধ চতুর্থ পঞ্চম পুরুষেও কর্ত্তব্য।) লেখ্য, দেশান্তরস্থ, কদক্ষর-লিখিত, নষ্ট, লুপ্তাক্ষর, অপহৃত, অর্দ্দিত, দগ্ধ, কিংবা ছিন্ন হইলে অন্য লেখ্যপত্র করিতে পারিবে। নিজ নিজ হস্তাক্ষর, যুক্তি, তত্তৎসাক্ষি-নির্দ্দেশাদি ক্রিয়া অসাধারণ "শ্রী" কারাদি চিহ্ন, অর্থি-প্রত্যর্থীর চিরাগত ঋণদান-

যুক্তিপ্রাপ্তিক্রিয়াচিহ্নসম্বন্ধাগমহেতুভিঃ ॥ ৯৪
লেখ্যস্য পৃষ্ঠেঽভিলিখেদ্দত্বা দত্বা ধনং ঋণী।
ধনী চোপগতং দদ্যাৎ স্বহস্তপরিচিহ্নিতম্ ॥ ৯৫
দত্ত্বর্ণং পাটয়েল্লেখ্যং শুদ্ধ্যৈ বান্যত্তু কারয়েৎ।
সাক্ষিমচ্চ ভবেদ্‌যদ্বা তদ্দাতব্যং সসাক্ষিকম্ ॥ ৯৬
ইতি লেখ্যপ্রকরণম্।
তুলাগ্ন্যাপোবিষং কোষো দিব্যানীহ বিশুদ্ধয়ে।
মহাভিযোগেষ্বেতানি শীর্ষকস্থেঽভিযোক্তরি ॥ ৯৭
রুচ্যা বান্যতরঃ কুর্য্যাদিতরো বর্ত্তয়েচ্ছিরঃ।
বিনাপি শীর্ষকাৎ কুর্য্যান্নৃপদ্রোহেঽথ পাতকে ॥ ৯৮
সচেলং স্নাতমাহূয় সূর্য্যোদয় উপোষিতম্।
কারয়েৎ সর্ব্বদিব্যানি নৃপব্রাহ্মণসন্নিধৌ ॥ ৯৯
তুলা স্ত্রীবালবৃদ্ধান্ধপঙ্গুব্রাহ্মণরোগিণাম্।
অগ্নির্জলং বা শূদ্রস্য যবাঃ সপ্ত বিষস্য বা ॥ ১০০
নাসহস্রাদ্ধরেৎ ফালং ন বিষং ন তুলাং তথা।
নৃপার্থেষ্বভিযোগে চ বহেয়ুঃ শুচয়ঃ সদা ॥ ১০১
তুলাধারণবিদ্বদ্ভিরভিযুক্তস্তুলাশ্রিতঃ।
প্রতিমানসমীভূতো রেখাং কৃত্বাবতারিতঃ ॥ ১০২
ত্বং তুলে সত্যধামাসি পুরা দেবৈর্বিনির্ম্মিতা।
তৎ সত্যং বদ কল্যাণি সংশয়ান্মাং বিমোচয় ॥ ১০৩
যদ্যস্মি পাপকৃন্মাতস্ততো মাং ত্বমধোনয়।
শুদ্ধশ্চেদ্গময়োর্দ্ধং মাং তুলামিত্যভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ১০৪
করৌ বিমৃদিতব্রীহের্লক্ষয়িত্বা ততো ন্যসেৎ।
সপ্তাশ্বত্থস্য পত্রাণি তাবৎসূত্রেণ বেষ্টয়েৎ ॥ ১০৫

গ্রহণরূপ সম্বন্ধ ও এতৎসংখ্যক অর্থপ্রাপ্ত্যুপায়, এই সকল হেতু দ্বারা সন্দিগ্ধলেখ্য-পত্রের শুদ্ধি হইবে। অধমর্ণ সময়ে যে ধন অর্পণ করিবে, তাহা ঐ লেখ্যের পৃষ্ঠে লিখিয়া রাখিবে, অথবা উত্তমর্ণ ঐ লেখ্যের পৃষ্ঠে নিজ হস্তাক্ষরে প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া রাখিবে। সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইলে, ঐ লেখ্য-পত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিবে, কিংবা শুদ্ধির নিমিত্ত পরিশোধ-সূচক আর একখানি লেখ্যপত্র প্রস্তুত করিবে। যে ঋণগ্রহণ লোকের সমক্ষে, তাহার পরিশোধও লোক-সমক্ষে করিবে। ৮১—৯৬।

ইতি লেখ্য-প্রকরণ।

তুলা, অগ্নি, জল, বিষ এবং কোষ এই পাঁচ প্রকার দিব্যবিশুদ্ধির জন্য এই স্থানে নির্দ্দিষ্ট হইল; অভিযোক্তা শীর্ষকস্থ হইলে (অর্থাৎ অভিযোগ প্রমাণ না হইলে, যদি অভিযোক্তা দণ্ডগ্রহণে সম্মত হয় তবে) প্রধান প্রধান অভিযোগে অভিযুক্তের প্রতি এই সকল দিব্যপ্রয়োগ কর্ত্তব্য। অর্থি-প্রত্যর্থীর পরস্পর সম্মতিক্রমে প্রত্যর্থীকে দিব্য করিতে হইবে, অথবা পরাজয়-দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে *। রাজদ্রোহ বা ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক-সংশয়-শীর্ষক ব্যতিরেকেও দিব্য করিতে হইবে। প্রাড়্বিবাক,—পূর্ব্বদিবস হইতে উপবাসী, কৃতস্নান, আর্দ্রবাসা, দিব্যার্থী ব্যক্তিকে সূর্য্যোদয়সময়ে আহ্বান করিয়া রাজা এবং সভ্য ব্রাহ্মণদিগের সমীপে সমস্ত দিব্য করাইবেন। স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, অন্ধ, পঙ্গু, ব্রাহ্মণ এবং রোগীদিগের পক্ষে তুলা, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অগ্নি, বৈশ্যের পক্ষে জল এবং শূদ্রের পক্ষে সপ্তযব-পরিমিত বিষ—প্রশস্ত দিব্য। সহস্র পণের ন্যূন ধন গ্রহণ শঙ্কায় অগ্নি বিষ, তুলা কিংবা জল দিব্য হইতে পারিবে না। তবে রাজদ্রোহ কি মহাপাতকবিষয়ে অভিযোগ হইলে, শুদ্ধ্যর্থিগণ অর্থাদিসংখ্যা মনে না করিয়া পবিত্রভাবে দিব্য করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ৯৭—১০১।

(অথ তুলাবিধি।)

তুলা-ধারণজ্ঞ (অর্থাৎ সুবর্ণকারাদি) তুলারূঢ় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিমান পাষাণ-খণ্ডাদি দ্বারা সমান করিবে; পরে অভিযোক্তা, কৃত্রিম ন্যূনাধিক্য পরিহারার্থ প্রতিমান পাষাণাদিকে এবং অভিযুক্ত পুরুষকে চিহ্নিত করিবে। অভিযুক্ত পুরুষ তুলা হইতে অবতারিত হইয়া "হে তুলে! তুমি সত্য, সত্যের আবাস-ক্ষেত্র দেবগণ তোমার নির্ম্মাতা, অতএব হে কল্যাণি! সত্য প্রকাশ কর। আমার প্রতি লোকের সন্দেহ দূর কর। হে মাতঃ! যদি আমি পাপী হই, তাহা হইলে আমাকে গুরুভারা-ক্রান্ত করিয়া প্রতিমান হইতে নিম্নগামী কর। আর যদি শুদ্ধ হই ত প্রতিমান হইতে ঊর্দ্ধে উত্থাপিত কর' এই বলিয়া তুলাকে মন্ত্রপূত করিবে। (অথ অগ্নিবিধি)। অভিযুক্ত ব্যক্তি, হস্তদ্বয় দ্বারা ব্রীহি-মর্দ্দন করিলে, তাহার তিলাদিযুক্ত স্থান অলক্তক-রসাদি দ্বারা চিহ্নিত করিয়া হস্তে সপ্ত অশ্বত্থপত্র স্থাপন করিবে। যতগুলি অশ্বত্থপত্র, ততগুলি সূত্র দ্বারা অশ্বত্থপত্রাচ্ছাদিত হস্ত বেষ্টন করিবে।

---

* অভিযুক্ত ব্যক্তি, নিজের ইচ্ছানুসারে অথবা অভিযোক্তা বিশেষ পণবদ্ধ করিলে, দিব্য করিবে; এই ব্যাখ্যা বহুসম্মত।

ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবক।
সাক্ষিবৎ পুণ্যপাপেভ্যো ব্রূহি সত্যং কবে মম ॥ ১০৬
তস্যেত্যুক্তবতো লৌহং পঞ্চাশৎপলিকং সমম্।
অগ্নিবর্ণং ন্যসেৎ পিণ্ডং হস্তয়োরুভয়োরপি ॥ ১০৭
স তমাদায় সপ্তৈব মণ্ডলানি শনৈর্ব্রজেৎ।
ষোড়শাঙ্গুলকং জ্ঞেয়ং মণ্ডলং তাবদন্তরম্ ॥ ১০৮
মুক্তাগ্নিং মৃদিতব্রীহিরদগ্ধঃ শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
অন্তরা পতিতে পিণ্ডে সন্দেহে বা পুনর্হরেৎ ॥ ১০৯
সত্যেন মাভিরক্ষ ত্বং বরুণেত্যভিশাপ্যকম্।
নাভিদঘ্নোদকস্থস্য গৃহীত্বোরূ জলং বিশেৎ ॥ ১১০
সমকালমিষুং ক্ষিপ্তমানীয়ান্যো জবী নরঃ।
গতে তস্মিন্নিমগ্নাঙ্গং পশ্যেচ্চেচ্ছুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১১১
ত্বং বিষ ব্রহ্মণঃ পুত্র সত্যধর্ম্মে ব্যবস্থিতঃ।
ত্রায়স্বাস্মাদভীশাপাৎ সত্যেন ভব মেঽমৃতম্ ॥ ১১২
এবমুক্ত্বা বিষং শার্ঙ্গং ভক্ষয়েদ্ধিমশৈলজম্।
যস্য বেগৈর্বিনা জীর্য্যেত্তস্য শুদ্ধিং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ১১৩

দেবানুগ্রান্ সমভ্যর্চ্চ্য তৎস্নানোদকমাহরেৎ।
সংশ্রাব্য পায়য়েত্তস্মাজ্জলন্তু প্রসৃতিত্রয়ম্ ॥ ১১৪
অর্ব্বাক্ চতুর্দ্দশাদহ্নো যস্য নো রাজদৈহিকম্।
ব্যসনং জায়তে ঘোরং স শুদ্ধঃ স্যান্নসংশয়ঃ ॥ ১১৫

ইতি দিব্যপ্রকরণম্।

বিভাগঞ্চেৎ পিতা কুর্য্যাৎ স্বেচ্ছয়া বিভজেৎ সুতান্।
জ্যেষ্ঠং বা শ্রেষ্ঠভাগেন সর্ব্বে বা স্যুঃ সমাংশিনঃ ॥ ১১৬
যদি কুর্য্যাৎ সমানংশান্ পত্ন্যঃ কার্য্যাঃ সমাংশিকাঃ।
ন দত্তং স্ত্রীধনং যাসাং ভর্ত্রা বা শ্বশুরেণ বা ॥ ১১৭
শক্তস্যানীহমানস্য কিঞ্চিদ্দত্ত্বা পৃথক্ ক্রিয়া।
ন্যূনাধিকবিভক্তানাং ধর্ম্ম্যঃ পিতৃকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ১১৮
বিভজেরন্ সুতাঃ পিত্রোরূর্দ্ধমৃক্থমৃণং সমম্।

"হে অগ্নে! তুমি সর্ব্বভূতের অন্তরে বিচরণ করিতেছ। হে পাবক! হে কবে! সাক্ষীর ন্যায় আমার পুণ্য-পাপ পরিদর্শন করিয়া যাহা সত্য হয় তাহা প্রকাশ কর" অভিযুক্ত ব্যক্তি এই মন্ত্র পাঠ করিলে প্রাড়্বিবাক অশ্বত্থপত্রাচ্ছাদিত হস্তদ্বয়ে পঞ্চাশৎপলপরিমিত সমতল জলন্ত লৌহপিণ্ড স্থাপন করিবেন। সেই অভিযুক্ত লৌহপিণ্ড গ্রহণ করিয়া সপ্তমণ্ডল অতিক্রম করিবে। ষোড়শ অঙ্গুলি অন্তর বিরচিত এক একটী মণ্ডলের পরিমাণ ষোড়শ অঙ্গুলি। পরে উক্ত লৌহপিণ্ড পরিত্যাগ করিয়া হস্তে ব্রীহিমর্দ্দন করিবে; যদি হস্ত দগ্ধ না হইয়া থাকে ত শুদ্ধি লাভ করিবে। সপ্তমণ্ডল অতিক্রম করিতে না করিতে যদি পিণ্ড পতিত হয়, কিংবা দগ্ধ হইয়াছে কি না হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার ঐরূপে অগ্নি গ্রহণ করিবে। ১০৬—১০৯। (অথ জলবিধি) "হে বরুণ! তুমি আমাকে সত্য দ্বারা রক্ষা কর" এই বলিয়া জলকে মন্ত্রপূত করিয়া, নাভিপ্রমাণ-জলে অবস্থিত পুরুষান্তরের ঊরু অবলম্বনপূর্ব্বক জলে ডুব দিবে। যে সময়ে ডুব দিবে, ঠিক সেই সময়ে এক ব্যক্তি, পূর্ব্বমুক্ত বাণ যে স্থলে নিপতিত হইয়াছিল; সেই স্থানে যাইবে। অনন্তর তৎস্থানস্থিত-পতিতশরগ্রাহী এক বেগবান্ ব্যক্তি আসিয়া যদি দেখে,—অভিযুক্ত তখন ডুব দিয়া আছে, তাহা হইলে ঐ অভিযুক্ত শুদ্ধি লাভ করিবে। (অথ বিষবিধি)

"হে বিষ! তুমি ব্রহ্মার পুত্র এবং সত্য ধর্ম্মে অবস্থিত; এই অপবাদ হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর,—সত্য প্রকাশ করিয়া আমার পক্ষে অমৃতস্বরূপ হও" এই বলিয়া হিমালয়জাত শৃঙ্গোৎপন্ন (সপ্তযবপরিমিত ঘৃতাক্ত) বিষ ভোজন করিবে। বিনা শারীরবিকারে যাহার বিষ জীর্ণ হয়, তাহার শুদ্ধি হইবে। (অথকোশবিধি)। প্রাড়্বিবাক দুর্গাপ্রভৃতি উগ্রদেবতা পূজা করিয়া ঐ সকলদেবতার স্নানীয় জল লইয়া মন্ত্রপূত করিবে, অনন্তর তাহা হইতে তিনপ্রসৃতি জল অভিযুক্তকে পান করাইবে। চতুর্দ্দশদিনের মধ্যে যাহার রাজকৃত বা দেবকৃত ঘোর বিপদ্ না হয়, সে শুদ্ধি লাভ করিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১১০—১১৫।

ইতি দিব্য প্রকরণ।

(যোগমূর্ত্তি ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য, মানুষ ও দৈব এই দ্বিবিধ প্রমাণ, ভিন্ন ভিন্নরূপে বর্ণন করিলেন, এক্ষণে দায়ভাগবিধি কীর্ত্তন করিতেছেন;—) যদি পিতা বিভাগ করিয়া দেন, তাহা হইলে পুত্রদিগকে (স্বোপার্জ্জিত ধন) ইচ্ছামত অংশ করিয়া দিতে পারিবেন। অথবা জ্যেষ্ঠপুত্রকে (সকলধনেরই) প্রধানভাগী কিংবা সকলকেই সমভাগী করিবেন। যদি সমভাগ করেন, তাহা হইলে ভর্ত্তা বা শ্বশুর যাঁহাদিগকে স্ত্রীধন প্রদান করেন নাই, সেই সকল পত্নীদিগকেও পুত্রদিগের সমান অংশ দিবেন। যে শক্তি স্বয়ং উপার্জ্জনক্ষম এবং পিতৃধন-গ্রহণে অভিলাষী নহে, তাহাকে যৎসামান্য ভাগ দিয়াও বিভাগ করিতে পারেন। আর ন্যূনাধিক বিভক্ত পুত্রগণের পিতৃকৃত ভাগ (অর্থাৎ ন্যূনাধিক ভাগ) ধর্ম্ম্য (অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত) হইলে (যেমন পূর্ব্বকালে জ্যেষ্ঠের

মাতুর্দুহিতরঃ শেষমৃণাত্তাভ্য ঋতেঽন্বয়ঃ ॥ ১১৯
পিতৃদ্রব্যাবিরোধেন যদন্যৎ স্বয়মর্জ্জিতম্।
মৈত্রমৌদ্বাহিকঞ্চৈব দায়াদানাং ন তদ্ভবেৎ ॥ ১২০
ক্রমাদভ্যাগতং দ্রব্যং হৃতমভ্যুদ্ধরেৎ তু যঃ।
দায়াদেভ্যো ন তদ্দদ্যাদ্‌বিদ্যয়া লব্ধমেব চ ॥ ১২১
যৎকিঞ্চিৎ পিতরি প্রেতে ধনং জ্যেষ্ঠোঽধিগচ্ছতি
ভাগো যবীয়সাং তত্র যদি বিদ্যানুপালিনঃ ॥ ১২২
সামান্যার্থসমুত্থানে বিভাগস্তু সমঃ স্মৃতঃ।
অনেকপিতৃকাণাস্তু পিতৃতো ভাগকল্পনা ॥ ১২৩
ভূর্যা পিতামহোপাত্তা নিবন্ধো দ্রব্যমেব বা।
তত্র স্যাৎ সদৃশং স্বাম্যং পিতুঃ পুত্রস্য চোভয়োঃ ॥ ১২৪
বিভক্তেষু সুতো জাতঃ সবর্ণায়াং বিভাগভাক্।
পশ্চাদ্বা তদ্বিভাগঃ স্যাদায়ব্যয়বিশোধিতাৎ ॥ ১২৫
পিতৃভ্যাং যস্য যদ্দত্তং তত্তস্যৈব ধনং ভবেৎ।
পিতুরূর্দ্ধং বিভজতাং মাতাপ্যংশং সমং হরেৎ ॥ ১২৬
অসংস্কৃতাস্তু সংস্কার্য্যা ভ্রাতরঃ পূর্ব্বসংস্কৃতৈঃ।
ভগিন্যশ্চ নিজাদংশাদত্ত্বাংশন্তু তুরীয়কম্ ॥ ১২৭
চতুস্ত্রিদ্ব্যেকভাগাঃ স্যুর্ব্বর্ণশো ব্রাহ্মণাত্মজাঃ।
ক্ষত্রজাস্ত্রিদ্ব্যেকভাগা বিড্‌জাস্তু দ্ব্যেকভাগিনঃ ॥ ১২৮
অন্যোন্যাপহৃতং দ্রব্যং বিভক্তে তত্তু দৃশ্যতে।

বিংশতিতম ভাগ অধিক ছিল, সেইরূপ) অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, (নচেৎ পৈতৃক ধনের ইচ্ছামত ভাগ করিলে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে) ইহা স্মৃত হইয়াছে। (বিভাগের কালান্তর উক্ত হইতেছে,—) পিতামাতার মৃত্যুর পর, পুত্রগণ, পরস্পর সমবেত হইয়া পৈতৃক ধন ও ঋণ সমভাগে বিভক্ত করিয়া লইবে এবং কন্যাগণ মাতার ঋণ-পরিশোধাবশিষ্ট স্ত্রীধন ভাগ করিয়া লইবে; কন্যা না থাকিলে পুত্রগণই উহা গ্রহণ করিবে। পিতৃ-মাতৃদ্রব্য উপহত না করিয়া যাহা নিজের উপার্জ্জিত, মিত্রসকাশে প্রাপ্ত এবং বিবাহ-লব্ধ, তাহা অপর অংশীদারের হইবে না। যে পিতৃ-পৈতামহ ধন অপহরণ করিয়াছিল, তাহাও পুনরুদ্ধার করিলে উদ্ধর্ত্তা, অপর অংশীদারদিগকে ভাগ দিবে না; বিদ্যালব্ধ ধনেরও ভাগ দিতে হইবে না (এ সমস্তই পিতৃ-মাতৃধন উপঘাত ব্যতিরেকে হইলে, অবিভাজ্য জানিবে)। কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা সাধারণ ধন বর্দ্ধিত করিলে সকল অংশীদারই সমভাগী। (এক্ষণে পিতামহ-ধনে পৌত্রদিগের বিভাগ প্রকার বর্ণিত হইতেছে,—) বিভিন্নপিতৃক পৌত্রগণের পিতা হইতে অংশ কল্পনা হইবে। (মূলধনীর চারিটি পুত্র, ঐ পুত্রগণের মধ্যে একজন এক পু , আর একজন দুই পুত্র রাখিয়া পরলোকগত হয়। মূলধনীর মৃত্যুকালে দুই পুত্র এবং তিনটী মৃতপিতৃক পৌত্র বর্ত্তমান থাকে, এমত অবস্থায় ঐ ধন পাঁচ অংশ না হইয়া চারি অংশ হইবে। দুই অংশ পুত্রদ্বয়, এক অংশ এক পৌত্র এবং এক অংশ দুই পৌত্র গ্রহণ করিবে তবেই হইল, পৌত্রগণের অংশ পুত্রগণের ন্যায় নহে, তাহাদিগের পিতা হইতে ভাগ। পুত্রগণের ন্যায় হইলে; কথিত স্থলে চারি ভাগ না হইয়া পাঁচভাগ হইত এবং সকলেই সমভাগী হইত)। যাহা পিতামহের ভূমি, নিবন্ধ বা দ্রব্য হইবে, তাহাতে আপনার এবং পিতার তুল্য স্বত্ব। ১১৬—১২৪। পিতা পুত্রদিগকে বিভক্ত করিয়া দিলে তৎপরে যদি—সবর্ণাগর্ভে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ বিভাগের পর জাত পুত্রই পিতার অংশের অধিকারী হইবে। আর পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর বিভাগ করিলে তৎকালে মাতৃগর্ভস্থ বালক যথাকালে ভ্রাতৃগণ যে ধন গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইতে আয়ের ও ব্যয়ের অবধারণপূর্ব্বক উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করিবে। পিতা-মাতা পুত্রগণকে যে সকল বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রীতিপূর্ব্বক দান করিবেন, তাহা তাহারই ধন। পিতার পরলোক-প্রাপ্তির পর বিভাগ করিলে, স্ত্রীধনরহিত মাতাও পুত্রদিগের সমান অংশ প্রাপ্ত হইবেন; তৎকালে অসংস্কৃত ভ্রাতা থাকিলে, পূর্ব্বসংস্কৃত ভ্রাতৃগণ সাধারণব্যয়ে, তাহার সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবেন। সবর্ণাভগিনীগণ অসংস্কৃতা থাকিলে নিজাংশের চতুর্থাংশ প্রদান করিয়া সংস্কার-কর্ম্ম সমাধা করিবেন। চারিজন (ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই চাতুর্ব্বর্ণীয় পত্নীর গর্ভজাত) ব্রাহ্মণ-পুত্র বর্ণানুক্রমে সমস্ত পৈতৃক ধনের চারিভাগ, তিনভাগ, দুইভাগ এবং এক ভাগ; তিন জন (ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা এবং শূদ্রা এই ত্রিবর্ণীয় পত্নীর গর্ভজাত) ক্ষত্রিয় পুত্র বর্ণানুক্রমে তিনভাগ, দুইভাগ, এক ভাগ; এবং দুইজন (বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভজাত) বৈশ্য-পুত্র দুইভাগ এবং একভাগ প্রাপ্ত হইবে। (ব্রাহ্মণের সম্পত্তি দশ অংশ হইবে; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণীপুত্র চারি ভাগ, ক্ষত্রিয়াপুত্র তিন, বৈশ্যাপুত্র দুই, শূদ্রাপুত্র একভাগ পাইবে ইত্যাদি।) বিভাগের পূর্ব্বে কোন অংশীদার সাধারণ ধন হইতে কিছু অপহরণ করিলে, তাহা যদি বিভাগের

তং পুনস্তে সমৈরংশৈর্বিভজেরন্নিতি স্থিতিঃ ॥ ১২৯
অপুত্রেণ পরক্ষেত্রে নিয়োগোৎপাদিতঃ সুতঃ।
উভয়োরপ্যসাবৃক্‌থী পিণ্ডদাতা চ ধর্ম্মতঃ ॥ ১৩০
ঔরসো ধর্ম্মপত্নীজস্তৎসমঃ পুত্রিকাসুতঃ।
ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রজাতস্তু সগোত্রেণেতরেণ চ ॥ ১৩১
গৃহে প্রচ্ছন্ন উৎপন্নো গূঢ়জস্তু সুতো মতঃ।
কানীনঃ কন্যকাজাতো মাতামহসুতো মতঃ ॥ ১৩২
অক্ষতায়াং ক্ষতায়াং বা জাতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
দদ্যান্মাতা পিতা বা যং স পুত্রো দত্তকো ভবেৎ ॥ ১৩৩
ক্রীতশ্চ তাভ্যাং বিক্রীতঃ কৃত্রিমঃ স্যাৎ স্বয়ংকৃতঃ
দত্তাত্মা তু স্বয়ং দত্তো গর্ভে বিন্নঃ সহোঢ়জঃ ॥ ১৩৪

পর দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে সেই দ্রব্য সকল অংশীদার সমভাগ করিয়া লইবেন, ইহাই নিয়ম। অপুত্র ব্যক্তি গুরুনিয়োগক্রমে (উৎপৎস্যমান অপত্য উভয়েরই হইবে, এই অভিসন্ধিপূর্ব্বক) যে পুত্র উৎপাদিত করে, সেই পুত্র উভয়েরই (জন-য়িতা এবং জননী-স্বামীর) ধর্ম্মতঃ উত্তরাধিকারী এবং পিণ্ডদাতা (বিবাহ-সংস্কৃতা ভার্য্যার নিয়োগ হইবে না, তবে) যে কন্যার কোন পাত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া সত্যবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, পাণিগ্রহণ-মন্ত্র পাঠ না হইলেও সেই পাত্রই ঐ কন্যার পতি। এই পতির মৃত্যু হইলে, অগৃহীত-পাণি পূর্ব্বোক্ত কন্যাকে মৃতপতির সহোদর ভ্রাতা বিবাহ করিবে; যথাবিধি বিবাহ করিয়া ঘৃতাভ্যঙ্গ মৌনাবলম্বনাদি নিয়মানুসারে শুক্লবস্ত্রপরিধানা শুদ্ধ-ব্রতচারিণী ঐ স্ত্রীর যে পর্য্যন্ত গর্ভ না হয়, তাবৎ অতি নির্জ্জনে প্রতি ঋতুকালে এক একবার উপগত হইবে। ধর্ম্মপত্নীর গর্ভসম্ভব ঔরসপুত্রই শ্রেষ্ঠ, পুত্রিকাপুত্র তৎসদৃশ, সগোত্র বা তদিতর (অর্থাৎ সবর্ণ, এবং দেবর) কর্ত্তৃক স্বক্ষেত্রে (পূর্ব্বোক্তরূপে) উৎপাদিত পুত্র—ক্ষেত্রজ; ভর্ত্তৃগৃহে প্রচ্ছন্নভাবে পরপুরুষের সংসর্গে উৎপাদিত পুত্র—গূঢ়জ; কন্যাবস্থায় উৎপন্ন পুত্র—কানীন; ইহাকে মাতামহের পুত্র বলিয়া জানিবে। অক্ষতা অথবা ক্ষতা পুনর্ভূনারীর গর্ভে উৎপন্ন পুত্র পৌনর্ভব; মাতাপিতা যে পুত্র অপরকে প্রদান করেন, সে দত্তকপুত্র (এ পুত্র গ্রহীতার উত্তরাধিকারী)। ১২৫—১৩৩। পিতৃ-মাতৃ-বিক্রীত পুত্র—ক্রীত (ক্রেতার উত্তরাধিকারী); নিজকৃত (অর্থাৎ পুত্র বলিয়া সম্ভাষিত এবং পালিত) পুত্র কৃত্রিম; যে পিতৃমাতৃহীন শিশু স্বয়ং আত্মসমর্পণ করে, সে স্বয়ং দত্ত পুত্র; জননীর পরিণয়াবস্থায়

উৎসৃষ্টো গৃহ্যতে যস্তু সোঽপবিদ্ধো ভবেৎ সুতঃ।
পিণ্ডদোঽংশহরশ্চৈষাং পূর্ব্বাভাবে পরঃ পরঃ ॥ ১৩৫
সজাতীয়েষ্বয়ং প্রোক্তস্তনয়েষু ময়া বিধিঃ।
জাতোঽপি দাস্যাং শূদ্রেণ কামতোঽংশহরো ভবেৎ ॥ ১৩৬
মৃতে পিতরি কুর্য্যুস্তং ভ্রাতরস্ত্বর্দ্ধভাগিনম্।
অভ্রাতৃকো হরেৎ সর্ব্বং দুহিতৄণাং সুতাদৃতে ॥ ১৩৭
পত্নী দুহিতরশ্চৈব পিতরৌ ভ্রাতরস্তথা।
তৎসুতো গোত্রজো বন্ধুঃ শিষ্যঃ সব্রহ্মচারিণঃ ॥ ১৩৮
এষামভাবে পূর্ব্বস্য ধনভাগুত্তরোত্তরঃ।
স্বর্যাতস্য হ্যপুত্রস্য সর্ব্ববর্ণেষ্বয়ং বিধিঃ ॥ ১৩৯
বানপ্রস্থযতিব্রহ্মচারিণামৃক্‌থভাগিনঃ।
ক্রমেণাচার্য্যসচ্ছিষ্যধর্ম্মভ্রাত্রেকতীর্থিনঃ ॥ ১৪০
সংসৃষ্টিনস্তু সংসৃষ্টী সোদরস্য তু সোদরঃ।

গর্ভস্থ পুত্র—সহোঢ়জ; যে শিশু, মাতৃপিতৃ-পরি-ত্যক্ত অবস্থায় অপরের গৃহীত হয়, সে অপবিদ্ধ পুত্র (গ্রহীতার উত্তরাধিকারী) পুত্রের মধ্যে প্রথমোল্লিখিত এক এক জনের অভাব হইলে পর পর উল্লিখিত পুত্র পিণ্ডদ এবং ধনাধিকারী। পূর্ব্বোক্ত বিধি, সজাতীয় তনয়গণের প্রতিই বিহিত হইল। আর শূদ্র দাসীতে যে পুত্র উৎপাদিত করে সে, উৎপাদকের ইচ্ছা থাকিলে অংশ পাইতে পারে। পিতার মৃত্যুর পর উহার ভ্রাতৃগণ (অর্থাৎ শূদ্রের পরিণীতাপত্নীর গর্ভজাত পুত্রগণ) উক্ত দাসী-পুত্রকে,—সবর্ণ ভ্রাতা থাকিলে, তাহাকে যে অংশ দিতে হইত, তাহার অর্দ্ধাংশ দিবে। ঐ সকল ভ্রাতা এবং উৎপাদকের দুহিতা বা দৌহিত্র না থাকিলে, সকল অংশই গ্রহণ করিতে পারিবে। পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্ররহিত ধনী স্বর্গ লাভ করিলে পত্নী, দুহিতা, পিতা, মাতা, কনিষ্ঠ সহোদর, জ্যেষ্ঠ সহোদর, কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয়, জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয়, ভ্রাতৃ-পুত্র, আপেক্ষিক ঘনিষ্ঠ গোত্রজ, বন্ধু, আচার্য্য, শিষ্য, ব্রহ্মচারী, ইহাদিগের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব উল্লিখিত ব্যক্তির অভাবে উত্তরোত্তর উল্লিখিত ব্যক্তি, উত্তরাধিকারী হইবে। সকলবর্ণেই এই নিয়ম। ১৩৪—১৪০। বানপ্রস্থ, যতি এবং নৈষ্ঠিক-ব্রহ্ম-চারীদিগের পুস্তক বস্ত্র প্রভৃতি যাহা কিছু দ্রব্য থাকিবে, তাহাতে আচার্য্য, সৎশিষ্য, ধর্ম্মভ্রাতা এবং একাশ্রমী হইয়া ইঁহারা যথাক্রমে (অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব উল্লিখিতের অভাবে পর পর উল্লিখিত ব্যক্তি) অধিকারী হইবেন। (বিভক্ত নিজধন—পিতা, ভ্রাতা বা পিতৃব্যধনের সহিত মিশ্রিত করিয়া অবি-

দদ্যাচ্চোপহরেদংশং জাতস্য চ মৃতস্য চ ॥ ১৪১
অন্যোদর্য্যস্তু সংসৃষ্টী নান্যোদার্য্যো ধনং হরেৎ।
অসংসৃষ্ট্যপি চাদদ্যাৎ সংসৃষ্টো নান্যমাতৃজঃ ॥ ১৪২
ক্লীবোঽথ পতিতস্তজ্জঃ পঙ্গুরুন্মত্তকো জড়ঃ।
অন্ধোঽচিকিৎস্যরোগাদ্যা ভর্ত্তব্যা স্যুর্নিরংশকাঃ ॥১৪
ঔরসাঃ ক্ষেত্রজাস্তেষাং নির্দ্দোষা ভাগহারিণঃ।
সুতাশ্চৈষাং প্রভর্ত্তব্যা যাবদ্বৈ ভর্ত্তৃসাৎকৃতাঃ ॥ ১৪৪
অপুত্রা যোষিতশ্চৈষাং ভর্ত্তব্যাঃ সাধুবৃত্তয়ঃ।

ভক্তবৎ ব্যবহার করিলে উহাদিগকে সংসৃষ্টি বলা যায়) সংসৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে যখন ধন বিভাগ করিয়া লয়, তখন পত্নীর অবিজ্ঞাত গর্ভ থাকিলে ও পশ্চাৎ সংসৃষ্টি হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে ঐ গর্ভোদ্ভব পুত্রকে, যাহার সহিত সংসৃষ্টি হইয়াছিল, সেই বংসৃষ্টি-অংশ দিতে বাধ্য; আর যদি অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হয় ত সংসৃষ্টি তাহার ধনাধিকারী হইবে। সহোদর ভ্রাতা, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, পিতৃব্য ইত্যাদি পাঁচ জনে মিলিয়া সংসৃষ্টি হইলে, ঐরূপ পুত্রকে সহোদর-সংসৃষ্টিই অংশ দিবে, আর অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে, সহোদর-সংসৃষ্টিই উত্তরাধিকারী হইবে। পুত্রাদি-রহিত পরলোকগত বৈমাত্রেয় ভ্রাতার ধনে সংসৃষ্ট বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অধিকারী হইবে, কিন্তু অসংসৃষ্টি বৈমাত্রেয় ভ্রাতার ধনে সংসৃষ্টি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অধিকারী হইবে, কিন্তু অসংসৃষ্টি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হইবে না। সংসৃষ্ট অর্থাৎ সহোদর অসংসৃষ্টি হইলেও সহোদরের ধনে অধিকারী, আর সংসৃষ্টি বলিয়া একমাত্র বৈমাত্রেয় ভ্রাতাই যে ধনাধিকারী হইবে, তাহা নহে (পরন্তু সংসৃষ্টি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং অসংসৃষ্টি সহোদর উভয়ে সেই ধনে অধিকারী)। ক্লীব, পতিত, পতিতপুত্র, জন্মাবধি পঙ্গু, উন্মত্ত, বেদগ্রহণে অসমর্থ, জন্মান্ধ, যক্ষ্মাদি অচিকিৎসনীয় রোগাক্রান্ত এবং পিতৃদ্বেষী প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে ধনাধিকারিগণ ভরণ-পোষণ করিবে, কিন্তু অংশ দিবে না। ইহাদিগের যথাসম্ভব ঔরস এবং ক্ষেত্রজ পুত্রগণ পিতৃবৎ দোষাক্রান্ত না হইলে, পিতা নির্দ্দোষ হইলে যে প্রকার ভাগ পাইতে পারিত, তদনুসারে ভাগ পাইবে এবং পূর্ব্বোক্ত ক্লীবাদির কন্যাগণ যতদিন না বিবাহ হইবে, ততদিন ইহাদের ভরণপোষণ করিতে হইবে, পরে বিবাহ দিতে হইবে। এই সকল ক্লীবাদির পুত্রহীন পত্নী সচ্চরিত্রা হইলে, দায়াদগণ তাহাদিগকে ভরণ-পোষণ করিতে বাধ্য;

নির্ব্বাস্যা ব্যভিচারিণ্যঃ প্রতিকূলাস্তথৈব চ ॥ ১৪৫
পিতৃমাতৃপতিভ্রাতৃদত্তমধ্যগ্ন্যুপাগতম্।
আধিবেদনিকাদ্যঞ্চ স্ত্রীধনং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৪৬
বন্ধুদত্তং তথা শুল্কমন্বাধেয়কমেব বা।
অতীতায়ামপ্রজসি বান্ধবাস্তদবাপ্নুয়ুঃ ॥ ১৪৭
অপ্রজায়াঃ ধনং ভর্ত্তৃর্ব্রাহ্মাদিষু চতুর্ষ্বপি।
দুহিতৄণাং প্রসূতা চেৎ শেষেষু পিতৃগামি তৎ ॥ ১৪৮
দত্ত্বা কন্যাং হরন্ দণ্ড্যোঽব্যয়ং দদ্যাচ্চ সোদয়ম্।
মৃতায়াং দত্তমাদদ্যাৎ পরিশোধ্যোভয়ব্যয়ম্ ॥ ১৪৯
দুর্ভিক্ষে ধর্ম্মকার্য্যে চ ব্যাধৌ সম্প্রতিরোধকে।

কিন্তু যদি ব্যভিচারিণী হয়, তাহা হইলে ভরণ করিবে না, প্রত্যুত নির্ব্বাসিত করিবে; আর প্রতিকূলা হইলে ভরণ-পোষণ করিবে বটে; কিন্তু স্থানান্তরিত করিয়া দিবে। পিতা, মাতা, পতি এবং ভ্রাতা যাহা প্রদান করেন—তাহা, বিবাহ-সময়ে যাহা লব্ধ হয়—তাহা, আধিবেদনিক (স্বামী দ্বিতীয় বার দ্বার পরিগ্রহ করিবার সময় পূর্ব্বপত্নীর সন্তোষার্থ যাহা প্রদান করেন, তাহার নাম আধিবেদনিক)। ইত্যাদি ধন, মাতৃবন্ধু দত্ত পিতৃবন্ধুদত্ত ধন, শুল্ক অর্থাৎ যাহা গ্রহণ করিয়া কন্যার আসুর বিবাহ দেয় এবং অন্বাধেয়ক অর্থাৎ বিবাহের পর লব্ধ ধন—স্ত্রীধন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে; পুত্র কন্যা না রাখিয়া মরিলে বান্ধবগণ তাহা প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্ম প্রভৃতি চারি বিবাহ অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য এই কয় বিবাহে বিবাহিত স্ত্রী নিঃসন্তান হইয়া মরিলে, তাহার ধনে ভর্ত্তা অধিকারী, তদভাবে আপেক্ষিক নিকট-সম্বন্ধী সপিণ্ডাদি; অপর চারি বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর ধনে মাতা, তদভাবে পিতা ইত্যাদি অধিকারী। যে বিবাহে বিবাহিত হউক না কেন, কন্যা পুত্রবতী হইলে কন্যাগণ মাতৃ-ধনে অধিকারী; তাহার মধ্যে বিশেষ এই,—প্রথম কুমারী, তদভাবে দত্তা ইত্যাদি। বাগ্দত্তা কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারাদি অর্পণ করিয়া পুনর্গ্রহণ করিলে উহার শক্ত্যনুরূপ দণ্ড হইবে এবং ঐ কন্যাকে অভিযোগ-ব্যয় ও প্রথম দত্ত দ্রব্য সবৃদ্ধিক দিবে। আর কন্যার বাগ্দত্তা অবস্থায় মৃত্যু হইলে স্বপক্ষ ও কন্যাপক্ষের উপচারার্থ যে যাহা ব্যয় হইয়াছিল, তাহা পরিশোধ করিয়া স্বপ্রদত্ত অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিতে পারিবে *। দুর্ভিক্ষে

* একের প্রতি বাগ্দত্তা কন্যা অপরকে প্রদান করিতে উদ্যত হইলে; তাহার শক্ত্যনুরূপ দণ্ড

গৃহীতং স্ত্রীধনং ভর্ত্তা ন স্ত্রিয়ৈ দাতুমর্হতি ॥ ১৫০
অধিবিন্নস্ত্রিয়ৈ দদ্যাদাধিবেদনিকং সমম্ ।
ন দত্তং স্ত্রীধনং যস্যৈ দত্তে ত্বর্দ্ধং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৫১
বিভাগনিহ্নবে জ্ঞাতিবন্ধুসাক্ষ্যভিলেখিতৈঃ ।
বিভাগভাবনা জ্ঞেয়া গৃহক্ষেত্রৈশ্চ যৌতুকৈঃ ॥ ১৫২

ইতি রিক্থভাগপ্রকরণম্ ।

সীম্নো বিবাদে ক্ষেত্রস্য সামন্তাঃ স্থবিরাদয়ঃ ।
গোপাঃ সীমাকৃষাণা যে সর্ব্বে চ বনগোচরাঃ ॥ ১৫৩
নয়েয়ুরেতে সীমানং স্থূলাঙ্গারতুষদ্রুমৈঃ ।
সেতুবল্মীকনিম্নাস্থিচৈত্যাদ্যৈরুপলক্ষিতাম্ ॥ ১৫৪
সামন্তা বা সমগ্রামাশ্চত্বারোঽষ্টৌ দশাপি বা ।
রক্তস্রগ্বসনাঃ সীমাং নয়েয়ুঃ ক্ষিতিধারিণঃ ॥ ১৫৫
অনৃতে চ পৃথগ্দণ্ড্যা রাজ্ঞা মধ্যমসাহসম্ ।
অভাবে জ্ঞাতৃচিহ্নানাং রাজা সীম্নঃ প্রবর্ত্তিতা ॥ ১৫৬
আরামায়তনগ্রামনিপানোদ্যানবেশ্মসু ।
এষ এব বিধির্জ্ঞেয়ো বর্ষাম্বুপ্রবহাদিষু ॥ ১৫৭
মর্য্যাদায়াঃ প্রভেদে তু সীমাতিক্রমণে তথা ।
ক্ষেত্রস্য হরণে দণ্ডা অধমোত্তমমধ্যমাঃ ॥ ১৫৮
ন নিষেধ্যোঽল্পবাধস্তু সেতুঃ কল্যাণকারকঃ ।
পরভূমিং হরন্ কূপঃ স্বল্পক্ষেত্রো বহূদকঃ ।
স্বামিনে যো নিবেদ্যৈব ক্ষেত্রে সেতুং প্রবর্ত্তয়েৎ ।
উৎপন্নে স্বামিনো ভোগস্তদভাবে মহীপতেঃ ॥ ১৬০

সময়ে পরিবার-পালনার্থ, অবশ্যকর্ত্তব্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য ব্যাধিকালে চিকিৎসাদির নিমিত্ত এবং বন্ধনাদি-মোচনার্থ ভর্ত্তা স্ত্রীধন গ্রহণ করিলে, আর প্রত্যর্পণ করিতে হইবে না। দ্বিতীয়বার বিবাহে যাবৎ-পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইবে, অধিবিন্ন স্ত্রীকে তাবৎ পরিমাণ আধিবেদনিক অর্থ দিবে; পূর্ব্বে যাহাকে স্ত্রীধন প্রদত্ত হয় নাই, তাহার পক্ষেই এই নিয়ম; স্ত্রীধন প্রদত্ত হইলে পূর্ব্বোক্তের অর্দ্ধাংশ প্রদান কীর্ত্তিত হইয়াছে। বিভাগের অপলাপ করিলে, জ্ঞাতি, বন্ধু, সাক্ষী এবং পৃথক্কৃত গৃহ-ক্ষেত্রাদি দ্বারা বিভাগের নির্ণয় করিবে। ১৪১—১৫২

ইতি দায়ভাগপ্রকরণ।

ক্ষেত্রের সীমা-বিবাদ উপস্থিত করিলে, চতুষ্পার্শ্বের গ্রামস্থ ব্যক্তি, বৃদ্ধ, মৌল, উদ্ধৃত, গোচারক, নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রকর্ষক এবং সকলপ্রকার বনচারী মনুষ্য ইহারা উন্নতভূমি, অঙ্গার, তুষ, ন্যগ্রোধাদি বৃক্ষ, সেতু, বল্মীকস্তূপ, তড়াগাদি, অস্থি এবং চৈত্য প্রভৃতি দ্বারা চিহ্নিত দেখিয়া সীমা নিশ্চয় করিয়া লইবে। পূর্ব্বোক্ত কোন চিহ্ন না পাইলে সাক্ষী দ্বারা সীমা নিশ্চয় করিবে; অভাবে পার্শ্ববর্ত্তী সমসংখ্যক গ্রামের (অর্থাৎ দুইখানি গ্রাম কি চারি খানি গ্রামের ইত্যাদি) চারি জন, আট জন কিংবা দশজন লোক রক্তমাল্য রক্তবস্ত্র এবং মস্তকে মৃত্তিকাখণ্ড ধারণ করিয়া সীমা নিশ্চয় করিয়া দিবে। উক্ত সীমা-নির্ণয় কোনরূপে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হইলে, রাজা, সাক্ষিগণের বা সামন্তগণের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যমসাহস দণ্ড করিবেন। পূর্ব্বোক্ত চিহ্ন এবং অন্যান্য সাক্ষী ও সামন্তাদি জ্ঞাতা লোক না থাকিলে, রাজাই সীমাপ্রবর্ত্তক হইবেন। আরাম (অর্থাৎ ফলপুষ্পহেতু ভূখণ্ড), আয়তন (অর্থাৎ খামার প্রভৃতি), গ্রাম, বাপী-কূপাদি পানীয় স্থান, উদ্যান (অর্থাৎ ক্রীড়াবন), গৃহ এবং নালা-নর্দ্দমা প্রভৃতির বিবাদেও এই বিধি জানিবে। মর্য্যাদা প্রভেদে (অর্থাৎ আল ভাঙ্গিয়া দিলে), সীমা অতিক্রম করিয়া কর্ষণ করিলে এবং ভয়াদি প্রদর্শন-পূর্ব্বক ক্ষেত্রাদি অপহরণ করিলে যথাক্রমে অধম সাহস, মধ্যমসাহস, এবং উত্তম সাহস দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি পরকীয় ভূমিতে সেতু বা কূপাদি জলাশয় করিয়া দিতে চাহিলে, উক্ত ভূস্বামীর যৎকিঞ্চিৎ ভূমি বিনষ্ট হইলেও তাহা নিষেধ করিবে না; কারণ কূপাদি জলাশয় স্বল্পস্থানব্যাপী; সুতরাং বিশেষ অপকার করে না, প্রত্যুত বহুজল-পূর্ণ বলিয়া অনেক মঙ্গল সাধন করিয়া থাকে। এইরূপ সেতুতেও কাহারও বিশেষ অপকার হয় না, অথচ প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়। যে ব্যক্তি ক্ষেত্র-স্বামীকে, তদভাবে রাজাকে না জানাইয়া পরকীয় ক্ষেত্রে সেতু নির্ম্মাণ করে, সেতু নির্ম্মাণ-সম্ভূত অদৃষ্টে তাহার অধিকার হয় না, কিন্তু ক্ষেত্রস্বামীর এবং তদভাবে রাজার অধিকার হয়। যে ক্ষেত্র-কর্ষণে স্বীকৃত হইয়া পশ্চাৎ সেই ক্ষেত্র নিজেও কর্ষণ না করে, বা অপরের দ্বারাও কর্ষণ না করায়, অথচ ক্ষেত্রে লাঙ্গল দ্বারা ঈষন্মাত্র বিদারিত হইয়া থাকে অর্থাৎ বীজবপনের উপযুক্ত না হয়: উহা কর্ষণ

হইবে এবং বর যাহা ব্যয় করিয়াছিল, তাহা সুদ-সমেত দিবে, আর তাহার মৃত্যু হইলে, বর যাহা কন্যাকে দিয়াছিল, তাহা আপনার এবং কন্যাদাতার ব্যয় হিসাব করিয়া অবশিষ্ট ভাগ গ্রহণ করিবে। ইহা টীকা-সম্মত ব্যাখ্যা।

ক্ষতাহতমপি ক্ষেত্রং যো ন কুর্য্যান্ন কারয়েৎ।
তং প্রদাপ্যঃ কৃষ্টফলং ক্ষেত্রমন্যেন কারয়েৎ॥ ১৬১
ইতি সীমাবিবাদপ্রকরণম্।
মাষানষ্টৌ তু মহিষী শস্যঘাতস্য কারিণী।
দণ্ডনীয়া তদর্দ্ধন্তু গৌস্তদর্দ্ধমজাবিকম্॥ ১৬২
ভক্ষয়িত্বোপবিষ্টানাং যথোক্তাদ্দ্বিগুণো দমঃ।
সমমেষাং বিবীতেঽপি খরোষ্ট্রং মহিষীসমম্॥ ১৬৩
যাবচ্ছস্যং বিনশ্যেত্তু তাবৎ স্যাৎ ক্ষেত্রিণঃ ফলম্।
গোপস্তাড্যশ্চ গোমী তু পূর্ব্বোক্তং দণ্ডমর্হতি॥ ১৬৪
পথি গ্রামবিবীতান্তে ক্ষেত্রে দোষো ন বিদ্যতে।
অকামতঃ কামচারে চৌরবদ্দণ্ডমর্হতি॥ ১৬৫
মহোক্ষোৎসৃষ্টপশবঃ সূতিকাগন্তুকাদয়ঃ।
পালো যেষান্তু তে মোচ্যা দৈবরাজপরিপ্লুতাঃ॥ ১৬৬
যথার্পিতান্ পশূন্ গোপঃ সায়ং প্রত্যর্পয়েৎ তথা।
প্রমাদমৃতনষ্টাংশ্চ প্রদাপ্যঃ কৃতবেতনঃ॥ ১৬৭
পালদোষবিনাশে চ পালে দণ্ডো বিধীয়তে।
অর্দ্ধত্রয়োদশপণঃ স্বামিনো দ্রব্যমেব চ॥ ১৬৮
গ্রামেচ্ছয়া গোপ্রচারো ভূমিরাজবশেন বা।
দ্বিজস্তৃণৈধপুষ্পাণি সর্ব্বতঃ স্ববদাহরেৎ॥ ১৬৯
ধনুঃশতং পরীণাহো গ্রামক্ষেত্রান্তরং ভবেৎ।
দ্বে শতে কর্ব্বটস্য স্যান্নগরস্য চতুঃশতম্॥ ১৭০
ইতি স্বামিপালবিবাদপ্রকরণম্।
স্বং লভেতান্যবিক্রীতং ক্রেতুর্দোষোঽপ্রকাশিতে।
হীনাদ্রহো হীনমূল্যে বেলাহীনে চ তস্করঃ॥ ১৭১
নষ্টাপহৃতমাসাদ্য হর্ত্তারং গ্রাহয়েন্নরম্।
দেশকালাতিপত্তৌ চ গৃহীত্বা স্বয়মর্পয়েৎ॥ ১৭২

করিলে যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন না হইত, ঐ ব্যক্তি তাহা প্রদান করিতে বাধ্য এবং স্বামী তাহার নিকট হইতে ক্ষেত্র আচ্ছিন্ন করিয়া অন্য দ্বারা কর্ষণ করাইবে। ১৫৩—১৬১।

ইতি সীমা-বিবাদ প্রকরণ।

মহিষী অপরের শস্য বিনাশ করিলে আট মাষা অর্থদণ্ড হইবে। গো শস্য বিনাশ করিলে তদর্দ্ধ; ছাগ বা মেষ শস্য বিনাশ করিলে তদর্দ্ধ অর্থাৎ দুই মাষা অর্থদণ্ড হইবে। যদি মহিষ্যাদি পশু শস্য ভক্ষণ করিয়া উপবিষ্ট থাকে অর্থাৎ ইচ্ছামত শস্য ভক্ষণ করিয়া স্বয়ং তাহা হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে উক্ত দণ্ড অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড হইবে; বিবীত অর্থাৎ প্রচুর-তৃণ-কাষ্ঠময় রক্ষিত ভূভাগ বিনষ্ট করিলে আট মাষ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড হইবে। গর্দ্দভ এবং উষ্ট্রের পক্ষে মহিষীর তুল্য দণ্ড। ক্ষেত্র স্বামীর যাবৎ শস্য বিনষ্ট হইবে, তদনুরূপ ফল দিতে হইবে; এই দণ্ড এবং পূর্ব্বোক্ত রাজদণ্ড পশুস্বামী-কেই বহন করিতে হইবে, আর যদি পালকের দোষে এইরূপ হয়, তাহা হইলে পালককে তাড়না করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত রাজদণ্ড বহন করিতে হইবে। পথ ও গ্রামের সমীপবর্ত্তী এবং গ্রাম ও বিবীতের সমীপ-বর্ত্তী ক্ষেত্রে পালক বা স্বামীর অনিচ্ছাসত্বে যদি শস্যাদি বিনষ্ট করে ত দোষ হইবে না, কিন্তু ইচ্ছা-পূর্ব্বক বিচরণ করাইলে চৌরের ন্যায় দণ্ড হইবে। মহাবলীবর্দ্দ (অর্থাৎ যাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা অতীব দুঃসাধ্য এবংবিধ বৃষ), উৎসৃষ্ট পশু, সূতিকা (অর্থাৎ যাহার প্রসবের পর দশ দিন অতিক্রান্ত হয় নাই), আগন্তুক (অর্থাৎ যুথপরিভ্রষ্ট হইয়া দেশান্তরাগত এবং অন্ধখঞ্জাদি) এই সকল পশুকে আর যে সকল পশুর পালক আছে, কিন্তু দৈবোপ-দ্রব ও রাজোপদ্রবে উৎপীড়িত হইয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকে মোচন করাই উচিত। প্রত্যহ প্রাতঃ-কালে স্বামী যেরূপ গণনাদি করিয়া অর্পণ করে, আলকও ঠিক সেইরূপভাবে সায়ংকালে পশুদিগকে প্রত্যর্পণ করিবে; পালকের অনবধানতাক্রমে মৃত বা বিনষ্ট হইলে, যথানিয়মে কৃত-বেতন ঐ পালকই ঐ পশু বা ঐ পশুর মূল্য দিবে। পালকের দোষে বিনষ্ট হইলে, পালকের সার্দ্ধত্রয়োদশ পণ দণ্ড হইবে এবং স্বামীর দ্রব্য অর্থাৎ বিনষ্ট পশুর মূল্য দিতে হইবে। গ্রামস্থ লোকের আগ্রহে ভূমির অল্পাধিক্য এবং রাজার ইচ্ছানুসারে "গোপ্রচার" করিবে (অর্থাৎ, গোচারণার্থ খানিকটা ভূভাগ অকৃষ্ট অবস্থায় রাখিবে)। দ্বিজাতি,—তৃণ, কাষ্ঠ এবং পুষ্প, সকল স্থান হইতে নিজ দ্রব্যের ন্যায় আহরণ করিবেন। গ্রাম এবং ক্ষেত্রের মধ্যে চারিদিকে শত ধনু; বহুকণ্টকাকীর্ণ গ্রাম ও ক্ষেত্রের মধ্যে দ্বিশত ধনু; নগর ও ক্ষেত্রের চতুঃশত ধনু-পরিমিত স্থান ব্যবধান রাখিবে। ১৬৬-১৭০।

ইতি স্বামিপালবিবাদ প্রকরণ।

অন্য-বিক্রীত নিজ দ্রব্য দেখিতে পাইলেই, স্বামী উহা গ্রহণ করিবে; সর্ব্বজন-সমক্ষে ক্রয় না করিলে ক্রেতার দোষ হইবে। যে দ্রব্য কোন সদুপায়ে যাহার পাইবার সম্ভব নাই, তাহা সেই ব্যক্তির নিকট ক্রয় করিলে, অতি গোপনে ক্রয় করিলে, অতি অল্পমূল্যে ক্রয় করিলে অথবা অসময়ে (অর্থাৎ রাত্র্যাদিকালে) ক্রয় করিলে, ঐ

বিক্রেতুর্দর্শনাচ্ছুদ্ধিঃ স্বামী দ্রব্যং নৃপো দমম্।
ক্রেতা মূল্যমবাপ্নোতি তস্মাদ্যস্তস্য বিক্রয়ী ॥ ১৭৩
আগমেনোপভোগেন নষ্টং ভাব্যমতোঽন্যথা।
পঞ্চবন্ধো দমস্তত্র রাজ্ঞে তেনাবিভাবিতে ॥ ১৭৪
হৃতং প্রনষ্টং যো দ্রব্যং পরহস্তাদবাপ্নুয়াৎ।
অনিবেদ্য নৃপে দণ্ড্যঃ স তু ষণ্ণবতিং পণান্ ॥ ১৭৫
শৌল্কিকৈঃ স্থানপালৈর্বা নষ্টাপহৃতমাহৃতম্।
অর্বাক্ সংবৎসরাৎ স্বামী হরতে পরতো নৃপঃ ॥ ১৭৬
পণানেকশফে দদ্যাচ্চতুরঃ পঞ্চ মানুষে।
মহিষোষ্ট্রগবাং দ্বৌ দ্বৌ পাদং পাদমজাবিকে ॥ ১৭৭
ইত্যস্বামিবিক্রয়প্রকরণম্।
স্বং কুটুম্বাবিরোধেন দেয়ং দারসুতাদৃতে।
নান্বয়ে সতি সর্বস্বং যচ্চান্যস্মৈ প্রতিশ্রুতম্ ॥ ১৭৮

ক্রেতাও তস্করের মধ্যে গণ্য। বিনষ্ট বা অপহৃত পরকীয় দ্রব্য ক্রয়াদি দ্বারা হস্তগত হইলে ক্রেতা বিক্রেতাকে ধরাইয়া দিবে। যদি বিক্রেতা কোন অজ্ঞাতদেশে গিয়া থাকে বা মরিয়া থাকে, তবে ক্রেতা স্বয়ং উক্ত ধন লইয়া গিয়া প্রকৃত স্বামীর হস্তে অর্পণ করিবে। বিক্রেতাকে দেখাইয়া দিলেই অপহৃত দ্রব্য ক্রেতা দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। আর যে বিক্রেতা তাহার নিকট হইতে প্রকৃত স্বামী নিজ দ্রব্য এবং ক্রেতা মূল্য প্রাপ্ত হইবে, রাজা তাহাকে দণ্ড করিবেন। স্বামী ক্রয় কিংবা উপভোগের প্রমাণ দিয়া নষ্ট বা অপহৃত দ্রব্যকে নিজের বলিয়া সপ্রমাণ করিবে, আর যদি স্বামী ঐরূপ প্রমাণ না দিতে পারে, তাহা হইলে রাজা তাহার উক্ত দ্রব্যের পঞ্চমাংশের একাংশে অর্থদণ্ড করিবে। যে ব্যক্তি রাজাকে না জানাইয়া হৃত কি প্রনষ্ট নিজ দ্রব্য গ্রহণ করে, তাহার ষোল পণ দণ্ড হইবে। শুল্কাধিকারী কিংবা স্থানরক্ষী, নষ্ট বা অপহৃত দ্রব্য আহরণ করিয়া রাজার নিকট স্থাপন করিলে, স্বামী তখন হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত ঐ দ্রব্য গ্রহণে অধিকারী থাকে; ইহার পর হইলে রাজাই গ্রহণ করিবেন। স্বামী প্রনষ্ট দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে, তাহার রক্ষণের জন্য রাজাকে দ্রব্যবিশেষে অর্থবিশেষ দিতে হইবে। যথা,—একশফ (অর্থাৎ অশ্বাদিতে) চারিপণ; মনুষ্যে পাঁচ পণ; মহিষ, উষ্ট্র ও গরুতে দুই দুই পণ; ছাগ ও মেষে পণপাদ করিয়া দিবে। ১৭১—১৭৭।

ইতি অস্বামি-বিক্রয় প্রকরণ।

পরিবার প্রতিপালনের অবিরোধে, আত্মীয়

প্রতিগ্রহঃ প্রকাশঃ স্যাৎ স্থাবরস্য বিশেষতঃ
দেয়ং প্রতিশ্রুতঞ্চৈব দত্ত্বা নাপহরেৎ পুনঃ ॥ ১৭৯
ইতি দত্তাপ্রদানিকং নাম প্রকরণম্।
দশৈকপঞ্চসপ্তাহমাসত্র্যহার্দ্ধমাসিকম্।
বীজায়োবাহ্যরত্নস্ত্রীদোহ্যপুংসাং পরীক্ষণম্ ॥ ১৮০
অগ্নৌ সুবর্ণমক্ষীণং রজতে দ্বিপলং শতে।
অষ্টৌ ত্রপুণি সীসে চ তাম্রে পঞ্চদশায়সি ॥ ১৮১
শতে দশপলা বৃদ্ধিরৌর্ণে কার্পাসসৌত্রিকে।
মধ্যে পঞ্চপলা সূক্ষ্মে সূক্ষ্মে তু ত্রিপলা মতা ॥ ১৮২
কার্ম্মিকে রোমবদ্ধে চ ত্রিংশদ্ভাগক্ষয়ো মতঃ।
ন ক্ষয়ো ন চ বৃদ্ধিঃ স্যাৎ কৌষেয়ে বল্কলেষু চ ॥ ১৮৩

দ্রব্য দান করিতে পারিবে। আত্মীয় দ্রব্য হইলেও স্ত্রীকে পুত্রকে দান করিতে পারিবে না। পুত্র-পৌত্রাদি থাকিতে, সর্বস্ব দান করিবে না এবং পূর্ব্বে অপরকে যাহা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে, তাহাও অন্য ব্যক্তিকে দিবে না। প্রতিগ্রহ প্রকাশ্য ভাবেই করা উচিত, বিশেষতঃ স্থাবর বস্তুর প্রতিগ্রহ। যাহা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে, তাহা দান করিবে। দান করিয়া তাহা পুনর্গ্রহণ করিবে না। ১৭৮। ১৭৯।

ইতি দত্তাপ্রদানিক প্রকরণ।

ধান্যাদি বীজ (১), লৌহ (২), বলীবর্দ্দাদি বাহ্য (৩), মুক্তা-প্রবালাদি রত্ন (৪), দাসী (৫), গাভী প্রভৃতি দোহ্য (৬) এবং দাসের (৭), যথাক্রমে দশদিন (১), একদিন (২), পাঁচদিন (৩), সপ্তাহ (৪), একমাস (৫), তিনদিন (৬) এবং একপক্ষ (৭) পরীক্ষা কাল (অর্থাৎ ক্রয় করিয়া অনুতাপ হইলে যথাক্রমে ঐ সকল বস্তু নির্দিষ্ট পরীক্ষা-কালের মধ্যে ফিরাইয়া দিতে পারিবে।) সুবর্ণ অগ্নিতে গলাইলে কিছুমাত্র ক্ষয় হয় না। রজতের শতপলে দুই পল, ত্রপু এবং সীসের আটপল, তাম্রের পঞ্চপল এবং লৌহের দশপল ক্ষয় হয় [স্থূল-ঊর্ণা-সূত্র-নির্ম্মিত কম্বলাদি এবং স্থূল-কার্পাসসূত্র-নির্ম্মিত বস্ত্র প্রতি শতপলে ঊর্ণা এবং সূত্রাপেক্ষা দশপল, নাতিসূক্ষ্ম ঊর্ণাদিনির্ম্মিত কম্বলাদি ও বস্ত্রাদিতে পাঁচপল এবং সূক্ষ্মনির্ম্মিত হইলে তিনপল মাত্র বর্দ্ধিত হইবে। বিচিত্র বস্ত্রাদি ও কৃত্রিম-রোম-ভূষিত বস্ত্রাদিতে উপাদান-সূত্রাদির পরিমাণাপেক্ষা ত্রিংশৎভাগের একভাগ ক্ষয় হইবে। কৌষেয় বস্ত্র এবং বল্কলে উপাদান অপেক্ষা ক্ষয়ও নাই, বৃদ্ধিও নাই (তাৎপর্য্য এই,—কথিত সুবর্ণাদি দ্রব্য সুবর্ণাদি

দেশং কালঞ্চ ভোগঞ্চ জ্ঞাত্বা নষ্টে বলাবলম্।
দ্রব্যাণাং কুশলা ব্রুয়ুর্যত্তদাপ্যমসংশয়ম্ ॥ ১৮৪
ইতি ক্রীতানুশয়প্রকরণম্।
বলাদ্দাসীকৃতশ্চৌরৈর্বিক্রীতশ্চাপি মুচ্যতে।
স্বামিপ্রাণপ্রদো ভক্তত্যাগাত্তন্নিষ্ক্রয়াদপি ॥ ১৮৫
প্রব্রজ্যাবসিতো রাজ্ঞো দাসস্যামরণান্তিকঃ।
বর্ণানামানুলোম্যেন দাস্যং ন প্রতিলোমতঃ ॥ ১৮৬
কৃতশিল্পোঽপি নিবসেৎ কৃতকালং গুরোর্গৃহে।
অন্তেবাসী গুরুপ্রাপ্তভোজনস্তৎফলপ্রদঃ ॥ ১৮৭
রাজা কৃত্বা পুরে স্থানং ব্রাহ্মণান্ন্যস্য তত্র তু।
ত্রৈবিদ্যং বৃত্তিমদ্ব্রূয়াৎ স্বধর্ম্মঃ পাল্যতামিতি ॥ ১৮৮
নিজধর্ম্মাবিরোধেন যস্তু সাময়িকো ভবেৎ।
সোঽপি যত্নেন সংরক্ষ্যো ধর্ম্মো রাজকৃতশ্চ যঃ ॥ ১৮৯
গণদ্রব্যং হরেদ্‌যস্তু সংবিদং লঙ্ঘয়েচ্চ যঃ।
সর্ব্বস্বহরণং কৃত্বা তং রাষ্ট্রাদ্বিপ্রবাসয়েৎ ॥ ১৯০
কর্ত্তব্যং বচনং সর্ব্বৈঃ সমূহহিতবাদিনাম্।
যস্তত্র বিপরীতঃ স্যাৎ স দাপ্যঃ প্রথমং দমম্ ॥ ১৯১
সমূহকার্য্য আয়াতান্ কৃতকার্য্যান্ বিসর্জ্জয়েৎ।
স দানমানসৎকারৈঃ পূজয়িত্বা মহীপতিঃ ॥ ১৯২
সমূহকার্য্যপ্রহিতো যল্লভেত তদর্পয়েৎ।
একাদশগুণং দাপ্যো যদ্যসৌ নার্পয়েৎ স্বয়ম্ ॥ ১৯৩
ধর্ম্মজ্ঞাঃ শুচয়োঽলুব্ধা ভবেয়ুঃ কার্য্যচিন্তকাঃ।
কর্ত্তব্যং বচনং তেষাং সমূহহিতবাদিনাম্ ॥ ১৯৪
শ্রেণিনৈগমপাষণ্ডিগণানামপ্যয়ং বিধিঃ।

নির্ম্মাণার্থ শিল্পীর হস্তে অর্পণ করিলে পরে নির্ম্মিত বস্তু ওজন করিয়া লইবে, ইহা অপেক্ষা অধিক কম বৃদ্ধি হইলে শিল্পীর দণ্ড হইবে)। শাণ-মৌক্তাদি বস্ত্র ক্ষীণ হইলে, দেশ, কাল, উপভোগ এবং দ্রব্যের সারাসারতা নির্ণয় করিয়া কুশল ব্যক্তিগণ যেরূপ বলিয়া দিবেন, শিল্পিগণ নিশ্চয়ই সেইরূপ অর্থ দিতে বাধ্য। ১৮০—১৮৪।

ইতি ক্রীতানুশয় প্রকরণ।

যাহাকে বলপূর্ব্বক দাসত্ব অবলম্বন করাইয়াছে, রাজা তাহাকে দাস্য হইতে মোচন করিবেন; চৌরগণ অপহরণ করিয়া যাহাকে বিক্রয় করিয়াছে, সেই ক্রীতদাসকে মোচন করা রাজার কর্ত্তব্য। যে স্বামীর প্রাণদান করে, সেই দাস, মুক্তি পাইবার যোগ্য; যে দুর্ভিক্ষকালে দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করায় পোষিত হইয়াছে, সেই অনাকাল-ভৃত দাস এবং ভক্তদাস (অর্থাৎ খাইতে পাইবার জন্যই যে দাস্য অবলম্বন করিয়াছে), দাস্যের প্রথম দিন হইতে স্বামীর যাহা যাহা উপভোগ করিয়াছে, তৎসমস্ত প্রত্যর্পণ করিলে মুক্তি পাইতে পারিবে। আহিত-দাস (অর্থাৎ সুবর্ণাদির ন্যায় পূর্ব্বস্বামী যাহাকে বন্ধক দিয়াছে, সেই দাস) এবং ঋণ-দাস (অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন বলিয়া যে ব্যক্তি তাঁহার দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে), সেই অর্থ সুদ সমেত প্রদান করিলে মুক্ত হইবে। প্রব্রজ্যাচ্যুত হইলে, আমরণান্ত রাজার দাস হইয়া থাকিবে। অনুলোম-বর্ণানুসারেই দাস্য হইবে, প্রতিলোমবর্ণক্রমে হইবে না। "আমি আয়ুর্বেদাদি শিক্ষার্থ আপনার নিকট এতদিন থাকিব" এইরূপ স্বীকৃত হইলে, নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে যদি শিক্ষা সমাপ্ত হয়, তথাপি তৎকাল গুরুগৃহে বাস করিবে। গুরুর অন্নে প্রতিপালিত অবস্থায় ঐ বিদ্যা দ্বারা যাহা অর্জ্জিত হইবে, তাহা গুরুরই। রাজা নিজ নগরে ধবল গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে ব্রাহ্মণ বাস করাইবেন, ঐ সকল ব্রাহ্মণবৃন্দ যাহাতে বেদত্রয়জ্ঞ হন তাহা করিবেন, তাঁহাদিগের বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন এবং বলিবেন,—"স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করুন" নিজ নিত্য কর্ম্মের অবিরোধে যাহা অবসর-নিষ্পাদ্য ধর্ম্ম এবং যাহা রাজাদিষ্ট ধর্ম্ম, তাহাও যত্নপূর্ব্বক পালন করিবে। যে ব্যক্তি গ্রামাদি জনসমূহের ধন অপহরণ করে, অথবা রাজস্থাপিত কি সমাজ-স্থাপিত নিয়ম লঙ্ঘন করে,—সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহাকে দল হইতে নির্ব্বাসিত করিবে। যাহারা দলের হিতজনক বাক্য বলে, দলের অন্তর্গত সকলেই তাহাদিগের কথামত কার্য্য করিবে। যে তাহার প্রতিকূলাচারী হইবে, তাহার প্রথমসাহস দণ্ড। রাজা সাধারণের কার্য্য-সাধনোদ্দেশে সমাগত ব্যক্তিগণের কার্য্যসাধন করিয়া দিয়া পশ্চাৎ দান, মান এবং বহুবিধ সৎকারে অপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিবেন। সাধারণের কার্য্যার্থ প্রেরিত ব্যক্তি যাহা প্রাপ্ত হইবে, তৎসমস্তই সাধারণের প্রতি অর্পণ করিবে; আর এই ব্যক্তি যদি স্বয়ং তাহা অর্পণ না করে, তবে উহার নিকট তদপেক্ষা একাদশ গুণ অর্থ আদায় করিয়া দিবেন। ধর্ম্মজ্ঞ, শুচি, অলোভী ব্যক্তিগণ সাধারণের কার্য্য বিচার করিবেন, (আবার বলি) সেই সকল সাধারণের হিতবাদিগণ যাহা বলিবেন, তদনুসারে সকলেরই কার্য্য করা উচিত। শ্রেণী (অর্থাৎ একপণ্যশিল্পোপজীবী), নৈগম (অর্থাৎ পাশুপতাদি), পাষণ্ডী (অর্থাৎ

ভেদকৈর্ব্বাং নৃপো রক্ষেৎ পূর্ব্ববৃত্তিঞ্চ পালয়েৎ ॥ ১৯৫
ইতি সংবিদ্ব্যতিক্রমপ্রকরণম্।
গৃহীতবেতনঃ কর্ম্ম ত্যজন্ দ্বিগুণমাবহেৎ।
অগৃহীতে সমং দাপ্যো ভৃত্যৈ রক্ষ্য উপস্করঃ ॥ ১৯৬
দাপ্যস্তু দশমং ভাগং বাণিজ্যপশুশস্যতঃ।
অনিশ্চিত্য ভৃতিং যস্তু কারয়েৎ স মহীক্ষিতা ॥ ১৯৭
দেশং কালঞ্চ যোহতীয়াৎ লভ্য কুর্য্যাচ্চ যোহন্যথা।
তত্র স্যাৎ স্বামিনশ্ছন্দোহধিকং দেয়ং কৃতেহধিকে ॥ •
যো যাবৎ কুরুতে কর্ম্ম তাবত্তস্য তু বেতনম্।
উভয়োরপ্যসাধ্যঞ্চেৎ সাধ্যং কুর্য্যাদ্যথাশ্রুতম্ ॥ ১৯৯
অরাজদৈবিকং নষ্টং ভাণ্ডং দাপ্যস্তু বাহকঃ।
প্রস্থানবিঘ্নকৃচ্চৈব প্রদাপ্যো দ্বিগুণাং ভৃতিম্ ॥ ২০০
প্রক্রান্তে সপ্তমং ভাগং চতুর্থং পথি সন্ত্যজন্।
ভৃতিমর্দ্ধপথে সর্ব্বাং প্রদাপ্যস্ত্যাজকোঽপি চ ॥ ২০১
ইতি বেতনাদানপ্রকরণম্।
গৃহে শতিকবৃদ্ধেস্তু সভিকঃ পঞ্চকং শতম্।
গৃহ্ণীয়াদ্ধূর্ত্তকিতবাদিতরাদ্দশকং শতম্ ॥ ২০২
স সম্যক্ পালিতো দদ্যাদ্রাজ্ঞে ভাগং যথাকৃতম্।
জিতমুদ্গ্রাহয়েজ্জেত্রে দদ্যাৎ সত্যং বচঃ ক্ষমী ॥ ২০৩
প্রাপ্তে নৃপতিনা ভাগে প্রসিদ্ধে ধূর্ত্তমণ্ডলে।
জিতং সসভিকে স্থানে দাপয়েদন্যথা ন তু ॥ ২০৪
দ্রষ্টারো ব্যবহারাণাং সাক্ষিণশ্চ ত এব হি।
রাজ্ঞা সচিহ্নং নির্ব্বাস্যাঃ কূটাক্ষোপধিদেবিনঃ ॥ ২০৫

সৌগতাদি) এবং সৈন্য প্রভৃতি এক কার্য্যোপজীবীদিগের পক্ষেও এই নিয়ম। রাজা ইহাদিগের ধর্ম্ম ব্যবস্থা রক্ষা করিবেন এবং পূর্ব্বানুবৃত্তি যাহাতে বজায় থাকে, তাহা করিবেন। ১৮৫—১৯৫।

ইতি সংবিদ্ব্যতিক্রম প্রকরণ।

বেতন গ্রহণ করিয়া অঙ্গীকৃত কর্ম্ম না করিলে, বেতন অপেক্ষা দ্বিগুণ অর্থ স্বামীকে দিতে হইবে, আর বেতন গ্রহণ না করিয়া ঐরূপ করিলে বেতনের সমপরিমাণ অর্থ দিতে হইবে এবং ভৃত্যগণ উপকরণ দ্রব্যসামগ্রী রক্ষা করিবে। যে স্বামী, বেতন নির্দ্ধারিত না করিয়া ভৃত্য দ্বারা কর্ম্ম করায়, রাজা সেই স্বামীর বাণিজ্য, পশু অথবা শস্য হইতে (অর্থাৎ ঐ ভৃত্য যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, তাহা হইতে) লভ্য ধনের দশমাংশের একাংশ ভৃত্যকে দেওয়াইবেন। যে ভৃত্য, বিক্রয়যোগ্য দেশ-কাল অতিক্রম করে, কিংবা সেই দেশে এবং সেই কালে বিক্রয় করিয়াও ব্যয়বাহুল্যাদিবশত লভ্যাংশ কমাইয়া ফেলে, সেই ভৃত্যের বেতনদান স্বামীর ইচ্ছাধীন। আর যদি ভৃত্য অধিক লাভ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে বেতন অপেক্ষা কিছু অর্থ অধিক দিবে। কোন একটী কার্য্য দুইজনে বা বহুজনে সম্পন্ন করিতে না পারিলে, উহাদিগের মধ্যে যে যতটুকু কার্য্য করিবে, তাহাকে তদনুসারে ন্যায্য বেতন দিবে; সম্পন্ন করিয়া উঠে ত অবধারিত বেতনই দিবে। রাজোপদ্রব এবং দৈবোপদ্রব-ব্যতীত বাহিত ভাণ্ড বিনষ্ট হইলে, বাহক সেই ভাণ্ডের মূল্য দিবে। আর, বিবাহাদ্যর্থ প্রস্থানোপযুক্ত কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়া পশ্চাৎ লাভসময়ে ঐ কার্য্য না করায়, প্রস্থানের বিঘ্নজনক হইলে, নিজের নির্দ্দিষ্ট বেতনাপেক্ষ দ্বিগুণ অর্থ দিবে। প্রস্থান করিবার উপক্রমে অথচ ভৃত্যান্তরপ্রাপ্তির সময় থাকিতে, যে অঙ্গীকৃত কার্য্য পরিত্যাগ করে, সে, নিজ বেতনের সপ্তমাংশের একাংশ; কিঞ্চিদ্দূর গমন করিয়া, যে ঐরূপ কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে নিজ বেতনের চতুর্থভাগের একভাগ এবং অর্দ্ধ পথে যে কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে সম্পূর্ণ নিজ বেতন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য,—আর, ঐসকল সময়ে যে স্বামী কর্ম্ম পরিত্যাগ করায়, সে সপ্তমাংশের একাংশ ইত্যাদি অর্থ ভৃত্যকে প্রদান করিবে। ১৯৬—২০১।

ইতি বেতনাদান-প্রকরণ।

যে ধূর্ত্ত কিতব, প্রতিবারে শতপণের ন্যূন পণ রাখে না, সভিক, তাহার জয়লব্ধ দ্রব্যের প্রতিশতে বিংশতি ভাগের একভাগ দ্রব্য গ্রহণ করিবে এবং অপর ধূর্ত্তকিতবের জয়লব্ধ দ্রব্য হইতে প্রতিশতে দশভাগের একভাগ গ্রহণ করিবে। রাজা সেই সভিককে, ধূর্ত্ত-কিতবের হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিবেন, সভিকও রাজাকে অঙ্গীকৃত অংশ প্রদান করিবে; দ্যূতকরদিগের জয়লব্ধ বস্তু জিতের নিকট আদায় করিয়া দিবে এবং ক্ষমাবান্ হইয়া সত্য কথা কহিবে। যেখানে রাজা নির্দ্দিষ্ট অংশ পাইয়া থাকেন, সেই সভিকযুক্ত প্রসিদ্ধ ধূর্ত্ত-সমাজে রাজা পরাজিত দ্রব্য জেতাকে দেওয়াইবেন; এইরূপ ধূর্ত্তসমাজ না হইলে, রাজার দেওয়াইতে হইবে না। রাজা, কতকগুলি কিতবকেই দ্যূতক্রীড়ার জয়-পরাজয়-নির্ণেতা সভ্যরূপে এবং ঐরূপ কতকগুলিকে সাক্ষিরূপে নিযুক্ত করিবেন। যাহারা কাপট্য অবলম্বনে কিংবা বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে মন্ত্রৌষধাদির সাহায্যে দ্যূতক্রীড়া করে, তাহাদিগকে রাজ-

দ্যূতমেকমুখং কার্য্যং তস্করজ্ঞানকারণাৎ ।
এষ এব বিধির্জ্ঞেয়ঃ প্রাণিদ্যূতে সমাহ্বয়ে ॥ ২০৬

ইতি দ্যূতসমাহ্বয়াখ্যং প্রকরণম্ ।

সত্যাসত্যান্যথাস্তোত্রৈর্ন্যূনাঙ্গেন্দ্রিয়রোগিণাম্ ।
ক্ষেপং করোতি চেদ্দণ্ড্যঃ পণানর্দ্ধত্রয়োদশ ॥ ২০৭
অভিগন্তাস্মি ভগিনীং মাতরং বা তবেতি চ ।
শপন্তং দাপয়েদ্রাজা পঞ্চবিংশতিকং দমম্ ॥ ২০৮
অর্দ্ধোঽধমেষু দ্বিগুণঃ পরস্ত্রীষূত্তমেষু চ ।
দণ্ডপ্রণয়নং কার্য্যং বর্ণজাত্যুত্তরাধরৈঃ ॥ ২০৯
প্রাতিলোম্যাপবাদেষু দ্বিগুণাস্ত্রিগুণা দমাঃ ।

দাদি চিহ্ন চিহ্নিত করিয়া রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবেন। চোরের সন্ধান লওয়া বিশেষ আবশ্যক, (অথচ চোর প্রভৃতি বদমাইস লোকেরই জুয়ার আড্ডায় গতিবিধি) এইজন্য রাজা, এক ব্যক্তিকে, দ্যূতসভার অধ্যক্ষ করিবেন। সমাহ্বয়-নামক প্রাণিদ্যূতে (অর্থাৎ উভয় পক্ষের মেষাদি প্রাণী দ্বারা যুদ্ধাদি প্রদর্শনে) এই বিধিই উক্ত হইয়াছে। ২০২—২০৬।

ইতি দ্যূতসমাহ্বয়প্রকরণ।

সত্যভাবেই হউক, অসত্যভাবেই হউক, আর শ্লেষভাবেই হউক, সবর্ণ ও সমগুণের প্রতি ন্যূনাঙ্গ (অর্থাৎ হস্তাদিরহিত), ন্যূনেন্দ্রিয় (অর্থাৎ নেত্রাদি-রহিত) এ ং রোগী এই সকল বলিয়া গালি দিলে সার্দ্ধত্রয়োদশ পণ দণ্ড হইবে। মাতৃ উচ্চারণ বা ভগিনী উচ্চারণপূর্ব্বক গালি দিলে তাহার (রাজা) বিংশতিপণ দণ্ড করিবেন। স্বাপেক্ষ নিকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতি পূর্ব্বোক্ত গালিগালাজ করিলে উক্ত দণ্ডের অর্দ্ধ দণ্ড হইবে; পরস্ত্রী এবং স্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে ঐরূপ করিলে দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। পরস্পর-বিবাদে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ এবং মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি জাতি ইহাদিগের উচ্চতা-নীচতা-অনুসারে দণ্ড কল্পনা করিয়া লইবেন, উচ্চবর্ণের প্রতি গালিগালাজ করিলে, দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষত্রিয় গালিগালাজ করিলে, তাহার স্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া দ্বিগুণ এবং উচ্চবর্ণ বলিয়া তাহার দ্বিগুণ এই চতুর্গুণ দণ্ড অর্থাৎ পঞ্চ-বিংশতিপণ স্থলে শতপণ; বৈশ্য ঐরূপ করিলে, বৈশ্যের স্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া দ্বিগুণ এবং উচ্চবর্ণ বলিয়া তাহার ত্রিগুণ দণ্ড। শূদ্র গালিগালাজ করিলে তাহার দণ্ড—তাড়ন জিহ্বাচ্ছেদনাদি অপর স্মৃতি হইতে জ্ঞাতব্য। নীচ বর্ণের প্রতি গালিগালাজ

বর্ণানামানুলোম্যেন তস্মাদর্দ্ধার্দ্ধহানিতঃ ॥ ২১০
বাহুগ্রীবানেত্রসক্থিবিনাশে বাচিকে দমঃ ।
শত্যস্তদর্দ্ধিকঃ পাদনাসাকর্ণকরাদিষু ॥ ২১১
অশক্তস্তু বদন্নেবং দণ্ডনীয়ঃ পণান্ দশ ।
তথাশক্তঃ প্রতিভুবং দাপ্যঃ ক্ষেমায় তস্য তু ॥ ২১২
পতনীয়ে কৃতে ক্ষেপে দণ্ডো মধ্যমসাহসঃ ।
উপপাতকযুক্তে তু দাপ্যঃ প্রথমসাহসম্ ॥ ২১৩
ত্রৈবিদ্যনৃপদেবানাং ক্ষেপ উত্তমসাহসঃ ।
মধ্যমো জাতিপূগানাং প্রথমো গ্রামদেশয়োঃ ॥ ২১৪

ইতি বাক্‌পারুষ্যপ্রকরণম্ ।

অসাক্ষিকহতে চিহ্নৈর্যুক্তিভিশ্চাগমেন চ ।
দ্রষ্টব্যো ব্যবহারস্তু কূটচিহ্নকৃতো ভয়াৎ ॥ ২১৫
ভস্মপঙ্করজঃস্পর্শে দণ্ডো দশপণঃ স্মৃতঃ ।

গালিগালাজ করিলে তাহার শতপণ দণ্ড প্রতি-পাদিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে ঐরূপ করিলে তাহার অর্দ্ধ, বৈশ্যের প্রতি ঐরূপ করিলে তদর্দ্ধ পঞ্চ-বিংশতিপণ, শূদ্রকে ঐরূপ করিলে দ্বাদশপণ দণ্ড। সমর্থ ব্যক্তি বাক্য দ্বারা সমর্থ ব্যক্তির বাহু,গ্রীবা,নেত্র কিংবা সক্থির বিনাশ করিলে (অর্থাৎ "তোর বাহু ছেদন করি" ইত্যাদি বলিলে) তাহার শতপণ দণ্ড; পাদ, নাসা, কর্ণ বা কর প্রভৃতির ঐরূপ বিনাশ করিলে তদর্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চাশৎপণ দণ্ড কার্য্যে পরিণত করিলে অশক্ত ব্যক্তি, উক্তরূপ বলিলে, তাহার দশপণ দণ্ড এবং সমর্থ ব্যক্তি, অসমর্থ ব্যক্তিকে ঐরূপ বলিলে শতপণ অর্থদণ্ড অর্পণ করিয়া, (যদুদ্দেশে ঐ বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে) তাহার মঙ্গলের জন্য একজনকে জামিন দিবে। আর সুরাপায়ী ইত্যাদি পাতিত্য-সূচক গালি দিলে মধ্যম সাহস, এবং শূদ্রযাজী ইত্যাদি উপপাতকসূচক গালি দিলে প্রথম সাহস দণ্ড হইবে। বেদত্রয়বেত্তা, রাজা এবং দেবতাকে গালি দিলে উত্তমসাহস দণ্ড, জাতিসমূহের প্রতি গালি দিলে মধ্যম সাহস দণ্ড, গ্রাম এবং দেশের উল্লেখপূর্ব্বক গালি দিলে প্রথম সাহস দণ্ড হইবে। ২০৭—২১৪।

ইতি বাক্‌পারুষ্য-প্রকরণ।

আঘাতচিহ্ন ও প্রয়োজনাদি পর্য্যালোচনা এবং জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া সাবধানভাবে সাক্ষিরহিত মারপিটের মোকদ্দমা বিচার করিতে হইবে। কৃত্রিম চিহ্ন করিয়া মারপিটের মিথ্যা

অভোজ্যপ্যাদিনিষ্ঠ্যুতস্পর্শনে দ্বিগুণস্তয়ঃ ॥ ২১৬
সমেষেবং পরস্ত্রীষু দ্বিগুণস্তূত্তমেষু চ।
হীনেষ্বর্দ্ধদমো মোহমদাদিভিরদণ্ডনম্ ॥ ২১৭
বিপ্রপীড়াকরং ছেদ্যমঙ্গমব্রাহ্মণস্য তু।
উদ্‌গূর্ণে প্রথমো দণ্ডঃ সংস্পর্শে তু তদর্দ্ধিকঃ ॥ ২১৮
উদ্‌গূর্ণে হস্তপাদে চ দশবিংশতিকৌ দমৌ।
পরস্পরস্ত সর্ব্বেষাং শস্ত্রে মধ্যমসাহসম্ ॥ ২১৯
পাদকেশাংশুককরোল্লুঞ্চনেষু পণান্ দশ।
পীড়াকর্ষাংশুকাবেষ্টপাদাধ্যাসে শতং দমঃ ॥ ২২০
শোণিতেন বিনা দুঃখং কুর্ব্বন্ কাষ্ঠাদিভির্নরঃ।
দ্বাত্রিংশতং পণান্ দাপ্যো দ্বিগুণং দর্শনেঽসৃজঃ ॥ ১২১
করপাদদতো ভঙ্গে ছেদনে কর্ণনাসয়োঃ।
মধ্যো দণ্ডো ব্রণোদ্ভেদে মৃতকল্পহতে তথা ॥ ২২২
চেষ্টাভোজনবাগ্রোধে নেত্রাদি প্রতিভেদনে।
কন্ধরাবাহুসক্‌থ্নাঞ্চ ভঙ্গে মধ্যমসাহসঃ ॥ ২২৩
একং ঘ্নতাং বহূনাঞ্চ যথোক্তাদ্দ্বিগুণো দমঃ।
কলহাপহৃতং দেয়ং দণ্ডশ্চ দ্বিগুণঃ স্মৃতঃ ॥ ২২৪
দুঃখমুৎপাদয়েদ্‌যস্ত স সমুত্থানজব্যয়ম্।
দাপ্যো দণ্ডশ্চ যো যস্মিন্ কলহে সমুদাহৃতঃ ॥ ২২৫
অভিঘাতে তথাচ্ছেদে ভেদে কুড্যাবপাতনে।
পণান্ দাপ্যঃ পঞ্চদশ বিংশতিস্তদ্ব্যয়ং তথা ॥ ১২৬
দুঃখোৎপাদি গৃহে দ্রব্যং ক্ষিপন্ প্রাণহরং তথা।
ষোড়শাদ্যঃ পণান্ দাপ্যো দ্বিতীয়ো মধ্যমং দমম্ ॥ ২২৭
দুঃখে চ শোণিতোৎপাদে শাখাঙ্গচ্ছেদনে তথা।
দণ্ড্যঃ ক্ষুদ্রপশূনাঞ্চ দ্বিপণপ্রভৃতিক্রমাৎ ॥ ২২৮
লিঙ্গস্য ছেদনে মৃত্যৌ মধ্যমো মূল্যমেব চ।

মনে রাখিবেন। গাত্রে ভস্ম, পঙ্ক কিংবা ধূলি প্রদান করিলে, দশপণ দণ্ড। অপবিত্র বস্তু, পাদ-পার্ষ্ণি বা নিষ্ঠীবনজল স্পর্শ করাইলে পূর্ব্বোক্ত দণ্ড অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড (অর্থাৎ বিংশতিপণ দণ্ড) স্মৃত হইয়াছে। সমব্যক্তির প্রতি এই নিয়ম; উৎকৃষ্ট ব্যক্তির এবং পরস্ত্রীর প্রতি ঐরূপ করিলে দ্বিগুণ দণ্ড, হীনব্যক্তির প্রতি ঐরূপ করিলে অর্দ্ধ দণ্ড হইবে। চিত্তবৈকল্য বা মত্ততাদিবশতঃ উহা করিলে দণ্ড হইবে না। হীনবর্ণ, যে অঙ্গদ্বারা উচ্চ-বর্ণের পীড়া দিবে, সেই অঙ্গচ্ছেদনই তাহার দণ্ড। আঘাত করিবার নিমিত্ত শস্ত্রাদি উদ্যত করিলে প্রথমসাহস দণ্ড (শূদ্রের হস্তচ্ছেদন), আর উদ্যত করিবার নিমিত্ত স্পর্শ করিলে, প্রথম সাহসের অর্দ্ধ দণ্ড হইবে, ইহা জ্ঞাতব্য। সজাতিকে প্রহার করিলে (১) বা তদুদ্দেশে পাদ উত্তোলিত করিলে (২) যথাক্রমে দশপণ (১) এবং বিংশতিপণ (২) দণ্ড হইবে। পরস্পর হননার্থ শস্ত্র উদ্যত করিলে, সকলেরই উত্তমসাহস দণ্ড হইবে। পাদ, কেশ, বস্ত্র কিংবা হস্ত গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিলে, দশপণ দণ্ড আর বস্ত্রদ্বারা বন্ধন, গাঢ়-মর্দ্দন এবং আকর্ষণপূর্ব্বক পাদপ্রহার করিলে শতপণ দণ্ড হইবে। কাষ্ঠাদি-প্রহারে, আহত ব্যক্তির রক্তপাত না হইলে, ঐ প্রহর্ত্তা ব্যক্তির দ্বাবিংশতিপণ আর রক্তপাত হইলে তাহার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড হইবে। হস্ত পাদ কিম্বা দন্ত ভাঙ্গিয়া দিলে, কর্ণ কি নাসা ছেদন করিলে, পূর্ব্ব ব্রণ অধিক বাড়াইয়া দিলে, আর যাহাতে মানুষ মৃতকল্প হয়, সেইরূপ তাড়না করিলে, মধ্যমসাহস দণ্ড হইবে। গমন, ভোজন ও কথা-কওয়া বন্ধ করিলে; চক্ষু জিহ্বা ফুড়িয়া দিলে এবং গ্রীবা, বাহু কিংবা উরু ভাঙ্গিয়া দিলে, মধ্যমসাহস দণ্ড হইবে। ২১৫—২২৩। যে অপরাধে একজনের যে দণ্ড হইয়াছে, বহুলোকে মিলিয়া একজনকে প্রহার করিলে সেই অপরাধে তদপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ডভোগ করিতে হইবে। কলহকালে যাহার যাহা অপহরণ করিবে, তাহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে এবং তজ্জন্য অপহর্ত্তা, অপহৃত বস্তুর মূল্যাপেক্ষা দ্বিগুণ অর্থদণ্ড বহন করিতে বাধ্য। এইরূপে যে ব্যক্তি মনুষ্যের দুঃখ উৎপাদন করিবে, সে তাহা-দিগের ব্রণরোপণাদি ব্যয় দিবে এবং যাদৃশ কলহে যে দণ্ড উদাহৃত, তাহা দিবে। পরের ভিত্তি মুদ্গরাদি দ্বারা অভিহত (১), বিদারিত (২), দ্বিধাকৃত (৩) এবং ভূমিশায়িত (৪) করিলে, তাহার যথাক্রমে পঞ্চ পণ (১) দশ পণ (২) বিংশতি পণ (৩) এবং এই তিনটী অর্থাৎ পঞ্চ-ত্রিংশ পণ (৪) দণ্ড হইবে (এবং গৃহস্বামীকে পুনঃসংস্কারোপযুক্ত ধন দিবে)। যে ব্যক্তি পরকীয় গৃহে দুঃখজনক কণ্টকাদি দ্রব্য নিক্ষেপ করে এবং যে পরকীয় গৃহে বিষ-সর্পাদি প্রাণ-হর দ্রব্য নিক্ষেপ করে, তাহাদিগের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তির ষোড়শ-পণ, দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যম সাহস দণ্ড। ছাগাদি ক্ষুদ্র পশুর তাড়ন (১), রক্তপাত (২), শৃঙ্গাদি-চ্ছেদন (৩) এবং করচরণাদি অঙ্গচ্ছেদন (৪)

---

* ইহার মধ্যে অভ্যাসাদি বিবেচনায় বিষয়ের বিষম শিষ্টতা-দোষ পরিহর্ত্তব্য।

[illegible] স্থানেষু দ্বিগুণো দমঃ ॥ ২২৯
প্ররোহিশাখিনাং শাখাস্কন্ধসর্ববিদারণে।
[illegible] শাক বিংশতিদ্বিগুণো দমঃ ॥ ২৩০
[illegible] সীম্নি পুণ্যস্থানে সুরালয়ে।
জাতদ্রুমাণাং দ্বিগুণো দমো বৃক্ষেঽথ বিশ্রুতে ॥ ২৩১
গুল্মগুচ্ছক্ষুপলতাপ্রতানৌষধিবীরুধাম্।
পূর্ব্বস্মৃতাদর্দ্ধদণ্ডঃ স্থানেষুক্তেষু কর্ত্তনে ॥ ২৩২
ইতি দণ্ডপারুষ্যপ্রকরণম্।
সামান্যদ্রব্যপ্রসভহরণাৎ সাহসং স্মৃতম্।
তন্মূল্যাদ্দ্বিগুণো দণ্ডো নিহ্নবে তু চতুর্গুণঃ ॥ ২৩৩
যঃ সাহসং কারয়তি স দাপ্যো দ্বিগুণং দমম্।
যশ্চৈবমুক্তাহং দাতা কারয়েৎ স চতুর্গুণম্ ॥ ২৩৩
অর্ঘ্যাক্রোশাতিক্রমকৃদ্ভ্রাতৃভার্য্যাপ্রহারদঃ।
সন্দিষ্টস্যাপ্রদাতা চ সমুদ্রগৃহভেদকৃৎ ॥ [illegible]
সামন্তকুলিকাদীনামপকারস্য কারকঃ।
পঞ্চাশৎপণিকো দণ্ড এষামিতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ২৩৬
স্বচ্ছন্দং বিধবাগামী বিক্রুষ্টে নাভিধাবকঃ।
অকারণে চ বিক্রোষ্টা চণ্ডালশ্চোত্তমান্ স্পৃশন্ ॥ ২৩৭
শূদ্রঃ প্রব্রজিতানাঞ্চ দৈবে পিত্রে চ ভোজকঃ।
অযুক্তং শপথং কুর্ব্বন্নযোগ্যোঽযোগ্যকর্ম্মকৃৎ ॥ ২৩৮
বৃষক্ষুদ্রপশূনাঞ্চ পুংস্ত্বস্য প্রতিঘাতকৃৎ।
সাধারণস্যাপলাপী দাসীগর্ভবিনাশকৃৎ ॥ ২৩৯
পিতৃপুত্রস্বসৃভ্রাতৃদম্পত্যাচার্য্যশিষ্যকাঃ।
এষামপতিতান্যোন্যত্যাগী চ শতদণ্ডভাক্ ॥ ২৪০
ইতি সাহসপ্রকরণম্।
বসানস্ত্রীন্ পণান্ দণ্ড্যো নেজকস্তু পরাংশুকম্।
বিক্রয়াবক্রয়াধানযাচিতেষু পণান্ দশ ॥ ২৪১

করিলে যথাক্রমে দ্বিপণ (১), চতুষ্পণ (২), ষট্‌পণ (৩) এবং অষ্টপণ (৪) দণ্ড হইবে। উহাদিগের লিঙ্গচ্ছেদন কিংবা হত্যা করিলে মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে এবং স্বামীকে পশুমূল্য দিতে হইবে। গবাদি মহাপশুর এই সকল করিলে যথাযথ উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। প্ররোহিশাখী অর্থাৎ বটাদি বৃক্ষ এবং আম্র-পনসাদি-উপজীব্যবৃক্ষের শাখাচ্ছেদন (১), স্কন্দচ্ছেদন (২) এবং সমূহচ্ছেদন (৩) করিলে, যথাক্রমে বিংশতিপণ (১) চত্বারিংশৎপণ (২) এবং অশীতিপণ (৩) দণ্ড হইবে। চৈত্যসমীপে, শ্মশান, সীমা, পুণ্যস্থান ও সুরালয় সন্নিধানে সম্ভূত বৃক্ষ এবং পিপ্পল-পলাশাদি বিখ্যাত বৃক্ষের শাখাদি ছেদন করিলে যথোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। পূর্ব্বোক্ত স্থানোৎপন্ন মালতী প্রভৃতি গুল্ম কণ্টকাদি গুচ্ছ, করবীরাদি ক্ষুপ, মাধবী প্রভৃতি লতা, সারিবাদি প্রতান, শালি প্রভৃতি ওষধি এবং গুড়ূচি প্রভৃতি বীরুধ-ছেদনে উক্ত দণ্ডের অর্দ্ধদণ্ড হইবে। ২২৪—২৩২।

ইতি দণ্ডপারুষ্য-প্রকরণ।

সাধারণের দ্রব্য অথবা পরকীয় দ্রব্যের বলপূর্ব্বক হরণের নাম সাহস (দস্যুতা প্রভৃতি)। যে সাহস করে তাহার, হৃতদ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা দ্বিগুণদণ্ড, আর যে সাহস করিয়া অপলাপ করে, "কৈ আমি ত এমন কার্য্য করি নাই" তাহার চতুর্গুণ অর্থদণ্ড হইবে। যে ব্যক্তি সাহস কার্য্য করিতে আদেশ করে, তাহার দ্বিগুণ দণ্ড, আর যে আমি ধন দিব এইরূপ অর্থের লোভ দেখাইয়া সাহসকর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, তাহার চতুর্গুণ দণ্ড। যে পূজনীয় লোককে গালি দেয় এবং তাঁহাদিগের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, যে ভ্রাতৃভার্য্যাকে প্রহার করে, যে দানে প্রতিশ্রুত হইয়া দান না করে, যে মুদ্রিত গৃহ (গৃহস্বামীর বিনা অনুমতিতে) উদ্‌ঘাটিত করে এবং যে নিজক্ষেত্রাদি-সন্নিহিত-ক্ষেত্রাদি স্বামী, স্ববংশোদ্ভব এবং গ্রামবাসীর প্রতি অপকার করে, তাহাদিগের পঞ্চাশৎপণ দণ্ড হইবে, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। যে বিনানিয়োগে নিজের ইচ্ছামত বিধবা স্ত্রীতে উপগত হয়, যে বিক্রুষ্ট (অর্থাৎ চৌরাদি-ভীত ব্যক্তিকর্ত্তৃক পরিত্রাণার্থ আহূত) হইয়া সামর্থ্য থাকিতেও তদর্থ যত্ন না করে, যে বিনা কারণে আর্ত্তনাদ করে, যে চণ্ডাল হইয়া উত্তমর্ণকে স্পর্শ করে, যে শূদ্র প্রব্রজিত দিগম্বরাদিকে দৈবপিত্র্য কার্য্যে ভোজন করায়, যে অযুক্ত শপথ করে, যে অযোগ্য হইয়া যোগ্যাপযুক্ত কর্ম্ম করে (যথা—শূদ্রের বেদাধ্যয়ন), যে বৃষ এবং ছাগাদি ক্ষুদ্র পশুর পুংস্ত্ব বিনষ্ট করে, যে সাধারণ বস্তুর অপলাপ করে, যে দাসীর গর্ভ বিনষ্ট করে এবং যে ত্যাগের উপযুক্ত কারণ ব্যতীত পিতা পুত্র, ভগিনী, ভ্রাতা, স্বামী, স্ত্রী, আচার্য্য, শিষ্য, ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কাহাকেও পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার শতপণ দণ্ড হইবে। ২৩২—২৪০

ইতি সাহস-প্রকরণ।

রজক, শোধনার্থ সমর্পিত পরকীয় বস্ত্র পরিধান করিলে তিন পণ আর বিক্রয় করিলে, ভাড়া দিলে বন্ধক রাখিলে অথবা যাচিত হইয়া উৎসবাদি কর্ণনার্থ বন্ধু ব্রাহ্মণদিগকে পরিধান করিতে

পিতাপুত্রবিরোধে তু সাক্ষিণাং ত্রিপণো দমঃ।
অন্তরে চ তয়োর্যঃ স্যাত্তস্যাপ্যষ্টগুণো দমঃ॥ ২৪২
তুলাশাসনমানানাং কূটকৃন্নাণকস্য চ।
এভিশ্চ ব্যবহর্তা যঃ স দাপ্যো দণ্ডমুত্তমম্॥ ২৪৩
অকূটং কূটকং ব্রূতে কূটং যশ্চাপ্যকূটকম্।
স নাণকপরীক্ষী তু দাপ্য উত্তমসাহসম্॥ ২৪৪
ভিষঙ্মিথ্যাচরন্ দাপ্যস্তির্যক্ষু প্রথমং দমম্।
মানুষে মধ্যমং রাজমানুষেষূত্তমং দমম্॥ ২৪৫
অবন্ধ্যং যশ্চ বধ্নাতি বন্ধ্যং যশ্চ প্রমুঞ্চতি।
অপ্রাপ্তব্যবহারঞ্চ স দাপ্যো দণ্ডমুত্তমম্॥ ২৪৬
মানেন তুলয়া বাপি যোঽংশমষ্টমকং হরেৎ।
দণ্ডং স দাপ্যো দ্বিশতং বৃদ্ধৌ হানৌ চ কল্পিতম্॥
ভেষজস্নেহলবণ-গন্ধধান্যগুড়াদিষু।
পণ্যেষু প্রক্ষিপন্ হীনং পণান্ দাপ্যস্তু ষোড়শ॥ ২৪৮
মৃচ্চর্মমণিসূত্রায়ঃকাষ্ঠবল্কলবাসসাম্।
অজাতৌ জাতিকরণে বিক্রেয়াষ্টগুণো দমঃ॥ ২৪৯
সমুদ্গপরিবর্ত্তঞ্চ সারভাণ্ডঞ্চ কৃত্রিমম্।
আধানং বিক্রয়ং বাপি নয়তো দণ্ডকল্পনা॥ ২৫০
ভিন্নে পণে তু পঞ্চাশৎপণে তু শতমুচ্যতে।
দ্বিপণে দ্বিশতো দণ্ডো মূল্যবৃদ্ধৌ চ বৃদ্ধিমান্॥ ২৫১
সম্ভূয় কুর্বতামর্ঘ্যং সবাধঃ কারুশিল্পিনাম্।
অর্ঘ্যস্য হ্রাসং বৃদ্ধিং বা জানতাং দম উত্তমঃ॥ ২৫২
সম্ভূয়বণিজাং পণ্যমনর্ঘ্যেণোপরুন্ধতাম্।
বিক্রীণতাং বা বিহিতো দণ্ড উত্তমসাহসঃ॥ ২৫৩
রাজনি স্থাপ্যতে যোঽর্ঘ্যঃ প্রত্যহং তেন বিক্রয়ঃ।
ক্রয়ো বানিঃস্রবস্তস্মাদ্বণিজাং লাভকৃৎ স্মৃতঃ॥ ২৫৪
স্বদেশপণ্যে তু শতং বণিগ্‌গৃহ্ণীত পঞ্চকম্।
দশকং পারদেশ্যে তু যঃ সদ্যঃ ক্রয়বিক্রয়ী॥ ২৫৫

দিলে দশপণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। যাহারা পিতা-পুত্রের বিরোধে সাক্ষ্য প্রদান করিতে অঙ্গীকার করে, তাহাদিগের তিনপণ দণ্ড। আর যে পিতা-পুত্রে সপণবিবাদে প্রতিভূ হয় অথবা কলহ বাধাইয়া দেয়, তাহার ত্রিপণের আটগুণ অর্থাৎ চতুর্বিংশতিপণ দণ্ড। যে তুলাদণ্ড, শাসনপত্র, দ্রোণপ্রস্থ প্রভৃতি মান এবং নাণক অর্থাৎ মুদ্রাচিহ্নিত নিষ্কাদি এই সকল বস্তু কূট করে (অর্থাৎ অসদুপায়ে প্রস্তুত বা ন্যূনাধিক করে), তাহার এবং যে কৃত-কূট এই সকল বস্তু ব্যবহার করে,তাহার উত্তমসাহস দণ্ড। যে নাণক পরীক্ষক প্রকৃত অকূটকে কূট বলে অথবা কূটকে অকূট বলে, তাহার উত্তমসাহস দণ্ড। আয়ুর্বেদ না জানিয়া কেবল জীবিকা নির্ব্বাহার্থ কোন পশু পক্ষীকে মিথ্যা চিকিৎসা করিলে চিকিৎসকের প্রথমসাহস দণ্ড; সাধারণ মনুষ্যকে ঐরূপ করিলে মধ্যমসাহস, রাজপুরুষকে উহা করিলে উত্তমসাহস দণ্ড হইবে। যে বন্ধনে অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে বন্ধন করে এবং যে ব্যবহার পরিদর্শন না হইতেই বদ্ধ ব্যক্তিকে মোচন করে, তাহার উত্তমসাহস দণ্ড। যে ব্যক্তি, মান বা তুলাদ্বারা তোলন করিতে করিতে কোন কৌশলে ধান্যাদি পণ্য-বস্তুর অষ্টম ভাগের একভাগ হরণ করে, তাহার দ্বিশত পণ দণ্ড। অপহৃত বস্তুর হ্রাস-বৃদ্ধিতে দণ্ডেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে। ঔষধ, ঘৃত-তৈলাদি স্নেহ-দ্রব্য, লবণ, কুঙ্কুমাদি গন্ধ দ্রব্য, গুড় প্রভৃতি পণ্য-দ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত করিলে, ষোড়শ পণ দণ্ড হইবে। ২৪১–২৪৮। অপকৃষ্ট সুতরাং হীন-মূল্য মৃত্তিকা, চর্ম্ম স্ফটিকাদি মণি, সূত্র, লৌহ, বল্কল এবং বস্ত্রের বহুমূল্যতার জন্য কৃত্রিম উৎকর্ষ সম্পাদন করিলে, বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা আটগুণ অর্থদণ্ড হইবে। পরিবর্ত্তিত মুদ্রিত পেটিকা (মনে কর একটী মুক্তাপূর্ণ পেটিকা আছে, আর একটী কাচপূর্ণ পেটিকা আছে, তন্মধ্যে মুক্তাপূর্ণ পেটিকা দেখাইয়া মূল্যাদি নির্দ্ধারণ করিয়া, দিবার সময় কৌশলে প্রদত্ত কাচপূর্ণ পেটিকা) কিংবা কৃত্রিম-প্রস্তুত কস্তূরিকাদি সারভাণ্ড বন্ধক রাখিলে বা বিক্রয় করিলে নিম্নলিখিত রীতিক্রমে দণ্ডনির্ণয় জানিবে। যথা,—এক পণের ন্যূন মূল্যে বিক্রয়াদি করিলে পঞ্চাশৎ পণ, একপণ মূল্যে উহা করিলে শতপণ, দুই পণ মূল্যে করিলে দ্বিশতপণ দণ্ড। ইহার অতিরিক্ত মূল্যে করিলে উক্ত রীতি-অনুসারে দণ্ডেরও বৃদ্ধি হইবে। যে সকল বণিক্‌-বৃন্দ, রাজনিরূপিত মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি জানিয়াও জোট বাঁধিয়া, কারু এবং শিল্পীদিগের কষ্টকর মূল্য বৃদ্ধি করে, তাহাদিগের উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। যে সকল বণিক্, জোট বাঁধিয়া দেশান্তরাগত পণ্য হীন মূল্যে লইবার জন্য অবরুদ্ধ করে, অথবা দেশান্তরাগত পণ্য একমূল্যে গ্রহণ করিয়া তদপেক্ষা বহুমূল্যে বিক্রয় করে, তাহাদিগের প্রত্যেকের উত্তম-সাহস দণ্ড হইবে। রাজা বিশেষ পরিদর্শনপূর্ব্বক যে মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন, প্রত্যহ তদনুসারে ক্রয়-বিক্রয় হইবে, সেই মূল্য হইতে অবশিষ্ট ভাগই লভ্যাংশ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। আর যে বণিক্ ক্রয় করিয়া সদ্যই বিক্রয় করে, সে স্বদেশজাত

পণ্যস্তোপরি সংস্থাপ্য ব্যয়ং পণ্যসমুদ্ভবম্।
অর্ঘ্যোহনুগ্রহকৃৎ কার্য্যঃ ক্রেতুর্ব্বিক্রেতুরেব চ ॥ ২৫৬
গৃহীতমূল্যং যঃ পণ্যং ক্রেতুর্নৈব প্রযচ্ছতি।
সোদয়ং তস্য দাপ্যোহসৌ দিগ লাভং বা দিগাগতে
বিক্রীতমপি বিক্রেয়ং পূর্ব্বক্রেতর্য্যগৃহ্ণতি।
হানিশ্চেৎ ক্রেতৃদোষেণ ক্রেতুরেবহি সা ভবেৎ ॥২৫৮
রাজদৈবোপঘাতেন পণ্যে দোষমুপাগতে।
হানির্ব্বিক্রেতুরেবাসৌ যাচিতস্যাপ্রযচ্ছতঃ ॥ ২৫৯
অন্যহস্তে চ বিক্রীতং দুষ্টং বা দুষ্টবদ্যদি।
বিক্রীণীতে দমস্তত্র মূল্যাৎ তু দ্বিগুণো ভবেৎ ॥ ২৬০
ক্ষয়ং বৃদ্ধিঞ্চ বণিজা পণ্যানামবিজানতা।

পণ্যদ্রব্য হইতে প্রতি শত-পণে পাঁচপণ লাভ করিবে, আর পরদেশীয় পণ্যে দশপণ গ্রহণ করিবে। রাজা পণ্যের প্রকৃত মূল্য এবং আনয়নাদি-ব্যয় হিসাব করিয়া এইরূপ মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন, যাহাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই ক্ষতি না হয়। যে বণিক্, মূল্য গ্রহণ করিয়া, ক্রেতা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও তাহাকে বিক্রীত দ্রব্য অর্পণ না করে, সে পরে ক্রেতাকে তাহা বৃদ্ধিসমেত প্রদান করিতে বাধ্য অর্থাৎ বিক্রয়াদিদ্বারা যাহা লাভ হইবে, তৎসমেত কিংবা সুদসমেত ক্রেতার ইচ্ছানুসারে দিতে হইবে, স্বদেশীয় ক্রেতার পক্ষে এই নিয়ম; আর দেশান্তর-সমাগত ক্রেতাকে,—তদ্দেশে বিক্রয় করিলে যে লাভ হয়, তৎসমেত দিতে হইবে। বিক্রেতা প্রদান করিতে চাহিলেও ক্রেতা যদি ক্রীত পণ্যদ্রব্য গ্রহণ না করে, অথচ দেবোপদ্রব কি রাজোপদ্রবে তাহা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে সে হানি ক্রেতারই হইবে। কেননা, ক্রেতা গ্রহণ করে নাই বলিয়াই ত হানি হইয়াছে। পক্ষান্তরে ক্রেতা গ্রহণ করিতে চাহিলেও বিক্রেতা যদি বিক্রীত দ্রব্য প্রদান না করে, এমত অবস্থায় রাজোপদ্রব বা দেবোপদ্রবে ঐ দ্রব্য বিনষ্ট হইলে, সে হানি বিক্রেতারই জানিবে। অন্যের নিকট বিক্রীত দ্রব্য অপরের নিকট বিক্রয় করিলে, কিংবা সদোষ দ্রব্য নির্দ্দোষ বলিয়া বিক্রয় করিলে, বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যাপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ক্রেতা দ্রব্যক্রয়ের পর তাহার মূল্য অধিক হইয়াছে কিনা, ইহা না জানিয়া এবং বিক্রেতা দ্রব্য বিক্রয়ের পর তাহার মূল্য অল্প হইয়াছে কিনা, ইহা না জানিয়া ক্রয়-বিক্রয়-নিবন্ধন অনুতাপ করিতে পারিবে না। যদি

ক্রীত্বা নানুশয়ঃ কার্য্যঃ কুর্ব্বন্ ষড়্ভাগদণ্ডভাক্ ॥২৬১
ইতি বিক্রীয়াসম্প্রদানপ্রকরণম্।
সমবায়েন বণিজাং লাভার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বতাম্।
লাভালাভৌ যথাদ্রব্যং যথা বা সংবিদা কৃতৌ ॥ ২৬২
প্রতিষিদ্ধমনাদিষ্টং প্রমাদাদ্যচ্চ নাশিতম্।
স তদ্দদ্যাদ্বিপ্লবাচ্চ রক্ষিতাদ্দশমাংশভাক্ ॥ ২৬৩
অর্ঘ্যপ্রক্ষেপণাদ্বিংশং ভাগং শুল্কং নৃপো হরেৎ।
ব্যাসিদ্ধং রাজযোগ্যঞ্চ বিক্রীতং রাজগামি তৎ ॥ ২৬৪
মিথ্যা বদন পরীমাণং শুল্কস্থানাদপাসরন্।
দাপ্যাস্তষ্টগুণং যশ্চ সব্যাজক্রয়বিক্রয়ী ॥ ২৬৫
তরিকঃ স্থলজং শুল্কং গৃহ্নন্ দাপ্যঃ পণান্ দশ।
ব্রাহ্মণপ্রতিবেশ্যানামেতদেবানিমন্ত্রণে ॥ ২৬৬

করে, তাহা হইলে যথাসম্ভব ক্রীত-বিক্রীত-দ্রব্য-মূল্যের ষষ্ঠাংশের একাংশ দণ্ড হইবে। ২৪৯—২৬১।

ইতি বিক্রীয়াসম্প্রদান-প্রকরণ।

যে সকল বণিক্ মিলিত হইয়া, লাভের জন্য ব্যবসায় করে (অর্থাৎ কোম্পানি), তাহাদিগের যে যেমন অংশ প্রদান করিয়াছে, তদনুসারে কিংবা পরস্পরের যেমন স্বীকার করা থাকিবে, তদনুসারে লাভালাভ জানিবে। এই কোম্পানির অন্তর্গত যে ব্যক্তি সাধারণের নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়া দ্রব্য ক্ষতি করে, সাধারণের অনুমতি বিনা কার্য্য করিয়া দ্রব্য ক্ষতি করে, অথবা যে নিজের অসাবধানতায় ক্ষতি করে, সে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবে, আর যে বিপৎকালে পরিত্রাণ করে, সে সাধারণ লভ্যাংশের দশভাগের একভাগ অধিক লাভ পাইবে। রাজা মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেন বলিয়া পণ্যদ্রব্যের লভ্যাংশ * হইতে বিংশতি ভাগের একভাগ শুল্ক গ্রহণ করিবেন। রাজা যাহা বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এইরূপ দ্রব্য এবং রাজোচিত উৎকৃষ্ট দ্রব্য বিক্রীত হইতে আসিলে, রাজা তাহা গ্রহণ করিবেন। যে বণিক্ শুল্ক বঞ্চনার্থ পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ-বিষয়ে মিথ্যা কথা কহে, যে শুল্ক গ্রহণস্থান হইতে পার্শ্বকর্ত্তন করিয়া অপসৃত হয় এবং যে বিবাদি-দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করে, তাহাদিগের পণ্যদ্রব্যাপেক্ষা আটগুণ দণ্ড হইবে। নৌশুল্ক গ্রহণে নিযুক্ত ব্যক্তি, স্থলজ-শুল্ক গ্রহণ করিলে, দশ পণ দণ্ড। প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ পরিত্যাগ করিয়া

---

* পণ্যদ্রব্যের মূল্য হইতে বিংশতি ভাগের এক ভাগ, ইহা মিতাক্ষরাসম্মত ব্যাখ্যা।

দেশান্তরগতে প্রেতে দ্রব্যং দায়াদবান্ধবাঃ।
জ্ঞাতয়ো বা হরেয়ুস্তদাগতাস্তৈর্বিনা নৃপঃ॥ ২৬৭
জিহ্মং ত্যজেয়ুর্নির্লাভমশক্তোঽন্যেন কারয়েৎ।
অনেন বিধিরাখ্যাত ঋত্বিক্কর্ষককর্ম্মিণাম্॥ ২৬৮
ইতি সম্ভূয়সমুত্থানম্।
গ্রাহকৈর্গৃহ্যতে চৌরো লোপ্ত্রেণাথ পদেন বা।
পূর্ব্বকর্ম্মাপরাধী চ তথা চাশুদ্ধবাসকঃ॥ ২৬৯
অন্যেঽপি শঙ্কয়া গ্রাহ্যা জাতিনামাদিনিহ্নবৈঃ।
দ্যূতস্ত্রীপানসক্তাশ্চ শুষ্কভিন্নমুখস্বরাঃ॥ ২৭০

অপর ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিলে * তাহারও, এই দণ্ড। সম্ভূয়-বণিকের (অর্থাৎ কোম্পানির) অন্তর্গত কোন ব্যক্তি দেশান্তরে দেহত্যাগ করিলে, সেই সমবেত বাণিজ্যে, তাহার যে ধন থাকিবে, তাহা, তৎপুত্রাদি, মাতুলাদি, বন্ধু, জ্ঞাতি, প্রত্যাগত অপর বণিক্-গণ (অর্থাৎ কোম্পানির অন্যান্য অংশীদারগণ) অথবা রাজা গ্রহণ করিবেন †। ইহার মধ্যে যে বঞ্চক হইবে, তাহাকে লাভরহিত করিয়া বহিষ্কৃত করিবে। এই কোম্পানির মধ্যে ভারপ্রাপ্ত যে ব্যক্তি, স্বয়ং ভাণ্ড পর্য্যবেক্ষণ, আয়-ব্যয় পরিদর্শন করিতে অশক্ত হইবে, সে অপরের দ্বারা করা-ইবে। কোম্পানির পক্ষে যে নিয়ম, ঋত্বিক্, কর্ষক এবং শিল্পকর্ম্মোপজীবীদিগেরও তদ্দ্বারাই নিয়ম কীর্ত্তন করা হইল। ২৬২—২৬৮।

ইতি সম্ভূয়সমুত্থান-প্রকরণ।

রাজপুরুষগণ, কোন এক স্থানে চৌর্য্য হইলে, যাহার নিকট অপহৃত বস্তু পাওয়া যাইবে, যাহার বিশেষ কোন চৌর্য্যচিহ্ন থাকিবে, পূর্ব্বে অন্ততঃ একবার যাহার চৌর্য্যাপরাধ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, অথবা যাহার অবস্থিতি, সাধারণের সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহে, তাহাদিগকে চোর বলিয়া ধরিতে পারিবে। সন্দেহ হইলে, এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি ব্যক্তিকে ধরিতে পারে; যথা—যাহারা জাতি, নাম, বংশাদির অপলাপ করে, যাহারা দ্যূত, বারাঙ্গনা, মদ্য-পানাদি-ব্যসনে অত্যাসক্ত, রক্ষিগণ জিজ্ঞাসা করিলে যাহাদের মুখ শুষ্ক হয় বা স্বর-পরিবর্ত্ত হয়, যাহারা

* ক্ষমতা থাকিতে শ্রাদ্ধাদিকালে প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ না করিলে,—ইহা মিতাক্ষরার ব্যাখ্যা।

† অধিকারীক্রম পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে জানিবে, অপরাপর অংশীদারগণের অধিকার বিধান এবং ব্রাহ্মণাদির অধিকার-নিষেধই এই বচনের উদ্দেশ্য।

পরদ্রব্যগৃহাণাঞ্চ প্রচ্ছন্না গূঢ়চারিণঃ।
নিরায়া ব্যয়বন্তশ্চ বিনষ্টদ্রব্যবিক্রয়াঃ॥ ২৭১
গৃহীতঃ শঙ্কয়া চৌর্য্যে নাত্মানং চেদ্বিশোধয়েৎ।
দাপয়িত্বা হৃতং দ্রব্যং চৌরদণ্ডেন দণ্ডয়েৎ॥ ২৭২
চৌরং প্রদাপ্যাপহৃতং ঘাতয়েদ্বিবিধৈর্ব্বধৈঃ।
সচিহ্নং ব্রাহ্মণং কৃত্বা স্বরাষ্ট্রাদ্বি প্রবাসয়েৎ॥ ২৭৩
ঘাতিতেঽপহৃতে দোষো গ্রামভর্ত্তুরনির্গতে।
বিবীতভর্ত্তুস্তু পথি চৌরোদ্ধর্ত্তুরবীতকে॥ ২৭৪
স্বসীম্নি দদ্যাদ্গ্রামস্তু পদং বা যত্র গচ্ছতি।
পঞ্চগ্রামী বহিঃক্রোশাদ্দশগ্রাম্যথবা পুনঃ॥ ২৭৫
বন্দিগ্রাহাংস্তথা বাজিকুঞ্জরাণাঞ্চ হারিণঃ

বিনা কারণে পরধন এবং পরগৃহের বিবরণ জিজ্ঞাসা করে, যাহারা প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করে, যাহাদিগের আয় নাই, ব্যয় আছে এবং যাহারা প্রায়শঃ ভগ্ন, ভিন্ন, স্ফুটিত দ্রব্য বিক্রয় করে। চৌর্য্যশঙ্কায় ধৃত ব্যক্তি আত্মবিশুদ্ধিপ্রমাণ দিতে না পারিলে, বিচারক, তাহার নিকট হইতে স্বামীকে অপহৃত দ্রব্য দেওয়াইবেন এবং তাহাকে চৌরদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। (চৌরদণ্ড যথা,—অপহৃত বস্তু চৌরের নিকট হইতে স্বামীকে দেওয়াইয়া শূলা-রোহণাদি বিবিধ উপায়ে তাহার বধদণ্ড করিবেন। দশকুম্ভাধিক ধান্য, শতপলাধিক সুবর্ণাদি হরণেও এই দণ্ড)। আর ব্রাহ্মণচৌরের ললাটে চিহ্ন দিয়া রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন দণ্ড করিবেন। গ্রাম-মধ্যে নরহত্যা বা দ্রব্যাপহরণ হইলে, সে দোষ গ্রামরক্ষকের; অতএব চোর ধরিতে না পারিলে হৃতধন ধনীকে অর্পণ করিয়া সেই দোষ পরিহার করা কর্ত্তব্য। চৌরের নির্গমন-চিহ্ন দেখাইতে না পারিলে, উক্ত নিয়ম জানিবে। বিবীত স্থলে অপহরণাদি হইলে, সে দোষ বিবীত-পালকের; পথ বা বিবীত ভিন্ন অপর কোন ক্ষেত্রাদিতে অপ-হরণাদি হইলে সে দোষ রক্ষীদিগের (দোষপরিহার পূর্ব্বোক্তরূপে করিতে হইবে)। গ্রাম-সীমান্তভাগে অপহরণাদি হইলে গ্রামবাসীকেই চোর ধরিয়া দিতে হইবে, অথবা ধনীকে অপহৃত বস্তু দিতে হইবে। নির্গমন-পদচিহ্ন গ্রামান্তরে প্রবিষ্ট হইলে, সেই গ্রাম-পালক প্রভৃতিকেই উহা করিতে হইবে। বহু গ্রামের মধ্যস্থলে এক ক্রোশ তফাতে অপহরণাদি হইলে, পঞ্চ গ্রামের লোক বা দশ গ্রামের লোক, উহার উক্তরূপে প্রতিবিধান করিবে। (কোনরূপে কোন উপায় না হইলে, রাজা নিজ কোষাগার হইতে,

প্রসহ্যঘাতিনশ্চৈব শূলমারোপয়েন্নরান্ ॥ ২৭৭
উৎক্ষেপকগ্রন্থিভেদৌ করসন্দংশহীনকৌ ।
কার্য্যৌ দ্বিতীয়াপরাধে করপাদৈকহীনকৌ ॥ ২৭৭
ক্ষুদ্রমধ্যমহাদ্রব্যহরণে সারতো দমঃ
দেশকালবয়ঃশক্তীঃ সঞ্চিন্ত্য দণ্ডকর্ম্মণি ॥ ২৭৮
ভক্তাবকাশাগ্ন্যুদকমন্ত্রোপকরণব্যয়ান্ ।
দত্ত্বা চৌরস্য হন্তুর্ব্বা জানতো দম উত্তমঃ ॥ ২৭৯
শস্ত্রাবপাতে গর্ভস্য পাতনে চোত্তমো দমঃ ।
উত্তমো বাধমো বাপি পুরুষস্ত্রীপ্রমাপণে ॥ ২৮০
বিপ্রদুষ্টাং স্ত্রিয়ঞ্চৈব পুরুষঘ্নীমগর্ভিণীম্ ।
সেতুভেদকরীঞ্চাপ্সু শিলাং বদ্ধা প্রবেশয়েৎ ॥ ২৮১
বিষাগ্নিদাং পতিগুরুনিজাপত্যপ্রমাপিণীম্ ।
বিকর্ণকরনাসৌষ্ঠীং কৃত্বা গোভিঃ প্রমাপয়েৎ ॥ ২৮২
অবিজ্ঞাতহতস্যাশু কলহং সুতবান্ধবাঃ ।
প্রষ্টব্যা যোষিতশ্চাস্য পরপুংসি রতাঃ পৃথক্ ॥ ২৮৩
স্ত্রীদ্রব্যবৃত্তিকামো বা কেন বায়ং গতঃ সহ ।
মৃত্যুদেশসমাসন্নং পৃচ্ছেদ্বাপি জনং শনৈঃ ॥ ২৮৪
ক্ষেত্রবেশ্মবনগ্রামবিবীতখলদাহকাঃ ।
রাজপত্ন্যভিগামী চ দগ্ধব্যাস্তু কটাগ্নিনা ॥ ২৮৫
ইতি স্তেয়প্রকরণম্ ।
পুমান্ সংগ্রহণে গ্রাহ্যঃ কেশাকেশি পরস্ত্রিয়াঃ ।
সদ্যো বা কামজৈশ্চিহ্নৈঃ প্রতিপত্তৌ দ্বয়োস্তথা ॥ ২৮৬
নীবীস্তনপ্রাবরণসক্থিকেশাভিমর্শনম্ ।
আদেশকালসম্ভাষং সহৈকস্থানমেব চ ॥ ২৮৭

ধনীকে অপহৃত ধন দিবেন) বন্দিগ্রাহী, অশ্বগজাপহারী এবং বলপূর্ব্বক হত্যাকারী, এই সকল লোককে, শূলে আরোপিত করিবেন। উৎক্ষেপক (অর্থাৎ ছিটকে চোর), গ্রন্থিভেদক (অর্থাৎ গাঁইট কাটা) ইহাদিগকে যথাক্রমে করচ্ছেদ এবং অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনীচ্ছেদ কর্ত্তব্য। ইহারা দ্বিতীয়বার এইরূপ অপরাধ করিলে, এক এক হস্ত ও পাদ ছেদন করিবে। ক্ষুদ্র (মধ্যম দ্রব্য) এবং মহাদ্রব্যহরণে অপহৃত দ্রব্যের মূল্যানুসারে দণ্ড কল্পনা করিবার পূর্ব্বে দেশ, কাল, বয়ঃ, শক্তি, জাতি প্রভৃতিরও চিন্তা করিয়া দেখিবে। —২৬৯—২৮০। যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া, চৌরকে অথবা হত্যাকারীকে আহার, থাকিবার স্থান, শীতাপনোদনাদির জন্য অগ্নি, তৃষ্ণায় জল, অকার্য্যে মন্ত্রণা, তাহার উপকরণ ও সেই কার্য্যের ব্যয় প্রদান করে, তাহার উত্তমসাহস দণ্ড। পরগাত্রে শস্ত্রাঘাত করিলে ; কিংবা দাসী ও ব্রাহ্মণী ভিন্ন অপরের গর্ভ পাতিত করিলে, উত্তমসাহস দণ্ড। পুরুষ বা স্ত্রী-হত্যা করিলে, হত ও ঘাতকের-গুণাদি অনুসারে, উত্তমসাহস ও মধ্যমসাহস দণ্ড হইবে। অতিশয় দোষান্বিতা, স্বগর্ভপাতিনী, পুরুষহন্ত্রী এবং সেতুভঙ্গকারিণী স্ত্রীকে গলায় প্রস্তর বাঁধিয়া জলে নিমজ্জিত করিবে। যদি তৎকালে তাহার গর্ভ না থাকে। যে পরবধার্থ বিষ প্রয়োগ করে, যে দাহার্থ গৃহাদিতে অগ্নি প্রদান করে, এবং যে স্বামী অথবা গুরুজন অথবা নিজ কন্যা-পুত্র হত্যা করে, তাহাকে কর্ণ, নাসা, হস্ত ও ওষ্ঠ ছেদনপূর্ব্বক বলীবর্দ্দ দ্বারা মারিয়া ফেলিবে। কাহারও গুপ্তহত্যা হইলে, (রাজনিযুক্ত রক্ষিগণ) হত ব্যক্তির পুত্র এবং অপরাপর বন্ধু-বান্ধবগণকে জিজ্ঞাসা করিবে,—"ইহার সহিত কাহারও কলহ ছিল কি না?" ইহাও বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে,—"এ ব্যক্তির কোন স্ত্রী ব্যভিচারিণী কি না?* আর জিজ্ঞাসা করিবে) এ ব্যক্তি পরস্ত্রীতে আসক্ত ছিল কিনা? পরদ্রব্যে অভিলাষী ছিল কিনা? কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক ছিল? (যদি স্থানান্তরে গুপ্তহত্যা হইয়া থাকে ত জিজ্ঞাসা করিবে,—) কাহার সহিত গিয়াছিল? যে স্থানে হত্যা হইবে, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের লোককে তাহাদিগের বিশ্বাসী হইয়া সুশান্তভাবে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। যাহারা পকশস্যপূর্ণ ক্ষেত্র, গৃহ, বন, গ্রাম, বিবীত অথবা খল দগ্ধ করে এবং রাজভার্য্যায় উপগত হয়, তাহাদিগকে বীরণবহ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া মারিবে। ২৮১—২৮৫।

ইতি স্তেয়প্রকরণ।

পরস্ত্রীর সহ কেশগ্রহণপূর্ব্বক ক্রীড়া বা পরস্পরের দেহে অভিনব নখক্ষতাদি চিহ্ন দর্শন করিলে অথবা ঐ স্ত্রী ও ঐ পুরুষ উভয়ে যদি নিজ মুখে স্বীকার করে, তাহা হইলে পুরুষকে পরস্ত্রীগমনে প্রবৃত্ত বলিয়া গ্রহণ করিবে। (সানুরাগ পরস্ত্রীর) নীবিস্তনাবরণ-বস্ত্র, জঘন এবং কেশাদি স্পর্শ, নির্জ্জনাদি প্রদেশে ও নিশীথাদি কালে পরস্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ এবং উহার সহিত একাসনোপবেশন ইত্যাদি লক্ষণে তৎকর্ত্তা পুরুষকে পরস্ত্রীগমন-প্রবৃত্ত

*আর ইহার পত্নীকে এবং যে সকল ব্যভিচারিণী নারী আছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে,—(অনন্তর পরশ্লোকের সহিত অন্বয়।) ইহা মিতাক্ষরা-সম্মত ব্যাখ্যা।

স্ত্রীনিষেধে শতং দদ্যাদ্বিশতন্তু দমং পুমান্।
প্রতিষেধে দ্বয়োর্দ্দণ্ডো যথা সংগ্রহণে তথা॥ ২৮৮
স্বজাতাবুত্তমো দণ্ড আনুলোম্যে তু মধ্যমঃ।
প্রাতিলোম্যে বধঃ পুংসঃ স্ত্রীণাং নাসাদিকর্ত্তনম্॥২৮৯
অলঙ্কৃতাং হরন্ কন্যামুত্তমন্ত্বন্যথাধমম্।
দণ্ডং দদ্যাৎ সবর্ণাসু প্রাতিলোম্যে বধঃ স্মৃতঃ॥ ২৯০
সকামাস্বনুলোমাসু ন দোষস্ত্বন্যথা দমঃ।
দূষণে তু করচ্ছেদ উত্তমায়াং বধস্তথা॥ ২৯১
শতং স্ত্রীদূষণে দদ্যাদ্দ্বে তু মিথ্যাভিশংসনে।
পশূন্ গচ্ছঞ্ছতং দাপ্যো হীনাং স্ত্রীং গাঞ্চ মধ্যমম্॥২৯২
অবরুদ্ধাসু দাসীষু ভুজিষ্যাসু তথৈব চ
গম্যাস্বপি পুমান্ দাপ্যঃ পঞ্চাশৎপণিকং দমম্॥ ২৯৩
প্রসহ্য দাস্যভিগমে দণ্ডো দশপণঃ স্মৃতঃ।
বহূনাং যদ্যকামাসৌ চতুর্ব্বিংশতিকঃ পৃথক্॥ ২৯৪
গৃহীতবেতনা বেশ্যা নেচ্ছন্তী দ্বিগুণং বহেৎ
অগৃহীতে সমং দাপ্যঃ পুমানপ্যেবমেব চ॥ ২৯৫
অযোনৌ গচ্ছতো যোষাং পুরুষং বাপি মেহতঃ।
চতুর্ব্বিংশতিকো দণ্ডস্তথা প্রব্রজিতাগমে॥ ২৯৬
অন্ত্যাভিগমনে ত্বঙ্ক্য কুবন্ধেন প্রবাসয়েৎ

বলিয়া জানিবে। যাহার সহিত সম্ভাষণাদি করিতে পতিপুত্রগণের নিষেধ থাকে, তাহার সহিত স্ত্রীলোক, নিষিদ্ধ কার্য্য করিলে শতপণ দণ্ড দিবে; নিষিদ্ধ পুরুষ এইরূপ করিলে দ্বিশত পণ দণ্ড দিবে, উভয়েই নিজ নিজ বন্ধু কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া ঐরূপ কার্য্য করিলে সংগ্রহণে (পরস্ত্রীগমনে) যে দণ্ড, সেইদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। পুরুষ, সবর্ণা স্ত্রীতে উপগত হইলে, উত্তম সাহস দণ্ড, হীনবর্ণা স্ত্রীতে উপগত হইলে মধ্যমসাহস, উৎকৃষ্ট বর্ণা স্ত্রীতে গমন করিলে বধ দণ্ড। স্ত্রীলোক সবর্ণ ও উৎকৃষ্ট পুরুষে রত হইলে যথাসম্ভব কর্ণাদিকর্ত্তন (হীনবর্ণে রত হইলে বধ)*। বিবাহাভিমুখীভূত অলঙ্কৃত কন্যা হরণ করিলে উত্তমসাহস দণ্ড। সামান্যতঃ কন্যাহরণে প্রথমসাহস দণ্ড। কন্যা সবর্ণা হইলেই ঐরূপ দণ্ড দিবে; উচ্চবর্ণা কন্যা হরণ করিলে বধদণ্ড স্মৃত হইয়াছে। স্বাপেক্ষা নিকৃষ্টবর্ণীয় কন্যা যদি সকামা হয়, তাহা হইলে তাহাকে হরণ করিলে দোষ নাই; সকামা না হইলে প্রথমসাহস দণ্ড দিতে হইবে। অকামা কন্যাকে নখক্ষতাদি দ্বারা দূষিত করিলে, করচ্ছেদন দণ্ড হইবে; আর যদি ঐ কন্যা উচ্চজাতীয়া হয়, তাহা হইলে বধ দণ্ড হইবে। কুমারীর অপ্রকাশিত যথার্থ দোষ প্রকাশ করিলে শতপণ দণ্ড দিবে, আর মিথ্যা দোষ রটনা করিলে দুই শতপণ দণ্ড দিবে। পশুগমন করিলে শতপণ দণ্ড; হীনাস্ত্রী (অর্থাৎ নিকৃষ্ট-বর্ণীয় স্ত্রী) এবং গো-গমন করিলে মধ্যম সাহস দণ্ড (অর্থাৎ নিকৃষ্টবর্ণীয় স্ত্রীগমনে যেরূপ মধ্যমসাহস দণ্ড উক্ত হইয়াছে, গো-গমনেও সেইরূপ)*। অবরুদ্ধা (অর্থাৎ স্বামীর নিকট হইতে স্থানান্তর-গমনের অনুমতি না পাওয়ায় পুরুষোপভোগ-বঞ্চিতা) এবং ভুজিষ্যা (অর্থাৎ নিয়মতঃ কোন পুরুষের পরিগৃহীতা) দাসী ও ভুজিষ্যা স্বৈরিণী প্রভৃতি নারী সাধারণী বলিয়া গম্য হইলেও, তাহাতে গমন করিলে, সেই পুরুষের পঞ্চাশৎপণ দণ্ড হইবে। অভুজিষ্যা এবং অনবরুদ্ধা দাসী প্রভৃতিতে বলপূর্ব্বক উপগত হইলে, দশপণ দণ্ড হইবে, ইহা স্মৃত হইয়াছে; ইহাদিগের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বহু লোকে গমন করিলে, প্রত্যেকের চতুর্ব্বিংশতি পণ করিয়া দণ্ড হইবে। বেশ্যা, শুল্ক গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ সহবাসে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে শুল্কদাতা পুরুষকে গৃহীত-শুল্কের দ্বিগুণ ধন প্রত্যর্পণ করিবে, আর শুল্ক গ্রহণ না করিয়া বাচিক অঙ্গীকার করিলে শুল্কসম অর্থ প্রদান করিতে হইবে। পুরুষকেও, এইরূপ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে (অর্থাৎ পুরুষ শুল্ক প্রদান করিয়া সহবাসে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, সে শুল্ক আর ফিরিয়া পাইবে না)। নিজ পত্নীর যোনি-ভিন্ন স্থানে অর্থাৎ মুখাদিতে গমন করিলে, পুরুষের অভিমুখে প্রস্রাবত্যাগ করিলে, অথবা প্রব্রজিতার প্রতি উপগত হইলে, চতুর্ব্বিংশতি পণ দণ্ড। চাণ্ডালাদি-স্ত্রীগমন করিলে, তাহাকে

* হীনবর্ণ পুরুষে রত হইলে, কর্ণাদিচ্ছেদন, এবং অপরস্থলে দণ্ড কল্পনীয়। ইহা মিতাক্ষরা-সম্মত ব্যাখ্যা।

* মিতাক্ষরাকার বলেন,—হীনা-শব্দের অর্থ অন্ত্যাবসায়ী ও নিষাদ-স্ত্রী, তাহা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ নহে। সামান্য পশুগমন জাতিভ্রংশকর পাপের মধ্যে গণিত হইলেও উপপাতকের মধ্যে অগণিত। গো-গমন পরদার-গমনের ন্যায় উপপাতকের মধ্যেই গণ্য। গো-গমন-দণ্ডে এবং হীনবর্ণীয় স্ত্রীগমনদণ্ডে উপমান উপমেয় ভাব প্রদর্শনের ইহাই উদ্দেশ্য।

শূদ্রস্তথান্ত্য এব স্যাদন্ত্যস্যার্য্যাগমে বধঃ ॥ ২৯৭
ইতি স্ত্রীসংগ্রহপ্রকরণম্।
ঊনং বাপ্যধিকং বাপি লিখেদ্যো রাজশাসনম্।
পারদারিকচৌরং বা মুঞ্চতো দণ্ড উত্তমঃ ॥ ২৯৮
অভক্ষ্যেণ দ্বিজং দূষ্যন্ দণ্ড্য উত্তমসাহসম্।
ক্ষত্রিয়ং মধ্যমং বৈশ্যং প্রথমং শূদ্রমর্দ্ধকম্ ॥ ২৯৯
কূটস্বর্ণব্যবহারী বিমাংসস্য চ বিক্রয়ী।
অঙ্গহীনস্তু কর্ত্তব্যো দাপ্যশ্চোত্তমসাহসম্ ॥ ৩০০
চতুষ্পাদকৃতো দোষো নাপেহীতি প্রজল্পতঃ।
কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু পাষাণবাহুযুগ্যাগৃতস্তথা ॥ ৩০১
ছিন্ননস্যেন যানেন তথা ভগ্নযুগাদিনা।
পশ্চাচ্চৈবাপসরতা হিংসনে স্বাম্যদোষভাক্ ॥ ৩০২

শক্তো হ্যমোক্ষয়ন্ স্বামী দংষ্ট্রিণাং শৃঙ্গিণাং ততঃ।
প্রথমং সাহসং দদ্যাদ্বিক্রুষ্টে দ্বিগুণং ততঃ ॥ ৩০৩
জারং চৌরেত্যভিবদন্ দাপ্যঃ পঞ্চশতং দমম্।
উপজীব্যধনং মুঞ্চংস্তদেবাষ্টগুণীকৃতম্ ॥ ৩০৪
রাজ্ঞোঽনিষ্টপ্রবক্তারং তস্যৈবাক্রোশকারিণম্।
তন্মন্ত্রস্য চ ভেত্তারং জিহ্বাং ছিত্বা প্রবাসয়েৎ ॥ ৩০৫
মৃতাঙ্গলগ্নবিক্রেতুর্গুরোস্তাড়য়িতুস্তথা।
রাজযানাসনারোঢ়ুর্দণ্ড উত্তমসাহসঃ ॥ ৩০৬
দ্বিনেত্রভেদিনো রাজদ্বিষ্টাদেশকৃতস্তথা।
বিপ্রত্বেন চ শূদ্রস্য জীবতোঽষ্টশতো দমঃ ॥ ৩০৭
দুর্দৃষ্টাংস্তু পুনর্দৃষ্ট্বা ব্যবহারান্ নৃপেণ তু।
সভ্যাঃ সজয়িনো দণ্ড্যা বিবাদাদ্দ্বিগুণং দমম্ ॥ ৩০৮
যো মন্যেতাজিতোঽস্মীতি ন্যায়েনাপি পরাজিতঃ।

সহস্র পণ দণ্ড ও ভগাকার চিহ্নে অঙ্কিত করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবে। শূদ্র, চাণ্ডালাদি অন্ত্যাগমনে তজ্জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়, আর চণ্ডালাদি নিকৃষ্টজাতির, শ্রেষ্ঠজাতীয়-স্ত্রীগমন করিলে, তাহার বধদণ্ড হইবে। ২৮৭—২৯৭।

ইতি স্ত্রীসংগ্রহ-প্রকরণ।

যে, রাজশাসন ন্যূনাধিক করিয়া লিখে এবং যে পরদার-গামী, অথবা চোরকে যে গ্রহণ করিয়া মোচন করে, তাহাদিগের উত্তমসাহস দণ্ড। যে, ব্রাহ্মণকে ভক্ষ্যদ্রব্যাদি ব্যপদেশে, তাঁহার অজ্ঞাতে মূত্র-পুরীষাদি অভক্ষ্যদ্রব্য ভোজন করায়, তাহার উত্তমসাহস দণ্ড। ক্ষত্রিয়কে ঐরূপ করিলে মধ্যমসাহস, বৈশ্যকে উহা করিলে, প্রথমসাহস এবং শূদ্রকে ঐরূপ করিলে তাহার অর্দ্ধভাগ দণ্ড হইবে। যে সুবর্ণকারাদি, ভাল স্বর্ণ বলিয়া কৃত্রিম স্বর্ণ বিক্রয়াদি করে এবং যে, কুক্কুরাদি-সম্বন্ধ কুৎসিত মাংস বিক্রয় করে, (রাজা) তাহাদিগের অঙ্গচ্ছেদন করিয়া দিবেন এবং উত্তমসাহস দণ্ড করিবেন। যথাযথ চালক এবং উৎক্ষেপক, "সরিয়া যাও, সরিয়া যাও" এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে সাবধান করিয়া দিবার পর তাহার চালিত বৃষগজাদি-চতুষ্পদ-কৃত কিংবা উৎক্ষিপ্ত কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, বাণ, প্রস্তর-খণ্ড, আন্দোলিত বাহু বা যুগবাহী অশ্বকৃত নরহত্যাদি অপরাধ, উক্ত মনুষ্যের হইবে না। যে যানবাহী বলীবর্দ্দের নাসারজ্জু ছিন্ন হইয়াছে, তদ্দ্বারা যাহার অক্ষযুগাদি ভগ্ন হইয়াছে—সেই যানদ্বারা, অথবা ভূম্যাদি-দোষে প্রতিকূলগত যান দ্বারা প্রাণিহিংসা হইলে স্বামী দোষী হইবে না। স্বামী সমর্থ হইয়াও যদি অনুপযুক্ত চালক-পরিচালিত গজবৃষাদির উপদ্রব হইতে মুক্ত না করে, তাহা হইলে (অনুপযুক্ত-চালক নিয়োজনাপরাধে) প্রথমসাহস-দণ্ডভাগী হইবে, আর রক্ষার্থ আহূত হইয়াও রক্ষা না করিলে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ২৯৮—৩০৩। নিজ-কুলকলঙ্ক-ভয়ে পরদারগামীকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিলে, পঞ্চশত-পণ দণ্ড। আর পরদারগামীর নিকট উৎকোচ-রূপে ধন গ্রহণ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলে, গৃহীতধনে আটগুণ অর্থদণ্ড হইবে। যে বারংবার রাজার অনিষ্টবিষয় বর্ণনা করে, যে রাজনিন্দক এবং যে রাজার গুপ্ত মন্ত্রণা শত্রু-নিকটে ব্যক্ত করে, তাহাদিগকে জিহ্বাচ্ছেদন করিয়া নির্ব্বাসিত করিবে। যে মৃত-শরীর-সম্বদ্ধ বস্ত্র বিক্রয় করে, যে গুরুকে তাড়না করে এবং যে রাজার যান বা আসনে আরোহণ করে, তাহাদিগের উত্তমসাহস দণ্ড। যে কাহারও দুই চক্ষু বিনষ্ট করিয়াছে. যে রাজার দ্বিষ্ট বিষয় আদেশ করে এবং যে প্রকৃত শূদ্র হইয়াও ভোজনাদির জন্য যজ্ঞোপবীতাদি ব্রাহ্মণচিহ্ন প্রদর্শন করে, তাহাদিগের অষ্টশত পণ দণ্ড হইবে। রাজা, কুদৃষ্ট ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে বিচার করিয়া, সেই বিবাদে পরাজিতের যে দণ্ড হইয়াছে, বিচারক, সভ্যগণ ও জেতা, ইহাদিগের প্রত্যেক ব্যক্তির তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবেন। যে ন্যায্য বিচারে পরাজিত হইয়াও ঔদ্ধত্যাদিক্রমে 'পরাজিত হই নাই' বিবেচনা করিয়া, পুনর্ব্বিচারার্থ উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তিকে ধর্ম্মানুসারে পুনর্ব্বার পরাজিত করিয়া তাহার দ্বিগুণ দণ্ড

তমায়াস্তং পুনর্জিত্বা দাপয়েদ্দ্বিগুণং দমম্ ॥ ৩০৯
রাজ্ঞান্যায়েন যো দণ্ডো গৃহীতো বরুণায় তম্ ।
নিবেদ্য দদ্যাদ্বিপ্রেভ্যঃ স্বয়ং ত্রিংশদ্গুণীকৃতম্ ॥ ৩১০

ইতি শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যবহারো
নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

ঊনদ্বিবর্ষং নিখনেন্ন কুর্য্যাদুদকং ততঃ ।
আ শ্মশানাদনুব্রজ্য ইতরো জ্ঞাতিভি তঃ ॥ ১
যমসূক্তং যমীং গাথাং জপদ্ভির্লৌকিকাগ্নিনা ।
স দগ্ধব্য উপেতশ্চেদাহিতাগ্ন্যাবৃতার্থবৎ ॥ ২
সপ্তমাদ্দশমাদ্বাপি জ্ঞাতয়োঽভ্যুপযন্ত্যপঃ ।
অপনঃ শোশুচদঘমনেন পিতৃদিঙ্মুখাঃ ॥ ৩

করিবেন। রাজা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যায়-ক্রমে যে অর্থদণ্ড গ্রহণ করেন, তাহা ত্রিংশৎগুণ করিয়া "বরুণায় ইদং" এইরূপ সঙ্কল্পপূর্ব্বক নিবেদনান্তে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবেন (আর অন্যায়পূর্ব্বক যাহার নিকট দণ্ডরূপে যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে তৎসমস্ত প্রত্যর্পণ করিবেন)। ৩০৪—৩১০।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

দুই বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালকের মৃত্যু হইলে, তাহাকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবে; তদুদ্দেশে উদকাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে না। (ইচ্ছা করিলে, নামকরণের পর অগ্নিসংস্কার এবং উদকদানও করিতে পারে।) ইহা অপেক্ষা অধিকবয়স্ক হইলে, শ্মশান পর্য্যন্ত সেই শবের অনুগমন করিবেন; যমসূক্ত ও যমগাথা পাঠ করিতে করিতে (জাতাগ্নি অভাবে) লৌকিকাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবেন। যদি উপনীত ও আহিতাগ্নি হয়, তবে গৃহ্যোক্ত আহিতাগ্নি-দাহন-প্রকরণ-মতে, আর আহিতাগ্নি না হইলে লৌকিকাগ্নিদ্বারা সম্পত্তি অনুসারে (মৃতকে বহুমূল্য বা অল্পমূল্য বস্ত্রাদিশোভিত করিয়া, চন্দনাদি কাষ্ঠ বা সাধারণ কাষ্ঠ দ্বারা) দাহ করিবে। জ্ঞাতিগণ, সপ্তম বা দশম দিনের মধ্যে (অযুগ্মদিনে) দক্ষিণাস্য হইয়া "অপনঃ শোশুচদঘং" এই মন্ত্রদ্বারা

এবং মাতামহাচার্য্যপ্রেতানামুদকক্রিয়া ।
কামোদকং সখিপ্রত্তাস্বস্রীয়শ্বশুরর্ত্বিজাম্ ॥ ৪
সকৃৎ প্রসিঞ্চন্ত্যুদকং নামগোত্রেণ বাগ্যতাঃ
ন ব্রহ্মচারিণঃ কুর্য্যুরুদকং পতিতাস্তথা ॥ ৫
পাষণ্ড্যনাশ্রিতা স্তেনা ভর্তৃঘ্ন্যঃ কামগাদিকাঃ ।
সুরাপ্য আত্মত্যাগিন্যো নাশৌচোদকভাজনাঃ ॥ ৬
কৃতোদকান্ সমুত্তীর্ণান্ মৃদুশাদ্বলসংস্থিতান্ ।
স্নাতানপবদেয়ুস্তানিতিহাসৈঃ পুরাতনৈঃ ॥ ৭
মানুষ্যে কদলীস্তম্ভনিঃসারে সারমার্গণম্ ।
যঃ করোতি স সম্মূঢ়ো জলবুদ্বুদসন্নিভে
পঞ্চধা সম্ভৃতঃ কায়ো যদি পঞ্চত্বমাগতঃ
কর্ম্মভিঃ স্বশরীরোত্থৈস্তত্র কা পরিবেদনা ॥ ৯

মৃত ব্যক্তিকে জলদানার্থ জলসমীপে গমন করিবে। মৃত মাতামহ এবং আচার্য্যকেও এইরূপ জলদান করিবে (না করিলে পাপ হইবে)। ইচ্ছা করিলে, সখা, বিবাহিতা কন্যা, ভগিনী প্রভৃতি, ভাগিনেয়, শ্বশুর এবং ঋত্বিক্ উদ্দেশে জলদান করিতে পারিবে। উক্ত উদকদান, বাক্যসংযম করিয়া প্রেতের নাম-গোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক করিতে হইবে। ব্রহ্মচারী, সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত এবং পতিত ক্লীবাদি ব্যক্তি জলদানে অনধিকারী। পাষণ্ডী, অনাশ্রিত (অর্থাৎ যে, অধিকার সত্বেও কোন আশ্রম অবলম্বন না করে), সুবর্ণাদি উত্তম-দ্রব্য-চৌর, পতিঘাতিনী কুলটা, ভ্রূণঘাতিনী, সুরাপায়িনী ও আত্মঘাতিনী প্রভৃতির মৃত্যুতে অশৌচ হইবে না এবং ইহাদিগের জলদানাদি পারলৌকিক কার্য্য করিবে না *। উদকদানান্তে স্নানোত্তীর্ণ সেই সকল বন্ধুমণ্ডলী, কোমল-তৃণময় ভূভাগে উপবেশন করিলে, বৃদ্ধগণ প্রাচীন ইতিবৃত্ত দ্বারা তাহাদিগের শোকাপনয়ন করিবেন। যে ব্যক্তি, প্রাণিগণের—কদলীস্তম্ভসদৃশ নিঃসার জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর অস্তিতার উপর স্থিরতা-বুদ্ধি করে, সে অতিশয় মূঢ়। পূর্ব্বজন্ম-পরিগৃহীত শরীর-সাহায্যে উপার্জ্জিত কর্ম্মফলে—ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত-নির্ম্মিত দেহ, আবার যদি পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায়, যদি মৃৎপিণ্ড মৃত্তিকায় নিপতিত হয়, যদি গণ্ডূষজল সমুদ্রজলে

* লিঙ্গ, অবিবক্ষিত; সুতরাং সুরাপায়ী ও আত্মঘাতী পুরুষ এবং সুবর্ণাদি অপহর্ত্রী প্রভৃতি স্ত্রীর মৃত্যুতেও অশৌচ হইবে না ও তাহাদিগকে জলদান করিবে না।

গন্ত্রী বসুমতী নাশমুদধির্দৈবতানি চ।
ফেনপ্রখ্যঃ কথং নাশং মর্ত্ত্যলোকো ন যাস্যতি ॥ ১০
শ্লেষ্মাশ্রু বান্ধবৈর্মুক্তং প্রেতো ভুঙ্ক্তে যতোঽবশঃ।
অতো ন রোদিতব্যন্তু ক্রিয়াঃ কার্য্যাঃ স্বশক্তিতঃ ॥ ১১
ইতি সংশ্রুত্য গচ্ছেয়ুর্গৃহং বালপুরঃসরঃ।
বিদশ্য নিম্বপত্রাণি নিয়তাদ্বারি বেশ্মনঃ ॥ ১২
আচম্যাগ্ন্যাদিসলিলং গোময়ং গৌরসর্ষপান্।
প্রবিশেয়ুঃ সমালভ্য দত্ত্বাশ্মনি পদং শনৈঃ ॥ ১৩
প্রবেশনাদিকং কর্ম্ম প্রেতসংস্পর্শিনামপি।
ইচ্ছতাং তৎক্ষণাচ্ছুদ্ধিং পরেষাং স্নানসংযমাৎ ॥ ১৪
আচার্য্যপিতৃুপাধ্যায়ান্নির্হৃত্যাপি ব্রতী ব্রতী।
সকটান্নং ন চাশ্নীয়ান্ন চ তৈঃ সহ সংবসেৎ ॥ ১৫
ক্রীতলব্ধাশনা ভূমৌ স্বপেয়ুস্তে পৃথক্ পৃথক্।
পিণ্ডযজ্ঞাবৃতা দেয়ং প্রেতায়ান্নং দিনত্রয়ম্ ॥ ১৬
জলমেকাহমাকাশে স্থাপ্যং ক্ষীরঞ্চ মৃন্ময়ে।
বৈতানোপাসনাঃ কার্য্যাঃ ক্রিয়াশ্চ শ্রুতিদর্শনাৎ ॥ ১৭
ত্রিরাত্রং দশরাত্রং বা শাবমাশৌচমুচ্যতে।
ঊনদ্বিবর্ষমুভয়োঃ সূতকং মাতুরেব হি ॥ ১৮
পিত্রোস্তু সূতকং মাতুস্তদসৃগ্দর্শনাদ্ধ্রুবম্।
তদহর্ন প্রদুষ্যেত পূর্ব্বেষাং জন্মকারণাৎ ॥ ১৯
অন্তরা জন্মমরণে শেষাহোভির্বিশুধ্যতি।
গর্ভস্রাবে মাসতুল্যা নিশাঃ শুদ্ধেস্তু কারণম্ ॥ ২০
হতানাং নৃপগোবিপ্রৈরন্বক্ষঞ্চাত্মঘাতিনম্।

নিক্ষিপ্ত হয়, যদি ক্ষীণ দীপালোক চন্দ্রালোকে মিশে, যদি ক্ষুদ্র তালবৃন্ত-বায়ু মলয়ানিলের সহিত সঙ্গত হয়, যদি ঘটাদির অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র আকাশ অনন্ত বিস্তৃতিময় মহাকাশে বিলীন হয়, তাহাতে আবার শোক কি? যখন একসময়ে এই অচলা বসুমতীকেও বিনষ্ট হইতে হইবে, উত্তুঙ্গ-তরঙ্গমালাসঙ্কুল অগাধ জলরাশিকেও কালসাগরে নিমগ্ন হইতে হইবে। অজর অমর দেবগণও কালের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না, তখন কোন্ ছার পার্থিব প্রাণিবৃন্দ! ইহারা কি নষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে? ১—১০। বিশেষতঃ বন্ধুবান্ধবগণ রোদনসময়ে যে কফ ও নয়নজল বিসর্জ্জন করে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রেতকে তাহা ভোজন করিতে হয়, অন্ততঃ এই ভয়েও রোদন করা উচিত নহে; কেবল তাহার যাহাতে সদ্গতি হয়, নিজশক্তি অনুসারে এইরূপ পারলৌকিক কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। ইত্যাদি নানাবিধ উপদেশ শ্রবণ করিয়া কনিষ্ঠানুক্রমে গৃহাভিমুখে গমন করিবে। অনন্তর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া সংযতচিত্তে নিম্বপত্র দংশন করিবে, অনন্তর আচমনান্তে অগ্নি, দূর্ব্বাঙ্কুর, বৃষভ, জল, গোময় এবং গৌর সর্ষপ স্পর্শ করিয়া প্রস্তরখণ্ডে পদন্যাসপূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ গৃহপ্রবেশ করিবে। জ্ঞাতিভিন্ন অপরে প্রেতস্পর্শ করিলে তাহারও গৃহপ্রবেশাদি কার্য্য করিতে হইবে এবং তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি ইচ্ছা করিলে স্নান ও প্রাণায়াম করিতে হইবে। (ব্রহ্মচারীর পক্ষে মৃত-অপরের সৎকার করা নিষিদ্ধ বটে) কিন্তু আচার্য্য, মাতা, পিতা, এবং উপাধ্যায়ের সৎকার করিলেও ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্যচ্যুতি হইবে না; তবে যাহাদিগের অশৌচ, তাহাদিগের অন্ন ভোজন করিবেন না এবং তাহাদিগের সহবাস করিবেন না। (সপিণ্ডদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ হইতেছে) সপিণ্ডগণ, তিনদিন যাবৎ ক্রীত অথবা অযাচিত লব্ধ অন্ন ভোজ করিবে এবং পৃথক্ পৃথক্ শয়ন করিবে; পিণ্ড পিতৃযজ্ঞের রীত্যনুসারে (অর্থাৎ বিকৃতোত্তরীয়াদি হইয়া) আকাশে (অর্থাৎ ত্রিপদিকার উপরে) মৃন্ময় পাত্রে একদিন নীরক্ষীর প্রদান করিবে। (পরে প্রথমাদি দিনে, অস্থিসঞ্চয় করিবে) "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে" ইত্যাদি বেদের আদেশ আছে বলিয়া বৈতানকার্য্য (অর্থাৎ ত্রেতাগ্নিসাধ্য অগ্নিহোত্রাদি) এবং ঔপাসনকার্য্য (অর্থাৎ গৃহ্যাগ্নিতে সায়ং ও প্রাতঃকালে আহুতি দান) অশৌচকালেও করিতে পারিবে। সপিণ্ড জ্ঞাতির মৃত্যু ও জন্মে (ব্রাহ্মণের) দশরাত্র অশৌচ আর সপ্তমের পর দশম পুরুষের অন্তর্গত জ্ঞাতির জন্মমৃত্যুতে ত্রিরাত্র অশৌচ, ইহা মন্বাদি ঋষিগণ ইচ্ছা করেন। যেমন পুত্রজন্মে কেবলমাত্র মাতার স্থায়ী অঙ্গাস্পৃশ্যতা হয়, সেইরূপ দুইবর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালকের মৃত্যুতে কেবলমাত্র মাতা-পিতারই অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব হইবে। পুত্রজন্মে মাতা-পিতার অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব হয় বটে, কিন্তু (পিতার অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব অশৌচ অস্থায়ী, স্নানাপনেয় মাত্র।) শোণিতদর্শনহেতু মাতার অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব অশৌচই বিংশতিদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী। পূর্ব্বপুরুষগণ পুত্ররূপে উৎপন্ন হয় বলিয়া পুত্রের জন্মদিন, দানাদিপক্ষে প্রতিবন্ধক নহে। জনন-মরণাশৌচমধ্যে (সজাতীয়) অশৌচান্তর হইলে, পূর্ব্বাশৌচাবশিষ্ট দিন দ্বারা শুদ্ধি হইবে (ইহা স্থূল ব্যবস্থা)। গর্ভস্রাবে, মাসতুল্য অহোরাত্র (অর্থাৎ যত সংখ্যক মাসে গর্ভস্রাব হইবে, তৎসমসংখ্যক অহোরাত্র) অশৌচকাল, তাহাই শুদ্ধির কারণ। ১১—২০। যাহারা—অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা

প্রোষিতে কালশেষং স্যাৎ পূর্ণে দত্তোদকং শুচি ॥ ২১
ক্ষত্রস্য দ্বাদশাহানি বিশঃ পঞ্চদশৈব তু।
ত্রিংশদ্দিনানি শূদ্রস্য তদর্দ্ধং ন্যায়বর্ত্তিনঃ ॥ ২২
আ দন্তজন্মনঃ সদ্য আ চূড়ান্নৈশিকী স্মৃতা।
ত্রিরাত্রমা ব্রতাদেশাদ্দশরাত্রমতঃ পরম্ ॥ ২৩
অহস্ত্বদত্তকন্যাসু বালেষু চ বিশোধনম্।
গুর্ব্বন্তেবাস্যনূচানমাতুলশ্রোত্রিয়েষু চ ॥ ২৪
অনৌরসেষু পুত্রেষু ভার্য্যাস্বন্যগতাসু চ।
নিবাসরাজনি প্রেতে তদহঃ শুদ্ধিকারণম্ ॥ ২৫
ব্রাহ্মণেনানুগন্তব্যো ন শূদ্রো ন দ্বিজঃ ক্বচিৎ।
অনুগম্যাম্ভসি স্নাত্বা স্পৃষ্ট্বাগ্নিং ঘৃতভুক্ শুচিঃ ॥ ২৬
মহাপতিতানাং নাশৌচং হতানাং বিদ্যুতা তথা।
গোব্রাহ্মণার্থে সংগ্রামে যস্তু চেচ্ছতি ভূমিপঃ ॥ ২৭
ঋত্বিজাং দীক্ষিতানাঞ্চ যজ্ঞিয়ং কর্ম্ম কুর্ব্বতাম্।
সত্রিব্রতিব্রহ্মচারিদাতৃব্রহ্মবিদাং তথা ॥ ২৮
দানে বিবাহে যজ্ঞে চ সংগ্রামে দেশবিপ্লবে।
আপদ্যপি চ কষ্টায়াং সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে ॥ ২৯
উদক্যাশৌচিভিঃ স্নায়াৎ সংস্পৃষ্টস্তৈরুপস্পৃশেৎ।
অব লিঙ্গানি জপেচ্চৈব সাবিত্রীং মনসা সকৃৎ ॥ ৩০
কালোঽগ্নিঃ কর্ম্ম মৃদ্বায়ুর্মনো জ্ঞানং তপো জলম্।
পশ্চাত্তাপো নিরাহারঃ সর্ব্বেঽমী শুদ্ধিহেতবঃ ॥ ৩১
অকার্য্যকারিণাং দানং বেগো নদ্যাস্তু শুদ্ধিকৃৎ।
শোধ্যস্য মৃচ্চ তোয়ঞ্চ সন্ন্যাসো বৈ দ্বিজন্মনাম্ ॥ ৩২

গবাদি পশু, ব্রাহ্মণ, এবং অন্ত্যজ কর্ত্তৃক বিনাশিত এবং যাহারা আত্মঘাতী, তাহাদিগের মরণে সদ্যঃ-শৌচ। প্রবাসী জ্ঞাতি অশৌচ শুনিলে, প্রকৃত পক্ষে অশৌচকালের যে কয়দিন অবশিষ্ট থাকে, সেই কয়দিন তাহার অশৌচ থাকিবে, তদন্তে শুদ্ধি; অশৌচকাল পরিপূর্ণ হইয়া যাইবার পর শুনিলে স্নান ও উদকদানে শুদ্ধি হইবে। * ক্ষত্রিয়ের পূর্ণাশৌচ দ্বাদশদিন, বৈশ্যের পঞ্চদশ দিন, শূদ্রের একমাস এবং পাকযজ্ঞ-দ্বিজশুশ্রূষাদি কর্ম্মে নিরত শূদ্রের মাসার্দ্ধ। দন্তোদ্গমকালের পূর্ব্বে মরিলে, তৎসপিণ্ডদিগের সদ্যঃশৌচ; তদুত্তর চূড়াকালের পূর্ব্বে মরিলে তৎসপিণ্ডদিগের এক অহোরাত্রমাত্র অশৌচ স্মৃত হইয়াছে; তদুত্তরে উপনয়নকালের পূর্ব্বপর্য্যন্ত ত্রিরাত্র অশৌচ; অনন্তর দশরাত্র অশৌচ। অপ্রদত্তা সপিণ্ড কন্যা (কন্যাসপিণ্ডতা চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত) অগ্নিসংস্কৃত অজাতদন্ত সপিণ্ড বালক, উপাধ্যায়, শিষ্য, বেদাঙ্গ-শিক্ষক, মাতুল এবং একশাখাধ্যায়ীর মৃত্যু হইলে এক অহোরাত্র অশৌচ। ক্ষেত্রজাদি পুত্রের জন্ম মরণে—পিতার অন্যাসক্ত ভার্য্যা মরণে—পতির এক অহোরাত্র অশৌচ, স্বদেশাধিপতির মৃত্যুতে একদিন অথবা একরাত্র অশৌচ। ব্রাহ্মণ, শূদ্রশবের অনুগমন করিবে না; বিপ্রশবের অনুগমনও নিষিদ্ধ; তবে যদি স্নেহাদিপ্রযুক্ত কখন বিপ্রশবের অনুগমন করে ত জলাবগাহন, অগ্নিস্পর্শ, ও ঘৃতভোজন করিয়া শুচি হইবে। রাজাদিগের রাজকার্য্যে অশৌচ, প্রতিবন্ধক নহে। যাহারা বিদ্যুৎপাতে বিনষ্ট হয়—তাহাদিগের ও যাহারা গোব্রাহ্মণ-রক্ষার্থ বিনষ্ট হয়—তাহাদিগের ও যাহারা সম্মুখযুদ্ধে বিনষ্ট হয়,—তাহাদগের মরণজনিত অশৌচ হইবে না এবং রাজা অনন্যসাধ্য মন্ত্রণা বা অভিচারাদি কার্য্যের জন্য (মন্ত্রি-পুরোহিতাদির মধ্যে) যাহার অশৌচ না হওয়া ইচ্ছা করিবেন, তাহারও অশৌচ হইবে না। সমাপ্তবরণ ঋত্বিক্ ও দীক্ষিত যজমানের যজ্ঞীয় কার্য্যে সদ্যঃশৌচ; অন্নসত্রীর অন্নসত্রে ও আরব্ধ চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের তত্তৎকার্য্যে সদ্যঃশৌচ। নৈষ্ঠিক উপকুর্ব্বাণক ব্রহ্মচারী, নিত্যদাতা, অপ্রতিগ্রাহী, বৈখানস এবং যতি, ইহাদিগের সর্ব্বত্র সদ্যঃ-শৌচ। পূর্ব্বসঙ্কলিত দ্রব্যদানে, জাতাভ্যুদয়িক বিবাহাদি সংস্কারকার্য্যে, সঙ্কল্পিত বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি যজ্ঞে, যুদ্ধ বা দেশ বিপ্লব উপস্থিত হইলে তাৎকালিক শান্তিহোমাদিতে এবং অতি কষ্টজনক বিপৎকালে তৎসূচিত জন্মান্তরীণ দুরদৃষ্ট-শান্তিকামনায় দানাদিকার্য্যে সদ্যঃশৌচ বিহিত হইয়াছে। রজস্বলা-স্পৃষ্ট এবং কুক্কুরাদি অপবিত্রস্পৃষ্ট ব্যক্তি স্নান করিবে; অকৃত -স্নান ঐ ব্যক্তি যাহাদিগকে স্পর্শ করিবে, তাহারা আচমন করিয়া আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্রত্রয় পাঠ এবং একবার মানস-গায়ত্রী জপ করিবে। ২১—৩০। দশাহাদিকাল, অগ্নি, অবভৃথস্নানাদি কর্ম্ম, মৃত্তিকা, বায়ু, মন, অধ্যাত্মজ্ঞান, চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, জল, অনুতাপ এবং উপবাস, এই সমস্ত শৌচের প্রতি কারণ। দান—অকার্য্যকারীকে, স্রোতঃ—নদীকে মৃত্তিকা ও জল—শোধনীয় দ্রব্যকে,

---

* অশৌচ-প্রকরণ সংক্ষেপে বলা যায় না। বচনান্তরের সহিত একবাক্যতা করিয়া মীমাংসা করিতে হয়। এ সকল বচনও মীমাংসনীয়।

তপো বেদবিদাং ক্ষান্তির্বিদুষাং বর্ম্মণো জলম্।
জপঃ প্রচ্ছন্নপাপানাং মনসঃ সত্যমুচ্যতে ॥ ৩৩
ভূতাত্মনস্তপোবিদ্যে বুদ্ধের্জ্ঞানং বিশোধনম্।
ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরজ্ঞানাদ্বিশুদ্ধিঃ পরমা মতা ॥ ৩৪
ইত্যশৌচপ্রকরণম্।
ক্ষাত্রেণ কর্ম্মণা জীবেদ্বিশাং বাপ্যাপদি দ্বিজঃ।
নিস্তীর্য্য তামথাত্মানং পাবয়িত্বা ন্যসেৎ পথি ॥ ৩৫
ফলোপলক্ষৌমসোমমনুষ্যাপূপবীরুধঃ।
তিলৌদনরসক্ষারান্ দধি ক্ষীরং ঘৃতং জলম্ ॥ ৩৬
শস্ত্রাসবমধূচ্ছিষ্টমধুলাক্ষাশ্চ বর্হিষঃ।
মৃচ্চর্ম্মপুষ্পকুতপকেশতক্রবিষক্ষিতীঃ ॥ ৩৭
কৌশেষনীললবণমাংসৈকশফসীসকান্।
শাকার্দ্রৌষধিপিণ্যাক-পশুগন্ধাংস্তথৈব চ ॥ ৩৮
বৈশ্যবৃত্ত্যাপি জীবন্নো বিক্রীণীত কদাচন।
ধর্ম্মার্থং বিক্রয়ং নেয়াস্তিলা ধান্যেন তৎসমাঃ ॥ ৩৯
লাক্ষালবণমাংসানি পতনীয়ানি বিক্রয়ে।
পয়ো দধি চ মদ্যঞ্চ হীনবর্ণকরাণি চ ॥ ৪০
আপদ্গতঃ সম্প্রগৃহ্নন্ ভুঞ্জানো বা যতস্ততঃ।
নালিপ্যেতৈনসা বিপ্রো জ্বলনার্কসমো হি সঃ ॥ ৪১
কৃষিঃ শিল্পং ভৃতির্ব্বিদ্যা কুসীদং শকটং গিরিঃ।
সেবানূপং নৃপো ভৈক্ষমাপত্তৌ জীবনানি তু ॥ ৪২
বুভুক্ষিতস্ত্র্যহং স্থিত্বা ধান্যমব্রাহ্মণাদ্ধরেৎ।
প্রতিগৃহ্য তদাখ্যেয়মভিযুক্তেন ধর্ম্মতঃ ॥ ৪৩
তস্য বৃত্তং কুলং শীলং শ্রুতমধ্যয়নং তপঃ।
জ্ঞাত্বা রাজা কুটুম্বঞ্চ ধর্ম্ম্যাং বৃত্তিং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪৪
ইত্যাপদ্ধর্ম্মপ্রকরণম্।

প্রব্রজ্যা—দ্বিজগণকে, বেদাভ্যাসাদি তপস্যা—বেদজ্ঞগণকে, শান্তি—বেদার্থবেত্তাকে, জল—শরীরকে, অঘমর্ষণাদিজপ—প্রচ্ছন্নপাপিগণকে এবং সত্য—মনকে পবিত্র করিয়া থাকে, ইহা উক্ত হইয়াছে। দেহেন্দ্রিয়াভিমানী আত্মা,—তপস্যা এবং "অস্থূলং অনণু" ইত্যাদি উপনিষদ্‌বাক্য-জনিত জ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধ হয়। বুদ্ধি প্রমাণ দ্বারা শুদ্ধি লাভ করে; "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য-জনিত ঈশ্বরজ্ঞান, জীবাত্মার সর্ব্বোৎকৃষ্ট শোধক, ইহা বিজ্ঞাত হইয়াছে।৩১—৩৪।

ইতি অশৌচপ্রকরণ ॥

ব্রাহ্মণ আপৎকালে (অর্থাৎ নিজবৃত্তি-অবলম্বনে পরিবার প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হইলে) ক্ষত্রিয় বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে, অথবা (তাহাতেও জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে) বৈশ্যবৃত্তি আশ্রয় করিবে। (এইরূপ সকল উৎকৃষ্ট-জাতিই নিজ নিজ বৃত্ত দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে অসমর্থ হইলে স্বাপকৃষ্ট জাতির জীবিকা আশ্রয় করিবে।) ক্রমে, সেই বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা আত্মশোধন-পূর্ব্বক বিশুদ্ধপথে বিচরণ করিবে। কদলী প্রভৃতি ফল, মণিমাণিক্য, ক্ষৌমাদিবস্ত্র, সোমলতা, মনুষ্য, অপূপ, বীরুধ, তিল, ওদনাদিভোজ্য, গুড়াদিরস, যবক্ষারাদি ক্ষার, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, জল, খড়্গাদি অস্ত্র, মদ্য, মোম, দ্রাক্ষা, মধু, লাক্ষা, কুশ, মৃত্তিকা, চর্ম্ম, পুষ্প, কম্বলবিশেষ, কেশ, তক্র, ভূমি, কৌশেয়বস্ত্র, নীলী, লবণ, মাংস, অশ্বাদি একশফ, সীস (লৌহ), শাক, আর্দ্রওষধি, পিণ্যাক, আরণ্য পশু ও চন্দনাদি গন্ধ—ব্রাহ্মণ, বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেও, এই সকল বস্তু বিক্রয় করিবে না। তবে ধর্ম্মসাধনোদ্দেশে, ধান্য গ্রহণ করিয়া তৎপরিমিত তিল বিনিময় করিতে পারিবে। লাক্ষা, লবণ ও মাংস বিক্রয় করিলে পতিত হইবে; দধি, দুগ্ধ এবং মদ্য বিক্রয় করিলে, শূদ্রতুল্য হইবে। ব্রাহ্মণ ঐরূপ বিপন্ন হইয়াও ক্ষত্রিয়াদি-বৃত্তি-অবলম্বন না করিয়া, যার তার নিকট প্রতিগ্রহ বা যেখানে সেখানে ভোজন করিলেও পাপভাগী হইবে না; কেননা, ব্রাহ্মণ অগ্নি ও সূর্য্যের তুল্য।(বক্ষ্যমাণ বৃত্তি সকলের মধ্যে যেটী যাহার পক্ষে নিষিদ্ধ, আপৎকালে সে, তাহাও অবলম্বন করিবে।) কৃষি, শিল্প, প্রেষ্যতা, বিদ্যা (অর্থাৎ বেতন গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাপনাদি),—কুসীদ, শকট (অর্থাৎ ভাড়া লইয়া শকটদ্বারা ধান্যবহন), গিরি (অর্থাৎ পার্ব্বতীয় তৃণকাষ্ঠাদি দ্রব্য ব্যবহার) সেবা, জলপ্রায় দেশ (অর্থাৎ তদ্দেশজাত দ্রব্যব্যবহার), রাজাকে আশ্রয় করা এবং ভিক্ষা আপৎকালের জীবনোপায়। (কোনরূপ জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় না হইলে) তিনদিন উপবাসী থাকিয়া অব্রাহ্মণের (অর্থাৎ শূদ্রের, তদভাবে বৈশ্যের, তদভাবে নিকৃষ্ট-কর্ম্মা ক্ষত্রিয়ের) (একদিনোপযোগী) ধান্য অপহরণ করিবে। যদি অপহরণান্তে অভিযুক্ত হইয়া জিজ্ঞাসিত হয় ত ধর্ম্মতঃ সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিবে। অনন্তর, রাজা সেই অপহর্ত্তার আচার, কুলশীল, শাস্ত্রশ্রবণ, বেদাধ্যায়ন, তপোনিষ্ঠা এবং পোষ্যবর্গ ইত্যাদি বিবরণ জ্ঞাত হইয়া তাহার ধর্ম্মানুসারে জীবিকানির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিবেন *। ৩৫-৪৪।

---

* ইহার সহিত গতশ্লোকের সম্বন্ধ না রাখিয়া "রাজা, যে ব্রাহ্মণ জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ, তাহার"

মৃতবিস্তস্তপত্নীকস্তয়া বাহুগতো বনম্।
বানপ্রস্থো ব্রহ্মচারী সাগ্নিঃ সোপাসনো ব্রজেৎ ॥ ৪৫
অফালকৃষ্টেনাগ্নীংশ্চ পিতৃদেবাতিথীংস্তথা।
ভৃত্যাংস্তু তর্পয়েৎ শ্মশ্রুজটালোমভৃদাত্মবান ॥ ৪৬
অহ্নো মাসস্য ষণ্ণাং বা তথা সংবৎসরস্য বা।
অর্থস্য সঞ্চয়ং কুর্য্যাৎ কৃতমাশ্বযুজে ত্যজেৎ ॥ ৪৭
দান্তস্ত্রিষবণস্নায়ী নিবৃত্তশ্চ প্রতিগ্রহাৎ।
স্বাধ্যায়বান্ দানশীলঃ সর্ব্বসত্ত্বহিতে রতঃ ॥ ৪৮
দন্তোলূখলিকঃ কাল-পক্বাশী বাশ্মকুট্টকঃ।
শ্রৌতং স্মার্ত্তং ফলস্নেহৈঃ কর্ম্ম কুর্য্যাৎ ক্রিয়াস্তথা ॥ ৪৯
চান্দ্রায়ণৈর্নয়েৎ কালং কৃচ্ছ্রৈর্ব্বা বর্ত্তয়েৎ সদা।
পক্ষে গতে বাপ্যশ্নীয়ান্মাসে বাহ্নি বা গতে ॥ ৫০
স্বপ্যাদ্ভূমৌ শুচী রাত্রৌ দিবা সম্প্রপদৈর্নয়েৎ।
স্থানাসনবিহারৈর্ব্বা যোগাভ্যাসেন বা তথা ॥ ৫১
গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থো বর্ষাসু স্থণ্ডিলেশয়ঃ।
আর্দ্রবাসাস্তু হেমন্তে শক্ত্যা বাপি তপশ্চরেৎ ॥ ৫২
যঃ কণ্টকৈর্ব্বিতুদতি চন্দনৈর্যশ্চ লিম্পতি।
অক্রুদ্ধোঽপরিতুষ্টশ্চ সমস্তস্য চ তস্য চ ॥ ৫৩
অগ্নীন্ বাপ্যাত্মসাৎ কৃত্বা বৃক্ষাবাসো মিতাশনঃ।
বানপ্রস্থো গৃহেষেব যাত্রার্থং ভৈক্ষমাচরেৎ ॥ ৫৪
গ্রামাদাহৃত্য বা গ্রামানষ্টৌ ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ।
বায়ুভক্ষঃ প্রাগুদীচীং গচ্ছেদা বর্ম্ম সংক্ষয়াৎ ॥ ৫৫

ইতি বানপ্রস্থপ্রকরণম্।

ইতি আপদ্ধর্ম্ম-প্রকরণ

পুত্রের প্রতি পত্নীর ভরণপোষণের ভারার্পণ করিয়া অথবা (পতিশুশ্রূষার্থ বনগমনে পত্নীর বিশেষ আগ্রহ থাকিলে) তাহার সহিত মিলিত হইয়া, বানপ্রস্থ, স্থির ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক ত্রেতাগ্নি ও গৃহাগ্নি সমভিব্যাহারে বনগমন করিবেন। অকৃষ্ট-ক্ষেত্র-সম্ভূত শস্য (অর্থাৎ নীরবার-শ্যামাকাদি) দ্বারা অগ্নির তৃপ্তি সাধন অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য কর্ম্ম করিবে, তদ্দ্বারাই ভিক্ষা দিবে। পিতৃগণ দেবগণ, অতিথি, ভূতগণ, ভৃত্যবর্গ ও আশ্রমাগত অভ্যাগতগণকে তদ্দ্বারা তৃপ্ত করিবেন; নখলোম-জটাশ্মশ্রুধারী এবং আত্মোপাসনা-নিরত হইবেন। ভোজন-যজনাদি কার্য্যের জন্য একদিন, একমাস, ষণ্মাস অথবা একবৎসরের ব্যয়োপযোগী অর্থ সঞ্চয় করিবেন; ইহা হইতে অধিক অর্থ সঞ্চিত থাকিলে, আশ্বিন মাসে তৎসমস্ত দান করিয়া ফেলিবেন। দর্পশূন্য, ত্রিকালস্নায়ী, প্রতিগ্রহ-যাজনাদি-বিমুখ, বেদাভ্যাসরত, ফলমূলাদি ভিক্ষাদানশীল এবং অনুক্ষণ সকল প্রাণিগণের হিতানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিবেন। দন্তোলূখলিক (অর্থাৎ যে, ধান্যকে দন্ত দ্বারা তুষশূন্য করে), কালপক্বাশী (অর্থাৎ যে, যথাকালে পক্ব ফলাদি দংশন করিয়া ভোজন করে), (অগ্নি-পক্বাশী) অথবা অশ্মকুট্টক (অর্থাৎ যে প্রস্তর দ্বারা ধান্য কুট্টিত করিয়া লয়) হইবে এবং শ্রৌত-স্মার্ত্ত কর্ম্ম ও ভোজন-অঞ্জনাদি কার্য্য, ফলস্নেহ দ্বারাই নির্ব্বাহ করিবে (ঘৃতাদি ব্যবহার করিবে না)। অনবরত চান্দ্রায়ণ-ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা সময়াতিপাত করিবে, অথবা প্রাজাপত্য আচরণেই জীবন কাটাইতে থাকিবে। একপক্ষ অন্তর বা একমাস অন্তর ভোজন করিবে; অথবা সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া রাত্রিকালে আহার করিবে। রাত্রিকালে পবিত্রভাবে অনাস্তৃত ভূমিতে শয়ন করিবেন; পর্য্যটন, অবস্থিতি উপবেশনাদি-ব্যাপার অথবা যোগভ্যাসে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিবেন। গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির মধ্যে থাকিয়া, বর্ষাকালে বর্ষ-ধারাসিক্ত স্থণ্ডিলে শয়ন করিয়া, হেমন্তকালে দিনযামিনী আর্দ্রবসন পরিধান করিয়া, অথবা আপনার শক্তি-অনুসারে তপস্যা করিবেন। যে, কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করে, তাহার উপরেও ক্রোধ করিবেন না এবং চন্দন দ্বারা লিপ্ত করে, তাহার প্রতিও সন্তুষ্ট হইবেন না; কিন্তু তাহাদিগের উভয়েরপ্রতিই সমান ব্যবহার করিবেন। অথবা অগ্নিপরিচরণে অক্ষম ব্যক্তি, অগ্নি আপনাতে অন্তর্হিত করিয়া বৃক্ষতলবাসী (অর্থাৎ কুটীরশূন্য) হইবে এবং স্বল্প ফলমূল আহার করিবে; অভাবে যদ্দ্বারা কেবলমাত্র প্রাণধারণ হইতে পারে, রস-সঞ্চয়াদি হয় না, অন্যান্য কুটীরবাসী বানপ্রস্থদিগের গৃহে তাবন্মাত্র ভিক্ষা করিবে। তদসম্ভবে, গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক আট গ্রাসমাত্র ভোজন করিবে। অনুপশমনীয় রোগাদি উৎপন্ন হইলে, বায়ুভোজী হইয়া শরীরপাত না হওয়া পর্য্যন্ত সমানে ঈশানকোণাভিমুখে গমন করিবে। ৪৫—৫৫

ইতি বানপ্রস্থপ্রকরণ

এই রীতি অনুসারে অর্থ করিলে মিতাক্ষরা-সম্মত হইবে।

বনাদ্‌গৃহাদ্বা কৃত্বেষ্টিং সার্ব্ববেদসদক্ষিণাম্।
প্রাজাপত্যাং তদন্তে তানগ্নীনারোপ্য চাত্মনি॥ ৫৬
অধীতবেদো জপকৃৎ পুত্রবানন্নদোঽগ্নিমান্।
শক্ত্যা চ যজ্ঞকৃন্মোক্ষে মনঃ কুর্য্যাত্তু নান্যথা॥ ৫৮
সর্ব্বভূতহিতঃ শান্তস্ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
একারামঃ পরিব্রজ্য ভিক্ষার্থী গ্রামমাশ্রয়েৎ॥ ৫৮
অপ্রমত্তশ্চরেদ্ভৈক্ষ্যং সায়াহ্নে নাভিলক্ষিতঃ।
রহিতে ভিক্ষুকৈর্গ্রামে যাত্রামাত্রমলোলুপঃ॥ ৫৯
যতিপাত্রাণি মৃদ্বেণুদার্ব্বলাবুময়ানি চ।
সলিলৈঃ শুদ্ধিরেতেষাং গোবালৈশ্চাবঘর্ষণাৎ॥ ৬০
সন্নিরুধ্যেন্দ্রিয়গ্রামং রাগদ্বেষৌ বিহায় চ।
ভয়ং হৃত্বা চ ভূতানামমৃতী ভবতি দ্বিজঃ॥ ৬১
কর্ত্তব্যাশয়শুদ্ধিস্তু ভিক্ষুকেণ বিশেষতঃ।
জ্ঞানোৎপত্তিনিমিত্তত্বাৎ স্বাতন্ত্র্যকরণায় চ॥ ৬২
অবেক্ষ্যা গর্ভবাসাশ্চ কর্ম্মজা গতয়স্তথা।
আধয়ো ব্যাধয়ঃ ক্লেশা জরা রূপবিপর্য্যয়াঃ॥ ৬৩
ভবো জাতিসহস্রেষু প্রিয়াপ্রিয়বিপর্য্যয়ঃ।
ধ্যানযোগেন সম্পশ্যেৎ সূক্ষ্ম আত্মাত্মনি স্থিতঃ॥ ৬৪
নাশ্রমঃ কারণং ধর্ম্মে ক্রিয়মাণো ভবেদ্ধি সঃ।
অতো যদাত্মনোঽপথ্যং পরস্য ন তদাচরেৎ॥ ৬৫
সত্যমস্তেয়মক্রোধো হ্রীঃ শৌচং ধীর্ধৃতির্দমঃ।
সংযতেন্দ্রিয়তা বিদ্যা ধর্ম্মঃ সর্ব্ব উদাহৃতঃ॥ ৬৬

ইতি যতিপ্রকরণম্॥

নিঃসরন্তি যথা লোহপিণ্ডাত্তপ্তাৎ স্ফুলিঙ্গকাঃ।
সকাশাদাত্মনস্তদ্বদাত্মানঃ প্রভবন্তি হি॥ ৬৭

সর্ব্ববেদ-দক্ষিণাযুক্ত প্রাজাপত্য যজ্ঞানুষ্ঠানের পর যথানিয়মে সেই সকল বৈতান ঔপাসন অগ্নি আপনাতে আরোপিত করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে অথবা (বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে) গৃহস্থাশ্রম হইতেই চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করিবে। যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন ও সূক্ত জপ করিয়াছে, যে পুত্রবান্, যে অন্ধ পঙ্গু প্রভৃতিকে যথাশক্তি অন্ন দান করিয়াছে, যে আহিতাগ্নি এবং যে যথাশক্তি নিত্য-নৈমিত্তিক যজ্ঞানুষ্ঠান বরিয়াছে, তাহারই চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশাধিকার আছে, অন্যথা ইহাতে প্রবেশাধিকার নাই। ইষ্টানিষ্টকর সমস্ত প্রাণি-গণের প্রতিই ঔদাসীন্য করিবে; শান্তিগুণাবলম্বী হইবে; তিনগাছ দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিবে; একাকী থাকিবে; অভিমানমূলক শ্রৌতস্মার্ত্ত ক্রিয়া কলাপ পরিত্যাগ করিবে এবং কেবলমাত্র ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করিবে। কোন গুণের পরিচয় না দিয়া, বাক্য-নেত্রাদির চাপল্য এবং লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষুকান্তর-বর্জ্জিত গ্রামে প্রাণ-ধারণার্থ অষ্টভাগে বিভক্ত দিবসের পঞ্চমভাগে ভিক্ষা চরণ করিবে। মৃন্ময়, বেণুময়, দারুময় এবং অলাবুময় পাত্র, যতিদিগের ব্যবহার্য্য। গোলাঙ্গুল, কেশ এবং জল, এই সকল পাত্রকে শুদ্ধ করে। ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত করিবে; অনুরাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগ করিবে; যাহাতে প্রাণি-গণের অন্তঃকরণে ভীতি উৎপন্ন হয়, সেই সকল ব্যবহার করিবে না;—চতুর্থাশ্রমী দ্বিজ, এইরূপে ক্রমে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। ভিক্ষু, বিষয়কামনাদি-জনিত-দোষ-কলুষিত অন্তঃকরণকে বিশেষরূপে বিশুদ্ধ করিবে; কেননা, অন্তঃকরণ-বিশুদ্ধিই তত্ত্ব-জ্ঞানোৎপত্তির এবং ধ্যান-ধারণাদিকর্ম্মে বিলক্ষণ সামর্থ্যলাভের কারণ। বিবিধ গর্ভযন্ত্রণা, জন্ম মৃত্যু, নিষিদ্ধাচরণাদি-জনিত নরক-গমনাদি গতি, আধি, ব্যাধি, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগদ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পঞ্চক্লেশ, জরা, অন্ধত্বপঙ্গুত্বাদিজনিত রূপবিপর্য্যয়, সহস্র সহস্র জাতিতে উৎপত্তি, ইষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি এবং অনিষ্টপ্রাপ্তির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া (যাহাতে আর সংসারে না আসিতে হয় এই জন্য) নিদিধ্যাসন দ্বারা ব্রহ্মেরসহিত অভিন্নভাবে শরীরাদিব্যতীত সূক্ষ্ম আত্মার সাক্ষাৎকার করিবে। কোন একটা আশ্রমাবলম্বন, ধর্ম্মের প্রতি কারণ নহে; কেননা আশ্রমাবলম্বন ত করিলেই হইল; অতএব অপকার (অর্থাৎ অপরে যে ব্যবহার করিলে আপনার ক্ষোভ হয় বা হইত, পরের প্রতি সেই ব্যবহার) না করা, সত্যবাদিতা, অস্তেয়, অক্রোধ, লজ্জা, শৌচ, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, দর্পশূন্যতা, ইন্দ্রিয়সংযম এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ইহাই সমস্ত ধর্ম্মের হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে (অর্থাৎ এ সকল ব্যতীত কেবলমাত্র আশ্রমাবলম্বন অর্থাৎ দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান হয় না। আশ্রমাব-লম্বনও করিতে হইবে, এ সকল কার্য্যও করিতে হইবে)। ৫৬—৬৬।

ইতি যতিপ্রকরণ

যেমন তপ্ত লৌহপিণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গসকল নিঃসৃত হয়, অথচ বস্তুতঃ এক বস্তু হইলেও ইহা লৌহপিণ্ড, এই সকল স্ফুলিঙ্গ, এইরূপ পৃথক্ ভাবে ব্যবহার হয়; সেইরূপ পরমাত্মার নিকট হইতে এই সকল

তত্রাত্মা হি স্বয়ং কিঞ্চিৎ কর্ম্ম কিঞ্চিৎ স্বভাবতঃ।
করোতি কিঞ্চিদভ্যাসাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মোভয়াত্মকম্ ॥ ৬৮
নিমিত্তমক্ষরঃ কর্ত্তা বোদ্ধা ব্রহ্ম-গুণী বশী।
অজঃ শরীরগ্রহণাৎ স জাত ইতি কীর্ত্ত্যতে ॥ ৬৯
সর্গাদৌ স যথাকাশং বায়ুং জ্যোতির্জ্জলং মহীম্।
সৃজত্যেকোত্তরগুণাংস্তথাদত্তে ভবন্নপি ॥ ৭০
আহুত্যাপ্যায়তে সূর্য্যস্তস্মাদ্‌বৃষ্টিরথৌষধিঃ।
তদন্নং রসরূপেণ শুক্রত্বমুপগচ্ছতি ॥ ৭১
স্ত্রীপুংসয়োস্তু সংযোগে বিশুদ্ধে-শুক্রশোণিতে।
পঞ্চধা তু স্বয়ং ষষ্ঠ আদত্তে যুগপৎ প্রভুঃ ॥ ৭২
ইন্দ্রিয়াণি মনঃ প্রাণো জ্ঞানমায়ুঃ সুখং ধৃতিঃ।
ধারণা প্রেরণং দুঃখমিচ্ছাহঙ্কার এব চ ॥ ৭৩
প্রযত্ন আকৃতির্ব্বর্ণঃ স্বরদ্বেষৌ ভবাভবৌ।
তস্যৈতদাত্মজং সর্ব্বমনাদেরাদিমিচ্ছতঃ ॥ ৭৪
প্রথমে মাসি সংক্লেদভূতো ধাতুবিমূর্চ্ছিতঃ।
মাস্যর্ব্বুদং দ্বিতীয়ে তু তৃতীয়েহঙ্গেন্দ্রিয়ৈর্যুতঃ ॥ ৭৫
আকাশাল্লাঘবং সৌক্ষ্ম্যং শব্দং শ্রোত্রং বলাদিকম্।
বয়োস্তু স্পর্শনং চেষ্টাং ব্যূহনং রৌক্ষ্যমেব চ ॥ ৭৬
পিত্তাত্তু দর্শনং পক্তিমৌষ্ণ্যং রূপং প্রকাশিতাম্।
রসাত্তু রসনং শৈত্যং স্নেহং ক্লেদং সমার্দ্দবম্ ॥ ৭৭
ভূমের্গন্ধং তথা ঘ্রাণং গৌরবং মূর্ত্তিমেব চ।
আত্মা গৃহ্নাত্যজঃ সর্ব্বং তৃতীয়ে স্পন্দতে ততঃ ॥ ৭৮
দোহদস্যাপ্রদানেন গর্ভো দোষমবাপ্নুয়াৎ।
বৈরূপ্যং মরণং বাপি তস্মাৎ কার্য্যং প্রিয়ং স্ত্রিয়াঃ ॥ ৭৯
স্থৈর্য্যং চতুর্থে ত্বঙ্গানাং পঞ্চমে শোণিতোদ্ভবঃ ॥ ৮০
ষষ্ঠে বলস্য বর্ণস্য নখরোমাঞ্চ সম্ভবঃ ॥ ৮০

জীবাত্মা নিঃসৃত হইয়াছে (অথচ ফলতঃ এক বস্তু হইলেও পৃথক্ পৃথক্ ব্যবহার হইতেছে)। তাহার মধ্যে প্রত্যেক জীবাত্মাই পাপ বা পুণ্যজনক কিছু কিছু কর্ম্ম—স্বয়ং (অর্থাৎ প্রবৃত্তিপূর্ব্বক), কিছু কিছু —যদৃচ্ছাক্রমে, (যথা,—পিপীলিকাদিভোজন) এবং কিছু কিছু—জন্মান্তরীণ অভ্যাসবশতঃ করিয়া থাকে (তাহাই ভাবি জন্মাদির কারণ)। আত্মা ব্রহ্মাণ্ডের কারণস্বরূপ (কার্য্য নহে), কেননা তিনিই নিত্য, আত্মা জগতের কর্ত্তা, কেননা তিনিই চেতন (অচেতন বস্তু কর্ত্তা হইতে পারে না); আত্মা সর্ব্বব্যাপক, গুণবান্ (অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের নিয়ন্তা) এবং কাহারও অধীন নহেন। তিনি বস্তুতঃ জন্মরহিত হইলেও শরীরধারণবশতঃ জাত বলিয়া ব্যবহৃত হন। (প্রকৃত, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়ই এক; পরমাত্মার যে সকল অংশবিশেষ অনাদি বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া শরীর ধারণ করিতেছে, তাহাই জীবাত্মা।) প্রলয়ের পর সৃষ্টির আদিতে সেই ঈশ্বর বা আত্মা যেরূপ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী—উত্তরোত্তর এক এক অধিক গুণযুক্ত (যথা,—আকাশ শব্দ-গুণযুক্ত; বায়ু শব্দ ও স্পর্শগুণযুক্ত ইত্যাদি) এই সমস্ত পদার্থ সৃজন করিয়াছেন; সেইরূপ তিনি স্বয়ং অংশাংশবিশেষে উৎপন্ন হইবার সময় ঐ সকল পদার্থকে গ্রহণ করেন। ৬৭—৭০। সূর্য্য আহুতি দ্বারা পরিতৃপ্ত হন, সূর্য্য হইতে বর্ষণ হয়, অনন্তর ধান্যাদি-ওষধিরূপ অন্ন উৎপন্ন হয়, সেই অন্ন রসরূপে পরিণত হইয়া ক্রমে শোণিত বীর্য্যভাব প্রাপ্ত হয়। ঋতুকালে স্ত্রী-পুরুষ-সংসর্গ-সম্ভূত বিশুদ্ধ শুক্র-শোণিত অবলম্বন করিয়া, ষষ্ঠধাতুরূপী প্রভু চেতন, আকাশাদি পঞ্চধাতু বা পঞ্চভূতকে শরীরারম্ভে সহকারী করিয়া থাকেন। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, প্রাণাদি পঞ্চ শারীর বায়ু, জ্ঞান, আয়ু, সুখ, ধৃতি, ধারণা (অর্থাৎ বুদ্ধি ও মেধা) প্রেরণ অর্থাৎ (ইন্দ্রিয় পরিচালন), দুঃখ, ইচ্ছা, অহঙ্কার, প্রযত্ন, আকার, বর্ণ, স্বর, দ্বেষ, মঙ্গল এবং অমঙ্গল এই সকল পদার্থ শরীর গ্রহণেচ্ছু অনাদি আত্মার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলের কার্য্য। গর্ভের প্রথম মাসে সেই ষষ্ঠ ধাতু, অপর ধাতুসহযোগে তরলভাবাক্রান্ত হইয়া দ্রবরূপে থাকে, দ্বিতীয় মাসে ঈষৎ কঠিন মাংসপিণ্ডাকারে পরিণত হইয়া থাকে। তৃতীয়মাসে তাহার অপরিস্ফুট অঙ্গ এবং ইন্দ্রিয় সমুদয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। আত্মা তৃতীয় মাসে আকাশ হইতে লাঘব, সূক্ষ্মদর্শিতা, ভোগ্য শব্দ, শ্রবণেন্দ্রিয় এবং বলাদি,—বায়ু হইতে ত্বক্ ইন্দ্রিয়, গমনাদিচেষ্টা ব্যূহন (অর্থাৎ হস্ত পদাদি অবয়বের নানাবিধ আকুঞ্চন প্রসারণ), কাঠিন্য এবং স্পর্শ,—তেজ হইতে চক্ষুরিন্দ্রিয়, পরিপাক শক্তি, উষ্ণতা, রূপ এবং লাবণ্য —জল হইতে রসনেন্দ্রিয়, রস, অঙ্গের স্নিগ্ধতা, কোমলতা এবং ক্লেদ,—পৃথিবী হইতে গন্ধ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, গুরুতা এবং দৃশ্যমান জড়দেহ সংগ্রহ করেন। অনন্তর চতুর্থমাসে স্পন্দন হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় যে সকল বস্তুতে অভিলাষ হয়, গর্ভিণীকে তাহা প্রদান না করিলে গর্ভ বৈরূপ্য এবং মরণ, ইহার অন্যতর দোষ প্রাপ্ত হইবে; অতএব গর্ভিণী স্ত্রীর প্রিয় আচরণ করিবে। চতুর্থ মাসে অবয়ব সকলের দৃঢ়তা হয়। পঞ্চম মাসে রক্ত-

মনশ্চৈতন্যযুক্তোঽসৌ নাড়ীস্নায়ুশিরাযুতঃ।
সপ্তমে চাষ্টমে চৈব ত্বঙ্মাংসস্মৃতিমানপি॥ ৮১
পুনর্ধাত্রীং পুনর্গর্ভমোজস্তস্য প্রধাবতি।
অষ্টমে মাস্যতো গর্ভো জাতঃ প্রাণৈর্বিযুজ্যতে॥ ৮২
নবমে দশমে বাপি প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ।
নিঃসার্য্যতে বাণ ইব যন্ত্রচ্ছিদ্রেণ সজ্বরঃ॥ ৮৩
তস্য ষোঢ়া শরীরাণি ষট্ ত্বচো ধারয়ন্তি চ।
ষড়ঙ্গানি তথাস্থ্নাঞ্চ সহ ষষ্ট্যা শতত্রয়ম্॥ ৮৪
স্থালৈঃ সহ চতুঃষষ্টির্দন্তা বৈ বিংশতির্নখাঃ
পাণিপাদশলাকাশ্চ তাসাং স্থানচতুষ্টয়ম্॥ ৮৫
ষষ্ট্যঙ্গুলীনাং দ্বে পাণ্যোর্গুল্ফেষু চ চতুষ্টয়ম্।
চত্বার্য্যরত্নিকাস্থীনি জঙ্ঘয়োস্তাবদেব তু॥ ৮৬
দ্বে দ্বে জানুকপোলোরুফলকাংসসমুদ্ভবে।
অক্ষতালূষকে শ্রোণীফলকে চ বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৮৭
ভগাস্থ্যেকং তথা পৃষ্ঠে চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।
গ্রীবা পঞ্চদশাস্থিঃ স্যাজ্জত্রেকৈকং তথা হনুঃ॥ ৮৮
তন্মূলে দ্বে ললাটাক্ষিগণ্ডে নাসা ঘনাস্থিকা।
পার্শ্বকাঃ স্থালকৈঃ সার্দ্ধমর্ব্বুদৈশ্চ দ্বিসপ্ততিঃ॥ ৮৯
দ্বৌ শঙ্খকৌ কপালানি চত্বারি শিরসস্তথা।
উরঃ সপ্তদশাস্থীনি পুরুষস্যাস্থিসংগ্রহঃ॥ ৯০
গন্ধরূপরসস্পর্শশব্দাশ্চ বিষয়াঃ স্মৃতাঃ
নাসিকা লোচনে জিহ্বা ত্বক্‌শ্রোত্রঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ॥ ৯১
হস্তৌ পায়ুরুপস্থশ্চ বাক্ পাদৌ চেতি পঞ্চ বৈ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি জানীয়ান্মনশ্চৈবোভয়াত্মকম্॥ ৯২
নাভিরোজো গুদং শুক্রং শোণিতং শঙ্খকৌ তথা
মূর্দ্ধাংসকণ্ঠহৃদয়ং প্রাণস্যায়তনানি তু॥ ৯৩

সঞ্চার হইয়া থাকে। ষষ্ঠ মাসে বল, বর্ণ, নখ এবং রোম উৎপন্ন হয়। ৭১—৮০। সপ্তম মাসে ঐ গর্ভ—মন,চৈতন্য, নাড়ী এবং স্নায়ুযুক্ত হয়। অষ্টম মাসে দৃঢ় ত্বক্, মাংস ও স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে। অষ্টমমাসিক গর্ভের ওজ (অর্থাৎ হৃদয়-স্থিত ঈষদ্রক্ত শুদ্ধ এবং পীতবর্ণ পদার্থবিশেষ) গর্ভধারিণীর এবং গর্ভের প্রতি বারংবার প্রধাবিত হয়। তজ্জন্য অষ্টম মাসে ভূমিষ্ঠ হইলে বালকের প্রায়শই মৃত্যু হয়, (ফলতঃ ওজঃ স্থিতিই জীবনের প্রতি কারণ, জনক-জননীর দৃঢ়তায় ওজঃস্থিতি হইয়া থাকে, তাহার আরম্ভ-সময় সপ্তম মাস; তজ্জন্য সপ্তম মাসের পূর্ব্বে জন্মিলে কোন মতেই জীবিত থাকিবে না।) (জীব) নবম কিংবা দশম মাসে, সজ্বর অবস্থায় প্রবল প্রসব বায়ুবেগে, ধনুর্মুক্ত বাণের মত যন্ত্র-ছিদ্র দ্বারা নিষ্কাশিত হয়। তাহার শরীর ষড়বিধ (অর্থাৎ রস হইতে রক্ত-কর অগ্নি (১), রক্ত, হইতে মাংসকর অগ্নি (২), মাংস হইতে মেদস্কর অগ্নি (৩), মেদ হইতে অস্থিকর (৪), অস্থি হইতে মজ্জাকার অগ্নি (৫), মজ্জা হইতে শুক্রকর অগ্নি (৬)—এই ষড়বিধ অগ্নিযুক্ত রস-রক্তাদি ষড়্‌বিধ ত্বক্, সেই শরীরের অবলম্বন। আর (তাহার) করদ্বয়, চরণদ্বয়, মস্তক এবং গাত্র এই ছয় অঙ্গ ও ৩৬০ তিনশত ষাটখানি অস্থি। (যথা;—) দন্তমূলাস্থি এবং দন্তাস্থি সমষ্টিতে এই চতুঃষষ্টি। নখ, বিংশতি,—পাণি-পাদস্থিত শলাকা-কৃত অঙ্গুলি মূলাস্থি বিংশতি,—এই চত্বারিংশৎ অস্থিখণ্ডের স্থান চারিটী অর্থাৎ দুইটী এবং দুইটী হস্ত। এক এক অঙ্গুলির জন্ম-ঘটিত, এই ত্রিবিংশতি অঙ্গুলীর খান পার্ষ্ণিদ্বয়ের দুইখান, দুই দুই—চারিখানি ও বাহুদ্বয়ে অরত্নিপরিমিত চারি-খান অস্থি, জঙ্ঘদ্বয়েও চারিখান। জানু, কপোল, উরু, উরু-পীঠ, স্কন্ধ অক্ষ (অর্থাৎ চক্ষু ও কর্ণের মধ্যভাগ), তালু, শ্রোণী এবং শ্রোণীপীঠ এই সকল স্থানে দুইখান দুইখান করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গুহ্যস্থানে একখানি অস্থি, পৃষ্ঠদেশে পঞ্চচত্বারিংশৎ-খান, গ্রীবাদেশে পঞ্চদশখান অস্থি থাকিবে। প্রতি জত্রুতে (বক্ষ এবং স্কন্ধের সন্ধির নাম জত্রু) এক একখান অস্থি, হনুদেশেও একখান; হনুমূল, ললাট চক্ষু এবং গণ্ডে (অর্থাৎ কপোল এবং অক্ষের মধ্য-বর্ত্তী স্থানে) দুই দুইখানি অস্থি। নাসিকাতে ঘন-সংজ্ঞক একখান অস্থি থাকে। পার্শ্বাস্থি, স্থালকাস্থি (অর্থাৎ পার্শ্বপীঠাস্থি) এবং অর্ব্বুদ (অর্থাৎ তদন্ত-র্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি) এইরূপ সমষ্টিতে দ্বিসপ্ত-তিখান। শঙ্খতে (অর্থাৎ ভ্রূ এবং কর্ণের মধ্যদেশ) দুইখান অস্থি, কপালাস্থি (অর্থাৎ মাথার খুলি] চারিখান এবং বক্ষঃস্থলে সপ্তাদশ অস্থি মনুষ্যের এই [তিনশত ষাটখান] অস্থিসঞ্চয় কথিত হইল। ৮১—৯০। গন্ধ, রূপারস, স্পর্শ এবং শব্দ এই পাঁচটী,—বিষয় বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। নাসিকা, চক্ষু, জিহ্বা, ত্বক্ এবং কর্ণ এই পাঁচটীকে জ্ঞানেন্দ্রিয়; হস্তদ্বয়, গুহ্য, উপস্থ, বাক্য এবং পাদদ্বয় এই পাঁচটীকে স্পর্শেন্দ্রিয়; আর মনকে জ্ঞান-কর্ম্ম উভয়-ইন্দ্রিয়াত্মক বলিয়া জানিবে। নাভি, ওজ, পায়ু, শুক্র, শোণিত, শঙ্খদ্বয়, মস্তক, অংস, কণ্ঠ এবং হৃদয় এই দশটী প্রাণস্থান (ইহা সংক্ষিপ্তরূপে কথিত

বপাবসাবহননং নাভিঃ ক্লোমযকৃৎ প্লিহা।
ক্ষুদ্রান্ত্রং বৃক্ককৌ বস্তিঃ পুরীষাধানমেব চ॥ ৯৪
আমাশয়োঽথ হৃদয়ং স্থূলান্ত্রং গুদমেব চ।
উদরঞ্চ গুদৌ কোষ্ঠৌ বিস্তারোঽয়মুদাহৃতঃ॥ ৯৫
কনীনিকে চাক্ষিকূটে শষ্কুলী কর্ণপত্রকৌ।
কর্ণৌ শঙ্খৌ ভ্রুবৌ দন্তবেষ্টাবোষ্ঠৌ ককুন্দরে॥ ৯৬
বঙ্ক্ষণৌ বৃষণৌ বৃক্কৌ শ্লেষ্মসঙ্ঘাতজৌ স্তনৌ।
উপজিহ্বা স্ফিজৌ বাহূ জঙ্ঘোরুষু চ পিণ্ডিকা॥ ৯৭
তালূদরং বস্তি শীর্ষং চিবুকে মালগুণ্ডিকে।
অবটশ্চৈবমেতানি স্থানান্যত্র শরীরকে॥ ৯৮
অক্ষিকর্ণচতুষ্কঞ্চ পদ্ধস্তহৃদয়ানি চ।
নব ছিদ্রাণি তান্যেব প্রাণস্যায়তনানি তু॥ ৯৯
শিরাঃ শতানি সপ্তৈব নব স্নায়ুশতানি চ।
ধমনীনাং শতে দ্বে চ পেশী পঞ্চশতানি চ॥ ১০০
একোনত্রিংশল্লক্ষাণি তথা নবশতানি চ।
ষট্পঞ্চাশচ্চ জানীত শিরা ধমনিসংজ্ঞিতাঃ॥ ১০১
ত্রয়োলক্ষাস্তু বিজ্ঞেয়াঃ শ্মশ্রুকেশাঃ শরীরিণাম্।
সপ্তোত্তরং মর্ম্মশতং দ্বে চ সন্ধিশতে তথা॥ ১০২
রোম্নাং কোট্যশ্চ পঞ্চাশচ্চতস্রঃ কোট্য এব চ।
সপ্তষষ্টিস্তথা লক্ষাঃ সার্দ্ধাঃ স্বেদায়নৈঃ সহ॥ ১০৩
বায়বীয়ৈর্বিগণ্যন্তে বিভক্তাঃ পরমাণবঃ।
যদ্যপ্যেকোঽনুবেদৈষাং ভাবনাঞ্চৈব সংস্থিতিম্॥ ১০৪
রসস্য নব বিজ্ঞেয়া জলস্যাঞ্জলয়ো দশ।
সপ্তৈব তু পুরীষস্য রক্তস্যাষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ১০৫
ষট্ শ্লেষ্মা পঞ্চ পিত্তঞ্চ চত্বারো মূত্রমেব চ।
বসাত্রয়ো দ্বৌ তু মেদো মজ্জৈকোঽর্দ্ধন্তু মস্তকে॥ ১০৬
শ্লেষ্মৌজসস্তাবদেব রেতসস্তাবদেব তু।
ইত্যেতদস্থিরং বর্ষ্ম যস্য মোক্ষায় কৃত্যসৌ॥ ১০৭
দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি হৃদয়াদভিনিঃসৃতা।
হিতাহিতা নাম নাড্যস্তাসাং মধ্যে শশিপ্রভম্॥ ১০৮
মণ্ডলং তস্য মধ্যস্থ আত্মা দীপ ইবাচলঃ।
স জ্ঞেয়স্তং বিদিত্বেহ পুনরায়তনে ন তু॥ ১০৯
জ্ঞেয়ঞ্চারণ্যকমহং যদাদিত্যাদবাপ্তবান্।
যোগশাস্ত্রঞ্চ মৎপ্রোক্তং জ্ঞেয়ং যোগমভীপ্সতা॥ ১১০

হইল)। বসা, মাংস, স্নেহ, নাভি, ফুসফুস, প্লীহা, ক্ষুদ্র-অন্ত্র, বৃক্কদ্বয় (অর্থাৎ হৃদয়-সমীপস্থিত মাংস-পিণ্ডদ্বয়), মূত্রাশয়, বিষ্ঠাশয়, আমাশয়, হৃৎপিণ্ড, স্থূলঅন্ত্র, গুহ্য, উদর এবং নাভির অধঃপ্রদেশস্থ গুহ্য-মণ্ডলদ্বয় (এই সকল প্রাণস্থান) ইহা বিস্তারিতরূপে কথিত হইল। চক্ষুর তারাদ্বয়; চক্ষু ও নাসিকার সন্ধিদ্বয়, কর্ণশষ্কুলীদ্বয়, কর্ণপালীদ্বয়, কর্ণদ্বয়, শঙ্খদ্বয়, ভ্রূদ্বয়, দন্তবেষ্টদ্বয়, ওষ্ঠাধর, জঘনকূপদ্বয়, বঙ্ক্ষণ অর্থাৎ (জঘন এবং উরুদেশের সন্ধিদ্বয়), অণ্ডদ্বয়, বৃক্কদ্বয়, শ্লেষ্ম-সংঘাতজ, স্তনদ্বয়, উপজিহ্বা অর্থাৎ আলজিব), কটিপ্রোথদ্বয়, বাহুদ্বয়, জঙ্ঘা ও উরুদেশ-স্থিত মাংসপিণ্ড, তালু, উদর, মূত্রাশয়, বস্তি, মস্তক, চিবুকদ্বয়, হনুমূল ও কপোলের সন্ধিদ্বয় এবং শরীরস্থিত নিম্নদেশ,—কুৎসিত জড়পিণ্ড দেহস্থিত এই সকল স্থান, চক্ষুতারার দুই দুই শুক্ল পার্শ্ব আর পদ, হস্ত, হৃদয়, চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাচ্ছিদ্রদ্বয়, আস্য, পায়ু এবং উপস্থ এই নবছিদ্র—প্রাণের স্থান, ইহাও বিস্তারিতরূপে বলা হইল। এই শরীরে সপ্তশত শিরা, নবশত স্নায়ু, দুইশত ধমনী এবং পঞ্চশত পেশী আছে। ৯১—১০০। শাখা উপ-শাখাভেদে, শিরা ও ধমনী, উনত্রিংশৎ লক্ষ নবশত ষট্পঞ্চাশৎসংখ্যক জানিবে। মনুষ্যদিগের শ্মশ্রু ও কেশ তিন লক্ষ, মর্ম্মস্থান একশত সপ্ত এবং সন্ধি-স্থিত স্থান দুই শত বলিয়া জানিবে। স্বেদক্ষরণ-চ্ছিদ্রের সহিত যাবতীয় রোমের সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর অংশ বায়বীয় পরমাণু দ্বারা বিভক্ত হইয়া চতুঃপঞ্চাশৎ কোটি সপ্তষষ্টি লক্ষ, পঞ্চাশৎ সহস্র বলিয়া গণিত হইয়াছে। হে মুনিগণ! তোমাদিগের মধ্যে যে এইরূপ সংখ্যা এবং সংস্থান জানিতে পারিবে, সেই শ্রেষ্ঠ। নয় অঞ্জলি রস, দশ অঞ্জলি জল, সপ্তাঞ্জলি বিষ্ঠা এবং অষ্ট অঞ্জলি রক্ত ইহা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ছয় অঞ্জলি শ্লেষ্মা, পঞ্চ অঞ্জলি পিত্ত, চারি অঞ্জলি মূত্র, তিন অঞ্জলি বসা, দুই অঞ্জলি মেদ, এক অঞ্জলি মজ্জা, মস্তকে আর অর্দ্ধ অঞ্জলি মজ্জা, শ্লেষ্মার এবং শুক্রেরও সেই পরিমাণ, ইহা সমধাতু পুরুষের পক্ষে উক্ত হইল। বিষমধাতুর পক্ষে বিশেষ নিয়ম নাই। "এই মল-মূত্র-অস্থি-স্নায়ুময় দেহ ক্ষণভঙ্গুর" যাহাদিগের এইরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহারা প্রকৃত পণ্ডিত। হৃদয় হইতে নির্গত দ্বিসপ্ততি সহস্র হিতাহিত নামক নাড়ী আছে; তাহার মধ্যে চন্দ্রসদৃশ মণ্ডল আছে, তাহার মধ্যে নিশ্চল-দীপবৎ প্রকাশমান আত্মা বিরাজ করিতেছেন; তাঁহাকে এইরূপে জানিতে পারিলে ইহসংসারে আর জন্ম-গ্রহণ করিতে হয় না। যোগ করিতে অভিলাষী ব্যক্তিকে যাহা আমি আদিত্যের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই বৃহদারণ্যক অধ্যয়ন করিতে হইবে এবং মৎকথিত যোগশাস্ত্র জানিতে হইবে। ১০১—১১০।

অনন্তবিষয়ং কৃত্বা মনোবুদ্ধিস্মৃতীন্দ্রিয়ম্।
ধ্যেয় আত্মা স্থিতো যোঽসৌ হৃদয়ে দীপবৎপ্রভুঃ॥
যথাবিধানেন পঠন্ সামগায়মবিচ্যুতম্।
সাবধানস্তদভ্যাসাৎ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ ১১২
অপরান্তকমুল্লোপ্যং মদ্রকং প্রকরীস্তথা।
ঔবেণকং সরোবিন্দুমুত্তরং গীতকানি চ॥ ১১৩
ঋগ্‌গাথাপাণিকাদক্ষবিহিতা ব্রহ্মগীতিকাঃ।
জ্ঞেয়মেতত্তদভ্যাসকরণান্মোক্ষসংজ্ঞিতম্॥ ১১৪
বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ।
তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিযচ্ছতি॥ ১১৫
গীতজ্ঞো যদি গীতেন নাপ্নোতি পরমং পদম্।
রুদ্রস্যানুচরো ভূত্বা তেনৈব সহ মোদতে॥ ১১৬
অনাদিরাত্মা কথিতস্তস্যাদিস্তু শরীরকম্।
আত্মনশ্চ জগৎ সর্ব্বং জগতশ্চাত্মসম্ভবঃ॥ ১১৭
কথমেতদ্বিমুহ্যামঃ সদেবাসুরমানবম্।
জগদুদ্ভূতমাত্মা চ কথং তস্মিন্ বদস্ব নঃ॥ ১১৮
মোহজালমপাস্যেহ পুরুষো দৃশ্যতে হি যঃ।
সহস্রকরপন্নেত্রঃ সূর্য্যবর্চ্চাঃ সহস্রকঃ॥ ১১৯
স আত্মা চৈব যজ্ঞশ্চ বিশ্বরূপঃ প্রজাপতিঃ।
বিরাজঃ সোঽন্নরূপেণ যজ্ঞত্বমুপগচ্ছতি॥ ১২০
যো দ্রব্যদেবতাত্যাগসম্ভূতো রস উত্তমঃ।
দেবান্ সন্তর্প্য স রসো যজমানং ফলেন চ॥ ১২১
সংযোজ্য বায়ুনা সোমং নীয়তে রশ্মিভিস্ততঃ।
ঋগ্‌যজুঃসামবিহিতং সৌরং ধামোপনীয়তে॥ ১২২
স্বমণ্ডলাদসৌ সূর্য্যঃ সৃজত্যমৃতমুত্তমম্।
যজ্জন্ম সর্ব্বভূতানামশনানশনাত্মনাম্॥ ১২৩
তস্মাদন্নাৎ পুনর্যজ্ঞঃ পুনরন্নং পুনঃ ক্রতুঃ।
এবমেতদনাদ্যন্তং চক্রং সম্পরিবর্ত্ততে॥ ১২৪
অনাদিরাত্মা সম্ভূতির্ব্বিদ্যতে নান্তরাত্মনঃ।

মন (সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক) বুদ্ধি (অধ্যবসায়াত্মিকা), স্মরণ এবং ইন্দ্রিয় সকলকে, আত্মভিন্ন বিষয়ান্তর হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া, যে প্রভু দীপবৎ হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই আত্মার ধ্যান করিতে হইবে। ইহাতে অসমর্থ হইলে সম্পূর্ণরূপে একাগ্রচিত্ত হইয়া যথাবিধি সামগীতি পাঠ করিতে করিতে ক্রমে উহার অভ্যাসজনিত ফলে, পরব্রহ্ম লাভ করিবে। অপরান্তক, উল্লোপ্য, মদ্রক, মকরী, ঔবেনব, সরোবিন্দু এবং উত্তর এই সকল গীত ঋগ্‌গাথাগীতি; পাণিকাগীতি, দক্ষবিহিতা গীতি এবং ব্রহ্মগীতি, এই সমস্ত গীত অধ্যাত্মভাবের সহিত মিলিত করিয়া গান করিবে; তাহার অভ্যাসে মোক্ষলাভ। বীণাবাদন-মর্ম্মবেত্তা, দ্বাবিংশতি শ্রুতি, শুদ্ধ সপ্তবিধ এবং সঙ্কীর্ণ একাদশবিধ—এই অষ্টাদশবিধ জাতি—তদ্বিষয়ে সুদক্ষ ও তালজ্ঞ ব্যক্তি (উহার সহিত পরমাত্মভাব মিশ্রিত থাকিবে ও তালভঙ্গাদি ভয়ে চিত্তের একাগ্রতা ত থাকিবেই, সুতরাং) অনায়াসেই মুক্তি লাভ করিতে পারে। গীতজ্ঞ ব্যক্তি অন্য কোন বিঘ্ন বশতঃ যদি এইরূপ চিত্তৈকাগ্রতা দ্বারাও পরম পদ লাভ করিতে না পারে, তথাপি রুদ্রের অনুচর হইয়া রুদ্রের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে পারিবে। ফলতঃ আত্মা অনাদি, শরীর-ধারণই তাঁহার জন্ম বলিয়া ব্যপদিষ্ট হয়। আত্মা হইতে জগতের উৎপত্তি এবং জগৎ হইতে আত্মাধিষ্ঠিত শরীরের উদ্ভব কথিত হইয়াছে। হে যোগীশ্বর! সুরাসুর-মনুজ-পরিহিত জগন্মণ্ডল, আত্মা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইল, আত্মাই বা কিরূপে নানাবিধ শরীর গ্রহণ করেন, এ বিষয় আমরা বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। আমাদিগের নিকট বিস্তারিতরূপে বলুন (ইহা শ্রোতৃবর্গের প্রশ্ন)। (মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন) দেহাদির প্রতি আত্মাভিমান পরিহার করিলে তদ্ভিন্ন যে সহস্রকর সহস্রচরণ সহস্রনেত্র সূর্য্যসমতেজস্বী, সহস্রশীর্ষ পুরুষের সাক্ষাৎ করা হয়, সেই আত্মাই যজ্ঞ এবং প্রজাপতিস্বরূপ; কেননা তিনি সর্ব্বাত্মক, এই পুরুষ অন্নরূপে যজ্ঞভাব প্রাপ্ত হন, (যজ্ঞের প্রভাবে বৃষ্ট্যাদির দ্বারা প্রজা সৃষ্টি হয়; ইহাই সর্ব্বাত্মক হইবার কারণ। ১১১—১২০। দেবতা-উদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগ করায় অদৃষ্টরূপ যে উত্তমরস সম্ভূত হয়, তাহা দেবতাদিগকে প্রীত করিয়া যজমানকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে; অনন্তর পবনচালিত হইয়া চন্দ্র অভিমুখে নীত হয়, আবার চন্দ্ররশ্মির সাহায্যে, চন্দ্রমণ্ডল হইতে ঋক্‌যজুঃসামময় সূর্য্যরশ্মিতে উপনীত হইয়া থাকে, তৎপরে এই সূর্য্য স্বীয় মণ্ডল হইতে বৃষ্টিরূপ উত্তম অমৃতরস সৃষ্টি করেন, যাঁহা হইতে সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় (এই চরাচরাত্মক জগতের উৎপত্তি, জগতের উৎপত্তির সহিত অন্নও উৎপন্ন হয়,) সেই অন্ন হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে পুনর্ব্বার উক্তরূপে অন্ন উৎপন্ন হয়। এইপ্রকার প্রবাহরূপে অনাদি অনন্ত সংসারচক্র নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যদিচ আত্মা অনাদি এবং সেই শরীরব্যাপী পুরুষের উৎপত্তি নাই, তথাপি শরীরের সহিত আত্মার একটী বিশেষ

সমবায়ী তু পুরুষো মোহেচ্ছাদ্বেষকর্ম্মজঃ। ১২৫
সহস্রাত্মা ময়া যো ব আদিদেব উদাহৃতঃ।
মুখবাহূরুপজ্জাঃ স্যুস্তস্য বর্ণা যথাক্রমম্ ॥ ১২৬
পৃথিবী পাদতস্তস্য শিরসো দ্যৌরজায়ত।
নস্তঃ প্রাণা দিশঃ শ্রোত্রাৎ স্পর্শাদ্বায়ুর্মুখাচ্ছিখী ॥ ১২৭
মনসশ্চন্দ্রমা জাতশ্চক্ষুষশ্চ দিবাকরঃ।
জঘনাদন্তরীক্ষঞ্চ জগচ্চ সচরাচরম্ ॥ ১২৮
যদ্যেবং স কথং ব্রহ্মন্ পাপযোনিষু জায়তে।
ঈশ্বরঃ স কথং ভাবৈরনিষ্টৈঃ সম্প্রযুজ্যতে ॥ ১২৯
করণৈরন্বিতস্যাপি পূর্ব্বজ্ঞানং কথঞ্চন।
বেত্তি সর্ব্বগতাং কস্মাৎ সর্ব্বগোঽপি ন বেদনাম্ ॥ ১৩০
অন্ত্যপক্ষিস্থাবরতাং মনোবাক্কায়কর্ম্মজৈঃ।
দোষৈঃ প্রয়াতি জীবোঽয়ং ভবং যোনিশতেষু চ ॥ ১৩১
অনন্তাশ্চ যথা ভাবাঃ শরীরেষু শরীরিণাম্
রূপাণ্যপি তথৈবেহ সর্ব্বযোনিষু দেহিনাম্ ॥ ১৩২
বিপাকঃ কর্ম্মণাং প্রেত্য কেষাঞ্চিদিহ জায়তে।
ইহ চামুত্র বৈ কেষাং ভাবস্তত্র প্রয়োজনম্ ॥ ১৩৩
পরদ্রব্যাণ্যভিধ্যায়ংস্তথানিষ্টানি চিন্তয়ন্।
বিতথাভিনিবেশী চ জায়তেঽন্ত্যাসু যোনিষু ॥ ১৩৪
পুরুষোঽনৃতবাদী চ পিশুনঃ পুরুষস্তথা।
অনিবদ্ধঃ প্রলাপী চ মৃগপক্ষিষু জায়তে ॥ ১৩৫
অদত্তাদাননিরতঃ পরদারোপসেবকঃ।
হিংসকশ্চাবিধানেন স্থাবরেষ্বভিজায়তে ॥ ১৩৬
আত্মজ্ঞঃ শৌচবান্ দান্তস্তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ধর্ম্মকৃদ্বেদবিদ্যাবিৎ সাত্ত্বিকো দেবযোনিষু ॥ ১৩৭
অসৎকাররতোঽধীর আরম্ভী বিষয়ী চ যঃ।
স রাজগোমনুষ্যেষু মৃতো জন্মাধিগচ্ছতি ॥ ১৩৮
নিদ্রালুঃ ক্রূরকৃল্লুব্ধো নাস্তিকো যাচকস্তথা।
প্রমাদবান্ ভিন্নবৃত্তো ভবেত্তির্য্যক্ষু তামসঃ ॥ ১৩৯

সম্বন্ধ জন্মে, যাহার প্রভাবে আত্মা শরীরগত সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন, সেই সম্বন্ধ মোহ-ইচ্ছা-দ্বেষ-জনিত কর্ম্ম-ফলে হইয়া থাকে (অর্থাৎ ইহা নৈমিত্তিক সম্বন্ধ), স্বাভাবিক নহে; সেই নিমিত্ত দূরীভূত হইলেই নৈমিত্তিক সম্বন্ধ বিনষ্ট হয়। আমি তোমাদিগের নিকট যে সহস্রাত্মা আদিদেবের কথা বলিয়াছি—তাঁহার, মুখ বাহু উরু এবং পাদ হইতে যথাক্রমে চতুর্ব্বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার পাদ হইতে পৃথিবী, মস্তক হইতে স্বর্গ, নাসিকা হইতে প্রাণাদি বায়ু, কর্ণ হইতে দিঙ্মণ্ডল, স্পর্শ (অর্থাৎ ত্বক্) হইতে বায়ু এবং মুখ হইতে হুতাশন উৎপন্ন হইয়াছিল। মন হইতে চন্দ্র, বক্ষ হইতে সূর্য্য, জঘন (অর্থাৎ নাভিদেশ) হইতে আকাশ এবং সচরাচর ত্রৈলোক্য উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল। (শ্রোতা মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন) হে ব্রহ্মন্! যদি এইরূপ হইল, তবে তিনি পশুপক্ষী প্রভৃতি অধম জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন কেন? মোহাদিজনিত কর্ম্মফলই তাদৃশ জন্মের প্রতি কারণ, ইহাও বলিতে পারেন না; কেননা তিনি স্বয়ং ঈশ্বর মোহাদি অনিষ্ট পদার্থ দ্বারাই বা আক্রান্ত হইবেন কেন? অপিচ, জ্ঞান সাধন মন প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে পূর্ব্বজন্মসম্ভূত জ্ঞান ইহজন্মে না থাকে কেন? এবং কেনই বা তিনি সর্ব্বত্রগ হইলে অপরাপর প্রাণীর সুখ দুঃখাদি অনুভব করিতে পারেন না। ১২১—১৩০। (প্রথম প্রশ্নের উত্তর) এই জীব, ফলতঃ ঈশ্বর হইলেও অবিদ্যাবশে মোহ-রোগাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া, মানসিক, বাচিক এবং কায়িক কর্ম্ম-জনিত দোষে চণ্ডালাদি অন্ত্যযোনি, পক্ষ্যাদিযোনি এবং স্থাবরযোনি প্রাপ্ত হন আর অন্যান্য শত শত জন্মেও বহুবিধ ভয় পাইয়া থাকেন। গৃহীতদেহ দেহীর সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের অল্পাধিক্যে অশুভ বা শুভ যেরূপ প্রবৃত্তি হয়, ইহকালে তদনুসারে দেহীর সকল জন্মেই উৎকৃষ্ট-অপকৃষ্টরূপ অর্থাৎ সৌন্দর্য্যাদি এবং অন্ধত্ব-কুষ্ঠিত্বাদি হইয়া থাকে। কোন কোন কর্ম্মের ফল জন্মান্তরে, কোন কোন কর্ম্মের ফল ইহজন্মেই হইয়া থাকে, আর কোন কোন কর্ম্মের ফল ইহজন্মে বা পরজন্মে হয়, বিশেষ স্থিরতা নাই। শুভাশুভ ফলজনক কর্ম্মের প্রতি সত্ত্বাদি-গুণনিয়মিত প্রবৃত্তিই হেতু। আগ্রহ-সহকারে পরধন-অপহরণ-চিন্তা, ব্রহ্মহত্যাদি অনিষ্ট-চিন্তা এবং অযথার্থবিষয়ে অভিনিবেশ করিলে চাণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মিথ্যাবাদী, খল, দুর্ম্মুখ এবং অসঙ্গতবাদী ব্যক্তি মৃগ পক্ষি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। পরধনাপহারী পরদার-রত এবং অবৈধ প্রাণিঘাতক,—স্থাবরযোনি প্রাপ্ত হয়। বিদ্যাদি অভিমানবর্জ্জিত, শৌচসম্পন্ন দান্ত-তপস্বী, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং বেদবিদ্যাবিশারদ সাত্ত্বিক ব্যক্তি; দেবত্ব প্রাপ্ত হন। যে নৃত্যগীত প্রভৃতি অসৎকার্য্যে নিরত, ব্যগ্রচেতা, সর্ব্বদা কার্য্যানুকূল এবং বিষয়াসক্ত, সেই রজোগুণপ্রধান ব্যক্তি মৃত্যুর পর মনুষ্যযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। যে নিদ্রালু, প্রাণিপীড়াকর, লুব্ধ, নাস্তিক, যাচক, কার্য্যাকার্য্য-বিবেচনাশূন্য এবং বিরুদ্ধাচারী, সেই তামস-

রজস তমসা চৈবং সমাবিষ্টো ভ্রমন্নিহ।
ভাবৈরনিষ্টৈঃ সংযুক্তঃ সংসারং প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪০
মলিনো হি যথাদর্শো রূপালোকস্য ন ক্ষমঃ।
তথাবিপক্ককরণ আত্মা জ্ঞানস্য ন ক্ষমঃ ॥ ১৪১
কটু র্বারৌ যথাপক্কে মধুরঃ সন্ রসোঽপি ন।
প্রাপ্যতে হ্যাত্মনি তথা নাপক্ককরণে জ্ঞতা ॥ ১৪২
সর্ব্বাশ্রয়াং নিজে দেহে দেহী বিন্দতি বেদনাম্।
যোগী মুক্তশ্চ সর্ব্বাসাং যো ন চাপ্নোতি বেদনাম্ ॥ ১৪৩
আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্‌ভবেৎ।
তথাত্মৈকোঽপ্যনেকস্তু জলাধারেষ্বিবাংশুমান্ ॥১৪৪
ব্রহ্মখানিলতেজাংসি জলং ভূশ্চেতি ধাতবঃ।
ইমে লোকা এষ চাত্মা তস্মাচ্চ স চরাচরম্ ॥ ১৪৫
মৃদ্দণ্ডচক্রসংযোগাৎ কুম্ভকারো যথা ঘটম্।
করোতি তৃণমৃৎকাষ্ঠৈর্গৃহং বা গৃহকারকঃ ॥ ১৪৬
হেমমাত্রমুপাদায় রূপ্যং বা হেমকারকঃ।
নিজলালাসমাযোগাৎ কোশং বা কোশকারকঃ ॥ ১৪৭
কারণান্যেবমাদায় তাসু তাস্বিহ যোনিষু।
সৃজত্যাত্মানমাত্মা চ সম্ভূয় করণানি চ ॥ ১৪৮
মহাভূতানি সত্যানি যথাত্মাপি তথৈব হি।
কোঽন্যথৈকেন নেত্রেণ দৃষ্টমন্যেন পশ্যতি ॥ ১৪৯
বাচং বা কো বিজানাতি পুনঃ সংশ্রুত্য সংশ্রুতাম্।

প্রকৃতি ব্যক্তিকে তির্য্যক্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। সেই অবিদ্যাক্রান্ত আত্মা, রজঃ এবং তমোগুণের আবেশে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করত নানাবিধ অনিষ্টজনক প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া পুনর্ব্বার ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হন। ১৩১—১৪০। (দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর) যেমন মলাবৃত আদর্শ, প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয় না; সেইরূপ তৎকালে তিনিও অবিপক্ককরণ (অর্থাৎ আত্মাও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত জ্ঞানলাভে সমর্থ হন না; কেননা, তৎসংসৃষ্ট জ্ঞানসাধন চিত্তাদিও রাগাদিমলে অভিভূত থাকে)। যেরূপ অপক্ক তিক্ত কর্কটিফলে মধুরস থাকিলেও তাহার উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ অবিপক্ককরণ আত্মাতে জ্ঞানশক্তি, স্বরূপতঃ থাকিলেও তাহার উপলব্ধি হইতে পারে না। সুখ-দুঃখ, সকল শরীরী পুরুষের ভোগ্য হইলেও দেহাভিমানী পুরুষমাত্র নিজ শরীরেই তাহা লাভ করিবে। আর অভিমানশূন্য যোগী পুরুষ সকলের সুখ-দুঃখ জানিতে সমর্থ হন। যেমন আকাশ এক হইলেও ঘটাকাশ পটাকাশ ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ব্যবহৃত হয়, কিম্বা যেমন সূর্য্য এক হইলেও বহু জলাশয়ে প্রতিবিম্ব নিপতিত হইয়া বহুবৎ প্রতীয়মান হন, তদ্রূপ আত্মা এক হইলেও উপাধিবশে নানা বলিয়া বোধ হয়। আত্মা, আকাশ, বায়ু তেজ, জল এবং পৃথিবী এই ষড়্‌ধাতু; ইহার মধ্যে শেষ পঞ্চ ধাতু জড়, আর প্রথম ধাতু আত্মা চেতন এই সকল হইতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। কুম্ভকার যেমন, মৃত্তিকাদণ্ডচক্রাদি-সংযোগে ঘট নির্ম্মাণ করে কিংবা গৃহনির্ম্মাতা যেমন তৃণ-মৃত্তিকা কাষ্ঠাদি দ্বারা গৃহ প্রস্তুত করে অথবা স্বর্ণকার যেমন কেবল স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা কনককুণ্ডলাদি গঠন করে, কিংবা কোশকারী কীটবিশেষ নিজ লালাযোগে আত্মবন্ধহেতু কোশ রচনা করে, সেইরূপ আত্মা পৃথিব্যাদি-কারণ এবং চক্ষুরাদি কারণ সঞ্চয় করিয়া তদ্দ্বারা ইহ সংসারে সেই সেই দেব-মনুষ্যাদি জাতিতে নিজকর্ম্মবন্ধ বদ্ধ দেহ সৃজন করেন। যেরূপ পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত প্রমাণসিদ্ধ, আত্মাও সেইরূপ; ইন্দ্রিয়াদি ব্যতীত স্বতন্ত্র আত্মা না থাকিলে এক ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত পদার্থকে অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা "এই সেই! পূর্ব্ব প্রত্যক্ষীকৃত পদার্থ" এবং পূর্ব্বশ্রুত বাক্য পুনর্ব্বার শ্রবণ করিয়া "সেই বাক্য" বলিয়া কাহার জ্ঞান হইত? মনে কর, দেহকে আত্মা বলা যায় না, দেহ যদি আত্মা হইত, তাহা হইতে মৃত্যুর পর জ্ঞান থাকিত; কেননা তখন দেহ থাকে, ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিলে সেই ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইবার পর আর জ্ঞান থাকিত না; সুতরাং স্বতন্ত্র এক টী আত্মা না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান কাহারও হইত না, এইরূপে আত্মার অস্তিতা সিদ্ধ হইল এবং ঐ আত্মা ক্ষণভঙ্গুর নহেন (ক্ষণভঙ্গুর হইলে) অতীত বিষয়ের স্মৃতি কাহার হইত? কেই বা স্বপ্ন দর্শন করিত? (ভাবার্থ এই—আত্মা স্থায়ী হইলেই স্মরণ এবং স্বপ্ন হইয়া থাকে, কারণ কোন বস্তুর জ্ঞান হইলে জ্ঞাতা আত্মাতে তজ্জনিত সংস্কার থাকে, কাল বিশেষে সেই সংস্কার হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম স্মরণ; আত্মা ক্ষণভঙ্গুর হইলে জ্ঞানের পরক্ষণেই সে, আত্মার ধ্বংস হইত; সুতরাং সংস্কার থাকিতে পারিত না। সংস্কার না থাকিলে স্মরণ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অপিচ, জাগ্রদবস্থায় অনুভূত বস্তুর নিদ্রাকালিক জ্ঞানের নাম স্বপ্ন। জাগ্রদবস্থায় আত্মা এবং নিদ্রাকালিক আত্মার

অতীতার্থস্মৃতিঃ কস্য কো বা স্বপ্নস্য কারকঃ॥ ১৫০
জাতিরূপবয়োবৃত্তিবিদ্যাদিভিরহস্কৃতঃ
শব্দাদিবিষয়োদ্যোগং কর্ম্মণা মনসা গিরা॥ ১৫১
স সন্দিগ্ধমতিঃ কর্ম্মফলমস্তি ন বেত্তি বঃ।
বিপ্লুতঃ সিদ্ধমাত্মানমসিদ্ধোহপি হি মন্যতে॥ ১৫২
মম দারাঃ সুতামাত্যা অহমেষামিতি স্থিতিঃ।
হিতাহিতেষু ভাবেষু বিপরীতমতিঃ সদা॥ ১৫৩
জ্ঞেয়জ্ঞে প্রকৃতৌ চৈব বিকারে বাবিশেষবান্।
অনাশকানলাপাতজলপ্রপতনোদ্যমী॥ ১৫৪
এবং বৃত্তোহবিনীতাত্মা বিতথাভিনিবেশবান্।
কর্ম্মণা দ্বেষমোহাভ্যামিচ্ছয়া চৈব বধ্যতে॥ ১৫৫
আচার্য্যোপাসনং বেদশাস্ত্রার্থেষু বিবেকিতা।
তৎকর্ম্মণামনুষ্ঠানং সঙ্গঃ সদ্ভির্গিরঃ শুভাঃ॥ ১৫৬
স্ত্র্যালোকালম্ভবিগমঃ সর্ব্বভূতাত্মদর্শনম্।
ত্যাগঃ পরিগ্রহাণাঞ্চ জীর্ণকাষায়ধারণম্॥ ১৫৭
বিষয়েন্দ্রিয়সংরোধস্তন্দ্রালস্যবিবর্জ্জনম্
শরীরপরিসংখ্যানং প্রবৃত্তিষ্বঘদর্শনম্॥ ১৫৮
নীরজস্তমসা সত্ত্বশুদ্ধির্নিঃস্পৃহতা শমঃ।
এতৈরুপায়ৈঃ সংশুদ্ধঃ সত্ত্বযুক্তোহমৃতী ভবেৎ॥ ১৫৯
তত্ত্বস্মৃতেরুপস্থানাৎ সত্ত্বযোগাৎ পরিক্ষয়াৎ।
কর্ম্মণাং সন্নিকর্ষাচ্চ সতাং যোগঃ প্রবর্ত্ততে॥ ১৬০
শরীরসংক্ষয়ে যস্য মনঃ সত্ত্বস্থমীশ্বরে।
অবিপ্লুতমতেঃ সম্যক্ স জাতিস্মরতামিয়াৎ॥ ১৬১
যথা হি ভরতো বর্ণৈর্বর্ণয়ত্যাত্মনস্তনুম্।
নানারূপাণি কুর্ব্বাণস্তথাত্মা কর্ম্মদাস্তনূঃ॥ ১৬২
কালকর্ম্মাত্মবীজানাং দোষৈর্ম্মাতুস্তথৈব চ।
গর্ভস্য বৈকৃতং দৃষ্টমঙ্গহীনাদি জন্মতঃ॥ ১৬৩
অহঙ্কারেণ মনসা গত্যা কর্ম্মফলেন চ
শরীরেণ চ নাত্মায়ং মুক্তপূর্ব্বঃ কথঞ্চন॥ ১৬৪
বর্ত্ত্যাধারস্নেহযোগাদ্যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ।

পারবশ্যবশতঃ স্মরণের ন্যায় স্বপ্নও হইত না কিংবা ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিলে কে স্বপ্ন দর্শন করিত? কারণ তখন ইন্দ্রিয় নিঃসংজ্ঞ)।১৪১—১৫০। এবং জাতি রূপ বয়স চরিত্র ও বিদ্যাদিজনিত অভিমান কাহার হইত? বাক্য মন এবং কর্ম্ম দ্বারা শব্দাদি বিষয়ভোগের জন্য কে উদ্যোগ করিত? যদি ইন্দ্রিয়াদি ব্যতীত স্থায়ী আত্মা না থাকিত; সেই আত্মা, অহঙ্কারদূষিত হইয়া কর্ম্মফল আছে কি নাই এইরূপ সন্দিগ্ধবুদ্ধি হইয়া থাকে, বস্তুতঃ অকৃতকার্য্য হইলেও আপনাকে কৃতকার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে। "আমার পুত্র, আমার স্ত্রী; আমার অমাত্য, ইহাদিগের আমি" এইরূপ নিশ্চয় করে, আর সর্ব্বদা হিতকর কার্য্যকে অহিতকর ও অহিতকর কার্য্যকে হিতকর বলিয়া বুঝে; আত্মা প্রকৃতি এবং প্রকৃতি-কার্য্য বুদ্ধি অহঙ্কারাদিতে ভেদজ্ঞান থাকে না। অনশন, হুতাশন-প্রবেশ, জল-প্রবেশ এবং উচ্চস্থান হইতে পতনে-যত্ন করিয়া থাকে। এইরূপ বিবিধ অকার্য্য-প্রবৃত্ত অসংযতাত্মা পুরুষ অযথার্থ-বিষয়ে অভিনিবেশ করিয়া স্বকৃত কর্ম্ম-ফলজনিত রাগ, দ্বেষ এবং মোহে সংসারকারাগারে বদ্ধ হয়। আচার্য্যসেবা, বেদান্ত এবং পাতঞ্জলাদি যোগ-শাস্ত্রের অর্থ বিবেচনা, তত্তৎশাস্ত্র-প্রতিপাদিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, সাধুসঙ্গ, প্রিয়হিত কথন, স্ত্রীলোকের-দর্শন-স্পর্শ-পরিত্যাগ, সকল প্রাণীকেই আপনার মত দেখা, পুত্র-কলত্র ঐশ্বর্য্যাদি পরিগ্রহের পরিত্যাগ, জীর্ণ-কষায় বস্ত্র পরিধান, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে নিবর্ত্তিত করা, তন্দ্রা এবং আলস্যবর্জ্জন, জড়দেহের অশুচিতাদি অনুসন্ধান গমন প্রভৃতি সকল প্রবৃত্তিতেই যতটুকু পাপাংশ আছে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা, রজোগুণ ও তমোগুণ, অনাসক্তি, প্রাণায়ামাদি দ্বারা ভাবশুদ্ধি, নিস্পৃহতা এবং বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সংযম, এই সকল উপায় দ্বারা পবিত্র হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বযুক্ত পুরুষ মুক্তি লাভ করিতে পারে। আত্মার স্বরূপস্মৃতি আত্মো-পাসনা, শুদ্ধসংযোগ কর্ম্মবীজের [অবিদ্যাদির] ক্ষয় এবং সাধুসঙ্গে সমাধিপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে ১৫১—১৬০। দেহনাশ কালে যাহার মন একাগ্র-ভাবে ঈশ্বরে আসক্ত থাকে, সেই নিরভিমান যোগী (সম্পূর্ণ যোগসিদ্ধ না হইলেও) তৎপর জন্মে সম্পূর্ণ জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হইবে। যেমন নট নানাপ্রকার রূপ করিবার জন্য নিজ শরীরকে শ্বেতকৃষ্ণাদি নানা-বর্ণে চিত্রিত করে, সেইরূপ আত্মা কর্ম্মফলভোগার্থ নানাবিধ শরীর ধারণ করেন। কাল ও কর্ম্মানু-সারে স্বীয় পিতৃবীজদোষে এবং মাতৃশোণিত-দোষে জন্মাবধি গর্ভের অঙ্গহীনতাদি দোষ দৃষ্ট হয়। যত দিন পর্য্যন্ত মুক্ত না হয়, ততদিন অহঙ্কার মন, গতি (অর্থাৎ সংসার হেতু-ভূত দোষরাশি) কর্ম্মফল এবং লিঙ্গ শরীর আত্মাকে কখনই পরিত্যাগ করে না। যেরূপ বর্ত্তি বার্ত্তপাত্রে এবং তৈলের সাহায্যে দীপ প্রজ্বলিত থাকে, কখনও বা (বর্ত্তি প্রভৃতি উপকরণ থাকিতেও) প্রবলবায়ুবেগে

বিক্রিয়াপি চ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণসঙ্ক্ষয়ঃ॥ ১৬৫
অনন্তা রশ্ময়স্তস্য দীপবদ্যঃ স্থিতো হৃদি।
সিতাসিতাঃ কদ্রুনীলাঃ কপিলাঃ পীতলোহিতাঃ॥১৬৬
ঊর্দ্ধমেকঃ স্থিতস্তেষাং যো ভিত্ত্বা সূর্য্যমণ্ডলম্।
ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য তেন যাতি পরাং গতিম্॥ ১৬৭
যদস্যান্যদ্রশ্মিশতমূর্দ্ধমেব ব্যবস্থিতম্।
তেন দেবশরীরাণি সধামানি প্রপদ্যতে॥ ১৬৮
যেহনেকরূপাশ্চাধস্তাদ্রশ্ময়োহস্য মৃদুপ্রভাঃ।
ইহ কর্ম্মোপভোগায় তৈঃ সংসরতি সোহবশঃ॥ ১৬৯
বেদৈঃ শাস্ত্রৈঃ সবিজ্ঞানৈর্জন্মনা মরণেন চ।
আর্ত্ত্যা গত্যা তথাগত্যা সত্যেন হ্যনৃতেন চ॥ ১৭০
শ্রেয়সা সুখদুঃখাভ্যাং কর্ম্মভিশ্চ শুভাশুভৈঃ।
নিমিত্তশকুনজ্ঞানগ্রহসংযোগজৈঃ ফলৈঃ॥ ১৭১
তারানক্ষত্রসঞ্চারৈর্জাগরৈঃ স্বপ্নজৈরপি।
আকাশপবনজ্যোতির্জ্জলভূতিমিরৈস্তথা॥ ১৭২
মন্বন্তরৈর্যুগপ্রাপ্ত্যা মন্ত্রৌষধিফলৈরপি।
বিত্তাত্মানং বিদ্যমানং কারণং জগতস্তথা॥ ১৭৩
অহঙ্কারঃ স্মৃতির্মেধা দ্বেষো বুদ্ধিঃ সুখং ধৃতিঃ।
ইন্দ্রিয়ান্তরসঞ্চার ইচ্ছা ধারণজীবিতে॥ ১৭৪
স্বর্গঃ স্বপ্নশ্চ ভাবানাং প্রেরণং মনসো গতিঃ।
নিমেষশ্চেতনা যত্ন আদানং পাঞ্চভৌতিকম্॥১৭৫

দীপনির্ব্বাণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, প্রাণহানিও তদ্রূপ; (ভাবার্থ এই—উপকরণ বিনষ্ট হইলে দীপও বিনষ্ট হয়, সেইরূপ আয়ু যতদিন থাকে, প্রাণও ততদিন থাকে, আয়ু ফুরাইলেই প্রাণনাশ। আবার সকল উপকরণ থাকিতেও ঝড় হইলে দীপ নির্ব্বাণ হয়, সেইরূপ আয়ু থাকিলেও বিশেষ আগন্তুক নিমিত্ত প্রাণহানি করে। যিনি হৃদয়ে দীপবৎ অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার শুক্ল, কৃষ্ণ, কদ্রু, নীল, কপিল এবং নীলরক্ত ইত্যাদি নানাবর্ণের নানাবিধ রশ্মি আছে, তাহার মধ্যে একটি রশ্মি সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোক অতিক্রমপূর্ব্বক ঊর্দ্ধভাবে অবস্থিত রাখিয়া জীব তদবলম্বনেই মুক্তিমার্গে গমন করেন। ইহার অপর যে শতসংখ্যক রশ্মি ঊর্দ্ধভাবে অবস্থিত, তদ্দ্বারা তেজোময় দেবশরীর লাভ করেন। যে সকল নানারূপ মৃদুপ্রভ রশ্মি অধোভাগে আছে, তদ্দ্বারা কর্ম্মফলভোগের জন্য সেই কর্ম্মপরবশ জীব ইহসংসারে উপস্থিত হন। ১৬১—১৬৯। হে মুনিগণ! জগতের কারণ আত্মা, দেহ হইতে বিভিন্ন ইহা জানিবে। শ্রুতি-স্মৃতি "আমার শরীর" ইত্যাদি অনুভব, জন্মান্তরকৃত-ধর্ম্মাধর্ম্ম-জনিত জন্ম—মৃত্যু ব্যাধি জ্ঞান ইচ্ছাদিপ্রবর্ত্তিত গমনাগমন,সত্য-মিথ্যাজ্ঞান, মুক্তি, শুভকর্ম্মাচরণজনিত পারলৌকিক সুখ, অশুভ কর্ম্মাচরণজনিত পারলৌকিক দুঃখ এবং আকাশ, বায়ু তেজ, জল, ভূমি ও অন্ধকারাদি ভোগ্যবস্তু এই সকল হেতু দেখিয়া শুনিয়া আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্‌ভাবে বুঝিবে (অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণে আত্মা যে দেহ হইতে ভিন্ন, তাহা জানা যায়, দেহ এবং আত্মা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই "আমার দেহ" এই রূপ ব্যবহার আছে, দেহ মৃত্যুর পর ও পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকে না, সুতরাং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল থাকা অসম্ভব, তাহা না থাকিলেও জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতির নিয়ম থাকে না, ইহার দ্বারাও পৃথক্ আত্মা সিদ্ধ হইল। দেহ, পঞ্চভূত-নির্ম্মিত, পঞ্চভূতের জ্ঞান ইত্যাদি শক্তি নাই, অতএব ঘটাদির ন্যায় দেহেরও জ্ঞান আদি থাকিতে পারে না; অথচ অমুক স্থানে গমন করিলে আমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে; এই প্রকার জ্ঞানের পর গমনাদিপ্রবৃত্তি হয়, ইহাও দেহভিন্ন আত্মার প্রমাপক এবং জড়বস্তু জড়বস্তুর ভোক্তা হইতে পারে না, সুতরাং দেহভিন্ন এক চেতন পদার্থ, পৃথিব্যাদি বস্তু ভোগ করিতেছে ইত্যাদি প্রমাণে আত্মার পার্থক্য সিদ্ধ হইল। ভূমিকম্পাদি নিমিত্ত, কপোতপতনাদি শাকুন, সূর্য্যাদি-গ্রহসংযোগ, অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রসঞ্চার, সামান্য নক্ষত্র সঞ্চার, শুভাশুভসূচক জাগ্রদবস্থাসম্ভূত অঙ্গস্ফুরণাদি, স্বপ্নদৃষ্ট যানারোহণাদি, মন্বন্তর, যুগ-পরিবর্ত্তন, মন্ত্রৌষধিশক্তি এবং আকাশাদি সৃষ্টি এই সকল হেতুদর্শনে আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্‌ভাবে জানিবে (অর্থাৎ ঈশ্বর ও জীব একই পদার্থ ইহা উক্ত হইয়াছে, দেহ ভিন্ন আত্মা অস্বীকার করিলে ঈশ্বরেরও অস্বীকার করা হইল, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, ঐ সকল বস্তু কাহার ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়?—সুতরাং দেহাতিরিক্ত আত্মা আছেন)। অহঙ্কার স্মৃতি, মেধা, দ্বেষ, বুদ্ধি, সুখ, ধৈর্য্য, ইন্দ্রিয়ান্তরসঞ্চার (অর্থাৎ এক ইন্দ্রিয়গৃহীত বিষয়ের অন্য ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ) ইচ্ছা, দেহধারণ, প্রাণধারণ, স্বর্গভোগ, স্বপ্ন, বুদ্ধি প্রভৃতিকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্তকরণ, মনের গতি, নিমেষ এবং ভোজনাদি দ্বারা পঞ্চভূতের গ্রহণ ইহা চৈতন্যের আয়ত্ত (চৈতন্যমূর্ত্তি আত্মার সহিত দেহের বিশেষ সম্বন্ধ থাকিলেই উক্ত কার্য্য সকল ঘটিয়া থাকে, সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে কোন

যত এতানি দৃশ্যন্তে লিঙ্গানি পরমাত্মনঃ।
তস্মাদন্তি পরো দেহাদাত্মা সর্ব্বগ ঈশ্বরঃ॥ ১৭৬
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি সার্থানি মনঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
অহঙ্কারশ্চ বুদ্ধিশ্চ পৃথিব্যাদীনি চৈব হি॥ ১৭৭
অব্যক্তমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রস্যাস্য নিগদ্যতে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতস্থঃ সন্নসন্ সদসচ্চ যঃ॥ ১৭৮
বুদ্ধেরুৎপত্তিরব্যক্তাত্ততোঽহঙ্কারসম্ভবঃ।
তন্মাত্রাদীন্যহঙ্কারাদেকোত্তরগুণানি চ॥ ১৭৯
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ তদ্গুণাঃ।
যো যস্মান্নিঃসৃতশ্চৈষাং স তস্মিন্নেব লীয়তে॥ ১৮০
যথাত্মানং সৃজত্যাত্মা তথা বঃ কথিতো ময়া।
বিপাকাত্ত্রিপ্রকারাণাং কর্ম্মণামীশ্বরোঽপি সন্॥ ১৮১
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব গুণাস্তস্যৈব কীর্ত্তিতাঃ।
রজস্তমোভ্যামাবিষ্টশ্চক্রবদ্ভ্রাম্যতে হি সঃ॥ ১৮২
অনাদিরাদিমাংশ্চৈব স এব পুরুষঃ পরঃ।
লিঙ্গেন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপঃ সবিকার উদাহৃতঃ॥ ১৮৩
পিতৃযানোঽজবীথ্যাশ্চ যদগস্ত্যস্য চান্তরম্।
তেনাগ্নিহোত্রিণো যান্তি স্বর্গকামা দিবম্প্রতি॥ ১৮৪
যে চ দানপরাঃ সম্যগষ্টাভিশ্চ গুণৈর্যুতাঃ।
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ সত্যব্রতপরায়ণাঃ॥ ১৮৫
তত্রাষ্টাশীতিসাহস্রা মুনয়ো গৃহমেধিনঃ।
পুনরাবর্ত্তিনো বীজভূতা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকাঃ॥ ১৮৬
সপ্তর্ষিনাগবীথ্যন্তর্দ্দেবলোকসমাশ্রিতাঃ।
তাবন্ত এব মুনয়ঃ সর্ব্বারম্ভবিবর্জ্জিতাঃ॥ ১৮৭

কার্য্যই থাকে না) যেহেতু পরমাত্মার (চেতনের) এই সকল চিহ্ন (যাহা পঞ্চভূতাদি জড়পদার্থের হইতে পারে না) দেখা যাইতেছে; সুতরাং দেহ ভিন্ন স্বতন্ত্র আত্মা আছেন, তিনি সর্ব্বত্রগ এবং ঈশ্বর *। ১৭০—১৭৬। সবিষয় জ্ঞানেন্দ্রিয় (অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটী বিষয় এবং শ্রোত্রাদি পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়) মন, করচরণাদি পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, অহঙ্কার, বুদ্ধি, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র এবং প্রকৃতি, এতৎসমুদায়ের নাম ক্ষেত্র; ইহার যিনি অধিপতি, তিনি সর্ব্বভূতস্থিত প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া সৎ, তাঁহার স্বরূপদর্শন দুঃসাধ্য বলিয়া অসৎ, এই সদসদাত্মক সেই আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন। প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, (অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র, রসতন্মাত্র, ইত্যাদি তন্মাত্রদিগের গুণ প্রথম হইতে পঞ্চম পর্য্যন্ত একটী একটী করিয়া বাড়িয়াছে (যথা,—প্রথম তন্মাত্রের একটী গুণ, দ্বিতীয় তন্মাত্রের দুইটী ইত্যাদি)। তাহা হইতে যথাক্রমে আকাশাদি পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ইহা (প্রথম তন্মাত্রের একটী গুণ ইত্যাদি উক্ত রীত্যনুসারে) তন্মাত্রের গুণ (তবে তন্মাত্রে যে শব্দাদি আছে, তাহা সূক্ষ্ম; ভূতে যে শব্দাদি আছে, তাহা স্থূল, এই মাত্র প্রভেদ); ইহার মধ্যে যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই বস্তু, তাহাতেই বিলীন হইবে। (অর্থাৎ সৃষ্টি,—অনুক্রমে এবং ধ্বংস—প্রতিক্রমে হইয়া থাকে।) আত্মা স্বয়ং ঈশ্বর হইলেও কায়িক, বাচিক এবং মানসিক কর্ম্মের বিপাকে, যেরূপে আত্ম-সৃষ্টি করেন, তাহা তোমাদিগকে বলিয়াছি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ,—সেই অবিদ্যাসম্পন্ন জীবেরই, ইহা উক্ত হইয়াছে এবং তিনি রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হইয়া ইহসংসারে চক্রবৎ ঘূর্ণিত হইতেছেন। সেই অনাদি পরম পুরুষই, শরীর ধারণ দ্বারা আদিমান ও কুব্জত্বাদি-বিকারসম্পন্ন হন; সেই জন্যই তাঁহাকে পদশব্দাদি চিহ্ন দ্বারা জানা যায় আর সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার রূপ দর্শনাদি করিতে পারা যায়, ইহা কথিত হইয়াছে। অজবীথী (অর্থাৎ অগস্ত্যের উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী তারকাশ্রেণী) এবং অগস্ত্য, ইহার মধ্য স্থলের নাম পিতৃযান, স্বর্গাভিলাষী অগ্নিহোত্রিগণ সেই স্থান দিয়া স্বর্গাভিমুখে গমন করেন। ১৭৭—১৮৪। এবং যাঁহারা দানাদি স্মার্ত্তকর্ম্মপরায়ণ, দম্ভশূন্য, দয়া ক্ষান্তি অনসূয়া শৌচ অনায়াস মঙ্গল অকার্পণ্য ও অস্পৃহা এই অষ্টবিধ আত্মগুণে সমন্বিত, আর যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ, তাঁহারা সেই পথ দিয়াই স্বর্গে গমন করেন। অষ্টাশীতিসহস্র গৃহমেধী মুনিগণ সেই পথ দিয়া স্বর্গে গমন করেন, তাঁহারা পুনর্ব্বার ইহসংসারে আসেন এবং তাঁহারা ধর্ম্মবৃক্ষের আবির্ভাবে বীজস্বরূপ; কেননা, খণ্ডপ্রলয়কালে শাস্ত্রলোপের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মলোপ হইলে তৎপরে সৃষ্টির আদিতে তাঁহারাই অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং নাগবীথী (অর্থাৎ অজবীথীর উত্তর ও সপ্তর্ষিমণ্ডলের দক্ষিণদেশবর্ত্তী তারকাপুঞ্জ)

* পূর্ব্বের সহিত পৌনরুক্ত্য পরিহার করিতে হইলে সামান্য-বিশেষ ন্যায় অবলম্বন করিতে হইবে।

তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ সঙ্গত্যাগেন মেধয়া।
তত্রৈব তাবত্তিষ্ঠন্তি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ১৮৮
যতো বেদাঃ পুরাণঞ্চ বিদ্যোপনিষদস্তথা।
শ্লোকাঃ সূত্রাণি ভাষ্যাণি যচ্চ কিঞ্চন বাঙ্ময়ম্ ॥ ১৮৯
বেদানুবচনং যজ্ঞো ব্রহ্মচর্য্যং তপো দমঃ।
শ্রদ্ধোপবাসঃ স্বাতন্ত্র্যমাত্মনো জ্ঞানহেতবঃ ॥ ১৯০
স হ্যাশ্রমৈর্বিজিজ্ঞাস্যঃ সমস্তৈরেবমেব তু।
দ্রষ্টব্যস্তথ মন্তব্যঃ শ্রোতব্যশ্চ দ্বিজাতিভিঃ ॥ ১৯১
য এনমেবং বিন্দন্তি যে চারণ্যকমাশ্রিতাঃ।
উপাসতে দ্বিজাঃ সত্যং শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতাঃ ॥ ১৯২
ক্রমাত্তে সম্ভবন্ত্যর্চিরহঃ শুক্লং তথোত্তরম্
অয়নং দেবলোকঞ্চ সবিতারং সবিদ্যুতম্ ॥ ১৯৩
ততস্তান্ পুরুষোহভ্যেত্য মানসো ব্রহ্মলৌকিকান্।
করোতি পুনরাবৃত্তিস্তেষামিহ ন বিদ্যতে ॥ ১৯৪
যজ্ঞেন তপসা দানৈর্যে হি স্বর্গজিতো নরাঃ।
ধূমং নিশাং কৃষ্ণপক্ষং দক্ষিণায়নমেব চ ॥ ১৯৫
পিতৃলোকং চন্দ্রমসং বায়ুং বৃষ্টিং জলং মহীম্।
ক্রমাত্তে সম্ভবন্তীহ পুনরেব ব্রজন্তি চ ॥ ১৯৬
এতদ্যো ন বিজানাতি মার্গদ্বিতয়মাত্মবান্।
দন্দশূকঃ পতঙ্গো বা ভবেৎ কীটোহথবা কৃমিঃ ॥ ১৯৭
উরুস্থোত্তানচরণঃ সব্যে ন্যস্যেতরং করম্।
উত্তানং কিঞ্চিদুন্নাম্য মুখং বিষ্টভ্য চোরসা ॥ ১৯৮
নিমীলিতাক্ষঃ সত্ত্বস্থো দন্তৈর্দন্তানসংস্পৃশন্
তালুস্থাচলজিহ্বশ্চ সংবৃতাস্যঃ সুনিশ্চলঃ ॥ ১৯৯
সন্নিরুধ্যেন্দ্রিয়গ্রামং নাতিনীচোচ্ছ্রিতাসনঃ।
দ্বিগুণং ত্রিগুণং বাপি প্রাণায়ামমুপক্রমেৎ ॥ ২০০
ততো ধ্যেয়ঃ স্থিতো যোহসৌ হৃদয়ে দীপবৎ প্রভুঃ
ধারয়েত্তত্র চাত্মানং ধারণাং ধারয়ন্ বুধঃ ॥ ২০১
অন্তর্দ্ধানং স্মৃতিঃ কান্তির্দৃষ্টিঃ শ্রোত্রজ্ঞতা তথা

ইহার মধ্যস্থল দিয়া অষ্টাশীতিসহস্র সর্ব্বারম্ভ-বিবর্জ্জিত অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী মুনিগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সঙ্গপরিত্যাগ এবং অধ্যাত্মবিদ্যা অনুশীলন-প্রভাবে দেবলোক আশ্রয় করিয়া প্রাকৃত প্রলয় পর্য্যন্ত সেই স্থানে অবস্থিতি করেন (পরে সৃষ্টির আদিতে তাঁহারাই অধ্যাত্মবিদ্যা প্রবর্ত্তিত করেন)। যে সকল মুনিগণ হইতে বেদ, পুরাণ, শিক্ষাকল্পাদি অঙ্গবিদ্যা, উপনিষদ্, ইতিহাস, সূত্র, ভাষ্য এবং অন্যান্য যে কিছু শাস্ত্র, তৎসমস্তই ছাত্রপরম্পরা ক্রমে চলিয়া আসিতেছে। (এক্ষণে প্রতিপন্ন হইল যে, বেদ নিত্য; সুতরাং বেদ প্রামাণ্যে ইহাও সিদ্ধ হইল যে) বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, দম, শ্রদ্ধা, উপবাস, এবং সঙ্গত্যাগ, এই সকল কার্য্য ভাবশুদ্ধিসম্পাদন দ্বারা আত্মজ্ঞানের হেতু। সকল আশ্রমাবলম্বী দ্বিজাতিগণ সেই আত্মাকে এইরূপে জানিতে চেষ্টা করিবে; যথা,—প্রথম বেদান্ত বাক্য দ্বারা তাঁহার কথা শ্রবণ করিবে, নানাযুক্তি দ্বারা বিচার করিবে, ক্রমে সাক্ষাৎকার করিতে পাইবে, পরমশ্রদ্ধালু যে সকল দ্বিজ নির্জ্জন প্রদেশ আশ্রয় করিয়া কথিত পদ্ধতি-অনুসারে একমাত্র সত্য আত্মার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আত্মলাভে সমর্থ হন। সেই সকল আত্মজ্ঞগণ ক্রমে ক্রমে বহ্নি, দিন, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ, দেবলোক,-সূর্য্য এবং বৈদ্যুত-তেজ, এই সকলের অধিষ্ঠাতৃদেব সমীপে গমন করেন (কারণ এই সকল স্থান, মুক্তিমার্গ)। অনন্তর মানস পুরুষ উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়, আর তাঁহাদিগের ইহস পুনরাগমন হয় না। ১৮৮—১৯৪। আর যাঁহারা যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান দ্বারা স্বর্গ-ভোগে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা ক্রমে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন, পিতৃলোক এবং চন্দ্রমা এই সকলের অধিষ্ঠাতৃদেব-লোকে অবস্থান করিয়া পুনরপি ক্রমে ক্রমে বায়ু, বৃষ্টি, জল, এবং পৃথিবী, প্রাপ্ত হইয়া ইহ-সংসারে পুনরাগমন করেন। যে ব্যক্তি অপ্রমত্ত-ভাবে এই পথদ্বয়ের বিবরণ না জানে, সে পরজন্মে সর্প, পতঙ্গ, কীট, কিংবা কৃমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। উরুদ্বয়ে চরণদ্বয় উত্তান করিয়া স্থাপন করিবে, উত্তান বামকরতলে উত্তান দক্ষিণ করতল রাখিবে মুখভাগ বক্ষঃস্থলের সাহায্যে স্তম্ভিত করিয়া কিঞ্চিৎ উন্নত করিবে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিবে, রজস্তমোগুণসম্ভূত কামক্রোধাদি রিপু সমূহ দূর করিবে, উর্দ্ধ দন্ত দ্বারা অধোদন্ত পঙ্ক্তি স্পর্শ করিবে না, রসনাকে নিশ্চলভাবে তালুদেশে স্থাপিত করিবে, মুখ বুজিয়া থাকিবে, চাঞ্চল্য অবলম্বন করিবে না, ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয়ান্তর হইতে নিবৃত্ত করিবে, অতি নিম্ন বা অত্যুচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইবে না (অর্থাৎ যাহাতে চিত্ত অন্যদিকে না যায়, এইরূপ ভাবে উপবিষ্ট হইবে)। দুইবার কি তিনবার প্রাণায়াম করিবে। অনন্তর যে প্রভু হৃদয়মন্দিরে দীপবৎ অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে ধ্যান করিবে। জ্ঞানী ব্যক্তি সেই হৃদয়ে আত্মাকে ধারণা করিবে এবং ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি তৎকালে ধারণা-ধারণা (অর্থাৎ যোগাবলম্বন করিবে,) কোন

নিজং শরীরমুৎসৃজ্য পরকায়প্রবেশনম্ ॥ ২০২
অর্থানাং ছন্দতঃ সৃষ্টির্যোগসিদ্ধেস্তু লক্ষণম্ ।
সিদ্ধে যোগে ত্যজন্ দেহমমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ২০৩
অথবাপ্যভ্যসন্ বেদং ন্যস্তকামো বনে বসন্ ।
অযাচিতাশী মিতভুক্ পরাং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২০৪
ন্যায়াগতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ ।
শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোঽপি হি মুচ্যতে ॥ ২০৫

ইত্যধ্যাত্মপ্রকরণম্

মহাপাতকজান্ ঘোরান্ নরকান্ প্রাপ্য গর্হিতান্ ।
কর্ম্মক্ষয়াৎ প্রজায়ন্তে মহাপাতকিনস্ত্বিহ ॥ ২০৬
মৃগশ্বশূকরোষ্ট্রাণাং ব্রহ্মহা যোনিমৃচ্ছতি ।
খরপুক্কসবেনানাং সুরাপো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০৭
কৃমিকীটপতঙ্গত্বং স্বর্ণহারী সমাপ্নুয়াৎ ।
তৃণগুল্মলতাত্বঞ্চ ক্রমশো গুরুতল্পগঃ ॥ ২০৮
ব্রহ্মহা ক্ষয়রোগী স্যাৎ সুরাপঃ শ্যাবদন্তকঃ ।
হেমহারী তু কুনখী দুশ্চর্ম্মা গুরুতল্পগঃ ॥ ২০৯
যো যেন সংবসত্যেষাং স তল্লিঙ্গোঽভিজায়তে ।
অন্নহর্ত্তাময়াবী স্যান্মূকো বাগপহারকঃ ॥ ২১০
ধান্যমিশ্রোঽতিরিক্তাঙ্গঃ পিশুনঃ পূতিনাসিকঃ ।
তৈলহৃত্তৈলপায়ী স্যাৎ পূতিবক্ত্রস্তু সূচকঃ ॥ ২১১
পরস্য যোষিতং হৃত্বা ব্রহ্মস্বমপহৃত্য চ ।
অরণ্যে নির্জ্জনে ঘোরে ভবতি ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥ ১২
হীনজাতৌ প্রজায়েত পরপত্ন্যপহারকঃ ।

এক বিষয়ে গাঢ় মনোনিবেশের নাম ধারণা, উচ্চতম প্রাণায়ামের তিনবারে এক ধারণা হয়) অন্তর্হিত হওয়া, মন্বাদি ঋষির ন্যায় অতীন্দ্রিয় বিষয়ের স্মরণ, কান্তি, অতীত অনাগত ব্যবহিত এবং বিপ্রকৃষ্ট বিষয়ের দর্শন, অতীত অনাগত এবং বিপ্রকৃষ্ট শব্দ শ্রবণ, নিজদেহ ত্যাগ করিয়া পরদেহ প্রবেশ এবং ইচ্ছামত বস্তু সৃজন করিবার ক্ষমতা —যোগসিদ্ধির সূচক। যোগসিদ্ধি হইবার পর শরীর পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথবা কামনা পরিহারপূর্ব্বক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, যে কোন একটী বেদ অভ্যাস করিবে, নির্জ্জনে থাকিবে, অযাচিত এবং স্বল্প ভোজন করিবে, অনন্তর ক্রমে সত্ত্বশুদ্ধি হইলে আত্মোপাসনা দ্বারা মুক্তিরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে (বনবাসী হইয়া যজ্ঞাদি না পারিলে, তাহার পক্ষে এই বিধি)। ন্যায়ানুসারে ধনোপার্জ্জক, তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ, অতিথি-পূজারত, শ্রাদ্ধকর্ত্তা এবং সত্যবাদী ব্যক্তি, গৃহস্থ হইলেও মুক্তি লাভ করিতে পারে। ১৯৫—২০৫।

ইতি অধ্যাত্ম-প্রকরণ।

(বক্ষ্যমাণ) মহাপাতকিগণ মহাপাতকজনিত তীব্র-দুঃখাবহ দারুণ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া ভোগকাল অতীত হইলেই ইহসংসারে জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি—হরিণাদি মৃগ, কুক্কুর, শূকর অথবা উষ্ট্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে এবং সুরাপায়ী ব্যক্তি, —গর্দ্দভ, পুক্কস (নিষাদের ঔরসে তদুচ্চ জাতীয় শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন জাতিকে পুক্কস বলে) এবং বেন (অর্থাৎ বৈদেহকের ঔরসে অম্বষ্ঠজাতীয় স্ত্রী-লোকের গর্ভজাত জাতির নাম বেন) দিগের যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবে, কোন সংশয় নাই।

অশীতি-রক্তিকাপরিমিত ব্রাহ্মণ-স্বামিক সুবর্ণহর্ত্তা,—কৃমি, কীট এবং পতঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং বিমাতৃগামী পুরুষ, যথাক্রমে তৃণ, গুল্ম এবং লতা হইয়া উৎপত্তি লাভ করে। এইরূপ অপকৃষ্ট যোনি-প্রাপ্তির পর ক্রমে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিলে তাহাতে বিশেষ বিশেষ চিহ্ন হইয়া থাকে, যথা,—ব্রহ্মঘাতীর ক্ষয়-রোগ হয়, সুরাপায়ী শ্যাবদন্ত হয়, যথোক্ত স্বর্ণহারী কুনখী হইয়া থাকে এবং বিমাতৃগামী পুরুষের অঙ্গ-বিশেষ স্বাভাবিক অনাবৃত থাকে। যে ব্যক্তি এই চতুর্ব্বিধ পাপিগণের মধ্যে যেরূপ পাপীর সহিত যাজনাদি সংসর্গ করিবে, (যে ব্যক্তিও ঐরূপ পাপীর মধ্যে গণ্য) সেই মূল পাপীর যে প্রকার চিহ্ন থাকিবার কথা উক্ত হইয়াছে তাহাকেও দেহধারণে সেই চিহ্ন ভোগ করিতে হইবে। অন্নচৌর,—আময়াবী (অর্থাৎ অজীর্ণরোগাক্রান্ত) হইয়া থাকে, বাগপহারক (অর্থাৎ যে ব্যক্তি অপরের অধীয়মান বিদ্যা, গুরুর অনুমতি ব্যতীত শ্রবণ করিয়া শিক্ষা করে, অথবা যে, পুস্তক অপহরণ করে,) সে মূক হইয়া থাকে। ২০৬—২১০। ধান্যমিশ্র,— অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধান্যরাশি হইতে কিয়দংশ অপহরণ করিয়া তৎপূরণার্থ উক্ত রাশিতে অপর কোন দ্রব্য বা অপকৃষ্ট ধান্যাদি মিশ্রিত করে) সে অধিকাঙ্গ (অর্থাৎ একুশ আঙ্গুলে ইত্যাদি) হইবে। পিশুনের (অর্থাৎ যে, পরদোষোদ্ঘাটন করে, তাহার) নাসিকা দুর্গন্ধযুক্ত হয়। তৈলহর্ত্তা, —তৈলপায়ী (তেলোপোকা বা আর্শলা) হয়, সূচকের (অর্থাৎ যে পরের দোষ ঘোষণা করিয়া বেড়ায় তাহার) মুখে দুর্গন্ধ হয়। পর-স্ত্রী হরণ বা ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিলে তাহাকে জনশূন্য অরণ্য-প্রদেশে ব্রহ্ম-রাক্ষস হইতে হয়। পরকীয় রত্নাপ-

পত্রশাকং শিখীহৃত্বা গন্ধাংশ্ছুচ্ছুন্দরিঃ শুভান্॥ ২১
মূষিকো ধান্যহারী স্যাদ্‌যানমুষ্ট্রং ফলং কপিঃ।
জলং প্লবঃ পয়ঃ কাকো গৃহকারী হ্যপস্করম্। ২১৪
মধু দংশঃ ফলং গৃধ্রো গাং গোধাগ্নিং বকস্তথা।
শ্বিত্রী বস্ত্রং শ্বা রসন্তু চীরী লবণহারকঃ॥ ২১৫
প্রদর্শনার্থমেতত্তু ময়োক্তং স্তেয়কর্ম্মণি।
দ্রব্যপ্রকারা হি যথা তথৈব প্রাণিজাতয়ঃ॥ ২১৬
যথা কর্ম্মফলং প্রাপ্য তির্য্যক্ত্বং কালপর্য্যয়াৎ।
জায়ন্তে লক্ষণভ্রষ্টা দরিদ্রাঃ পুরুষাধমাঃ॥ ২১৭
ততো নিষ্কল্মষীভূতাঃ কুলে মহতি যোগিনঃ।
জায়ন্তে বিদ্যয়োপেতা ধনধান্যসমন্বিতাঃ॥ ২১৮
বিহিতস্যানন্নুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি॥ ২১৯
তস্মাত্তেনেহ কর্ত্তব্যং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে।
এবমস্যান্তরাত্মা চ লোকশ্চৈব প্রসীদতি॥ ২২০
প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষু নিরতা নরাঃ।
অপশ্চাত্তাপিনঃ কষ্টান্নরকান্ যান্তি দারুণান্॥ ২২১
তামিস্রং লোহশঙ্কুঞ্চ মহানিরয়শাল্মলী।
রৌরবং কুট্মলং পূতিমৃত্তিকং কালসূত্রকম্॥ ২২২
সঙ্ঘাতং লোহিতোদঞ্চ সবিষং সম্প্রতাপনম্।
মহানরককাকোলং সঞ্জীবনমহাপথম্॥ ২২৩
অবীচিমন্ধতামিস্রং কুম্ভীপাকং তথৈব চ।
অসিপত্রবনঞ্চৈব তাপনঞ্চৈকবিংশকম্॥ ২২৪
মহাপাতকজৈর্ঘোরৈরুপপাতকজৈস্তথা।
অন্বিতা যান্ত্যচরিতপ্রায়শ্চিত্তা নরাধমাঃ॥ ২২৫
প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ
কামতোঽব্যবহার্য্যস্তু বচনাদিহ জায়তে॥ ২২৬
ব্রহ্মহা মদ্যপঃ স্তেনো গুরুতল্পগ এব চ।
এতে মহাপাতকিনো যশ্চ তৈঃ সহ সংবসেৎ। ২২৭
গুরূণামধ্যধিক্ষেপো বেদনিন্দা সুহৃদ্বধঃ।

হর্ত্তা,—হেমকার-নামক পক্ষিজাতিতে জন্ম গ্রহণ করে, পত্রশাক হরণ করিলে ময়ূর এবং উত্তমগন্ধ অপহরণ করিলে ছুছুন্দরী হইয়া থাকে। ধান্য হরণ করিলে মূষিক, রথাদি যান হরণ করিলে উষ্ট্র, ফল হরণ করিলে বানর, জল হরণ করিলে শাকটবিল নামক পক্ষী, দুগ্ধ হরণ করিলে কাক, মুষলাদি গৃহোপকরণ দ্রব্য হরণ করিলে চটকপক্ষী, মধু হরণ করিলে দংশ (ডাঁশ) মাংস হরণ করিলে গৃধ্র। গো হরণ করিলে গোধা, অগ্নি হরণ করিলে বক, বস্ত্র হরণ করিলে শ্বিত্ররোগাক্রান্ত, ইক্ষু প্রভৃতির রস হরণ করিলে কুক্কুর এবং লবণ হরণ করিলে চিরীনামক কীট হইতে হয়। চৌর্য্যকার্য্যের বিপাক প্রদর্শনার্থ ইহা কিঞ্চিন্মাত্র (নাম কারয়া) বলিলাম। (অন্যান্য দ্রব্যসম্বন্ধে সামান্যত ইহা জানিবে যে) অপহৃত দ্রব্য যে প্রকার, তদনুসার প্রাণিজাততে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে (যথা কাংস্য হরণ করিলে হংস ইত্যাদি)। কর্ম্মফলানুসারে নরকভোগান্তে তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়া কালক্রমে যে জন্মগ্রহণ করে, তাহাতে অলক্ষণ, দরিদ্র এবং পুরুষের মধ্যে অপকৃষ্ট হইয়া থাকে। অনন্তর নরকাদিভোগে পাপক্ষয় হইলে, অতি উৎকৃষ্ট বংশে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐ জন্মে ভোগসম্পন্ন, বিদ্বান্ ও ধনধান্যে সমৃদ্ধ হয়। কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করা নিষিদ্ধ কার্য্য করা এবং ইন্দ্রিয়ের অসংযম, এই সকল কারণেই মনুষ্য নরকে গমন করে। অতএব সেই (অর্থাৎ পাপী) ব্যক্তি বিশুদ্ধির জন্য ইহলোকেই প্রায়শ্চিত্ত করিবে। এইরূপ হইলে তাহার অন্তরাত্মা এবং ইহ-পরলোক প্রসন্ন হইয়া থাকে। ২১১—২২০।

পাপপরায়ণ ব্যক্তিগণ অনুতাপরহিত—অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইলে কষ্টকর ঘোর নরকে গমন করে। মহাপাতকী এবং উপপাতকী প্রভৃতি পাপী নরাধমেরা প্রায়শ্চিত্ত না করিলে এই সকল নরকে গমন করে; যথা,—তামিস্র, লোহশঙ্কু, মহানিরয়, শাল্মলি, রৌরব, কুট্মল, পূতিমৃত্তিক, কালসূত্র, সংঘাত, লোহিতোদ, সবিষ, সম্প্রতাপন, মহানরক, কাকোল, সঞ্জীবন, মহাপথ, অবীচি, অন্ধতামিস্র, কুম্ভীপাক, অসিপত্রবন, (এই বিংশতি) এবং তাপন একবিংশ। অজ্ঞানকৃত (অর্থাৎ দ্বাদশবার্ষিক ব্রতান্যূনপ্রায়শ্চিত্তনাশ্য) পাপ, যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলেই বিদূরিত হইবে, জ্ঞানকৃত পাপও বিনষ্ট হইবে বটে, কিন্তু জ্ঞানপাপী (অর্থাৎ যে ব্যক্তি দ্বাদশবার্ষিক বা তদধিক ব্রতনাশ্য পাপ জ্ঞানপূর্ব্বক করে, সে) ব্যবহার্য্য হইতে পারিবে না; বচনের সামার্থ্যেই এই নিয়ম হইল *। ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, ব্রাহ্মণ-স্বামিক অশীতিরত্তিকাপরিমিত স্বর্ণাপহারী বা গুরুতল্পগ (অর্থাৎ বিমাতৃগামী), ইহারা এবং ইহাদিগের সহিত যে সাক্ষাৎ সংসর্গ করিবে,

* অজ্ঞানকৃত অর্থাৎ ঐরূপ পাপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও বিনষ্ট হইবে না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তকরণে, পাপী সমাজে চলিতে পারিবে। ইহা মিতাক্ষরার মত।

ব্রহ্মহত্যাসমং জ্ঞেয়মধীতস্য চ নাশনম্ ॥ ২২৮
নিষিদ্ধভক্ষণং জৈহ্ম্যমুৎকর্ষঞ্চ বচোঽনৃতম্ ।
রজস্বলামুখাস্বাদঃ সুরাপানসমানি তু ॥ ২২৯
অশ্বরত্নমনুষ্যস্ত্রীভূধেনুহরণং তথা ।
নিক্ষেপস্য চ সর্ব্বং হি সুবর্ণস্তেয়সম্মিতম্ ॥ ২৩০
সখিভার্য্যাকুমারীষু স্বযোনিষন্ত্যজাসু চ ।
সগোত্রাসু সুতস্ত্রীষু গুরুতল্পসমং স্মৃতম্ ॥ ২৩১
পিতুঃ স্বসারং মাতুশ্চ মাতুলানীং স্নুষামপি ।
মাতুঃ সপত্নীং ভগিনীমাচার্য্যতনয়াং তথা ॥ ২৩২
আচার্য্যপত্নীং স্বসুতাং গচ্ছংস্তু গুরুতল্পগঃ ।
ছিত্ত্বা লিঙ্গং বধস্তস্য সকামায়াঃ স্ত্রিয়া অপি ॥ ২৩৩
গোবধো ব্রাত্যতা স্তেয়মৃণানাঞ্চানপক্রিয়া ।
অনাহিতাগ্নিতাপণ্যবিক্রয়ঃ পরিবেদনম্ ॥ ২৩৪
ভৃতাদধ্যয়নাদানং ভৃতকাধ্যাপনং তথা ।
পারদার্য্যং পারিবিত্ত্যং বার্দ্ধুষ্যং লবণক্রিয়া ॥ ২৩৫
স্ত্রীশূদ্রবিট্‌ক্ষত্রবধো নিন্দিতার্থোপজীবনম্ ।
নাস্তিক্যং ব্রতলোপশ্চ সুতানাঞ্চৈব বিক্রয়ঃ ॥ ২৩৬
ধান্যকুপ্যপশুস্তেয়মযাজ্যানাঞ্চ যাজনম্ ।
পিতৃমাতৃগুরুত্যাগস্তড়াগারামবিক্রয়ঃ ॥ ২৩৭
কন্যাসন্দূষণঞ্চৈব পরিবেদকযাজনম্ ।
কন্যাপ্রদানং তস্যৈব কৌটিল্যং ব্রতলোপনম্ ॥ ২৩৮
আত্মার্থে চ ক্রিয়ারম্ভো মদ্যপস্ত্রীনিষেবণম্ ।
স্বাধ্যায়াগ্নিসুতত্যাগো বান্ধবত্যাগ এব চ ॥ ২৩৯
ইন্ধনার্থং দ্রুমচ্ছেদঃ স্ত্রীহিংসৌষধজীবনম্ ।

সে মহাপাতকী গুরুর নামে মিথ্যা নিন্দা করা, বেদনিন্দা, ব্রাহ্মণ ভিন্ন জাতীয় বন্ধুহত্যা এবং অধীত বেদ বিস্মৃত হওয়া, এই সকল দুষ্কর্ম্ম ব্রহ্মহত্যার তুল্য। লশুনাদি অভক্ষ্য ভক্ষণ, জৈহ্ম্য (অর্থাৎ রাজদ্বারে কোন ব্যক্তির নামে অপ্রকৃত গুরুতর দুষ্কর্ম্মের অভিযোগ) জাত্যুৎকর্ষ প্রতিপাদনার্থ মিথ্যা কথা বলা এবং রজস্বলার মুখামৃত পান,—সুরাপানের তুল্য। ব্রাহ্মণস্বামিক অশ্ব, রত্ন, দাস, দাসী প্রভৃতি, ভূমি, ধেনু এবং সুবর্ণ ব্যতীত সকল গচ্ছিত বস্তু চুরি করা, সুবর্ণাপহরণের তুল্য। ২২১—২৩০। মিত্রের পত্নী, উত্তম জাতীয় কুমারী, সহোদরা, চাণ্ডালী প্রভৃতি অন্ত্যজ স্ত্রী, সপিণ্ডা, সগোত্রা এবং সুতস্ত্রী (অর্থাৎ পুত্রের অবিবাহিত বা অসবর্ণ পত্নী) ইহাদিগের সহিত সংসর্গ গুরুতল্প গমনের তুল্য। পিতৃষ্বসা, মাতৃষ্বসা, মাতুলানী, পুত্রবধূ, অসবর্ণা বিমাতা, ভগিনী আচার্য্যকন্যা, আচার্য্যপত্নী বা আত্মকন্যাতে গমন করিলে তাহাকেও গুরুতল্পগ বলা যায়। লিঙ্গচ্ছেদনপূর্ব্বক বধ উহাদের দণ্ড এবং ঐরূপ মৃত্যুই প্রায়শ্চিত্ত। ঐ কার্য্যে অভিলাষবতী ঐ সকল স্ত্রীলোকের বধদণ্ড এবং ঐ প্রকার মরণ প্রায়শ্চিত্ত *। গোহত্যা, ব্রাত্যতা (অর্থাৎ যথাকালে উপনয়ন না হওয়া), সামান্যতঃ চৌর্য্য, ঋণ পরিশোধ না করা, অধিকার থাকিতে সাগ্নিক না হওয়া, লবণাদি অবিক্রেয় বস্তুর বিক্রয়, পরিবেদন, প্রতিনিয়তবেতন প্রদানপূর্ব্বক অধ্যয়ন, প্রতিনিয়ত বেতন গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাপনা, পরদারগমন পরিবিত্তিতা, শাস্ত্রনিষিদ্ধ-কুসীদোপজীবন, লবণ উৎপন্ন করা, আত্রেয়ী ব্যতীত স্ত্রীহত্যা, শূদ্রহত্যা, অদীক্ষিত-বৈশ্যহত্যা, অদীক্ষিত ক্ষত্রিয়হত্যা, নাস্তিকতা, ব্রতলোপ (অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর স্ত্রীসংসর্গ), অপত্যবিক্রয়, ধান্য হরণ, তাম্রাদি কুপ্যহরণ, গবাদি পশুহরণ, পতিত প্রভৃতি অযাজ্যযাজন বিনা উপযুক্তকারণে পিতা, মাতা বা পুত্রাদিকে পরিত্যাগ করা, উত্তম জলাশয় আরাম বা উদ্যানাদি বিক্রয় করা, কুমারীর অপকলঙ্ক রটনা করা বা অঙ্গুলি দ্বারা তাহার স্থানবিশেষ দূষিত করা, পরিবেত্তৃযাজন, পরিবেত্তাকে কন্যাদান (পরিবিত্তি যাজন, পরিবিত্তিকে কন্যাদান) পরকৃতিকর কৌটিল্য, সঙ্কল্পিত ব্রতভঙ্গ, কেবল আত্ম-উদর ভরণার্থ রন্ধন করা, মদ্যপ, নিজ পত্নীর সহ সংসর্গ, স্বাধ্যায়পরিত্যাগ, আহিত অগ্নি পরিত্যাগ, পুত্রের সংস্কার না করা, পিতৃব্য-মাতুলাদি বান্ধবাদিকে অকারণ পরিত্যাগ করা, রন্ধন নির্ব্বাহার্থ জীবন্ত বৃক্ষের

* পুত্রবধূ বা কন্যাগমন, অতিপাতক, এই পাপ মহাপাতক হইতে গুরুতর, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। মাতৃষ্বসা প্রভৃতি গমনের গুরুতর পাপজনকতা প্রতিপাদনার্থ উক্ত অতিপাতকও ইহার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে; আর সহোদরা ভগিনী ও বৈমাত্রেয়াদি ভগিনী-গমনে পাপের অবান্তরভেদ প্রদর্শনার্থ 'সহোদরা' ও 'ভগিনী' পদের পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, মরণান্তর প্রায়শ্চিত্ত নানাপ্রকার, তাহা বিবৃত হইবে। উহার মধ্যে ভগিনীগমনাদি পাপের গুরুতল্পগমন-প্রায়শ্চিত্ত অথবা এই প্রায়শ্চিত্ত আচরণীয়, ইহা জ্ঞাপনের জন্য ভগিনী প্রভৃতির পুনর্গ্রহণ।

হিংসাযন্ত্রবিধানঞ্চ ব্যসনান্যাত্মবিক্রয়ঃ ॥ ২৪০
অসচ্ছাস্ত্রাধিগমনমাকরেষ্বধিকারিতা।
ভার্য্যায়া বিক্রয়শ্চৈষামেকৈকমুপপাতকম্ ॥ ২৪১
শিরঃকপালী ধ্বজবান্ ভিক্ষাশী কর্ম্ম বেদয়ন্।
ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি মিতভুক্ শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪২
ব্রাহ্মণস্য পরিত্রাণাদ্গবাং দ্বাদশকস্য বা।
তথাশ্বমেধাবভৃথস্নানাদ্বা শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪৩
দীর্ঘতীব্রাময়গ্রস্তং ব্রাহ্মণং গামথাপি বা।
দৃষ্ট্বা পথি নিরাতঙ্কং কৃত্বা বা ব্রহ্মহা শুচিঃ ॥ ২৪৪
আনীয় বিপ্রসর্ব্বস্বং হৃতং ঘাতিত এব বা।
তন্নিমিত্তং ক্ষতঃ শস্ত্রৈর্জীবন্নপি বিশুধ্যতি ॥ ২৪৫
লোমভ্যঃ স্বাহেত্যেবং হি লোমপ্রভৃতি বৈ তনুম্।
মজ্জানাং জুহুয়াদ্বাপি মন্ত্রৈরেভির্যথাক্রমম্ ॥ ২৪৬

ছেদন, পত্নী প্রভৃতি স্ত্রীকে বেশ্যা করিয়া তদীয় অর্থে জীবিকানির্ব্বাহ, প্রাণিবধ দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ, বশীকরণাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, তিল ইক্ষু প্রভৃতি দ্রব্য-মর্দ্দকযন্ত্র পরিচালিত করা, মৃগয়া প্রভৃতি ব্যসনাসক্তি, আত্মবিক্রয়, শূদ্রসেবা, অপকৃষ্ট ব্যক্তির সহিত মিত্রতা, সবর্ণাবিবাহ না করিয়া পরিণীত হীনবর্ণা স্ত্রীর সহ সংসর্গ, অনাশ্রমী হইয়া থাকা, পরান্ন-পুষ্টতা, চার্ব্বাকাদিশাস্ত্রাধ্যয়ন, রাজার আজ্ঞাক্রমে স্বুবর্ণাদি খনিতে নিযুক্ত হওয়া এবং ভার্য্যাবিক্রয়, এই সকলের প্রত্যেকটীই উপপাতকমধ্যে গণ্য। ২৩০—২৪২। ব্রহ্মঘাতী, দ্বাদশবর্ষ এইরূপ করিবে; যথা,—নাশিত ব্রাহ্মণের তদভাবে অন্য ব্রাহ্মণশবের মাথার খুলী উর্দ্ধোত্থাপিত দণ্ডাগ্রে স্থাপিত করিয়া ঐ দণ্ড ঐরূপেই হস্তে ধারণ করিবে (বনে বাস করিবে, বন্যফলে জীবনধারণ করিতে অসমর্থ হইলে গ্রামে গিয়া নিজকৃত দুষ্কর্ম্ম কীর্ত্তন করত দ্বিজাতিগণের নিকট হইতে সায়ংকালে অপরহস্তনিহিত মৃন্ময় লোহিত খণ্ডশরাবে) ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহাই ভোজন করিবে ও পরিমিত-ভোজী হইবে (ব্রহ্মচর্য্যাদি করিবে); তৎপশ্চাৎ শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। অথবা ব্যাঘ্রাদি-মুখনিপতিত ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিলে বা ঐরূপ দ্বাদশ গাভী রক্ষা করিলে কিংবা অশ্বমেধযজ্ঞান্তে অবভৃত স্নান করিলেও শুদ্ধি লাভ করিবে। অথবা বহুকালব্যাপী দুঃসহরোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণ বা গাভীকে নিরাশ্রয় অবস্থায় দেখিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করিলেও ব্রহ্মঘাতী শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। অথবা

সংগ্রামে বা হতো লক্ষ্যভূতঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
মৃতকল্পঃ প্রহারার্ত্তো জীবন্নপি বিশুধ্যতি ॥ ২৪৭
অরণ্যে নিয়তো জপ্ত্বা ত্রির্বৈ বেদস্য সংহিতাম্।
মুচ্যতে বা মিতাশিত্বা প্রতিস্রোতঃসরস্বতীম্ ॥ ২৪৮
পাত্রে ধনং বা পর্য্যাপ্তং দত্ত্বা শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
আদাতুশ্চ বিশুদ্ধ্যর্থমিষ্টির্বৈশ্বানরী স্মৃতা ॥ ২৪৯
যাগস্থক্ষত্রবিড়্ঘাতী চরেদ্ব্রহ্মহণো ব্রতম্।

ব্রাহ্মণের অপহৃত সর্ব্বস্ব প্রত্যাহরণ করিতে পারিলে কিংবা প্রত্যাহরণ করিতে গিয়া নিহত হইলে, অথবা তদর্থ যুদ্ধ করিতে করিতে শস্ত্রাঘাতে মৃতকল্প হইয়া পশ্চাৎ জীবন লাভ করিলেও শুদ্ধ হইবে। (ইহা অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত)। "লোমভ্যঃ স্বাহা" এইপ্রকার সেই মন্ত্রসকল উচ্চারণপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে লোম, ত্বক্, শোণিত, মাংস, মেদ, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা দ্বারা মৃত্যু উদ্দেশে লৌকিক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া তদন্তে ঐ অগ্নিতে দেহক্ষেপ করিবে (ইহা জ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত)। অথবা আত্মপ্রায়শ্চিত্তার্থে ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ ব্যক্তির সহিত স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সংগ্রামে শরপাত-পথবর্ত্তী হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলে কিংবা প্রহার-পীড়া-বশতঃ মৃতকল্প হইয়া পশ্চাৎ জীবন লাভ করিলেও বিশুদ্ধ হইতে পারিবে। অথবা নির্জ্জন প্রদেশে আহার-সংযম করিয়া তিনবার মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক সম্পূর্ণ-বেদের সংহিতা পাঠ করিলে, (সংহিতাপাঠ-শব্দে বেদের অংশবিশেষের পাঠ নহে, কিন্তু মাত্র হস্ত-সঙ্কেত এবং উদাত্ত অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বরযোগে যথাবিহিত বেদপাঠের নাম সংহিতা-পাঠ। এতদ্ভিন্ন পদক্রম, ঘন, জটা ইত্যাদি বিবিধ পাঠপ্রণালী আছে।) কিংবা মিতাহারী হইয়া প্লাক্ষপ্রস্রবণ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমসমুদ্র পর্য্যন্ত সরস্বতী নদীর প্রত্যেক প্রবাহ পর্য্যটন * করিলে শুদ্ধি লাভ করিবে। উপযুক্ত পাত্রে তাহার জীবনোপযোগী ধন প্রদান করিলে কিংবা সর্ব্বস্বাদি দান করিলে শুদ্ধি লাভ করিবে, তবে গ্রহীতা নিজে বিশুদ্ধ্যর্থ, বৈশ্বানরযাগ করিবে (গ্রহীতা সাগ্নিক না হইলে বৈশ্বানরদেবতার চরু করিতে হইবে)। ব্রহ্মঘাতীর প্রতি যে প্রায়-

* অনেকে বলেন, সরস্বতীনদীর স্রোতের বিপরীতদিকে অর্থাৎ সাগরসঙ্গমস্থান হইতে উৎপত্তিস্থানপর্য্যন্ত প্রতিক্রমে পর্য্যটন।

গর্ভহা চ যথাবর্ণং তথাত্রেয়ীনিষূদকঃ ॥ ২৫০
চরেদ্‌ ব্রতমহত্বাপি ঘাতার্থঞ্চেৎ সমাগতঃ।
দ্বিগুণং সবনস্থে তু ব্রাহ্মণে ব্রতমাদিশেৎ ॥ ২৫১
সুরাম্বুঘৃতগোমূত্রপয়সামগ্নিসন্নিভম্‌।
সুরাপোঽন্যতমং পীত্বা মরণাচ্ছুদ্ধিমৃচ্ছতি ॥ ২৫২
বালবাসা জটী বাপি ব্রহ্মহত্যাব্রতঞ্চরেৎ।
পিণ্যাকং বা কণাং বাপি ভক্ষয়েত্রিসমা নিশি ॥ ২৫৩
অজ্ঞানাৎ তু সুরাং পীত্বা রেতোবিণ্মূত্রমেব বা।
পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ২৫৪
পতিলোকং ন সা যাতি ব্রাহ্মণী যা সুরাং পিবেৎ।
ইহৈব তু শুনী গৃধ্রী শূকরী চাভিজায়তে ২৫৫

শ্চিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে, সোমযাগদীক্ষিত ক্ষত্রিয়-বৈশ্যহত্যাও সেই প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অনবধারিত-পুংস্ত্রীত্ব ভ্রূণ হত্যা করিলে, অথবা আত্রেয়ী (অর্থাৎ ঋতুমতী স্ত্রী বা অত্রিগোত্র-সম্ভূতা স্ত্রী) হত্যা করিলে বর্ণানুসারে ব্রহ্মহত্যাদি প্রায়শ্চিত্ত করিবে (অর্থাৎ ঐ প্রকার ব্রাহ্মণী-গর্ভ কিংবা ব্রাহ্মণী-আত্রেয়ী বিনষ্ট করিলে ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য ইত্যাদি) মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদানাদিতেও এই প্রায়শ্চিত্ত; যদি মারিবার জন্য সমাগত হয় (অর্থাৎ মারিবার জন্য, শস্ত্রাদি প্রহার করে অথচ কোনরূপে ঐ প্রহৃত ব্যক্তি জীবন লাভ করে) তাহা হইলে, প্রকৃতপ্রস্তাবে হত্যা না হইলেও ব্রাহ্মণাদি বর্ণের হত্যার যে ব্রত নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ব্রতই করিবে। আর সোমযাগ-দীক্ষিত ব্রহ্মহত্যা করিলে উপদিষ্ট ব্রতের দ্বিগুণ ব্রত করিবে ॥ ২৪৩—২৫২ ॥

ইতি ব্রহ্মহত্যা-প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ।

সুরাপায়ী দ্বিজাতি, সুরা, জল, ঘৃত, গোমূত্র এবং দুগ্ধ ইহাদের মধ্যে যে কোন একটী বস্তু অগ্নিসদৃশ উত্তপ্ত করিয়া তাহা পান করিবে, তদ্দ্বারা মৃত্যু হইলে শুদ্ধ হইবে, ইহা জ্ঞানকৃত সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত। ছাগাদি লোমনির্ম্মিত বস্ত্র বা বল্কল পরিধান ও জটাধারণ করিয়া ব্রহ্মহত্যাব্রত (অর্থাৎ দ্বাদশবার্ষিক ব্রত) করিবে (ইহা অজ্ঞানকৃত সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত)। তিন বৎসর রাত্রিকালে পিণ্যাক-পিণ্ডই হউক, আর তণ্ডুলকণাই হউক ভোজন করিবে (অজ্ঞানপূর্ব্বক সুরাপান করিয়া পশ্চাৎ উহা বমন করিয়া ফেলিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত এই)। দ্বিজশব্দবাচ্য তিনবর্ণ অজ্ঞানবশতঃ মদ্য, শুক্র বা মূত্র পান কিংবা বিষ্ঠা ভোজন করিলে

ব্রাহ্মণস্বর্ণহারী তু রাজ্ঞে মুষলমর্পয়েৎ।
স্বকর্ম্ম খ্যাপয়ংস্তেন হতো মুক্তোঽপি বা শুচিঃ ॥ ২৫৬
অনিবেদ্য নৃপে শুধ্যেৎ সুরাপব্রতমাচরন্‌।
আত্মতুল্যং সুবর্ণং বা দদ্যাদ্বা বিপ্রতুষ্টিকৃৎ ॥ ২৫৭
তপ্তেঽয়ঃশয়নে সার্দ্ধমায়স্যা যোষিতা স্বপেৎ।
গৃহীত্বোৎকৃত্য বৃষণৌ নৈর্ঋত্যাং বোৎসৃজেত্তনুম্‌ ॥
প্রাজাপত্যং চরেৎ কৃচ্ছ্রং সমা বা গুরুতল্পগঃ।
চান্দ্রায়ণং বা ত্রীন্মাসানভ্যস্যন্‌ বেদসংহিতাম্‌ ॥ ২৫৯

(তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিয়া) পুনঃসংস্কারার্হ হইবে।* যে দ্বিজপত্নী সুরাপান করিবে, সে পতিলোক-গমনে বঞ্চিতা হইবে এবং সে ইহলোকে কুক্কুরী, গৃধ্রী এবং শূকরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। ২৫৩—২৫৬।

ইতি সুরাপানপ্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ।

ব্রাহ্মণ-স্বামিক অশীতিরক্তিকা-পরিমিতসুবর্ণাপহারী ব্যক্তি, নিজের দুষ্কর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া রাজার হস্তে এক মুষল অর্পণ করিবে। রাজা, সেই মুষল দ্বারা তাহাকে নির্দ্দয়রূপে আঘাত করিবেন। তাহাতে হত হউক আর হত না হউক, শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে (ইহা জ্ঞানকৃত স্বর্ণস্তেয়ের প্রায়শ্চিত্ত)। সুরাপায়ীর ব্রত আচরণ করিলে, রাজাকে নিবেদন না করিয়াও শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে (ইহা অজ্ঞানকৃত সুবর্ণস্তেয়প্রায়শ্চিত্ত)। অথবা নিজ দেহ-তুল্যপরিমাণ সুবর্ণ দান করিবে, তাহাতে অশক্ত হইলে ব্রাহ্মণ যাহাতে পরিতুষ্ট হয়, এইরূপ (অর্থাৎ তাহার জীবিকানির্ব্বাহক) সুবর্ণ প্রদান করিবে। ২৫৩—২৫৭।

ইতি সুবর্ণস্তেয়-প্রায়শ্চিত্ত।

গুরুতল্পগ ব্যক্তি তপ্ত লৌহময় শয্যায় (তপ্ত) লৌহময়ী নারীর সহিত শয়ন করিবে অথবা সলিঙ্গকোষ-চ্ছেদনপূর্ব্বক অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করিয়া নৈর্ঋতকোণে (যতক্ষণ দেহ পতন না হয়, ততক্ষণ সরলভাবে গমন করিয়া,) দেহত্যাগ করিবে (ইহা জ্ঞানকৃত গুরুতল্পগমনের প্রায়শ্চিত্ত)। অথবা তিন বৎসর প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে (ইহা ব্রাহ্মণীপুত্র শূদ্রজাতীয় গুরুপত্নীগমন করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত)। অথবা তিনমাস বেদের সংহিতাপাঠ

* কেহ কেহ বলেন, অজ্ঞানবশতঃ সুরাদি পান করিলে যথোক্ত দ্বাদশবার্ষিকাদি প্রায়শ্চিত্তান্তে, পুনরুপনয়নার্হ হইবে।

এভিশ্চ সংবসেদ্যো বৈ বৎসরং সোঽপি তৎসমঃ।
কন্যাং সমুদ্বহেদেষাং সোপবাসামকিঞ্চনাম্॥ ২৬০
চান্দ্রায়ণং চরেৎ সর্ব্বানবকৃষ্টান্নিহত্য তু।
শূদ্রোঽধিকারহীনোঽপি কালেনানেন শুধ্যতি॥ ২৬১
মিথ্যাভিশংসিনো দোষো দ্বিগুণোঽনৃতবাদিনঃ।
মিথ্যাভিশস্তপাপঞ্চ সমাদত্তে মৃষা বদন্॥ ২৬২
পঞ্চগব্যং পিবেদ্গোঘ্নো মাসমাসীত সংযতঃ।
গোষ্ঠেশয়ো গোঽনুগামী গোপ্রদানেন শুধ্যতি॥ ২৬৩
কৃচ্ছ্রঞ্চৈবাতিকৃচ্ছ্রঞ্চ চরেদ্বাপি সমাহিতঃ।
দদ্যাত্ত্রিরাত্রং বোপোষ্য বৃষভৈকাদশাস্তু গাঃ॥ ২৬৪
উপপাতকশুদ্ধিঃ স্যাদেবং চান্দ্রায়ণেন বা।
পয়সা বাপি মাসেন পরাকেণাথবা পুনঃ॥ ২৬৫
ঋষভৈকসহস্রা গা দদ্যাৎ ক্ষত্রবধে পুমান্।
ব্রহ্মহত্যাব্রতং বাপি বৎসরত্রিতয়ং চরেৎ॥ ২৬৬
বৈশ্যহাব্দং চরেদেতদ্দদ্যাদ্বৈকশতং গবাম্।
ষণ্মাসান্ শূদ্রহা হ্যেতদ্দদ্যাদ্ধেনূর্দশাপি বা॥ ২৬৭
দুর্বৃত্তা ব্রহ্মবিট্ক্ষত্রশূদ্রযোষাঃ প্রমাপ্য তু।
দৃতিং ধনুর্বস্তমবিং ক্রমাদ্দদ্যাদ্বিশুদ্ধয়ে॥ ২৬৮
অপ্রদুষ্টাং স্ত্রিয়ং হত্বা শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ।
অস্থিমতাং সহস্রঞ্চ তথানস্থিমতামনঃ॥ ২৬৯
মার্জ্জারগোধানকুল-মণ্ডূকশ্বপতত্রিণঃ।

ও চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। (ব্যভিচারিণী সবর্ণা শুদ্রপত্নীতে অজ্ঞানবশতঃ উপগত হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত এই।) এই সকল মহাপাপীদিগের সঙ্গে এক বৎসর কাল সহবাস করিলে তত্তুল্য হইবে অর্থাৎ মহাপাতকীপ্রায়শ্চিত্তের মত তাহারও দ্বাদশ-বার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত হইবে; অপতিত অবস্থায় উৎপন্না পতিতকন্যাসংসর্গ-জনিত পাপক্ষয়ার্থ বিবাহের পূর্ব্বে অহোরাত্র উপবাসী থাকিলে এবং বস্ত্রালঙ্কারাদি পিতৃদ্রব্য গ্রহণ না করিলে বর, তাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিতে পারিবে, অর্থাৎ পতিতের নিকট প্রতিগ্রহ করিবে না। সূত মাগধ প্রভৃতি সকল প্রতিলোমজ-জাতি হত্যা করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। গায়ত্রী প্রভৃতি বেদাদি মন্ত্রে অনধিকারী স্ত্রীশূদ্রাদিও, নমস্কার মন্ত্র জপপূর্ব্বক এই সকল দ্বাদশ-বার্ষিকাদি ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে। গোহত্যাকারী ব্যক্তি এক মাস কাল পঞ্চগব্য পান করিবে ও সংযমী হইয়া থাকিবে। গোষ্ঠে শয়ন করিবে, বিচরন্তী গাভীর অনুগমন করিবে, তৎপশ্চাৎ গোদান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। অথবা (পঞ্চগব্যপানের পরিবর্ত্তে) সমাহিত হইয়া কৃচ্ছ্রব্রত বা অতিকৃচ্ছ্রব্রত করিবে। অথবা ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া একটী বৃষসহিত দশটী গাভী প্রদান করিবে *। গোষ্ঠে শয়ন গবানুগমনব্যতীত উক্ত ব্রত (অর্থাৎ একমাস পঞ্চগব্য-পানাদি) কিংবা চান্দ্রায়ণ, অথবা একমাস পয়ঃ-পান বা পরাক ব্রত দ্বারা অন্যান্য উপপাতকিগণেরও শুদ্ধি লাভ হইবে *। (বিশেষ বিশেষ উপপাতকীর প্রায়শ্চিত্ত এই) কোন ব্যক্তি ক্ষত্রিয় বধ করিলে, তৎপাপক্ষয়ার্থ সহস্র গাভী এবং একটী বৃষ দান করিবে অথবা তিনবৎসর ব্রহ্মহত্যা ব্রত করিবে (অর্থাৎ যে যে ইতিকর্ত্তব্যতাদিপূর্ব্বক দ্বাদশবার্ষিক ব্রত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদনুসারে ত্রৈবার্ষিক ব্রত করিবে)। বৈশ্যঘাতী একবৎসর এই ব্রত করিবে অথবা একটী বৃষ ও শতগাভী দিবে এবং শূদ্রঘাতী ছয়মাস এই ব্রত করিবে কিংবা দশটী অচিরপ্রসূতা সবৎসা গাভী দান করিবে। ‡ প্রতিলোম ক্রমে নীচজাতি হইতে সম্ভূতা ব্রাহ্মণ—(১) ক্ষত্রিয়—(২) বৈশ্য—(৩) এবং শূদ্রদিগের—(৪) স্বৈরিণী স্ত্রীকে (অজ্ঞানতঃ) হত্যা করিলে তৎপাপক্ষয়ার্থ যথাক্রমে দৃতি অর্থাৎ) চর্ম্মনির্ম্মিত জলপাত্র) (১) ধনু (২) ছাগ (৩) এবং মেষ (৪) প্রদান করিবে। ঈষদ্ ব্যভিচারিণী ব্রাহ্মণজাতীয়াদি স্ত্রীবধে শূদ্রহত্যাব্রত করিবে (অর্থাৎ অজ্ঞানকৃত ব্রাহ্মণীবধে ষাণ্মাসিক ব্রত করিবে, জ্ঞানকৃত ক্ষত্রিয়াবধেও ঐ ব্রত, বৈশ্যাবধে দশধেনু এবং শূদ্রাবধে একমাস পঞ্চগব্যপানাদি সামান্য উপপাতক প্রায়শ্চিত্ত করিবে।) ২৫৯—২৬৯।

ইতি স্ত্রীবধ প্রকরণ।

কৃকলাসাদি অস্থিযুক্ত সহস্র প্রাণিহত্যায় এবং মৎকুণাদি অনস্থি-প্রাণী একশকট-পরিমিত হত্যা করিলে শূদ্রহত্যা প্রায়শ্চিত্ত করিবে। বিড়াল,

---

* এই বচনদ্বয়ে যে চতুর্ব্বিধ প্রায়শ্চিত্ত, নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা একরূপ গোহত্যায় নহে, ইহা বিষয়-ভেদে মীমাংসনীয়।

* এস্থলেও পূর্ব্ববৎ বিষয়ভেদ ইত্যাদিরূপে মীমাংসা করিতে হইবে।

‡ ব্যক্তির স্বধর্ম্মনিষ্ঠত্ব এবং তাহার হত্যার জ্ঞানকৃতত্ব-অজ্ঞানকৃতত্ব-ভেদে প্রায়শ্চিত্তের গুরু-লাঘব হইবে।

হত্বা ত্র্যহং পিবেৎ ক্ষীরং কৃচ্ছ্রং বা পাদিকঞ্চরেৎ ॥
গজে নীলবৃষাঃ পঞ্চ শুকে বৎসো দ্বিহায়নঃ।
খরাজমেষেষু বৃষো দেয়ঃ ক্রৌঞ্চে ত্রিহায়ণঃ ॥ ২৭১
হংসশ্যেনকপিক্রব্যাজ্জলস্থলশিখণ্ডিনঃ।
ভাসঞ্চ হত্বা দদ্যাদ্গামক্রব্যাদস্তু বৎসিকাম্ ॥ ২৭২
উরগেষ্বায়সো দণ্ডঃ পণ্ডকে ত্রপুসীসকম্।
কোলে ঘৃতঘটো দেয় উষ্ট্রে গুঞ্জা হয়েঽংশুকম্ ॥ ২৭৩
তিত্তিরৌ তু তিলদ্রোণং গজাদীনামশক্নুবন্।
দানং দাতুঞ্চরেৎ কৃচ্ছ্রমেকৈকস্য বিশুদ্ধয়ে ॥ ২৭৪
ফলপুষ্পান্নরসজসত্ত্বাঘাতে ঘৃতাশনম্।
কিঞ্চিৎ সাস্থিবধে দেয়ং প্রাণায়ামস্ত্বনস্থিকে ॥ ২৭৫
বৃক্ষগুল্মলতাবীরুচ্ছেদনে জপ্যমৃক্শতম্।

গোধা, নকুল, মণ্ডুক এবং কাকাদি পক্ষী হত্যা করিলে, (তৎপাপক্ষয়ার্থ) তিনদিন কেবল দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে, অথবা পাদকৃচ্ছ্রব্রত করিবে। হস্তী হত্যা করিলে পাঁচটী নীলবৃষ, শুকপক্ষী হত্যা করিলে একটী দুই বৎসরের বৎস, গর্দ্দভ—ছাগল মেষ—হত্যা করিলে একটী বৃষ এবং ক্রৌঞ্চপক্ষী হত্যা করিলে একটী তিন বৎসরের বৎস প্রদান করিবে। হংস, শ্যেন, (গৃধ্র) বানর, ব্যাঘ্র, শৃগালাদি মাংসাশী পশু, জল-স্থলচর বকাদি পক্ষী, ময়ূর বা ভাস পক্ষী হত্যা করিলে একটী গোদান করিবে। অমাংসাশী পশু হত্যা করিলে বৎসতরী দান করিবে। সরীসৃপ হত্যা করিলে লৌহ-ময়দণ্ড, নপুংসক (পশুপক্ষী) হত্যা করিলে (মাষপরিমিত) ত্রপু এবং সীসক, শূকর হত্যা করিলে ঘৃত-পূর্ণ কুম্ভ, উষ্ট্র হত্যা করিলে গুঞ্জা এবং অশ্ব হত্যা করিলে শুকপক্ষী প্রদান করিবে। তিত্তির পক্ষী হত্যা করিলে দ্রোণ (অর্থাৎ প্রায় এক মণ ২৪ সের) পরিমিত তিল প্রদান করিবে। পূর্ব্বোক্ত হস্তী প্রভৃতি বধে যথোক্ত দান করিতে অশক্ত হইলে প্রত্যেক পাপের পরিশুদ্ধি নিমিত্ত ব্রত করিবে। যে সকল প্রাণী উডুম্বরাদি ফল, মধুকাদি পুষ্প, চিরপর্যুষিত অন্নাদির প্রান্তভাগ বা গুড়াদি রসে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাদিগকে বধ করিলে মাত্র কিঞ্চিৎ ঘৃতাহার করিবে এক একটী অস্থিযুক্ত প্রাণিবধে কিঞ্চিৎ দান করিবে, অস্থিরহিত প্রাণিবধে প্রাণায়াম করিবে। (অদৃষ্টার্থ সিদ্ধি ব্যতীত) বৃক্ষ—গুল্ম—লতা বা বীরুধ ছেদন করিলে গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্র শতবার জপ করিবে। (শূদ্রের মন্ত্র জপে

সাদোষধিবৃথাচ্ছেদে ক্ষীরাশী গোঽনুগো দিনম্ ॥ ২৭৬
পুংশ্চলীবানরখরৈর্দ্দষ্টশ্চোষ্ট্রাদিবায়সৈঃ।
প্রাণায়ামং জলে কৃত্বা ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥ ২৭৭
যন্মেঽদ্যরেতইত্যাভ্যাং স্কন্নং রেতোঽনুমন্ত্রয়েৎ।
স্তনান্তরং ভ্রুবোর্ম্মধ্যং তেনানামিকয়া স্পৃশেৎ ॥২৭৮
ময়ি তেজ ইতি চ্ছায়াং স্বাং দৃষ্ট্বাম্বুগতাং জপেৎ।
সাবিত্রীমশুচৌ দৃষ্টে চাপল্যে চানৃতেঽপি চ ॥ ২৭৯
অবকীর্ণী ভবেদ্গত্বা ব্রহ্মচারী তু যোষিতম্
গর্দ্দভং পশুমালভ্য নৈর্ঋত্যাং স বিশুধ্যতি ॥ ২৮০
ভৈক্ষাগ্নিকার্য্যে ত্যক্ত্বা তু সপ্তরাত্রমনাতুরঃ।
কামাবকীর্ণ ইত্যাভ্যাং জুহুয়াদাহুতিদ্বয়ম্ ॥ ২৮১
উপস্থানং ততঃ কুর্য্যাৎ সমাসিঞ্চন্ত্বনেন তু।
মধুমাংসাশনে কার্য্যঃ কৃচ্ছ্রঃ শেষব্রতানি চ ॥ ২৮২
প্রতিকূলং গুরোঃ কৃত্বা প্রসাদ্যৈব বিশুধ্যতি।

অধিকার নাই বলিয়া তাহার পক্ষে দুই তিন দিন উপবাসাদি কল্পনা করিতে হইবে।) বৃথা ওষধি ছেদন করিলে একদিন পরিচর্য্যার্থ গবানুগমন করিয়া মাত্র দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে। ব্যভিচারিণী—বানর—খর—উষ্ট্র—কাক—শৃগালাদি কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে জলে প্রাণায়াম করিয়া মাত্র ঘৃতাহার করিবে, তাহাতেই শুদ্ধ হইবে (ইহা অসমর্থ পক্ষে)। (গৃহস্থ স্ত্রীসম্ভোগ ব্যতীত অকামতঃ স্খলিত নিজ বীর্য্যের উপর "যন্মেঽদ্য রেতঃ পৃথিবীং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় জপ করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলিগৃহীত সেই মন্ত্রপূত বীর্য্যদ্বারা স্তনমধ্য এবং ভ্রূমধ্য স্পর্শ করিবে। নিজ প্রতিবিম্ব জল মধ্যে অবলোকন করিলে "ময়ি তেজ ইন্দ্রিয়ং" এই মন্ত্র জপ করিবে। অশুচি দ্রব্য দর্শন, বাক্‌পাণিপাদাদি-চাপল্য এবং অনৃত বচনে সাবিত্রী জপ করিবে। ব্রহ্মচারী স্ত্রী-সংসর্গ করিলে, 'অবকীর্ণী' হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তি নির্ঋতি দেবতা উদ্দেশে গর্দ্দভ পশু দ্বারা যাগ করিলে বিশুদ্ধ হইবে। ২৭০—২৮০। ব্রহ্মচারী পীড়িত না হইয়া (গুরুপরিচর্য্যাদি গুরুতর কার্য্যে ব্যগ্রতা বশতঃ) সাতদিন ভিক্ষা এবং অগ্নিকার্য্য (অর্থাৎ হোম) পরিত্যাগ করিলে "কামাবকীর্ণোঽস্ম্যবকীর্ণো-ঽস্মি' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় দ্বারা দুইটী আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর "সমাসিঞ্চন্তু মরুতঃ সমিন্দ্রঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অগ্নির উপাসনা করিবে, আর অজ্ঞানতঃ ক্ষৌদ্রমধু বা (অন্যের পক্ষে অনিষিদ্ধ) মাংসভোজন করিলে কৃচ্ছ্রব্রত করিবে, পরে (আশ্রমোচিত) অবশিষ্ট ব্রত আচরণ করিবে।

কৃচ্ছ্রত্রয়ং গুরুঃ কুর্য্যান্ম্রিয়েত প্রহিতো যদি ॥ ২৮৩
ক্রিয়মাণোপকারে তু মৃতে বিপ্রে ন পাতকম্।
বিপাকে গোবৃষাণাঞ্চ ভেষজাগ্নিক্রিয়াসু চ ॥ ২৮৪
মহাপাপোপপাপাভ্যাং যোহভিশংসেন্মৃষাপরম্।
অব্ভক্ষো মাসমাসীত সজাপী নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৮৫
অভিশস্তো মৃষা কৃচ্ছ্রং চরেদাগ্নেয়মেব বা।
নির্ব্বপেচ্চ পুরোডাশং বায়ব্যং পশুমেব বা ॥ ২৮৬
অনিযুক্তো ভ্রাতৃজায়াং গচ্ছংশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।
ত্রিরাত্রান্তে ঘৃতং প্রাশ্য গত্বোদক্যাং বিশুধ্যতি ॥ ২৮৭
ত্রীন কৃচ্ছ্রানাচরেদ্ব্রাত্যযাজকোঽভিচরন্নপি।
বেদপ্লাবী যবাণ্ডব্দং ত্যক্ত্বা চ শরণাগতম্ ॥ ২৮৮
গোষ্ঠে বসন্ ব্রহ্মচারী মাসমেকং পয়োব্রতঃ।
গায়ত্রীজপ্যনিরতো মুচ্যতেঽসৎপ্রতিগ্রহাৎ ॥ ২৮৯
প্রাণায়ামী জলে স্নাত্বা খরযানোষ্ট্রযানগঃ।
নগ্নঃ স্নাত্বা চ ভুক্ত্বা চ গত্বা চৈবং দিবাস্ত্রিয়ম্ ॥ ২৯০
গুরুং ত্বংকৃত্য হুংকৃত্য বিপ্রং নির্জ্জিত্য বাদতঃ।
বদ্ধা বা বাসসা ক্ষিপ্রং প্রসাদ্যোপবসেদ্দিনম্ ॥ ২৯১
বিপ্রো দণ্ডোদ্যমে কৃচ্ছ্রস্ত্বতিকৃচ্ছ্রো নিপাতনে।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রোঽসৃক্পাতে কৃচ্ছ্রোঽভ্যন্তরশোণিতে ॥

গুরুর আদেশ প্রতিপালনাদি না করিলে, তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াই শুদ্ধ হইবে, আর গুরু শিষ্যকে বিষয়স্থানে পাঠাইলে, শিষ্য যদি সেইস্থানে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে গুরু প্রাজাপত্য প্রভৃতি তিনটী ব্রত করিবেন। ব্রাহ্মণাদি প্রাণীর প্রতি চিকিৎসাদি উপকার করিতে গিয়া যদি ঐ উপকারপাত্র দৈবাৎ বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে উপকারকের পাপ হইবে না। দ্বেষবশতঃ কাহারও উপর কোন পাপের মিথ্যা আরোপ করিলে আরোপিত পাপ অপেক্ষা দ্বিগুণ পাপ, আরোপয়িতার হইবে, আর অপ্রকাশিত পাপ দ্বেষবশতঃ প্রকাশ করিয়া দিলে প্রকাশিত পাপের সমপাপ প্রকাশকের হইবে, এবং যে কাহারও উপর কোনও পাপের মিথ্যা আরোপ করে, সে যে কেবল উক্ত পাপেরই দ্বিগুণ পাপে লিপ্ত হয়, এমত নহে; পরন্তু যাহার উপর আরোপ করে, সেই মিথ্যাভিশস্তের যাবতীয় পাপরাশি, তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি, অপরের উপর মহাপাতক উপপাতকাদি, অলীক আরোপিত করে, সে একমাস ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক, "শুদ্ধবতী' মন্ত্র জপ করিবে এবং মাত্র জলাহারী হইয়া থাকিবে (এই প্রায়শ্চিত্ত সবর্ণের পক্ষে জানিবে, হীন বা উৎকৃষ্টবর্ণের পক্ষে যথাসম্ভব গুরু লঘু প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিয়া লইতে হইবে)। যাহার প্রতি মিথ্যা অপরাধ্য আরোপিত হইবে, সে ব্যক্তি প্রাজাপত্য করিবে, অথবা অগ্নিদেবতাক পুরোডাশ দ্বারা অথবা বায়ুদেবতাক পশু দ্বারা যাগ করিবে। যে ব্যক্তি নিয়োগ ব্যতীত ভ্রাতৃজায়া গমন করে, তাহাকে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হইবে (ভ্রাতার বাগ্দত্তা পত্নীতে অজ্ঞানতঃ একবার গমন করিলে এই প্রায়শ্চিত্ত জানিবে)। যে ব্যক্তি, রজস্বলা ভার্য্যাতে উপগত হয়, সে তিন দিন উপবাসান্তে ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। ব্রাত্য-যাজন করিলে, অথবা অভিচার করিলে প্রাজাপত্য প্রভৃতি তিনটী ব্রত করিবে। বেদবিপ্লাবক (অর্থাৎ অনধ্যায়াদিতে বেদাধ্যায়ী) এবং তস্করাদি ব্যতীত শরণাগত-পরিত্যাগী, এক বৎসর মাত্র যবৌদন ভোজন করিয়া থাকিবে, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক গোষ্ঠে বাস করত একমাস (প্রত্যহ তিন সহস্র) গায়ত্রী জপ করিবে এবং দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া থাকিবে, এইরূপে অসৎপ্রতিগ্রহ-জনিত পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিবে। (চাণ্ডালাদির নিকট প্রতিগ্রহ, তীর্থে প্রতিগ্রহ, চন্দ্র সূর্য্য-গ্রহণাদি কালে প্রতিগ্রহ এবং সুরাদি প্রতিগ্রহকে অসৎপ্রতিগ্রহ কহে। চাণ্ডালাদি অসদ্ব্যক্তির নিকট সুরাদি অসৎ বস্তু প্রতিগ্রহ করিলে, তাহার এই প্রায়শ্চিত্ত) ২৮১—২৯০। গর্দ্দভযানে বা উষ্ট্রযানে গমন করিলে, উলঙ্গ-অবস্থায় স্নান বা ভোজন করিলে এবং দিবসে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে, জলাবগাহনান্তে প্রাণায়াম করিবে। পিতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ক্রোধপূর্ব্বক হুঙ্কার করিলে বা "তুমি" শব্দ ব্যবহার করিলে অথবা কোন ব্রাহ্মণকে বাদবিতণ্ডাদি দ্বারা পরাজিত করিলে, অথবা ব্রাহ্মণের কণ্ঠে বস্ত্র দ্বারা কোনরূপভাবে বন্ধন করিলে, (অর্থাৎ গলায় গামছা দিলে) ঐ গুরু বা ব্রাহ্মণকে প্রণামাদি দ্বারা প্রসন্ন করিয়া একদিন উপবাস করিবে। ব্রাহ্মণকে মারিতে দণ্ড উদ্যত করিলে—প্রাজাপত্য ব্রত, আঘাত করিলে অতিকৃচ্ছ্র, আঘাত দ্বারা রক্তপাত হইলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র এবং যে আঘাত দ্বারা রক্ত বিকৃতভাবে ত্বকের অভ্যন্তরেই থাকে (অর্থাৎ কালশিরা পড়ে), তাহাতে, প্রাজাপত্য করিতে হইবে (এই শেষোক্ত বিষয়ের তাৎপর্য্য এই যে, আঘাত করিলে যে অতিকৃচ্ছ্র করিতে হয়, তাহা ত করিবেই, তদ্ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত বিশেষ-আঘাতের জন্য আরও একটী

দেশং কালং বয়ঃ শক্তিং পাপঞ্চাবেক্ষ্য যত্নতঃ
প্রায়শ্চিত্তং প্রকল্প্যং স্যাদ্যত্র চোক্তা ন নিষ্কৃতিঃ ॥ ২৯৩
দাসীকুম্ভং বহিগ্রামান্নিনয়েয়ুঃ স্ববান্ধবাঃ।
পতিতস্য বহিঃ কুর্য্যুঃ সর্ব্বকার্য্যেষু চৈব তম্ ॥ ২৯৪
চরিতব্রত আয়াতে নিনয়েরন্ নবং ঘটম্।
জুগুপ্সেরন্ ন চাপ্যেনং সংবসেয়ুশ্চ সর্ব্বশঃ ২৯৫
পতিতানামেষ এব বিধিঃ স্ত্রীণাং প্রকীর্ত্তিতঃ।
বাসো গৃহান্তিকে দেয়মন্নং বাসঃ সরক্ষণম্ ॥ ২৯৬
নীচাভিগমনং গর্ভপাতনং ভর্ত্তৃহিংসনম্।
বিশেষপতনীয়ানি স্ত্রীণামেতান্যপি ধ্রুবম্ ॥ ২৯৭
শরণাগতবালস্ত্রীহিংসকান্ সংবসেন্ন তু।
চীর্ণব্রতানপি সদা কৃতঘ্নসহিতানিমান্ ॥ ২৯৮
ঘটেঽপবর্জ্জিতে জ্ঞাতিমধ্যস্থো যবসং গবাম্।
প্রদদ্যাৎ প্রথমং গোভিঃ সৎকৃতস্য হি সৎক্রিয়া ॥ ২৯৯
বিখ্যাতদোষঃ কুর্ব্বীত পর্ষদোঽনুমতং ব্রতম্।
অনভিখ্যাতদোষস্তু রহস্যং ব্রতমাচরেৎ ॥ ৩০০
ত্রিরাত্রোপোষিতো জপ্ত্বা ব্রহ্মহা ত্বঘমর্ষণম্।
অন্তর্জ্জলে বিশুধ্যেত গাং দত্ত্বা চ পয়স্বিনীম্ ॥ ৩০১

প্রাজাপত্য করিবে; মোট একটী অতিকৃচ্ছ্র আর প্রাজাপত্য এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত) *। দেশ কাল, প্রায়শ্চিত্তকর্ত্তার বয়ঃক্রম, শক্তি এবং পাপ, এই সকল বিষয় যত্নপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিবে। আর যে যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হয় নাই, তৎসমস্তেরও প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিতে পারিবে। (পতিত ব্যক্তি বারংবার প্রায়শ্চিত্ত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াও তাহা না করিলে) পতিত ব্যক্তির বন্ধুবান্ধবগণ গ্রামের বহির্দ্দেশে (দক্ষিণমুখ বিরুতোত্তরীয় হইয়া) উহার দাসী দ্বারা আনীত জল-পূর্ণকুম্ভ নিক্ষেপ করিবে (ঐ ব্যক্তি জীবিত থাকিতেই প্রেতোচিত উদক-পিণ্ডদানাদি করিয়া এই কার্য্য করিতে হইবে)। অনন্তর ঐ ব্যক্তিকে সকল কার্য্যেই বহির্ভূত করিয়া রাখিবে (অর্থাৎ যাহাতে কোনরূপে সংসর্গ না হয়, তাহা করিবে)। (এইরূপে বন্ধু-বান্ধব-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াই হউক, বা অন্য কোন কারণেই হউক, অনুতপ্ত হইয়া উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, বান্ধবগণ তাহার সহিত পবিত্র জলাশয়ে স্নান করিয়া) জলপূর্ণ নূতন কুম্ভ নিক্ষেপ করিবে, কৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তিকে (পূর্ব্ব পাপ উল্লেখ করিয়া) কোনরূপ নিন্দা করিবে না এবং সকল কার্য্যেই ইহাকে লইয়া ব্যবহার করিবে। পতিত স্ত্রীলোকের পক্ষেও এইরূপ বিধি কীর্ত্তিত হইয়াছে, (তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, বন্ধুবান্ধবগণ পূর্ব্বোক্তরূপে গ্রামের বহির্দ্দেশে পূর্ণকুম্ভ নিক্ষেপ করিলেও) আপনাদিগের গৃহের নিকটে থাকিবার জন্য সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন, জীবনধারণার্থ একমুষ্টি অন্ন দিবেন এবং লজ্জানিবারণার্থ জীর্ণ মলিন বস্ত্রখণ্ড দিবেন, আর সেই অবস্থাতেও পরপুরুষ-সঙ্গ নিবারণ করিবেন। হীনবর্ণ পুরুষসম্ভোগ, গর্ভপাতন এবং স্বামিহত্যা, এই সকল কার্য্যও স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র-পাতিত্যজনক, ইহা নিশ্চয় (তদ্ভিন্ন জাতিমাত্রের যাহাতে পাতিত্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাও স্ত্রীলোকের পাতিত্যজনক)। শরণাগতঘাতী, শিশুঘাতী, স্ত্রীঘাতী, এবং কৃতঘ্ন, এই সকল ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পবিত্র হইলেও ইহাদিগের সহিত ব্যবহার করিবে না। জলপূর্ণ নূতন কুম্ভ নিক্ষিপ্ত হইবার পর (কৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তি) জ্ঞাতিগণে পারবৃত হইয়া কতিপয় গাভীকে তৃণাদি (অর্থাৎ গোকল) প্রদান করিবে, প্রথমে ঐ সকল গাভীগণ তদ্দত্ত তৃণাদি গ্রাস ভোজন করিয়া তাহাকে সম্মানিত করিলে পশ্চাৎ জ্ঞাতিগণ তাহাকে গ্রহণ করিয়া সম্মানিত করিতে পারিবেন।২৯১-২৯৯। পাপ প্রকাশ পাইলে পাপী সভার * অনুমত প্রায়শ্চিত্ত করিবে, আর পাপ প্রকাশ না হইলে,

* বৃহস্পতির বচনের সহিত একবাক্যতা করিলে এই বচনের ব্যাখ্যা নিম্নলিখিতরূপ হইবে। যথা,—ব্রাহ্মণকে আঘাত করিতে দণ্ড উদ্যত করিলে (উদ্যতাস্ত্র পুরুষ, যেরূপ আঘাত করিতে সঙ্কল্প করিবে, তদনুসারে ব্রাহ্মণোপদিষ্ট গুরু লঘু যৎকিঞ্চিৎ) প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে করিতে হইবে, অস্থিভেদক আঘাতে অতিকৃচ্ছ্র, অঙ্গচ্ছেদজনিত রক্তপাতে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র, আর রক্তপাত-শূন্য ত্বক্-ভেদে প্রাজাপত্য করিবে। (১ম), মূলস্থিত দুইটী কৃচ্ছ্র-শব্দের প্রাজাপত্য অর্থ নহে, কিন্তু প্রথমটির প্রাজাপত্য, দ্বিতীয়টির অর্থ যথাসম্ভব ব্রত (২য়), এই ব্যাখ্যা ত্রিলোচনাচার্য্য-সম্মত।

* ঋগ্‌যজুঃসামবেদজ্ঞ, পূর্ব্বোত্তর মীমাংসাবেত্তা, ধর্ম্মশাস্ত্রকুশল, নিরুক্তাভিজ্ঞ, ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ এবং তিনজন আশ্রমী এইরূপ অন্যূন দশজনের নাম সভা।

লোমভ্যঃ স্বাহেত্যথবা দিবসং মারুতাশনঃ।
জলে স্থিত্বাভিজুহুয়াচ্চত্বারিংশদ্ঘৃতাহুতীঃ॥ ৩০২
ত্রিরাত্রোপোষিতো হুত্বা কুষ্মাণ্ডীভির্ঘৃতং শুচিঃ।
সুরাপঃ স্বর্ণহারী তু রুদ্রজাপী জলে স্থিতঃ॥ ৩০৩
সহস্রশীর্ষাজাপী তু মুচ্যতে গুরুতল্পগঃ।
গৌর্দেয়া কর্ম্মণোঽস্যান্তে পৃথগেভিঃ পয়স্বিনী॥ ৩০৪
প্রাণায়ামশতং কার্য্যং সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে।
উপপাতকজাতানামনাদিষ্টস্য চৈব হি॥ ৩০৫
ওঙ্কারাভিষ্টুতং সোমসলিলং পাবনং পিবেৎ।
কৃত্বা তু রেতোবিণ্মূত্রপ্রাশনঞ্চ দ্বিজোত্তমঃ॥ ৩০৬
নিশায়াং বা দিবা বাপি যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।

রহস্যপ্রায়শ্চিত্ত করিলেই হইবে। ব্রহ্মহত্যাকারী, ত্রিরাত্র উপবাস থাকিয়া জলমধ্যে অঘমর্ষণসূক্ত জপ করিবে, (তিন দিনের পর) দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে (ইহা ব্রহ্মহত্যার রহস্য-প্রায়শ্চিত্ত)। অথবা সমস্ত অহোরাত্র বাতাহারী হইয়া থাকিবে এবং সেই রাত্রে জলে অবস্থিতি করিবে। অনন্তর (প্রাতঃকালে জল হইতে উত্থিত হইয়া) "লোমভ্যঃ স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে চত্বারিংশৎ আহুতি প্রদান করিবে। সুরাপায়ী, ত্রিরাত্র উপবাসী হইয়া "যদ্দেবা দেবহেড়নম্" ইত্যাদি কুষ্মাণ্ডী ঋক্ পাঠ করিয়া চত্বারিংশৎ বার ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে শুদ্ধি লাভ করিবে। অশীতিরক্তিক ব্রাহ্মণস্বামিক সুবর্ণাপহারী ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া জলমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক "নমস্তে রুদ্রমন্যবে" এই শতরুদ্রীয় জপ করিলে শুদ্ধ হইবে। গুরুতল্পগামী, ত্রিরাত্র উপবাস থাকিয়া চত্বারিংশৎ বার করিয়া "সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি পুরুষ-সূক্ত মন্ত্র জপ করিলে সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে, যথোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের পর ইহারা এক একটী দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিবে (এই সকল রহস্যপ্রায়শ্চিত্ত অজ্ঞানকৃত পাপের পক্ষে বিহিত আছে)। যাহার রহস্য-প্রায়শ্চিত্ত কথিত হয় নাই, সেই জাতি ভ্রংশকরাদি পাপসকল উপপাতক এবং অন্যান্য সকল পাপ অপনোদন করিবার জন্য (যথা-সম্ভব পাপের তারতম্য-অনুসারে) শত (দ্বিশত ইত্যাদি এবং এতন্ন্যূন এতদধিক) প্রাণায়াম করিবে। দ্বিজ (অজ্ঞানবশতঃ) রেতঃ-পান, বিষ্ঠা-ভোজন বা মূত্রপান করিলে সোমরসের উপর প্রণব জপ করিয়া শুদ্ধিজনক সেই রস পান করিবে। রাত্রিতে বা দিবসে অজ্ঞানপূর্ব্বক যে সকল প্রকীর্ণক

ত্রৈকাল্যসন্ধ্যাকরণাত্তৎ সর্ব্বং বিপ্রণশ্যতি॥ ৩০৭
শুক্রিয়ারণ্যকজপো গায়ত্র্যাশ্চ বিশেষতঃ।
সর্ব্বপাপহরা হ্যেতে রুদ্রৈকাদশিনী তথা॥ ৩০৮
যত্র যত্র চ সঙ্কীর্ণমাত্মানং মন্যতে দ্বিজঃ।
তত্র তত্র তিলৈর্হোমো গায়ত্র্যা বাচনং তথা॥ ৩০৯
বেদাভ্যাসরতং ক্ষান্তং মহাযজ্ঞক্রিয়ারতম্।
ন স্পৃশন্তীহ পাপানি মহাপাতকজান্যপি॥ ৩১০
বায়ুভক্ষো দিবা তিষ্ঠন্ রাত্রিং নীত্বাপ্সু সূর্য্যদৃক্।
জপ্ত্বা সহস্রং গায়ত্র্যাঃ শুধ্যেদ্ব্রহ্মবধাদৃতে॥ ৩১১
ব্রহ্মচর্য্যং দয়া ক্ষান্তির্দানং সত্যমকল্কতা।
অহিংসাস্তেয়মাধুর্য্যদমাশ্চেতি যমাঃ স্মৃতাঃ॥ ৩১২
স্নানমৌনোপবাসেজ্যা-স্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহাঃ।
নিয়মা গুরুশুশ্রূষাশৌচাক্রোধাপ্রমাদতাঃ॥ ৩১৩

পাপ অনুষ্ঠিত হয় (অথবা মানস-উপপাতক হয়) তৎসমস্ত ত্রৈকালিক সন্ধ্যা উপাসনাদ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। "বিশ্বানি দেবঃ সবিতঃ" ইত্যাদি শুক্রিয় মন্ত্র জপ, আরণ্যক মন্ত্র জপ, এবং বিশেষতঃ গায়ত্রী জপ, আর একাদশরুদ্রানুবাক জপ (অঘমর্ষণ সূক্ত জপ) এই সমস্ত জপ (যথাযোগ্য সংখ্যাক্রমে অনুষ্ঠিত হইলে, যথা মহাপাতকে লক্ষ উপপাতকে অযুত ইত্যাদি) সকল পাপ বিনষ্ট করে। দ্বিজ আপনাকে যে যে বিষয়ে পাপে আক্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে, তৎতৎ বিষয়ে (বিহিত সংখ্যানুসারে) গায়ত্রী উচ্চারণপূর্ব্বক তিল দ্বারা হোম করিবে; অথবা ব্রাহ্মণহস্তে তিলপ্রক্ষেপপূর্ব্বক ঐ ব্রাহ্মণ-গণ দ্বারা আপনার শুদ্ধি বা ধর্ম্মরাজের প্রীতি বাচন করিয়া লইবে। (বেদধ্যয়ন, বেদবিচার বেদানুশীলন, তাৎকালিক ব্রহ্মচর্য্য এবং বেদাধ্যাপন, বেদাভ্যাস এই পাঁচপ্রকার) এইরূপ বেদাভ্যাস-পরায়ণ তিতিক্ষাযুক্ত অথচ পঞ্চযজ্ঞকর্ত্তা মহাত্মাকে ব্রহ্মবধাদি-মহাপাতকসম্ভূত পাপারাশিও স্পর্শ করিতে পারে না, উপপাতকাদির ত কথাই নাই। দিবসে বাতাহারী হইয়া থাকিবে এবং সমস্ত রাত্রি জলে অতিবাহিত করিবে, অনন্তর সূর্য্যোদয়ের পর সহস্র গায়ত্রী জপ করিলে ব্রহ্মবধব্যতীত সকল পাপ হইতে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ৩০১—৩১১

ইতি রহস্য- প্রায়শ্চিত্ত।

ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ক্ষান্তি, দান, সত্য, অকুটিলতা, অহিংসা, অস্তেয়, মধুরতা এবং দম (অর্থাৎ বাহ্যে-ন্দ্রিয়সংযম) এই সকল যম নামে স্মৃত হইয়াছে। স্নান, মৌন, উপবাস, যাগ, স্বাধ্যায়, উপস্থসংযম, গুরু সেবা, শৌচ, অক্রোধ, অপ্রমাদ এই সকলের নাম

গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্।
জগ্ধা পরেহহ্ন্যুপবসেৎ কৃচ্ছ্রং সান্তপনঞ্চরন্॥ ৩১৪
পৃথক্‌সান্তপনদ্রব্যৈঃ ষড়হঃ সোপবাসকঃ।
সপ্তাহেন তু কৃচ্ছ্রোহয়ং মহাসান্তপনঃ স্মৃতঃ॥ ৩১৫
পর্ণোডুম্বররাজীব-বিল্বপত্রকুশোদকৈঃ।
প্রত্যেকং প্রত্যহং পীতৈঃ পর্ণকৃচ্ছ্র উদাহৃতঃ॥ ৩১৬
তপ্তক্ষীরঘৃতাম্বূনামেকৈকং প্রত্যহং পিবেৎ।
একরাত্রোপবাসশ্চ তপ্তকৃচ্ছ্র উদাহৃতঃ॥ ৩১৭
একভক্তেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ।
উপবাসেন চৈকেন পাদকৃচ্ছ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৩১৮
যথাকথঞ্চিৎত্রিগুণং প্রাজাপত্যোহয়মুচ্যতে।
অয়মেবাতিকৃচ্ছ্রঃ স্যাৎ পাণিপূরান্নভোজনঃ॥ ৩১৯
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রঃ পয়সা দিবসানেকবিংশতিম্।
দ্বাদশাহোপবাসেন পরাকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৩২০
পিণ্যাকাচামতক্রাম্বুশক্তূনাং প্রতিবাসরম্।
একরাত্রোপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রঃ সৌম্যোহয়মুচ্যতে॥ ৩২১
এষাং ত্রিরাত্রমভ্যাসাদেকৈকস্য যথাক্রমম্।
তুলাপুরুষ ইত্যেষ জ্ঞেয়ঃ পঞ্চদশাহিকঃ॥ ৩২২
তিথিবৃদ্ধ্যা চরেৎ পিণ্ডান্ শুক্লে শিখ্যণ্ডসম্মিতান্।
একৈকং হ্রাসয়েৎ কৃষ্ণে পিণ্ডং চান্দ্রায়ণং চরন্॥ ৩২৩
যথাকথঞ্চিৎ পিণ্ডানাং চত্বারিংশচ্ছতদ্বয়ম্।
মাসেনৈবোপভুঞ্জীত চান্দ্রায়ণমথাপরম্॥ ৩২৪
কুর্য্যাত্রিষবণস্নায়ী কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং তথা।

নিয়ম। (প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময়ে এই যম-নিয়ম অবশ্য আশ্রয় করিবে। ইহার মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্ম সকলসময়েই আশ্রয়ণীয় বটে, তথাপি তাহাদিগের পুনর্গ্রহণ প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গত্ব প্রতিপাদনার্থ ইত্যাদি)। গোমূত্র, গোময়, গব্য দুগ্ধ, গব্য দধি, গব্য ঘৃত এবং কুশজল পান করিয়া পরদিবস উপবাস করিবে, এই ব্রতের নাম সান্তপন। ইহাই উৎকৃষ্ট ব্রত। সান্তপন-ব্রতে গোমূত্রাদি যে ছয়টী দ্রব্য উক্ত হইয়াছে, তাহার এক একটীমাত্র আহার করিয়া ক্রমে ছয়দিন অতিবাহিত করিবে এবং সপ্তদিনে উপবাসী থাকিবে, এই ব্রত মহাসান্তপন নামে স্মৃত হইয়াছে। পলাশ-পত্রের ক্বাথ, উডুম্বরপত্রের ক্বাথ, পদ্মপত্রের ক্বাথ, বিল্বপত্রের ক্বাথ এবং কুশজল এই পাঁচপ্রকার জলের মধ্যে প্রত্যেক দিন এক এক রকম জল পান দ্বারা (পাঁচ দিন অতিবাহিত করিলে) যে ব্রত হয়, তাহা পর্ণকৃচ্ছ্র নামে উদাহৃত। তপ্ত-দুগ্ধ তপ্তঘৃত এবং তপ্ত জল, এই তিনরকম পেয় প্রত্যহ এক একটি করিয়া (তিনদিন) পান করিবে ও একদিন অর্থাৎ চতুর্থ দিন উপবাস করিবে, ইহা তপ্ত-কৃচ্ছ্র নামে বিখ্যাত। একদিন একভক্ত, একদিন নক্ত, একদিন অযাচিত-ভোজন এবং একদিন উপবাস দ্বারা যে ব্রত আচরিত হয়, তাহার নাম পাদকৃচ্ছ্র। এই ব্রত (যথাক্রমে তিনদিন এক-ভক্ত তিনদিন নক্ত, তিনদিন অযাচিতভোজন এবং তিন দিন উপবাস কিংবা এক এক দিন করিয়া চারিদিনে উপবাসান্ত কার্য্য করিয়া আবার এক একদিন করিয়া ঐরূপ কার্য্য, এই প্রকারে দ্বাদশ-দিন অতিবাহিত করিলে) ইত্যাদি যে কোনরূপে তিনগুণ হইলে প্রাজাপত্য নামে কথিত হয়। এই প্রাজাপত্য ব্রতই "অতিকৃচ্ছ্র" পদবাচ্য হইবে; তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, যে কয়দিন আহার করা নিয়ম, অতিকৃচ্ছ্রে সেই কয়দিন পাণি-পূরণ-মাত্র (অর্থাৎ যতগুলি অন্নে দক্ষিণকরতল পূর্ণ হয়, মাত্র ততগুলি) অন্ন আহার করিবে (প্রাজা-পত্যব্রতে দ্বাবিংশত্যাদি গ্রাস আহার করিতে মনু আদেশ করিয়াছেন)। একবিংশতিদিন দুগ্ধমাত্র পান করিয়া থাকিলে "কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র" ব্রত হয়, দ্বাদশাহ উপবাসসাধ্য ব্রত পরাক নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। পিণ্যাক, আচাম, তক্র, জল এবং শক্তু এই সকল বস্তুর এক একটী করিয়া প্রত্যহ ভোজন এবং অনন্তর একদিন উপবাস এই (ষড়হঃসাধ্য ব্রত) সৌম্যকৃচ্ছ্র নামে অভিহিত হয়। পিণ্যাকাদি পঞ্চদ্রব্যের এক একটী দ্রব্য যথাক্রমে তিনদিন করিয়া ভোজন করিবে, এই পঞ্চদশাহ-সাধ্য ব্রত তুলাপুরুষ নামে জ্ঞাতব্য। ৩১২—৩২২। চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিতে হইলে; ময়ূরাণ্ড-প্রতিম নিজ-ভোজ্য পিণ্ড শুক্লপক্ষে তিথিবৃদ্ধি অনুসারে এক একটী করিয়া বাড়াইয়া ভোজন করিবে, কৃষ্ণ-পক্ষে এক একটী করিয়া কমাইবে (অর্থাৎ শুক্ল-পক্ষের প্রতিপদে একটী, দ্বিতীয়ায় দুইটী, পূর্ণি-মাতে পঞ্চদশটী পিণ্ড ভোজন করিবে; আবার কৃষ্ণ প্রতিপদে চতুর্দ্দশটী দ্বিতীয়ায় ত্রয়োদশটী এই-রূপে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে একটীমাত্র পিণ্ড ভোজন করিয়া থাকিয়া অমাবস্যাতে উপবাস করিবে)। (অথবা) একমাসে মোট ২৪০ দুইশত চল্লিশটী পিণ্ড, যে কোনরূপে (অর্থাৎ কোনদিন ১৬টী পিণ্ড ভোজন, কোন দিন উপবাস, কোনদিন বা একটীমাত্র পিণ্ড ভোজন ইত্যাদি, অনির্দ্ধারিতরূপে) ভোজন করিবে ইহা অন্যবিধ চান্দ্রায়ণ। (তপ্তকৃচ্ছ্র ব্যতীত)

পাবত্রাণি জপেৎ পিণ্ডান্ গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৩২৫
অন্যদিষ্টেষু পাপেষু চান্দ্রচান্দ্রায়ণেন তু।
ধর্ম্মার্থং যশ্চরেদেতচ্চন্দ্রস্যৈতি সলোকতাম্ ॥ ৩২৬
কৃচ্ছ্রকৃদ্ধর্ম্মকামস্তু মহতীং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ।
যথা গুরুক্রতুফলং প্রাপ্নোতি চ সমাহিতঃ। ৩২৭
শ্রুত্বৈতানৃষয়ো ধর্ম্মান্ যাজ্ঞবল্ক্যেন ভাষিতান্।
ইদমূচুর্ম্মহাত্মানং যোগীন্দ্রমমিতৌজসম্ ॥ ৩২৮
য ইদং ধারয়িষ্যন্তি ধর্ম্মশাস্ত্রমতন্দ্রিতাঃ।
ইহলোকে যশঃ প্রাপ্য তে যাস্যন্তি ত্রিপিষ্টপম্ ॥ ৩২৯
বিদ্যার্থী প্রাপ্নুয়াদ্বিদ্যাং ধনকামো ধনং তথা।
আয়ুষ্কামস্তথৈবায়ুঃ শ্রীকামো মহতীং শ্রিয়ম্ ॥ ৩৩০
শ্লোকত্রয়মপি হ্যস্মাদ্যঃ শ্রাদ্ধে শ্রাবয়িষ্যতি।
পিতৃণাং তস্য তৃপ্তিঃ স্যাদক্ষয্যা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৩১
ব্রাহ্মণঃ পাত্রতাং যাতি ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ।
বৈশ্যশ্চাপি ধান্যধনবানস্য শাস্ত্রস্য ধারণাৎ ॥ ৩৩২
য ইদং শ্রাবয়েদ্বিপ্রান্ দ্বিজান্ পর্ব্বসু পর্ব্বসু।
অশ্বমেধফলং তস্য তদ্ভবাননুমন্যতাম্ ॥ ৩৩৩
শ্রুত্বৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি প্রীতাত্মা মুনিভাষিতম্।
এবমস্ত্বিতি হোবাচ নমস্কৃত্য স্বয়ম্ভুবে ॥ ৩৩৪

ইতি শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

প্রাজাপত্যাদি কৃচ্ছ্র এবং চান্দ্রায়ণ করিবার সময় ত্রিকালস্নায়ী হইবে, এবং স্নানানন্তর অঘমর্ষণাদি পবিত্র জপ করিবে এবং ভক্ষ্য পিণ্ডের উপর গায়ত্রী জপ করিবে। যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, সেই সকল পাপের চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধি হইবে এবং যে সকল ব্যক্তি,—ধর্ম্মার্থ এই ব্রত আচরণ করে, সে চন্দ্রের সালোক্য প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ চন্দ্রলোকে বাস করিতে পায়)। যে ব্যক্তি সুসমাহিত হইয়া ধর্ম্মকামনায় প্রাজাপত্যাদি কৃচ্ছ্র আচরণ করে, সে মহতী লক্ষ্মী লাভ করে এবং রাজসূয়াদি প্রধান প্রধান যজ্ঞ ফল পাইয়া থাকে। সামশ্রব প্রভৃতি ঋষিগণ, এইসকল যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অমিততেজা মহাত্মা যোগীন্দ্র যাজ্ঞবল্ক্যকে এই কথা বলিতে লাগিলেন। যাঁহারা নিরালস্য হইয়া এই ধর্ম্মশাস্ত্র ধারণা করিবেন, তাঁহরা ইহলোকে যোগ লাভ করিয়া, অন্তকালে স্বর্গে গমন করিবেন। বিদ্যার্থী বিদ্যা, ধনার্থী ধন, আয়ুঃপ্রার্থী আয়ু এবং শ্রীপ্রার্থী মহতী শ্রী প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে এই ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে অন্ততঃ তিনটী শ্লোক শ্রবণ করাইবে, তাহার পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। এই শাস্ত্র ধারণ করিয়া রাখিতে পারিলে ব্রাহ্মণ পাত্রত্ব (অর্থাৎ বিদ্যাতপঃসম্পন্নত্ব) প্রাপ্ত হইবেন, ক্ষত্রিয় বিজয়ী হইবে এবং বৈশ্য ধনধান্য-সম্পত্তিশালী হইবে। যে পণ্ডিত প্রতিপর্ব্বে দ্বিজগণকে এই শাস্ত্র শ্রবণ করাইবেন, তাঁহার অশ্বমেধফল হইবে, তাহা অর্থাৎ আমাদিগের এই বাক্য আপনি অনুমোদন করুন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও ঋষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক তাহাই হউক (অর্থাৎ তোমাদিগের কথা অনুমোদন করিলাম এবং ফলসমস্ত সম্পূর্ণ হউক) ইহা বলিলেন। ৩২৫—৩৩৪।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা সমাপ্ত।